বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি
কোটবাড়ি, কুমিল্লা।

ISBN 978 984 34 6953 3

For contact: graphicswelkin@gmail.com

সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির নিয়ামকসমূহ

সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির নিয়ামকসমূহ

- মোঃ আবুল হোসেন
- হরিদাস ঠাকুর
- মোহাম্মদ দুলাল মিঞা
- মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম
- জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা

সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির নিয়ামকসমূহ

মোঃ আবুল হোসেন যুগ্মনিবন্ধক
হরিদাস ঠাকুর উপনিবন্ধক
মোহাম্মদ দুলাল মিঞা উপনিবন্ধক
মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম উপনিবন্ধক
জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা উপনিবন্ধক

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি
কোটবাড়ী, কুমিল্লা

সফল ও টেসকই সমবায় সমিতির নিয়ামকসমূহ
(বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা কর্তৃক সম্পাদিত গবেষণা গ্রন্থ)

উপদেষ্টা ঃ জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন. অধ্যক্ষ-অতিরিক্ত নিবন্ধক, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা ।

প্রকাশক ঃ অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা ।

টেলিফোন ঃ ০০-৮৮-০৮১-৭৬০১৭

ফ্যাক্স ঃ ০০-৮৮-০৮১-৭৬০১৭

ই-মেইল ঃ bcacomilla@gmail.com

প্রচ্ছদঃ শেখ ফজলুল করিম ।

অক্ষরবিন্যাস ঃ পারভেজ বিপ্লব

মুদ্রণঃ গতিয়া প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন

প্রকাশকালঃ জুন, ২০১৯

আইএসবিএন নম্বর ঃ ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-৬৯৫৩-৩

মূল্য ঃ ৪০০/- (চারশত) টাকা মাত্র

গ্রন্থসত্ত্বঃ বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা ।

Safal O Teksoi Somobay Samitir Niyamoksomuha [Determinants of a successful and Sustainable cooperative society] : a research book on the factors and determinants of a successful and Sustainable cooperative society conducted by the Research panel of Bangladesh Cooperative Academy, Kotbari, Cumilla; published on June, 2019.
Cover Design : Sheikh Fazlul Karim
Copywright : Principal, Bangladesh Cooperative Academy, Kotbari, Cumilla
Price : Taka 400 (Four hundred) only.
ISBN : 978-984-34-6953-3

[সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণঃ প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যমে, যেমন ফটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোন ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লংঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে । তবে যথাযথ উৎস নির্দেশসহ গবেষণাকাজে এ বইয়ের তথ্য ব্যবহার করা যাবে।

Disclaimer: All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical or photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher-copyright owner. Any person who does any unauthorized act in relation to this publication may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages. Information of this book can be used for Research purpose only by citing proper reference.]

[**প্রচ্ছদ পরিচিতি:** একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যখন ভিন্ন ভিন্ন নিয়ামক কাজ করে তখন তারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির আচরন করতে পারে। লক্ষে পৌছানোর যদি এসব নিয়ামকের প্রতিটি তার স্ব স্ব ভূমিকা সঠিক ভাবে পালন করে তবে চমৎকার ফল আসতে পারে।

Cover Description: Different catalysts for same purpose may have variety naturs. If they serve theie individual role to reach the destination then purpose is served in a fantastic way.]

উৎসর্গঃ

বাংলাদেশের সকল সফল সমবায়ীদের উদ্দেশ্যে

যাঁরা শত প্রতিকূলতার মাঝেও

সমবায় আন্দোলনকে সফল করার জন্য

প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন ।

সমবায় আপ্তবাক্য ও নির্দেশনা

১৩। উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বন্টনপ্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এই উদ্দেশ্যে মালিকানা-ব্যবস্থা নিম্নরূপ হইবেঃ

(ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা, অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র লইয়া সুষ্ঠ ও গতিশীল রাষ্ট্রায়ত্ত সরকারী খাত সৃষ্টির মাধ্যমে জরগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা;

(খ) সমবায়ী মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায়সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায়সমূহের মালিকানা; এবং

(গ) ব্যক্তিগত মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানের সমবায় খাতের স্বীকৃতি

আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা সমবায়ের পথ-সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান;
৩০ জুন ১৯৭২ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন কর্তৃক আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে প্রদত্ত বাণী

সরকারের উন্নয়ন প্রচেষ্ঠায় সমবায় সম্ভাবনাময় শক্তি। সমবায়ের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে সমবায় সহায়ক শক্তি হতে পারে। দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে সমবায় একটি পরীক্ষিত কৌশল।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
২৫ নভেম্বর,২০১৮ খ্রিঃ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে
৪৭তম জাতীয় সমবায় দিবস এবং জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৬ ও ২০১৭ বিতরণ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তব্য

we will not measure the success of the Movement by the number of cooperative societies formed, but by the moral condition of the cooperators.

Mahatma Gandhi

A SMALL BODY OF DETERMINED SPIRITS FIRED BY AN UNQUENCHABLE FAITH IN THEIR MISSION CAN ALTER THE COURSE OF HISTORY.

Mahatma Gandhi

NOTHING TRULY VALUABLE CAN BE ACHIEVED EXCEPT BY THE UNSELFISH COOPERATION OF MANY INDIVIDUALS.

Albert Einstein

CO-OPERATIVES HAVE A KEY ROLE TO PLAY IN THE ECONOMIC, SOCIAL AND ENVIRONMENTAL PILLARS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT.

Juan Somavia, Former ILO Director-General

সূচিপত্র

মুখবন্ধ ১২
উপক্রমণিকা ১৩
কৃতজ্ঞতাস্বীকার ১৪
সারণীর তালিকা ১৫
লেখচিত্রের তালিকা ১৭
শব্দসংক্ষেপের তালিকা ১৮
গবেষণা সার-সংক্ষেপ ১৯

প্রথম অধ্যায়ঃ ভূমিকা ও প্রারম্ভিকা
১.০১ প্রারম্ভিকা ২৫
১.০২ গবেষণার পটভূমি ২৬
১.০৩ গবেষণার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়ের কার্যকরী সংজ্ঞায়ন ২৮
১.০৪ গবেষণার যৌক্তিকতা ৩০
১.০৫ গবেষণা বিষয়ের উপর সমবায় অধিদপ্তরের ফোকাস ৩১
১.০৬ গবেষণা বিষয়ের উপর নূণ্যতম কার্যসম্পাদন ৩২
১.০৭ বিষয়ের উপর সীমিত গবেষণা ৩৩
১.০৮ গবেষণার বিষয়ের ওপর আরব্ধ প্রশ্ন ৩৩
১.০৯ গবেষণার কাঙ্খিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ৩৩
১.১০ গবেষণার অনুকল্প ৩৪
১.১১ গবেষণার পরিধি ৩৫
১.১২ গবেষণার গুরুত্ব ৩৫
১.১৩ গবেষণার সীমাবদ্ধতা ৩৬
১.১৪ উপসংহার ৩৬

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ গবেষণার প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা
২.০১ প্রারম্ভিকা ৩৭
২.০২ গবেষণার বিষয়ে প্রাপ্ত সাহিত্যের বিবরণ ৩৮
২.০৩ গবেষণার গ্যাপ ৫৩
২.০৪ ধারণাগত মডেল ৫৩
২.০৫ গবেষণার প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনায় প্রাপ্ত বিষয়সমূহ ৫৪
২.০৬ উপসংহার ৫৪

তৃতীয় অধ্যায়: গবেষণার পদ্ধতি

৩.০১ প্রারম্ভিকা	৫৫
৩.০২ গবেষণা	৫৫
৩.০৩ গবেষণা এপ্রোচসমূহ	৫৫
৩.০৪ গবেষণার জন্য পদ্ধতি নির্বাচন	৫৬
৩.০৫ গবেষণা নকশা	৫৭
৩.০৬ উত্তরদাতাদের স্যাম্পলিং ও নির্বাচনের যৌক্তিতা	৫৮
৩.০৭ জরিপ প্রশ্নমালা প্রস্তুতি	৫৯
৩.০৮ গবেষণার জন্য সফল ও টেকসই সমিতি চিহ্নিতকরণের মানদণ্ড/নির্ণায়ক	৫৯
৩.০৯ উত্তরদাতা/তথ্য প্রদানকারীর শ্রেণি	৫৯
৩.১০ তথ্য সংগ্রহ ও উত্তরদাতাদের ইন্টারভিউ গ্রহণ	৫৯
৩.১১ তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিশ্লেষণ এবং উপস্থাপন	৬০
৩.১২ সংগৃহীত তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিরূপণ	৬১
৩.১৩ গবেষণার বাস্তবায়ন দল	৬১
৩.১৪ উপসংহার	৬২

চতুর্থ অধ্যায় : তথ্য বিশ্লেষণ ও আলোচনা

৪.০১ প্রারম্ভিকা	৬৩
৪.০২ সফল ও টেকসই সমিতি চিহ্নিতকরণের মানদণ্ড/নির্ণায়ক	৬৩
৪.০৩ সমিতির তালিকা ও স্যাম্পল সাইজ নির্ধারণ এবং তথ্য সংগ্রহ	৬৩
৪.০৪ জরিপ প্রশ্নমালা-০০১ এর বিশ্লেষণ ও আলোচনা	৬৪
৪.০৫ জরিপ প্রশ্নমালা-০০২ এর বিশ্লেষণ ও আলোচনা	৯৪
৪.০৬ উপসংহার	১১৪

পঞ্চম অধ্যায় : সফল সমবায় সম্পর্কে অংশীজনের ভাবনা

৫.০১ প্রারম্ভিকা	১১৫
৫.০২ সমবায় অধিদপ্তরের সফল সমবায় সমিতি নিয়ে সাম্প্রতিক ভাবনা	১১৫
৫.০৩ সফল সমবায়ীদের ভাবনা	১২৪
৫.০৪ জরিপ অধিক্ষেত্রের সমবায় সমিতি গঠনকারী উদ্যোক্তা সংস্থা/এনজিও এর ভাবনা	১২৬
৫.০৫ উপসংহার	১২৬

ষষ্ঠ অধ্যায়: গবেষণার খসড়া রিপোর্টের ওপর কর্মশালা

৬.০১ কর্মশালার পটভূমি	১২৭
৬.০২ কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণ ও অভিমত	১২৭
৬.০৩ কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশমালা	১২৮
৬.০৪ উপসংহার	১৩৩

সপ্তম অধ্যায় : সফল সমবায় সমিতির ওপর কেস স্টাডি

৭.০১ প্রারম্ভিকা	১৩৪
৭.০২: সমবায় চা বাগান স্থাপনে পঞ্চগড় জেলার 'করতোয়া বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ' এর সাফল্যগাথা	১৩৪
৭.০৩ সফল সমবায় সমিতির অনন্য প্রতীক সম্প্রীতি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ	১৩৭
৭.০৪ পাহাড়ি জনপদের সফল সমবায় সমিতি-মনাটেক যাদুগানালা মৎস্য চাষ বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ	১৪৩
৭.০৫ আপন আলোয় উদ্ভাসিত জনতা আদর্শ গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ	১৪৬
৭.০৬ চান্দ্রা শিক্ষিত বেকার যুব বহুমুখি সমবায় সমিতি লিঃ-সমবায় সফলতার অনন্য উদাহরণ	১৪৯
৭.০৭ সমবায় সমিতির সফলতার নিয়ামক	১৫১
৭.০৮ উপসংহার	১৫১

অষ্টম অধ্যায় : সমবায় সফলতার চাবিকাঠি-আদর্শ সমবায় সমিতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

৮.০১ প্রারম্ভিকা	১৫২
৮.০২ সমবায় সমিতির প্রাতিষ্ঠানীকিরণ	১৫২
৮.০৩ সমবায় সমিতির প্রাতিষ্ঠানীকিকরণের নিয়ামক বা উপাদান	১৫২
৮.০৪ আদর্শ সমবায় সমিতির প্রাতিষ্ঠানীকিকরণে নিয়ামকসমূহের বাস্তবায়ন	১৫৩
৮.০৫ আদর্শ সমবায় সমিতির/প্রাতিষ্ঠানিকরূপপ্রাপ্ত সমিতির কার্যক্রমের সময়ভিত্তিক রূপরেখা	১৫৫
৮.০৬ আদর্শ ও প্রাতিষ্ঠানিক সমবায় সমিতির কার্যক্রম চক্র/মডেল	১৫৬
৮.০৭ আদর্শ সমবায় সমিতির/প্রাতিষ্ঠানিকরূপপ্রাপ্ত সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির নিয়মিত বিধিবদ্ধ সভাকরণ	১৫৭
৮.০৮ আদর্শ সমবায় সমিতির/প্রাতিষ্ঠানিকরূপপ্রাপ্ত সমিতির বিধিবদ্ধ কাজসমূহ	১৫৮
৮.০৯ আদর্শ সমবায় সমিতির/প্রাতিষ্ঠানিকরূপপ্রাপ্ত সমিতির কার্যক্রমের আইনগত সীমারেখা	১৫৯
৮.১০ উপসংহার	১৫৯

নবম অধ্যায় : সমবায় সফলতার ঐতিহাসিক অভীপ্সা এবং সমবায় কার্যক্রমের বহুমুখিকরণ

৯.০১ প্রারম্ভিকা	১৬০
৯.০২ সরকারের নীতি ও উন্নয়ন পরিকল্পনা দলিলসমূহ	১৬০
৯.০৩ পবিত্র সংবিধানে সমবায়ের উজ্জ্বল উপস্থিতি	১৬১
৯.০৪ কার্যবিধিমালার আলোকে সমবায় উপস্থিতি	১৬১
৯.০৫ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সমবায় উপস্থিতি	১৬২

৯.০৬ এসডিজির লক্ষ্যভিত্তিক কর্মসূচি ও সমবায় সম্পৃক্তি ১৬৩
৯.০৭ জাতির পিতার সমবায় ভাবনা ১৬৭
৯.০৮ ঐতিহাসিক যুক্তফ্রন্টের ২১ দফায় সমবায় উপস্থিতি ১৬৮
৯.০৯ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সমবায় ভাবনা ১৬৮
৯.১০ নীতি ও উন্নয়ন পরিকল্পনা দলিলসমূহের আলোকে সমবায়ের বহুমুখিকরণ ১৬৮
৯.১১ উপসংহার ১৭৩

দশম অধ্যায় : উপসংহার ও সুপারিশমালা
১০.০১ প্রারম্ভিকা ১৭৪
১০.০২ জরীপ প্রশ্নমালার উত্তরদাতা ও অংশীজনের কাছ থেকে মতামত ও সুপারিশ ১৭৪
১০.০৩ কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশ ১৭৫
১০.০৪ গবেষণা থেকে প্রাপ্ত সার্বিক ফলাফল ১৭৬
১০.০৫ সমবায় অধিদপ্তর ও সমবায়ীদের মাঝে বিদ্যমান গ্যাপ ১৮০
১০.০৬ গবেষণা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা ১৮১
১০.০৭ সমবায় সমিতির সমিতির দুর্যোগ/ বিপদ থেকে প্রতিরক্ষা কার্যক্রমের অ্যাকশন প্ল্যান ১৮১
১০.০৮ সমবায় অধিদপ্তরের সক্ষমতা-দূর্বলতা-সম্ভাবনা ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ ১৮৩
১০.০৯ গবেষণার তাৎপর্য/প্রায়োগিকতা ১৮৪
১০.১০ ভবিষ্যৎ গবেষণার দিকনির্দেশনা ১৮৪
১০.১১ গবেষণার সার্বিক মন্তব্য ও সুপারিশমালা ১৮৫
১০.১২ উপসংহার ১৮৬

তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি ১৮৭

পরিশিষ্টসমূহ ১৯২

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি এদেশে সমবায় প্রশিক্ষণের একটি অগ্রগণ্য ও শীর্ষ প্রতিষ্ঠান। সৃষ্টিলগ্ন থেকে এ প্রতিষ্ঠান এদেশের সমবায়ী জনগনের প্রশিক্ষণ সেবায় নিয়োজিত থেকে তার কার্যক্রম চালিয়ে আসছে এবং এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভুমিকা রেখে চলছে।

বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলনে, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির নাম ওতোপ্রতভাবে জড়িয়ে আছে। বর্তমান অর্থবছরসহ বিগত কয়েক বছর যাবৎ বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি গবেষণ কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় এ বছরও 'টেকসই ও সফল সমবায় সমিতি গঠনের নিয়ামকসমূহ' শীর্ষক একটি গবেষণা কার্যক্রম সুম্পন্ন করেছে, যা নি:সন্দেহে একটি বিশাল কাজ। কারণ সমবায় আন্দোলনে টেকসই ও সফল সমবায় গঠনের জন্য এটি একটি অনন্য দলিল। আশা করছি এ গবেষণা কার্যক্রমের সুপারিশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঝিমিয়ে পড়া সমবায় আন্দোলন তার কাংখিত গতি ফিরে পাবে ।

আমি মনে করি এ বছরের গবেষণার বিষয়টি অত্যন্ত লাগসই ও যুগপোযোগি যা আমাদেরকে তথা এদেশের সকল মানুষকে সফল সমবায় সমিতি গঠনে সহযোগিতার দিগন্ত প্রসারিত করবে। আমার বিশ্বাস এই গবেষণা পত্রটি এদেশের সমবায় আন্দোলনে জাগরণ সৃষ্টি করবে যা শিক্ষাবিদ, পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষক, সফল সমবায়ী, সমবায় চিন্তাবিদ ও সমবায় নিয়ে কাজ করতে ইচ্ছুক বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনকে ব্যাপকভাবে সহযোগিতা করবে।

আমি গবেষণা কাজে নিয়োজিত গবেষক দলকে তাদের অক্লান্ত ও নিরন্তর প্রচেষ্ঠার জন্য অভিবাদন জানাই।

মোঃ ইকবাল হোসেন
অধ্যক্ষ
বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি
ও
গবেষণা উপদেষ্টা।

উপক্রমণিকা

বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলনের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এ আন্দোলনের ব্যর্থতার পাশাপাশি সফলতার ইতিহাসও রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে সমবায়ের ব্যাপক বিপর্যয়ের ক্রান্তিকালে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির নিয়ামক সমূহ নিয়ে একটি গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করে ।

এখানে উলেখ্য যে, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি এ দেশে সমবায় প্রশিক্ষণে অগ্রণী সরকারী প্রতিষ্ঠান। এখানে গবেষণা কার্যক্রম চালানোর মতো পর্যাপ্ত জনবল ও লজিষ্টিক সাপোর্ট নেই । তা সত্ত্বেও বিগত কয়েক বছর যাবৎ আমরা প্রশিক্ষণের পাশাপাশি গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে আসছি ।

সমবায় আন্দোলন ফলপ্রসূকরণে সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির গুরুত্ব অপরিসীম। সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির নিয়ামকসমূহ নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম চালানো আমাদের জন্য বিরাট চ্যালেঞ্জ ছিল। তারপরেও আমরা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করি এবং এতদসংক্রান্ত সমস্ত প্রক্রিয়া যেমন- পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রশ্নমালা তৈরী, সমবায়ীদের মতামত গ্রহণ, সুপারিশমালা তৈরীকরন সহ সমস্ত কার্যক্রম সম্পাদন করি। সমগ্র দেশ থেকে সমবায়ীদের এবং সমবায় কর্মকর্তাদের থেকে তথ্য সংগ্রহ, প্রাপ্ত তথ্য, উপাত্ত এবং মতামত যাচাই বাছাই নি:সন্দেহ একটি বিরাট কাজ। আমরা আশা করি যে, এই ধরনের গবেষণার ফলাফল ভবিষ্যতে সমবায় বিভাগের কর্মপন্থা নির্ধারণে বিশেষ সহায়ক হবে।

উলেখিত বিষয়ে পূর্বে কোন গবেষণা কর্ম না থাকা এবং সমবায় অধিদপ্তরে সফল সমিতির তালিকা না থাকা ছিল আমাদের একটি বড় সীমাবদ্ধতা। তা সত্ত্বেও আমাদের গবেষণা কমিটির আন্তরিক ও সত্যিকার প্রচেষ্টার ফলে আমরা জেলা সমবায় অফিসারদের নিকট থেকে সফল সমিতির তালিকা সংগ্রহ করে একটি ভারসাম্য ও তথ্যবহুল গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছি। আমি গবেষণার সাথে সংশিষ্ট সকলকেই তাদের সক্রিয় অংশগ্রহনের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

গ্রন্থটিকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করার জন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। তারপরও মুদ্রণ প্রমাদসহ অনান্য ত্রুটি আমাদের অজ্ঞাতে থেকে যেতে পারে। এ বিষয়ে পাঠকের সহৃদয় দৃষ্টি কামনা করি।

আমরা বিশ্বাস করি যে, আমাদের গবেষণা রিপোর্টটি যদি সমবায় অঙ্গনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সফল হয় তাহলেই আমাদের সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সফল হবে। আমার বিশ্বাস এই প্রতিবেদন সমবায় দপ্তরের কাজের গুণগত পরিবর্তনে সহায়ক হবে যা বস্তত:পক্ষে দেশের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হউন।

মো: আবুল হোসেন
উপাধ্যক্ষ
বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি
ও গবেষণা পরিচালক।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পরম করুনাময় আল্লাহ তায়ালার মেহেরবাণীতে আমরা "সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির নিয়ামকসমূহ" শিরোনামে গবেষনা কার্যক্রমের প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছি । এই গবেষণা কর্ম সম্পাদনের লক্ষে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্ধ প্রদানের জন্য আমি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং সমবায় অধিদপ্তরের নিকট গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সকল জেলা সমবায় অফিসারগণ সফল সমবায় সমিতির তথ্য দিয়ে আমাদের গবেষণা কাজকে সহজ করেছেন, এজন্য আমি তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ । তথ্য সংগ্রহকারী তথা বিভিন্ন আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং জেলা পর্যায়ের প্রশিক্ষকগণকে আমি এই কাজে সহযোগিতায় জন্য অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমি আরও কৃজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি সফল সমবায় সমিতির সদস্য ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের যারা আমাদেরকে প্রাথমিক ডাটা তথা তথ্য উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করেছেন।

আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি সকল অংশগ্রহণকারীদের প্রতি, যাঁরা কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন এবং আমাদেরকে মূল্যবান মতামত প্রদান করে সহযোগিতা করেছেন। আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক ও প্রাক্তন উপ-পরিচালক,বার্ড জনাব জিলুর রহমান পল এর নিকট; যিনি এই গবেষণা কর্মের সকল পর্যায়ে আমাকে নিরন্তর সহযোগিতা করেছেন। বার্ড, বিভিন্ন দপ্তরের বিশেষজ্ঞবৃন্দ, বিশিষ্ট সমবায়ীবৃন্দ আমাদেরকে তাদের মেধা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে সাহায্য করেছেন। যা ছিল সত্যিই আমাদের কাছে অনন্য প্রাপ্তি।

আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির অধ্যক্ষ মহোদয়কে তাঁর সার্বিক নির্দেশনা এবং বন্ধুসুলভ সহযোগিতা ও গবেষণার ক্ষেত্রে নিরঙ্কুষ স্বাধীনতা প্রদানের জন্য।

আমি আমার গবেষণার কমিটির সদস্যদেরকে তাদের আন্তরিক এবং সময়নিষ্ট প্রচেষ্ঠার জন্য নিরন্তর অভিবাদন জানাই। এখানে উলেখ্য যে, গবেষণা কমিটির আন্তরিক ও শ্রমসাধ্য সহযোগিতা ছাড়া এই কাজ করা কোনোক্রমেই সম্ভব হতো না। বিশেষতঃ গবেষকদলের সম্মানিত সদস্য জনাব হরিদাস ঠাকুর অত্যন্ত আন্তরিকভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সাথে গবেষণা প্রতিবেদনের খসড়া তৈরী করেছেন, এজন্য তাঁকে শুধু ধন্যবাদ দেয়ায় যথেষ্ট নয়; এধরণের সৃজনশীল কাজে তাঁর উত্তোরোত্তর সাফল্যও কামনা করছি।

গবেষণা কার্যক্রম চলাকালীন সমবায় অধিদপ্তর একইবিষয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করে। অধিদপ্তরের উপনিবন্ধক জনাব মোহাম্মদ হাফিজুল হায়দার চৌধুরী এ গবেষণা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত না হয়েও সমবায় অধিদপ্তরের আদর্শ ও সকল সমবায় সমিতির মানদণ্ড বিষয়ক নির্দেশনা সরবরাহ করে গবেষণা কার্যক্রমকে আরো সমৃদ্ধ করেছেন। এ জন্য তাঁর নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আন্তরিকতার সাথে গবেষণা প্রতিবেদনের প্রচ্ছদ একেঁ দেয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি জেলা সমবায় অফিসার বাগেরহাট জনাব শেখ ফজলুল করিম শান্ত'র নিকট।

সব শেষে আমি এই মহৎ কাজে যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাদের সহযোগিতা করেছেন যাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়নি সেই নেপথ্যের কারিগরদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা ।
মহান আল্লাহ যার অপার রহমত আমাদেরকে এই গবেষণা কর্ম সম্পাদনে শক্তি জুগিয়েছেন তাঁর নিকট হাজার শুকরিয়া।

মোঃ আবুল হোসেন
উপাধ্যক্ষ
ও গবেষণা পরিচালক

সারণির তালিকা

সারণি-০১ : Cooperative শব্দের পূর্ণরূপ ৩৮
সারণি -০২ : সমবায়ের ক্রমবিকাশের ইতিবৃত্ত ৩৯
সারণি -০৩ : আদর্শ সমবায় সমিতির নিম্নরূপ মৌলিক বেশিষ্ট্য ৪৭
সারণি -০৪ : সমবায় নীতি ৪৯
সারণি -০৫ : গবেষণার স্যাম্পলিং ৫৮
সারণি-০৬ : গবেষণার জন্য নির্বাচিত সমিতির ধরণ ও সংখ্যা ৬৪
সারণি -০৭ : সফল সমিতির উপাদানসমূহের উপর মতামত ৬৫
সারণি -০৮ : সমিতির মূলধন গঠনে নিয়মিত শেয়ার ক্রয়ে সুবিধা সম্পর্কে মতামত ৬৬
সারণি -০৯ : সমিতির সদস্যদের চাহিবামাত্র সঞ্চয় ফেরত প্রদানের ব্যবস্থা সম্পর্কে মতামত ৬৭
সারণি -১০ : সমিতির মূলধন গঠনে সদস্যদের উৎসাহিতকরণ সম্পর্কে মতামত ৬৭
সারণি -১১ : প্রাথমিক অবস্থায় সমিতির মূলধন গঠনে গৃহীত পদ্ধতি সম্পর্কে মতামত ৬৮
সারণি -১২ : ঋণ আদায়ের কার্যকর পদ্ধতি সম্পর্কে মতামত ৭০
সারণি -১৩ : সদস্যদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সমিতিগুলোর অবদান রাখা সম্পর্কে মতামত ৭১
সারণি -১৪ : সমিতিতে বিধি অনুযায়ী ঋণ/বিনিয়োগ না হওয়ার কারণ সম্পর্কে মতামত ৭২
সারণি -১৫ : সমিতিতে তারল্য সংরক্ষণ না করার কারণ সম্পর্কে মতামত ৭৩
সারণি -১৬ : সারণি-১৬: বর্তমান আইন ও বিধিমালা সমিতির উন্নয়নে প্রতিবন্ধক ভূমিকার কারণ সম্পর্কে মতামত ৭৫
সারণি -১৭ : সমিতিতে নিয়মিত মাসিক সভা না হওয়ার কারণ সম্পর্কে মতামত ৭৬
সারণি -১৮ : আইন ও বিধি মোতাবেক নিয়মিত এজিএম সংগঠন সম্পর্কে মতামত ৭৮
সারণি -১৯ : নিয়মিত অডিট সংশোধনী দাখিল না করার কারণ সম্পর্কে মতামত ৭৯
সারণি -২০ : সমিতির সফলতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মতামত ৮১
সারণি -২১ : নতুন সমিতির সফল হওয়ার জন্য করণীয় সম্পর্কে মতামত ৮২
সারণি -২২ : সফল সমিতির প্রাতিষ্ঠানিক রূপ সম্পর্কে মতামত ৮৩
সারণি -২৩ : সমিতি সফল হওয়ার জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটির ভূমিকা বা করণীয় সম্পর্কে মতামত ৮৪
সারণি -২৪ : সমিতি সফল হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ভূমিকা বা করণীয় সম্পর্কে মতামত ৮৫
সারণি -২৫ : সফল সমবায় নেতৃত্বের গুণাবলী থাকা সম্পর্কে মতামত ৮৮
সারণি -২৬ : সমবায় বিভাগ থেকে প্রত্যাশিত প্রশিক্ষণ সম্পর্কে মতামত ৯০
সারণি -২৭ : সফল সমিতির প্রাতিষ্ঠানিক রূপ সম্পর্কে মতামত ৯১
সারণি -২৮ : সমবায় সমিতি পরিচালনায় অনুভূত প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে মতামত ৯২
সারণি -২৯ : পরিচালিত সমবায় সমিতির সবল দিক সম্পর্কে মতামত ৯৩
সারণি -৩০ : পরিচালিত সমবায় সমিতির দুর্বল দিক সম্পর্কে মতামত ৯৪
সারণি -৩১ : সফল সমিতির উপাদানসমূহের উপর মতামত ৯৫
সারণি -৩২ : নতুন সমিতির সফল হওয়ার জন্য করণীয় সম্পর্কে মতামত ৯৫

সারণি -৩৩ : সমিতি সফল হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ভূমিকা বা করণীয় সম্পর্কে মতামত ৯৭
সারণি -৩৪ : সমিতি সফল হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ভূমিকা বা করণীয় সম্পর্কে মতামত ৯৮
সারণি -৩৫ : সমিতি সফল হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ভূমিকা বা করণীয় সম্পর্কে মতামত ৯৯
সারণি -৩৬ : সমিতির মূলধন গঠনে নিয়মিত শেয়ার ক্রয়ে সুবিধা সম্পর্কে মতামত ১০১
সারণি -৩৭ : সমিতির সদস্যদের চাহিদামাত্র সঞ্চয় ফেরত প্রদানের ব্যবস্থা সম্পর্কে মতামত ১০১
সারণি -৩৮ : প্রাথমিক অবস্থায়/ শুরুতে সমিতির মূলধন গঠনে গৃহীত পদ্ধতি সম্পর্কে মতামত ১০৩
সারণি -৩৯ : সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা/ কর্মচারী কর্তৃক সমিতির মূলধন গঠনে সহায়তা সম্পর্কে মতামত ১০৩
সারণি -৪০ : ঋণ আদায়ের কার্যকর পদ্ধতি সম্পর্কে মতামত ১০৫
সারণি -৪১ : সফল সমিতি থেকে পুঁজি/ঋণ নিয়ে স্বাবলম্বীতা/ উদ্যোক্তা হওয়ার হার ১০৬
সারণি -৪২ : সদস্যদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সফল সমিতিগুলোর অবদান রাখা সম্পর্কে মতামত ১০৬
সারণি -৪৩ : অধিক্ষেত্রাধীন সমিতিতে তারল্য সংরক্ষণের ধরন সম্পর্কে মতামত ১০৮
সারণি -৪৪ অধিক্ষেত্রাধীন সমিতিতে তারল্য সংরক্ষণ না করার কারণ সম্পর্কে মতামত ১০৮
সারণি -৪৫ : নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যম সম্পর্কে মতামত ১১০
সারণি -৪৬ : সমিতির মাসিক সভা/ বার্ষিক সাধারণ সভায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার উপস্থিতির ধরন ১১১
সারণি -৪৭ : সফল সমিতির প্রাতিষ্ঠানিক রূপ সম্পর্কে মতামত ১১১
সারণি -৪৮ : সফল সমবায় সমিতি গঠনে অনুভূত প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে মতামত ১১২
সারণি -৪৯ : টেকসই ও সফল সমিতি গঠনের জন্য করণীয় সম্পর্কে মতামত ১১৩
সারণি -৫০ : আদর্শ সমবায় সমিতির মানদণ্ড ১২২
সারণি -৫১ : প্রাতিষ্ঠানীকিকরণের মানণ্ড ১৫৪
সারণি -৫২ : প্রাতিষ্ঠানীকিকরণের সময় ভিত্তিক কার্যক্রম ১৫৫
সারণি -৫৩ : প্রাতিষ্ঠানিক সমবায় সমিতির ৩৫৩ কার্যক্রম চক্র ১৫৬
সারণি -৫৪ : সমবায় সমিতির বিধিবদ্ধ কার্যক্রম পরিচালন চক্র ১৫৮
সারণি -৫৫ : সমবায় সমিতির কার্যক্রম পরিচালনার আইনগত সীমারেখা ১৫৯
সারণি -৫৬ : কার্যবিধিমালায় সমবায় মন্ত্রণালয়ের কার্যপরিধি ১৬১
সারণি -৫৭ : সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সমবায় সম্পৃক্তি ১৬৩
সারণি -৫৮ : এসডিজি-এর বিভিন্ন লক্ষ্য অর্জনে সমবায় সম্পৃক্তি ১৬৩
সারণি -৫৯ : সমবায়ের বহুমাত্রিক সংজ্ঞা ১৬৯
সারণি -৬০ : সমবায় সমিতির বহুমাত্রিক সংজ্ঞা ১৭১
সারণি -৬১ : সমবায় সমিতির সমিতির দুর্যোগ/ বিপদ প্রতিরোধে অ্যাকশন প্ল্যান ১৮২

ছক-এর তালিকা

ছক-০১ : ফিজির সমবায় সমিতির অবস্থা ৫০
ছক-০২ : আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সফল সমবায় সমিতির একটি মডেল ৫১
ছক-০৩ : আদর্শ সমবায় সমিতির কার্যক্রম চক্র ৫৪
ছক-০৪ : গবেষণা ডিজাইনের ধাপসমূহ ৫৭
ছক-০৫ : আদর্শ সমবায় সমিতির স্বপ্নসিঁড়ি ১৫৭
ছক-০৬ : সমবায় অধিদপ্তর ও এর অধিভুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের শক্তি-দূর্বলতা-সম্ভাবনা-ঝুঁকি ১৮৩

লেখচিত্র তালিকা

লেখচিত্র-০১ : সমিতির মূলধন গঠনে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে মতামত ৬৫
লেখচিত্র-০২ : সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা/ কর্মচারী কর্তৃক সমিতির মূলধন গঠনে সহায়তা সম্পর্কে মতামত ৬৯
লেখচিত্র-০৩ : বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে মতামত ৬৯
লেখচিত্র-০৪ : প্রারম্ভিকে সমিতিতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অনুসৃত পদ্ধতি সম্পর্কে মতামত ৭০
লেখচিত্র-০৫ : সমিতিতে বিধি অনুযায়ী ঋণ/বিনিয়োগের ধরন সম্পর্কে মতামত ৭২
লেখচিত্র-০৬ : সমিতিতে তারল্য সংরক্ষণের ধরন সম্পর্কে মতামত ৭৩
লেখচিত্র-০৭ : সমিতির ঋণ বিতরণে সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পর্কে মতামত ৭৪
লেখচিত্র-০৮ : বর্তমান আইন ও বিধিমালা সমিতির উন্নয়নে ভূমিকা সম্পর্কে মতামত ৭৪
লেখচিত্র-০৯ : সমিতিতে নিয়মিত ও ধারাবাহিক নির্বাচন অনুষ্ঠানের হার ৭৫
লেখচিত্র-১০ : সমিতিতে নিয়মিত মাসিক সভা অনুষ্ঠানের হার ৭৬
লেখচিত্র-১১ : সমিতিতে সভার নোটিশ ও কার্যবিবরণী প্রণয়ন সম্পর্কে মতামত ৭৭
লেখচিত্র-১২ : নিয়মিত অডিট সম্পাদন সম্পর্কে মতামত ৭৮
লেখচিত্র-১৩ : নিয়মিত অডিট সংশোধনী দাখিল সম্পর্কে মতামত ৭৯
লেখচিত্র-১৪ : সমিতির রেজিস্টার সঠিকভাবে লিখন ও সংরক্ষণ সম্পর্কে মতামত ৮০
লেখচিত্র-১৫ : সমিতির সফলতা সম্পর্কে মতামত ৮১
লেখচিত্র-১৬ : সমিতি সফল হওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে মতামত ৮৩
লেখচিত্র-১৭ : সফল সমবায় গঠনে ব্যবস্থাপনা কমিটির ভূমিকার স্বরূপ সম্পর্কে মতামত ৮৬
লেখচিত্র-১৮ : ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনে ০৩ বছর পরপর নির্বাচনের যৌক্তিকতা সম্পর্কে মতামত ৮৬
লেখচিত্র-১৯ : ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন ০৩ টার্ম পর ০১ টার্ম বিরতির যৌক্তিকতা সম্পর্কে মতামত ৮৭
লেখচিত্র-২০ : ব্যবস্থাপনায় জড়িতদের সমবায় বা অন্যান্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ সম্পর্কে মতামত ৮৯
লেখচিত্র-২১ : সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পর্কে মতামত ৮৯
লেখচিত্র-২২ : সমিতি সফল হওয়ার জন্য কার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ' সম্পর্কে মতামত ৯৬
লেখচিত্র-২৩ : সমিতির মূলধন গঠনে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে মতামত ১০০
লেখচিত্র-২৪ : মূলধন গঠনে সদস্যদের উৎসাহিতকরণ সম্পর্কে মতামত ১০২

লেখচিত্র-২৫ : বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে মতামত ১০৪
লেখচিত্র-২৬ : সফল সমিতিতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অনুসৃত পদ্ধতি সম্পর্কে মতামত ১০৫
লেখচিত্র-২৭ : অধিক্ষেত্রাধীন সমিতিতে বিধি অনুযায়ী ঋণ/বিনিয়োগের ধরন সম্পর্কে মতামত ১০৭
লেখচিত্র-২৮ : অধিক্ষেত্রাধীন সমিতিতে বিধি মোতাবেক ঋণ/বিনিয়োগ না হওয়ার কারণ সম্পর্কে মতামত ১০৭
লেখচিত্র-২৯ : সমিতির সদস্যদের সাথে কর্মকর্তাদের নিয়মিত যোগাযোগ সম্পর্কে মতামত ১০৯
লেখচিত্র-৩০ : সমিতি সংক্রান্ত সমবায়ীদের উদ্বুদ্ধকরণ/পরামর্শ প্রদান ও সেবা প্রাপ্তিরহার ১১০

সংক্ষিপ্তকরণ/শব্দসংক্ষেপের তালিকা

এজিএম	অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং
বাসএ	বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি
আসপ্রই	আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট
এসডিজি	সাসটেইনঅ্যাবল ডেভেলপমেন্ট গোলস
জিইডি	জেনারেল ইকোনমিক ডিভিশন
আইসিএ	ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেটিভ অ্যালাইয়েন্স

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

বর্তমানে সমবায় অধিদপ্তর সমবায়ের সনাতন সংজ্ঞায় পরিবর্তন এনে সমবায় সমিতি সমূহকে নতুন আঙ্গীকে দেখতে চায় ও প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। সমবায় অধিদপ্তর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, সমবায় সমিতি সমূহ শুধুমাত্র তাত্ত্বিক আদর্শ ভিত্তিক সনাতনী সংগঠন না হয়ে সৃজনশীল ও উৎপাদনমুখী উদ্যোগ আত্মস্থ করে নিজেরাই নিজেদের এলাকায় সর্বজনীন ও সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের একটি মজবুত সংগঠনে পরিণত হবে। সমবায় অধিদপ্তর বাংলাদেশের সমবায় সমিতির সমূহকে বর্তমানে স্থানীয় ও জাতীয় ভাবে সর্বজনীন ও সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের মজবুত সংগঠন হিসাবে দেখতে ও প্রতিষ্ঠিত করতে চায় । এই সর্বজনীন ও সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের মজবুত সমবায় সংগঠনকেই সফল সমবায় সমিতির অবয়বে উপস্থাপন করা যায়।

'সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির নিয়ামকসমূহ' শীর্ষক গবেষণাটি সমবায় অধিদপ্তরের একটি প্রায়োগিক গবেষণা যার মাধ্যমে একটি সমবায় প্রতিষ্ঠানের সফলতার নিয়ামক/প্রভাবকসমূহ খুঁজে বের করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যকে বিভিন্ন আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করে সমবায় সমিতির সফলতার বহুমাত্রিক উপাদান ও এর প্রায়োগিক ব্যাপ্তি সম্পর্কে আমরা ধারণা পেতে পারি এ গবেষণা থেকে। বাস্তব সত্য যে, পূর্বে জনগণের ভাগ্য উন্নয়ন ও সামাজিক অগ্রগতিতে সমবায় যেভাবে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে, বর্তমানে বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও মুক্তবাজার অর্থনীতিতে সেরূপ কাংখিত লক্ষ্য অর্জনে সফল হচ্ছে না। এ প্রেক্ষিতে ও বাস্তবতায় সমবায়ের মাধ্যমে জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের আলোকে লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজন সমবায় কার্যক্রম ও সমবায় প্রশিক্ষণের প্রাতিষ্ঠানীকিকরণ এবং এই প্রাতিষ্ঠানীকিকরণই পারে সফল সমবায় সংগঠন গড়তে।

সমবায় একটি আদর্শ । সমবায় একটি চেতনার নাম। বলা হয়ে থাকে 'সমবায় হচ্ছে আমাদের দুঃখ কমিয়ে সুখ বাড়ানোর একটি উপায়।' প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি যে, আমাদের দুঃখগুলো ভাগাভাগি করলে দুঃখ কমে যায় এবং সুখগুলো ভাগাভাগি করলে সুখ বেড়ে যায়। এই চেতনার প্রকাশ আমরা আমাদের ব্যক্তিজীবন-পারিবারিক জীবন-সামাজিক জীবন ও ধর্মীয় জীবনের বিভিন্ন ঘটনা-অনুশাসন ও প্রত্যয়ের মাঝে পাই।

'দশজনের দশকিল-একজনের মুশকিল'-গ্রাম্য প্রবাদটি ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি। আমরা আরও জেনেছি **'দশে মিলে করি কাজ-হারি জিতি নাহি লাজ।'** অভিজ্ঞতার আলোকে সমবেত হবার শক্তি ও সম্মিলিত কাজের সহজসাধ্যতা আমরা

উপলব্দি করেছি। সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বুঝতে পারি একান্নবর্তী কোন পরিবারে একটিমাত্র চুলোয় রান্না হয়। ঐ পরিবারে পাঁচটি ছেলে থাকলে তারা যদি পৃথক হয়ে যায় তবে পাঁচটি চুলোর সৃষ্টি হয়। রান্না বান্নার আয়োজনে পাঁচটি উদ্যোগ লাগে পাঁচটি ঘরে। জ্বালানী, চাল, ডাল, মাছ, তরকারী থেতে শুরু করে রান্নার যাবতীয় সবকিছুতে পাঁচটি ভাগ। পরিশ্রম, সময়, খরচ সবই বেড়ে যায়। অথচ যখন একটি মাত্র চুলোয় রান্না হতো-তখন সবকিছুই কম খরচে-কম আয়াসে-কম ঝামেলায় সম্মিলিতভাবে করা যেত। এটাই সমবায়ের মূল চেতনা ও দ্যোতনা।

সমবায়কে সাধারণভাবে বুঝতে আমরা একটি কবিতার কয়েকটি লাইন তুলে ধরতে পারি এভাবে-

একটি লতা ছিড়তে পারো তোমরা সকলেই,
কিন্তু যদি দশটা লতা পাকিয়ে এনে দেই,
তখন তারে ছিঁড়ে ফেলা নয়তো সহজ কাজ,
ছিড়তে গেলে পাগলা হাতি হয়তো পাবে লাজ।

এই-যে 'দশটা লতা পাকিয়ে এনে দেই'-এই পাকানোটাই হলো সমবায়। এই সমবেত শক্তির বিচ্ছুরণ ছাড়া সমবায় আন্দোলন কখনোই সফলতার মুখ দেখে না।

সমবায় সন্দর্শনের ইতিহাস খুঁড়ে এর সর্বোচ্চ ২০০ বছরের আধুনিক অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়। কিন্তু মানব প্রজাতির জৈবনিক বিকাশ ও ক্রমোন্নতিমূলক সামাজিক কাঠামো বিনির্মাণের মৌলিক চেতনায়ও সমবায়কে চালিকা শক্তি হিসেবে বিবেচনা করার ক্ষেত্রে অনেক সমাজ বিজ্ঞানী সহমত পোষণ করেছেন। ভাষাতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, প্রাচীন শব্দমাত্রই ক্রিয়াদ্যোতক। আর এই ক্রিয়াদ্যোতক শব্দ প্রায়ই ধ্বনির অনুকরণে সৃষ্ট। নামবাচক শব্দ ধাতু বা ক্রিয়াবাচক শব্দের সৃষ্টি হয়েছে অনেক পরে। ভাষা শাস্ত্রীদের মতে, ভাষার প্রথম উত্তম পুরুষের বহুবচনান্ত পদের ('আমরা') সৃষ্টি হয়েছে এবং এর পরে একবচনান্ত পদ অর্থাৎ 'আমি' শব্দের উদ্ভব হয়েছে। এই 'আমরা' শব্দের প্রত্যয় ও দ্যোতনাই 'সমবায়' নামক সমষ্টিগত কর্মপ্রয়াসের নির্যাস বলে অভিহিত।

ভারতীয় উপমহাদেশে একসময় ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম ব্যবস্থা (Self Sufficient Village System) যেখানে এক একটি গ্রাম ছিল উৎপাদন ও বিতরণের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ। গ্রামের বাইরে থেকে খুব কম জিনিসই আসতো। গ্রামের লোকজন মিলিতভাবে তাদের উৎপাদন-বণ্টনসহ সব সমস্যার সমাধান করতো। এটা মিলিত প্রচেষ্টার একটি ঐতিহাসিক সাক্ষ্য হিসেবে প্রমাণিত। প্রাচীন ভারতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সমবায় প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থা করার কথা জানা যায়। বৌদ্ধ গ্রন্থে চারটি সমবায় সজ্ঞের উল্লেখ আছে; কাঠশিল্পী, ধাতুশিল্পী, চর্মশিল্পী এবং চিত্রকর সমবায় সজ্ঞ।

মৌর্যদের অধীনে একটি সুসংবদ্ধ রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠার পর উন্নয়নের মাধ্যম হিসেবে গড়ে শিল্পী সমবায় সজ্ঘ। মৌর্য আমলে সমবায় সজ্ঘের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। গুপ্তযুগে সমবায় কর্মকান্ড আরো শক্তিশালী হয়। এই সব সমবায় সজ্ঘ অর্থনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণের পাশাপাশি কিছু বিচার নিষ্পত্তি এবং প্রশাসনিক দায়িত্বও পালন করতো। গ্রামের উন্নতির জন্য সমবায় ভিত্তিক ব্যবস্থা ছিল। গ্রামে পুকুর, খাল ইত্যাদি সমবায়ের মাধ্যমে খনন করা হতো।

সমবায় সমিতির উদ্যোক্তারা সমবায় সংগঠন গড়ার উদ্যোগ নেন একটি স্বপ্ন ও বিশ্বাস থেকে যে, 'সমবায়' একটি শক্তি এবং একটি 'সংঘবদ্ধ পরীক্ষিত শক্তি' যাকে সঠিক দ্যোতনায় এর সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যবহার করা যায় যদি সদস্যদের 'ভেতরকার অন্তর্নিহিত সম্পদ'কে ইতিবাচকভাবে প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হয়। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে,' সমবায় মানে যদি হয় সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের একটি পরীক্ষিত প্লাটফরম বা হাতিয়ার, তবে সমবায় সমিতির সংজ্ঞা-কর্মধারা-কর্মপ্রক্রিয়া-কর্মপ্রণোদনা-কর্মউৎসারণ সবকিছুকে একটি সুদৃঢ় বন্ধনের মাঝে নিতে হবে।' এটা সমবায় বিশেষজ্ঞগণেরও একটি সাধারণ মতৈক্য। এই কমন বা সাধারণ মতামত বলে যে, সমবায় সমিতির সফলতা অর্জন তথা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ বা টেকসই হওয়ার পেছনে নিয়ামকের কাজ করে আদর্শ ও মূল্যবোধক নামক জারকরস সঙ্গে দরকার যুগোপযোগী কর্মপ্রবাহ।

সমবায় সমিতির সফল হওয়া বা সমবায় সমিতির প্রাতিষ্ঠানীকিরণ বা টেকসইত্বের জন্য ছয়টি উপাপাদ্য ধরে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন মর্মে বাংলাদেশের সমবায়ী, সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনেরা মনে করেন।এসব উপপাদ্যগুলি হলো-

(১) সমবায় সমতির প্রকৃত মূলধন অর্থ বা টাকা পয়সা নয়; সমবায় সমিতির প্রকৃত মূলধন হচ্ছে সমিতির প্রতি সদস্য ও জনগণের আস্থা এবং গ্রহণযোগ্যতা।

(২) সমিতির প্রতি সদস্য ও জনগণের আস্থা ও গ্রহণযোগ্যতা থাকলে আর্থিক মূলধনের কোন অভাব হয় না।

(৩) সমবায় সমিতির প্রতি জনগণ ও সদস্যদের আস্থা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায় যদি উজ্জীবিত নেতৃত্ব হয় গতিশীল-আদর্শপরায়ণ ও নৈতিককতাবোধে কর্মমুখি।

(৪) সমবায় সমিতির সদস্যদের মাঝে সমিতির প্রতি একাত্মকরণের জন্য প্রয়োজন আদর্শ ও মূল্যবোধসম্পন্ন নৈতিকতার ধারাবাহিক চর্চা।

(৫) আর্থিক মূলধনের সুরক্ষার জন্য প্রয়োজন নৈতিক ও আদর্শিক মূলধন এবং সদস্যদের উন্নয়নের ধারাবাহিক কর্মযজ্ঞ।

উপরিউক্ত পাঁচটি উপাপাদ্যের সফল বাস্তবায়ন সফল সমিতি সংগঠনের পূর্বশর্ত হিসেবে কাজ করে।

বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখতেন দেশের প্রতিটি গ্রামে সমবায় সমিতি গঠন করা হবে। তিনি গণমূখী সমবায় আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সমবায় নিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন যে কত গভীরে প্রোথিত ছিল এবং কত সুদূরপ্রসারিত চিন্তাসমৃদ্ধ তা লক্ষ্য করা যায় ১৯৭২ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে প্রদত্ত তার বক্তব্যের মধ্যে। উক্ত ভাষণে তিনি বলেছিলেন- 'আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা সমবায়ের পথ-সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ।'

১৯৭২ সালে জাতীয় সংসদে দাড়িয়ে বঙ্গবন্ধু গভীর আবেগে বলেছিলেন " আমি বাঙ্গালী জাতিকে ভিক্ষুকের জাতি হিসাবে দেখতে চাই না। আমি চাই তারা আত্ম-মর্যাদাশীল উন্নত জাতি হিসাবে পৃথিবীর বুকে মাথা মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। এ জন্যে দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে সোনার বাংলা গড়তে হবে।" জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জীবন দর্শন ছিল এ দেশের গণমানুষের সুখ সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এক গভীর মানবিক সংগ্রামী দর্শন (deeprooted humane philoshphy towards people's wellbeing)। বঙ্গবন্ধুর এ দর্শনের ভিত্তিমূল হলো একটি ঐতিহ-াসিক বিশ্বাস যে কেবলমাত্র জনগণই ইতিহাস সৃষ্টি করে (only people can make hository) অথাৎ বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন হলো অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংকৃতিক, রাজনৈতিক মুক্তি-মধ্যস্ততাকারী উন্নয়ন দর্শন যা বিনির্মাণে নিয়ামক ভূমিকায় থাকবে জনগণ। যার ধারাবাহিকতায় একটি মুক্তি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জন্ম হলো "গণপ্রজাতন্ত্রী" বাংলাদেশ যেখানে সাংবিধানিকভাবেই "প্রজাতন্ত্রের ক্ষমতার মালিক জনগণ" [বাংলাদেশ সংবিধান, অনুচ্ছেদ ৭ (১)]। সাধারণ জনগণকে কেন্দ্রে রেখেই তাই বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন পরিচালিত হয়েছে। জাতির পিতার এ স্বপ্ন দর্শনই আমাদের সমবায় আন্দোলনকে সফল করতে প্রেরণা জোগাতে পারে।

যে কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য তাই সাহসী ও দক্ষ নেতৃত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে এটি আরও বেশি প্রয়োজনীয়। সমবায় সমিতির উন্নয়ন মানে সমষ্টির উন্নয়নে ব্যক্তির উন্নয়ন এবং ব্যক্তির উন্নয়নে সমষ্টির উন্নয়ন। সমিতির সদস্যবৃন্দ যদি সমিতির প্রতি দায়বদ্ধ না হন, সমিতির সার্বিক কর্মকান্ডে যদি সক্রিয় অংশগ্রহণ না করেন, তবে সমিতির গতিশীলতা থাকে না এবং সমিতির গতিশীলতা না থাকলে সমিতির উন্নয়ন হয় না। আর সমিতির গতিশীলতা আসে বলিষ্ঠ নেতত্বের ইতিবাচক ও অগ্রবর্তী কার্যক্রমের ফলে। সমিতির সঠিক নেতৃত্ব নির্বাচনে তাই সদস্যদের হতে হবে অত্যন্ত সজাগ। এক্ষেত্রে আমরা সদস্যদের নির্বাচনমুখি কার্যক্রমকে সাজাতে পারি এভাবে- (ক) সঠিক লোক যাতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, সে পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে বার্ষিক সাধারণ সভায়; (খ) নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন প্রকার

অন্ধ আবেগ ও সংকীর্ণ স্বার্থপরতার দ্বারা যাতে সমিতির সদস্যবৃন্দ পরিচালিত না হন, সে বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে। (গ) নির্বাচনে সঠিক ও যোগ্য লোকদেরকেই নির্বাচিত করতে হবে। (ঘ) যদি কখনও ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য/সদস্যবৃন্দ দুর্নীতি ও অসদাচরণ করে সমিতি কোন ক্ষতি করেন, তবে তাদেরকে বিধিগতভাবেই শাস্তি দিতে হবে। (ঙ) নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ যদি সমিতি উন্নয়ন সাধন করেন, তবে তাদেরকে কর্মপরিবেশের মূল্যায়ন করে উৎসাহিত করতে হবে। (চ) সমিতির নির্বাচন যাতে যথাসময়ে সঠিকভাবে হতে পারে, সে বিষয়েও সকল সদস্যকে সজাগ থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে সমবায় সমিতি মানে সকল সাধারণ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত একটি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্লাফরম। আর এই আর্থ-সামাজিক প্লাটফরম মজবুত ও স্থায়ী হবে যদি এর পরিচালনায় যুক্ত সদস্যবৃন্দ সঠিকভাবে উদ্বুদ্ধ হন, সঠিকভাবে নির্বাচিত হন, সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করেন এবং সঠিকভাবে পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করে সদস্যদের আশা আকাঙ্খাকে পূর্ণ করেন। তাই বলা হয়ে থাকে সদস্যবৃন্দ যদি সঠিক নেতৃত্ব নির্বাচন করেন, তবে নেতৃত্বও সঠিকভাবে কাজ করে। এটি একটি উন্নয়ন চক্র যারা ক্রমধারা হচ্ছে- ' সচেতন সদস্য-সঠিক নির্বাচন-সঠিক নেতৃত্ব-সঠিক কার্যক্রম-সঠিক মূল্যায়ন-সমিতির প্রাতিষ্ঠানীকিকরণ-সমিতির প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন-সদস্যদের সন্তুষ্টি-সচেতনার স্ফুরণ-সঠিক নির্বাচন-সঠিক নেতৃত্ব.... সর্বশেষ প্রাপ্তি একটি সফল ও প্রাতিষ্ঠানিক সমবায় সমিতি।'

ক্লাসিক সমবায় সংগঠকদের ভাবনা থেকেই আমরা পাই সমবায়ের আছে- (১) জনবল; (২) অর্থবল ও (৩) মনোবল। মূলতঃ সমবায় সাধারণ খেটে খাওয়া সংগ্রামী মানুষের আত্মবিশ্বাসের জায়গা। শ্রমজীবী উৎপাদনশীল মানুষদের মনে 'আমি পারি-আমরাও পারি' সমবায় এই সত্যকে জাগিয়ে তোলে। অর্থনীতির ভাষায় আমরা জানি মূলধন মূলতঃ পাঁচ প্রকার । (1) Economic Capital;(2) Human Capital;(3) Social Capital;(4) Natural Capital এবং (5) Physical Capital. সমবায় আন্দোলন এই পাঁচ প্রকার মূলধনকেই সফলভাবে সুন্দর ও সুষম ব্যবহার করতে পারে। সুতরাং আমরা বলতে পারি সমবায় হচ্ছে সংগ্রামী মানুষের সম্মিলিত ও সংঘবদ্ধ উন্নয়ন অভিযাত্রা। এককথায় সমবায় হচ্ছে 'মানুষের দুঃখ কমানোর যন্ত্র এবং আনন্দ বাড়ানোর মন্ত্র।' এই দুঃখ কমানো ও আনন্দ বাড়ানোর যন্ত্রের কার্যকারিতার জন্যই প্রাতিষ্ঠানীকি-করণ একটি অপরিহার্য উপাদান। প্রাতিষ্ঠানীকিকরণ আদর্শ সমবায় সমিতি গঠনের অন্যতম ধাপ। মূলতঃ সমস্যামুক্ত সমবায় সমিতিই হতে পারে আদর্শ সমবায় সমিতি। আর আদর্শ সমবায় সমিতি হতে হলে প্রাতিষ্ঠানীকিকরণের কোন বিকল্প নেই। কারণ প্রাতিষ্ঠানীকিকরণ সমবায় সমিতিসমূহকে একটি নির্দিষ্ট অবয়ব ও নিয়ম-কানুনের মধ্যে নিয়ে আসে নিয়মিত চর্চার মাধ্যমে। আদর্শ সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশে সমবায় সমিতির প্রাতিষ্ঠানীকিকরণ ত্বরান্বিত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। অথবা বলা যেতে পারে প্রাতিষ্ঠানীকিকরণ চর্চাই আদর্শ সমবায় প্রতিষ্ঠানের জন্ম দিতে পারে।

১৯৭৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন,"... সুখী ও সমৃদ্ধিশালী দেশ গড়তে হলে দেশবাসীকে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াতে হবে। কিন্তু একটি কথা ভুলে গেলে চলবে না-চরিত্রের পরিবর্তন না হলে এই অভাগা দেশের ভাগ্য ফেরানো যাবে কি না সন্দেহ। স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি ও আত্মপ্রবঞ্চনার উর্ধ্বে থেকে আমাদের সকলকে আত্মসমালোচনা, আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধি করতে হবে।"

সমবায় অধিদপ্তর বর্তমানে এই 'আত্মসমালোচনা, আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধি'র মোহনায় দাঁড়িয়ে আছে। সামনে আছে সরকারের উন্নয়ন মহাসড়কে সমবায় সম্ভাবনা বাস্তবায়নের সোনালী হাতছানি। সমবায় সফলতাকে নিয়ে আমাদের তাই সমবায়কে নিয়ে নতুনভাবে ভাবতে হবে।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অভিযাত্রার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি 'সফল সমবায় সমিতি' গঠন ছাড়া সমবায় অধিদপ্তরের গতিশীলতা ও ইতিবাচক ভাবমূর্তি বিনির্মাণ করা অসম্ভব। বর্তমান 'সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির নিয়ামকসমূহ' শীর্ষক গবেষণার সারসংক্ষেপ হিসেবে আমরা নিম্নোক্ত পর্যবেক্ষণসমূহকে সমবায় সফলতার জন্য বলে অভিহিত করতে পারি-

(১) সমবায় বিভাগকে সমবায়বান্ধব ও উন্নয়নবান্ধব হয়ে সমবায় সফলতার পথ অনুসন্ধান করতে হবে।
(২) সমবায় বিভাগ ও সমবায়ীদের মাঝে বিদ্যমান গ্যাপ দূর করতে প্রোঅ্যাকটিভ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।
(৩) নতুন নতুন ক্ষেত্রে সমবায়কে বিস্তৃত করতে হবে।
(৪) সমবায় বিভাগকে নিয়ন্ত্রক নয়, বরং সমবায় সহায়কের ভূমিকা পালন করতে হবে।
(৫) সমবায়কে প্রকৃত সমবায়ীদের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে।
(৬) সমবায়কে শুধুমাত্র ক্ষুদ্রঋণের গণ্ডিতে না রেখে বহুমুখি উৎপাদন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করতে হবে।
(৭) সমবায়ের সকল সেক্টরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে সমবায় সফতার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করতে হবে।

প্রথম অধ্যায়
ভূমিকা

১.০১: প্রারম্ভিকা

সমবায় হচ্ছে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চাহিদা পূরণের জন্য স্বেচ্ছায় সংগঠিত কিছু সংখ্যক ব্যক্তি কর্তৃক গঠিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান যা যৌথ মালিকানাধীন এবং গণতান্ত্রিক উপায়ে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩(খ) অনুচ্ছেদে সম্পদের মালিকানার ক্ষেত্রে সমবায়কে দ্বিতীয় খাত হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ তথা ভারতীয় উপমহাদেশে সমবায় উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত একটি আন্দোলন। হঠাৎ করে বা একদিনে এ আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। এর রয়েছে সুপ্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্য। ১৮৭৫ সনে দক্ষিণ ভারতে সুদখোর মহাজনদের বিরুদ্ধে কৃষক বিদ্রোহের ফলশ্রুতিতে এক ভয়াবহ দাঙ্গা সংঘটিত হয়। ইংরেজ সরকার নিজেদের স্বার্থেই কৃষকদের সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসে। জার্মানীর রাইফিজেন পদ্ধতির ন্যায় সমবায়ের মাধ্যমে উপমহাদেশের কৃষকদের সমস্যা সমাধান করা যাবে এটি ইংরেজ সরকার বিশ্বাস করে। এ বিশ্বাস থেকে ১৯০৪ সালে জন্ম নেয় সমবায়। কালের পরিক্রমায় সমবায় সমিতির সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে বিভিন্ন কলেবরে।

১৪ আগস্ট ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশ বিভাগের ফলে যে ভৌগোলিক এলাকা নিয়ে তৎকালীন 'পূর্ব পাকিস্তান' গঠিত হয়, সেখানে ঐ সময় বিভিন্ন শ্রেণির সমবায়ের সংখ্যা ছিল ৩২,৪১৮ টি। পূর্ব পাকিস্তানে প্রাদেশিক পর্যায়ে কোন ব্যাংক বা সমবায় ছিল না। মোট ১১০টি কেন্দ্রীয় সংগঠনের মধ্যে ৮৩ টি ছিল কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং ২৪ টি শিল্প ইউনিয়ন। সর্বমোট ৩২ হাজার ৩০৮টি প্রাথমিক সমবায়ের মধ্যে ২৭,৬০৪ টি অসীম দায়িত্ব বিশিষ্ট কৃষি ঋণদান সমবায়, ৪৭১ টি কৃষি মার্কেটিং, ১২৭৬ টি তন্তবায়, ৪৫০ টি মৎস্যজীবী, ৮১০ টি বিক্রয় ও সরবরাহ সমিতি এবং ৮ টি জমি বন্ধকী ব্যাংক। বাকিগুলির মধ্যে ৪৬০ টি ম্যালেরিয়া নিবারণ, ৩৪০ টি জীবিকা উন্নয়ন এবং অন্যান্য ধরণের সমিতি ছিল। দেশবিভাগের ফলে, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অনেক হিন্দু ঋণগ্রহীতা ভারতে চলে যাওয়ায়, অনেক সমবায় সমিতির আর্থিক সংকট সৃষ্টি হয়। এগুলোর অধিকাংশই ছিল ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক দিক দিয়ে বিধ্বস্ত ও জীবন্মৃত।

পাকিস্তান দু:শাসনের বিরুদ্ধে এক রক্তক্ষয়ী মুক্তি যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্রের মত বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলনও ভারত উপমহাদেশ ও পাকিস্তান আমলের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কাঠামোগত অবস্থান নিয়ে এগিয়ে চলছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ২৯ ধরনের প্রায় ১,৭৪,৩৯৪টি সমবায় সমিতি রয়েছে। সমবায়ের সংখ্যাধিক্য থাকলেও সমবায়

আন্দোলন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে কতিপয় ব্যতিক্রম ছাড়া দৃশ্যমান তেমন কোন প্রভাব ফেলতে পারছে না মর্মে বিশিষ্ঠজনেরা বিশ্বাস করেন। অথচ সমবায়ের রয়েছে আদর্শ, চেতনাগত ও সমষ্টিগত আর্থিক সক্ষমতা যার মাধ্যমে যেকোনো দেশ ও সমাজের প্রভূত উন্নয়ন সম্ভব। উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোতে সমবায়ের শক্তিশালী প্রায়োগিক অবস্থান বিবেচনা করলে সমবায় শক্তির প্রমাণ মেলে।

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী-কুমিল্লা এর অধিভুক্ত ১০টি আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের মাধ্যমে কার্যকর ও গুণগত প্রশিক্ষণ দিয়ে সমবায় আন্দোলনে একটি ভিন্নমাত্রা সৃজনে তৎপর রয়েছে। বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী কুমিল্লা এর অধিভুক্ত ১০টি আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট সমবায়ের সনাতন সংজ্ঞায় পরিবর্তন এনে সমবায় সমিতি সমূহকে নতুন আঙ্গিকে রূপদান ও প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী-কুমিল্লা এর অধিভুক্ত ১০টি আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, সমবায়সমূহ শুধুমাত্র তাত্ত্বিক আদর্শভিত্তিক সনাতনী সংগঠন না হয়ে সৃজনশীল ও উৎপাদনমুখী উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে নিজেরাই নিজেদের এলাকায় সর্বজনীন ও সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের একটি মজবুত সংগঠনে পরিণত হবে। এসব সমবায়ই প্রমাণ করবে সমবায়ের শাশ্বত অন্তর্নিহিত শক্তি।

উপরিউক্ত লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী-কুমিল্লা তার নিয়মিত গবেষণার অংশ হিসেবে সফল ও টেসকই সমবায় সমিতির নিয়ামকসমূহ চিহ্নিত করে বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলনে নতুন মাত্রা আনয়নের লক্ষ্যে ২০১৮-২০১৯ বর্ষে 'সফল ও টেসকই সমবায় সমিতির নিয়ামকসমূহ শীর্ষক গবেষণা সম্পাদন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

১.০২: গবেষণার পটভূমি

উপমহাদেশের সমবায় আন্দোলনের ইতিহাস দীর্ঘদিনের। ১৯০৪ সালে বেঙ্গল ক্রেডিট কো-অপারেটিভ অ্যাক্ট-১৯০৪ (Bengal Credit Co-operative Societies Act-1904) জারীর মাধ্যমে আমাদের এ ভূখণ্ডে যে সমবায় আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল,তা বর্তমানে বহুমাত্রিক দ্যোতনায় ধাবমান। প্রাথমিক পর্যায়ে ঋণদান কর্মসূচির মাধ্যমে সমবায় যাত্রা শুরু করলেও বর্তমানে ঋণদানের গতানুগতিকতা ছাড়িয়ে সমবায় এখন উৎপাদনমুখি কর্মকান্ড ও সেবাধর্মী কর্মকান্ডে সম্প্রসারিত হয়েছে।

১৯৩৬ সালে কলিকাতার দমদমে বেঙ্গল সমবায় প্রশিক্ষণ শিক্ষায়তন (Bengal Co-operative Training Institute) স্থাপিত হয় তখনকার প্রেক্ষাপটে সমবায় প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য। ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ১০টিআঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ

ইন্সটিটিউট স্থাপন করা হয়। সমবায় ব্যবস্থাপনা, হিসাব সংরক্ষণ, অডিটিং প্রাথমিক পর্যায়ের প্রশিক্ষণন কোর্স থাকলেও ধীরে ধীরে যুগের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে আইসিটি, কর্মসংস্থানমূলক আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়। এর ফলে সমবায় প্রশিক্ষণে আসে নবতর দ্যোতনা।

আইজিএ বা আয় বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ বর্তমান সময় ও চাহিদার আলোকে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম। দক্ষতাবৃদ্ধি ও একই সাথে কর্মসংস্থান (প্রত্যক্ষ/পরোক্ষ/আত্ম) আইজিএ প্রশিক্ষণের মৌল বৈশিষ্ট্য। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বর্তমান সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারও আইজিএ প্রশিক্ষণকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। বিষয়টির গুরুত্ব আমরা উপলব্ধি করতে পারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাবেক মূখ্য সচিব (বর্তমানে এসডিজির মূখ্য সমন্বয়ক) জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ মহোদয়ের সঞ্চালনায় বিগত ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে ‘ সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন’ শীর্ষক সোশ্যাল মিডিয়া সংলাপে’ গৃহীত ২য় সিদ্ধান্ত থেকে। উক্ত সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে ‘সমবায়ীগণের জন্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা ভিত্তিক দক্ষতা বৃদ্ধিমুলক প্রশিক্ষণের আয়োজন প্রয়োজন। সমবায় অধিদপ্তর এ জন্য চাহিদা নিরুপণ করে প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা গ্রহণ করবে এবং ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা নিবে।’

বিগত সময়ের তুলনায় বর্তমানে সমবায় প্রশিক্ষণের গুণগত ও মাত্রাগত পরিবর্তন এসেছে। তাত্ত্বিক সমবায় প্রশিক্ষণ (ব্যবস্থাপনা/হিসাব সংরক্ষণ ইত্যাদি) এর পাশাপাশি প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ বর্তমানে অধিকতর গুরুত্ব পাচ্ছে। বিগত ১৫ বছরে আমরা প্রশিক্ষণের এই ধরন পরিবর্তনের ক্রমধারা লক্ষ্য করছি। সমবায় অধিদপ্তর সমবায় প্রশিক্ষণকে বর্তমানে এসডিজি ও রূপকল্প এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য চাহিদা নিরুপণের উপর সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। বর্তমান গবেষণা কার্যক্রম এই গুরুত্বেরই একটি প্রায়োগিক দিক।

প্রশিক্ষণ সমবায় সমিতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু একটি সমবায় সমিতিকে কার্যকর ও সফলভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হলে এর সফলতার মানদণ্ড বা নির্ণায়কসমূহ নির্ণয় করা জরুরী। বিচ্ছিন্নভাবে কিছু চিন্তাভাবনা করা হলেও ইতোপূর্বে সমবায় অধিদপ্তর থেকে এ ধরনের মানদণ্ড বা নির্নায়ক নির্ধারণ করার জন্য কোনো গবেষণা সম্পাদন করা হয়নি। অথচ এটি একটি সময় (Time driven), চাহিদা (Demand driven) ও প্রয়োজনের নিরিখে (Situation driven) সমবায় ও সমবায়ী-বান্ধব (Pro-cooperatives and pro-cooperators) কার্যক্রম। বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলনে একটি নতুন মাত্রা আনায়ন করার লক্ষ্যেই তাই বর্তমান গবেষণাটি সম্পাদন করা হচ্ছে।

১.০৩: গবেষণার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়ের কার্যকরী সংজ্ঞায়ন

বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী পি.ভি.ইয়ং (P.V. Young) এর মতে, যখন কোন নতুন তথ্যরাজি নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে অন্যান্য শ্রেণি থেকে আলাদা হয়ে নির্দিষ্ট নাম বা শিরোনাম গ্রহণ করে থাকে, তখন তাকে একটি প্রত্যয় বলে। প্রত্যয় হলো বাস্তব ঘটনা, দল বা শ্রেণি বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। অর্থাৎ প্রত্যয় হচ্ছে নানাবিধ ঘটনার মূল বিষয়ে সংক্ষিপ্ত একটি উপস্থাপন যা অনেকগুলো ঘটনাকে একটি সাধারণ শিরোনামের আওতায় এনে সংক্ষিপ্ত রূপদানের মাধ্যমে চিন্তাকে সহজভাবে প্রকাশ করে। বর্তমান গবেষণা কর্মটি সম্পাদনে কতিপয় প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়েছে। এসব প্রত্যয়ের যথাযথ সংজ্ঞায়ন না করলে গবেষণার ফলাফল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তথা বিশেষ কিছু প্রত্যয় বা শব্দগুচ্ছ উপলব্দি করতে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। গবেষণায় ব্যবহৃত প্রত্যয়সমূহ নিম্নরূপঃ

১.০৩.০১: সমবায় সমিতি

সমবায় সমিতি হচ্ছে গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে এর সদস্যরা তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে থাকে । অর্থাৎ সমবায় সমিতি একটি সাধারণ প্রতিষ্ঠান নয় । সমবায় সমিতি এমন একটি জনকল্যাণ ও উন্নয়ন মূলক আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান যার মধ্যে -

(১) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা ও চর্চা থাকবে;
(২) অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড থাকবে;
(৩) সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টায় ধারাবাহিক উন্নয়ন থাকবে;
(৪) সদস্যদের মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার কর্মসূচি থাকবে এবং
(৫) সদস্যদের সামাজিক উন্নয়ন তথা আত্মসম্মান অর্জনের স্পৃহা থাকবে।

এর মধ্যে সবচেয়ে বড় যে প্রাপ্তি তা হলো একক ও সমষ্টিগত উদ্যোক্তা হবার সীমাহীন স্বপ্ন ও অদম্য শক্তি।

১.০৩.০৩: সফল ও টেকসই সমবায় সমিতি

নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সমবায় সমিতিকে সফল ও টেকসই সমবায় সমিতিহিসেবে গণ্য করা যেতে পারেঃ

(ক) ন্যূণতম ১০ বছর ধরে বিধিবদ্ধ কার্যক্রম সম্পাদন করছে।
(খ) সফলভাবে ইতিবাচক ও গুণগত মানসম্পন্ন কার্যক্রম সম্পাদন করছে।
-মূলধন গঠন;
-কর্মসংস্থান;
-সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি;
-প্রযুক্তির ব্যবহার;
- সামাজিক কল্যাণমূলক কর্মকা- ।

১.০৩.০৪: সম্পদ ব্যবস্থাপনাকারী সমবায় সমিতি

মূলতঃ সমবায় সমিতি হবে এর সদস্যের আত্মবিশ্বাসের জায়গা। সমবায় সমিতি এর আওতাভুক্ত সকল সম্পদকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করে সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিত করবে। অর্থনীতির ভাষায় আমরা জানি মূলধন মূলতঃ পাঁচ প্রকার। যথা-

(1) Economic Capital;
(2) Human Capital;
(3) Social Capital;
(4) Natural Capital এবং
(5) Physical Capital.

সমবায় সমিতি এই পাঁচ প্রকার মূলধনকেই সফলভাবে সুন্দর ও সুষম ব্যবহার করবে।

১.০৩.০৫: সময়ের চাহিদাসম্পন্ন সমবায় সমিতি

বর্তমান সময়ের প্রয়োজন ও চাহিদার নিরিখে কার্যক্রম সম্পাদনপূর্বক কোন সমবায় সমিতির কর্ম এলাকার জনগোষ্ঠীর মৌলিক, মানবিক, আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট সার্বিক দিকের মানোন্নয়নের মাধ্যমে পরিপূর্ণ ও উপভোগ্য জীবন যে সমবায় সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত হয়, তাকে সময়ের চাহিদাসম্পন্ন সমবায় সমিতি বলা যেতে পারে।

সময়ের চাহিদাসম্পন্ন একটি সমবায় সমিতি নিকট থেকে সমিতির একজন সদস্য সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগতভাবে যা যা পেতে পারেন তা হলো-

(১) আর্থিক স্বচ্ছলতা;
(২) কর্মসংস্থান (প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান/আত্মকর্মসংস্থান;
(৩) দারিদ্র্য বিমোচন ;
(৪) কার্যক্রমের বহুমুখিতা ও গতিশীলতা;
(৫) আধুনিক প্রযুক্তিগত ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটের চাহিদা পূরণ;
(৬) তাত্ত্বিক উন্নয়ন নয়-প্রায়োগিক কাজে দৃশ্যমানতা।

এর মধ্যে সবচেয়ে বড় যে প্রাপ্তি তা হলো ব্যক্তির একক ও সমষ্টিগত উদ্যোক্তা/উন্নয়নকর্মী হবার সীমাহীন স্বপ্ন ও অদম্য শক্তি।

সমবায়ের চাহিদাসম্পন্ন সমবায় সমিতির মূল দর্শন হচ্ছে ঃ সমবায় হচ্ছে সদস্যদের দ্বারা সদস্যদের জন্য এবং সদস্যদের কল্যাণে পরিচালিত একটি বিধিবদ্ধ আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান। (Cooperative is the socio-economic organization of the member, by the member, for the member.)

১.০৪: গবেষণার যৌক্তিকতা

আমরা পরিসংখ্যানগত দিক থেকে জানি, বাংলাদেশে বিভিন্ন ক্যাটাগরির প্রায় ১,৭৪,৩৯৪টি সমবায় সমিতি আছে। এ পরিসংখ্যানের আলোকে বলা যেতে পারে যদি প্রতিটি সমবায় সমিতি সফল ও টেকসই হতো তবে বাংলাদেশের আর্থিক ও সামাজিক বিভিন্ন সেক্টরে আমরা সমবায়ের উজ্জ্বল উপস্থিতি দেখতে পেতাম। ট্রান্সপ্যারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের একটি গবেষণা থেকে দেখা যায় দেশের মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) সমবায় সমিতির অবদান ১.৮৮ শতাংশ। মোট ১,৭৪,৩৯৪টি সমবায় সমিতি যদি সফল ও টেকসই হতো, তবে জিডিপিতে সমবায়ের অবদান আরও বাড়ার কথা। কিন্তু আমরা সমবায় অধিদপ্তরের বিগত সময়ের পরিসংখ্যান থেকে ধারণা করতে পারি সফল ও টেকসই সমিতির সংখ্যা খুবই কম। বর্তমান গবেষণার প্রাথমিক প্রাথমিক পর্যায়ে দেশের ৬৪টি জেলার জেলা সমবায় অফিসারগণের নিকট সফল ও টেকসই (১০ বছর যাবত টিকে আছে) সমবায় সমিতির একটি তালিকা চাওয়া হয়েছিল। জেলা সমবায় অফিসারগণের প্রেরিত তালিকা অনুযায়ী বাংলাদেশে সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির সংখ্যা ১,০০০ এর কাছাকাছি বলে পাওয়া যায়। এটি একটি অত্যন্ত হতাশা ও দুঃখজনক চিত্র।

'মূলতঃ সমবায় হচ্ছে একটি আদর্শ ও চেতনার নাম যেখানে আদর্শিকভাবে সমমানসিকতার লোকজন একত্রিত হয়ে কাজ করে।' প্রচলিত প্রবাদে তাই বলা হয় 'সমবায় হচ্ছে সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টা অর্থাৎ সকলে মিলে মিশে কাজ করা।' সমবায়ের মূল কথা হচ্ছে "দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ"। (All are same, great or small - all for each and each for all)। সম্পদ ব্যবস্থাপনাগত দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় 'সমবায় হচ্ছে অর্থনীতির ভাষায় পাঁচটি মূলধন (১) অর্থনৈতিক মূলধন (Economic Capital);(২) মানবীয় মূলধন (Human Capital);(৩) সামাজিক মূলধন (Social Capital);(৪) প্রাকৃতিক মূলধন (Natural Capital) এবং (৫) ভৌত মূলধন (Physical Capital). এর সঠিক ব্যবহারের হাতিয়ার। টেকসই সমবায় আন্দোলনের ক্ষেত্রে উপরোক্ত প্রত্যয় বা দর্শন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ পাঁচটি মুলধনকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে সমবায় ভিত্তিক সমাজ ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারলে বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন গতিশীল হয়ে তার কাঙ্খিত ভূমিকা পালন করতে পারবে।

"we will not measure the success of the Movement by the number of cooperative societies formed, but by the moral condition of the cooperators..-আমরা সংখ্যা দিয়ে সমবায় আন্দোলনের সাফল্য বিচার করবো না-বিচার করবো সমবায়ীদের নৈতিক অবস্থান দ্বারা।" আজ থেকে প্রায় শতবর্ষ পূর্বে কথাটা বলেছিলেন মহাত্মা গান্ধী। অনেক দিন আগেই কথাটা বলা হলেও কালে প্রবাহে কথাটির প্রাসঙ্গিকতা এতটুকুও কমেনি; বরং দিন দিন কথাটার গুরুত্ব

-প্রায়োগিকতা ও উপযোগিতা অনেকাংশেই বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলনের ক্ষেত্রে কথাটার প্রাসঙ্গিকতা আরো বেশী। বাংলাদেশে বর্তমানে সমবায় সমিতির সংখ্যা ১,৭৪,৩৯৪ টির এর মতো। এর মধ্যে অধিকাংশই নিষ্ক্রিয় ও অকার্যকর। সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির সংখ্যা খুবই কম (০.৫৮%)। বাকী ব্যর্থ/অকার্যকর/নিষ্ক্রিয় সমবায় সমিতিগুলো সমবায় অধিদপ্তরের কাঁধে বোঝা স্বরূপ। দিনের পর দিন-মাসের পর মাস-বছরের পর বছর এসব জগদ্দল বোঝা সমবায় অধিদপ্তরের সাফল্যকে সামনের দিকে যেতে দিচ্ছে না বরং এসব সমিতির দ্বারা সমবায় তথা সমবায় অধিদপ্তরের কাঁধে ব্যর্থতার দায়ভার চাপছে। নির্মোহভাবে আজ তাই সময় এসেছে এসব বোঝাকে/দায়কে কীভাবে বিদায় করা যায় তার উপায় বের করা। পাশাপাশি সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির মানদণ্ড বের করে সর্বাত্মকভাবে এ ধরনের সমবায় সমিতি গঠন ও নার্সিং করা। এসব সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির সাফল্যগাঁথা অনুসরণ করে অন্যান্য সমবায় সমিতিও যাতে উন্নয়নের মডেল হতে পারে তার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে সরকার তথা সমবায় অধিদপ্তরকে।

উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে আমরা বলতে পারি সফল ও টেকসই সমবায় সমিতি গঠন একটি সময় উপযোগী (Time Driven), চাহিদা উপযোগী (Demand Driven) ও পরিস্থিতি বা আবহ উপযোগিতার (Situation Driven) নিরিখে উন্নয়নমূখী ও জনমূখী (Pro-development and Pro-people) চিন্তার আলোকে সমবায় ও সমবায়ী বান্ধব (Pro-co-operative and Pro-co-operators) উদ্যোগ। সমবায় ও সমবায়ী বান্ধব (Pro-co-operative and Pro-co-operators) এ উদ্যোগকে কার্যকর ও প্রায়োগিক করার জন্যই করার জন্যই 'সফল ও টেসকই সমবায় সমিতির নিয়ামকসমূহ' শীর্ষক গবেষণা সম্পাদন সম্পাদন করা হয়েছে।

১.০৫ঃ গবেষণা বিষয়ের উপর সমবায় অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির ফোকাস

যুক্তরাজ্যভিত্তিক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর ইকোনমিকস অ্যা- বিজনেস রিসার্চ (সিইবিআর) এর বার্ষিক প্রতিবেদনের ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক লীগ টেবিল-২০১৯ অনুসারে- ২০১৯ সালে বিশ্বের ৪১তম অর্থনীতির দেশে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ। ২০১৮ সালে ছিল ৪৩ তম। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ এখন দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ।

প্রতিবেদনে বাংলাদেশ সম্পর্কে বলা হয়েছে, এশিয়ার অন্য অনেক দেশের মতো আগামী ১৫ বছরে তাৎপর্যপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটবে বাংলাদেশের। গত এক বছরে বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক লীগ টেবিলের ৪৩তম অবস্থান থেকে ৪১তম

অবস্থানে উঠে এসেছে। আগামী ১৫ বছরে বাংলাদেশ ১৯ ধাপ এগিয়ে যাবে। সে হিসেবে ২০২৩ সালে ৩৬তম অবস্থানে, ২০১৮ সালে ২৭ তম অবস্থানে এবং ২০৩৩ সালে ২৪তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশে পরিণত হবে বাংলাদেশ।

উন্নয়নের মহাসড়কে অগ্রসরমান বাংলাদেশের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে সমবায় অধিদপ্তরকে তার সামগ্রিক পরিকল্পনা ও কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়নে নবতর চেতনায় এগিয়ে যেতে হবে। উন্নয়ন বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন সময় (Time driven), চাহিদা (Demand driven) ও প্রয়োজনের নিরিখে (Situation driven) সমবায় অধিদপ্তরের সমবায় ভাবনা নিম্লোক্তভাবে হওয়া উচিত ঃ

> সমবায় অধিদপ্তর সমবায়ের সনাতন সংজ্ঞায় পরিবর্তন এনে সমবায় সমিতি সমূহকে নতুন আঙ্গীকে দেখতে ও প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। সমবায় অধিদপ্তর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, সমবায় শুধুমাত্র তাত্ত্বিক আদর্শভিত্তিক সনাতনী সংগঠন না হয়ে সৃজনশীল ও উৎপাদনমুখী উদ্যোগ আত্মস্থ করে নিজেরাই নিজেদের এলাকায় সর্বজনীন ও সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের একটি মজবুত সংগঠনে পরিণত হবে। সমবায় অধিদপ্তর প্রত্যাশা করে যে, বাংলাদেশের সমবায় স্থানীয় ও জাতীয় ভাবে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির আশীর্বাদ গ্রহণ ও ব্যবহার করে বাংলাদেশের জনগণের সর্বজনীন ও সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের মজবুত সংগঠন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সমবায়ের সক্ষমতা ও আর্থ-সামাজিক দ্যোতনা প্রমাণ করবে।

১.০৬ঃ গবেষণা বিষয়ের উপর ইতোপুর্বে ন্যূণতম কার্যসম্পাদন

বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন শতবর্ষ পেরিয়ে গেছে ২০১৪ সালে। ১৯০৪ সালে যাত্রা শুরুর পর এই অঞ্চলের সমবায় আন্দোলন নানান চড়াই উৎড়াই পাড়ি দিয়েছে এবং বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে। সাফল্যের কিছু ইতিহাস থাকলেও সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতার পাল্লাই ভারী। সমবায় আন্দোলন শতবর্ষ পেরিয়ে এলেও শতবর্ষী সমবায় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা মুষ্টিমেয় এবং এরাও সাধারণ অর্থে সফল বলে পরিগণিত হয় না। এর পেছনে অনেক কারণ থাকলেও সামগ্রিকভাবে বলা যেতে পারে ধারাবাহিক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন ভাবনার ঘাটতি রয়েছে এক্ষেত্রে। সমবায় একটি আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন আন্দোলন কিন্তু সমবায় অধিদপ্তর বা সরকার কখনোই এ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন আন্দোলনকে সে অর্থে পরিচর্যা বা নার্সিং করেননি। একবিংশ শতাব্দীতে তাই সমবায় সমিতিসমূহ যুগের চাহিদার সাথে তাল মেলাতে পারছে না। পিছিয়ে পড়ছে নানা মাত্রায় ও অভিঘাতে। সমবায় তাই অনেকক্ষেত্রেই সরকারের সম্পদ না হয়ে বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বর্তমান গবেষণাটি তাই এক্ষেত্রে গুরুত্ব, উপযোগিতা ও কার্যবাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রায়োগিক ধারণা উপস্থাপন করতে পারবে। এর ফলে সমবায় অধিদপ্তর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, অধিকতর স্বচ্ছ ও জবাবদিহতামূলক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সফল ও কার্যকর সমবায় সমিতি গড়ার ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা পাবে।

১.০৭: বিষয়ের উপর সীমিত গবেষণা

অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, সমবায়ী ও সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাঝে সুনির্দিষ্ট গ্যাপ বা সংযোগের অভাব রয়েছে। আমরা তাদের রুটিন কিছু সেবা দিচ্ছি। কিন্তু বর্তমানে উন্নয়ন অর্থনীতি ও উন্নয়ন প্রশাসনের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন এসেছে। পৃথিবীতে জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও তথ্যভান্ডারে এসেছে আমূল পরিবর্তন। কিন্তু সমবায় অধিদপ্তর দৃষ্টিভঙ্গি ও সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এখনো অনেক পেছনে পড়ে আছে। সমবায়ীরা সময়ের সাথে দ্রুত এগিয়ে যেতে চাচ্ছে কিন্তু এক্ষেত্রে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দৃষ্টিভঙ্গি মান্ধাতা আমলের। ফলে আমরা সামগ্রিকভাবে পিছিয়ে পড়ছি। এক্ষেত্রে আমাদের সীমিত জ্ঞান নিয়ে আমরা এগুতে পারছি না। বর্তমান গবেষণাটি তাই আমাদের সফল সমবায় সমিতি গঠনের নিয়ামকের সন্ধান দিতে পারে। সমবায় অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ সমবায় একাডেমীর ইতিহাসে এখন পর্যন্ত কার্যকরভাবে 'সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির নিয়ামকসমূহ' নিয়ে গবেষণা হয়নি। আমাদের জন্য এ সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করা ছিল ভীষণ চ্যালেঞ্জের। ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও উদ্যোক্তা, সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং উদ্যোগী সংস্থা/এনজিও সবার কাছ থেকে প্রকৃত তথ্য বের আনাই ছিল মূল চ্যালেঞ্জ। এ বর্তমান গবেষণাটি এক অনন্যবদ্য ভূমিকা পালন করতে পারে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য। এ বিষয়ে আরও বিশদ গবেষণার দিগন্ত প্রসারিত হবে। সার্বিকভাবে বলা যায় যে, এটি প্রাতিষ্ঠানিক ও একাডেমিক উভয় দিকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

১.০৮: গবেষণার কতিপয় প্রশ্ন

গবেষণার সময়, সুনির্দিষ্ট কতিপয় প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে আমাদের কাঙ্খিত ফলাফল পাওয়ার উদ্দেশ্যে। এসব প্রশ্ন হলো ঃ

(১) সফল ও টেকসই সমবায় সমিতি বলতে আমরা কী কী বুঝি?
(২) বাংলাদেশের সমবায় সমিতির সফল না হওয়ার পেছনের কারণসমূহ কী কী?
(৩) বাংলাদেশের সফল সমবায় সমিতির নির্ণায়ক ও মানদণ্ড- কী কী হতে পারে?
(৪) বাংলাদেশের সমবায় সমিতির সফল না হবার পেছনে যেসব সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তা থেকে উত্তরণের উপায় কী?

১.০৯: গবেষণার উদ্দেশ্য

'সফল ও টেসকই সমবায় সমিতির নিয়ামকসমূহ' শীর্ষক বর্তমান গবেষণার সাধারণ উদ্দেশ্য হচ্ছে সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির নিয়ামকসমূহ চিহ্নিত করা। এছাড়াও গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ

১.০৯.০১ঃ সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির বিভিন্ন অভিঘাত নির্ণয় করা।
১.০৯.০২ঃ সফল ও টেকসই সমবায় সমিতি গঠন করার উপায়/পদ্ধতি নিরুপণ করা।
১.০৯.০৩ঃ সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির সবলতা ও দূর্বলতা নিরুপণ করা।
১.০৯.০৪ঃ সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর রূপরেখা/ক্ষেত্র চিহ্নিত করা।

১.০৯.০৫ঃ সফল ও টেকসই সমবায় সমিতি গঠনে সমবায়ী ও সমবায় বিভাগীয় কর্মচারীদের আন্তঃসম্পর্ক চিহ্নিত করা।

১.১০: গবেষণার অনুকল্প

অনুকল্প হলো কোন বিষয় সম্পর্কে পূর্বানুমান যা এখনও পরীক্ষা করা হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে কোন গবেষণার প্রারম্ভিক বিষয় হচ্ছে পূর্বানুমান। কেননা কোন ক্ষেত্রে অনুমান গঠনের মাধ্যমে গবেষণা শুরু করতে হয়। বস্তুত অনুকল্প হলো একটি প্রমাণসাপেক্ষ বিষয় যা কোন গবেষণার দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকে। অনুকল্প হচ্ছে কোন ঘটনা বা বিষয়ের সাময়িক ব্যাখ্যা যা এখনও পরীক্ষিত হয়নি। এটি একটি অন্তবর্তীকালীন সিদ্ধান্ত, যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার পূর্বে বাস্তব তথ্যের নিরিখে সত্যতা প্রমাণের প্রয়োজন হয়।

প্রকৃত অর্থে অনুকল্প হচ্ছে কোন সমসার সম্ভাব্য উত্তর যার সাহায্যে সমস্যার সমাধান করা হয়ে থাকে। বেইলী (১৯৮২) এর মতে,' অনুকল্প বা পূর্বানুমান হচ্ছে একটি প্রস্তাবনা যা পরীক্ষা করার জন্যই বর্ণনা করা হয় এবং যা দুই বা ততোধিক চলকের মধ্যে নির্দিষ্ট সম্পর্ক স্থাপন করে। (A hypothesis is proposition that is stated in testable form and predicts a particular relationship between two or more variavles.)

অন্যভাবে বলা যেতে পারে, কোন সমস্যার সমাধানকল্পে গবেষকদের অনুসন্ধানের বিষয়ে জানার উপায় সম্পর্কে দিকনির্দেশনাই হলো অনুকল্প। শুরুতে গবেষক কোন বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে সত্য বলে ধরে নেন। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি তাঁর অনুসন্ধান কাজে একট যুক্তিসঙ্গত ফলাফল লাভের পর তার সত্যতা যাচাই করে থাকেন। বাস্তব অনুসন্ধানের পর যদি গবেষণার প্রাথমিক ধারণা সত্য বলে প্রতীয়মান হয়, তবে বিবেচ্য অনুকল্পটি গৃহীত হয়। অন্যথায় ভুল প্রমাণিত হলে কোন বিকল্প গ্রহণ বা পূর্বের অনুমানকে বর্জন করা হয়। মিলার (১৯৭৭) এর মতে, অনুকল্প হলো এমন একটি অপ্রমাণিত বা প্রায় অপ্রমাণিত আনুমানিক ধারণা যা জ্ঞাত সূত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত অনুমানের জন্য প্রণয়ন করা হয় এবং পূর্বানুমান থেকে সিদ্ধান্ত গুলোর সাথে জ্ঞাত সত্যের সামঞ্জস্য যাচাই করার পর অনুকল্পটি সত্য হিসেবে গ্রহণ বা বর্জন করা হয়।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বর্তমান গবেষণার জন্য নিম্নোক্ত দুটি অনুকল্প গ্রহণ করতে পারিঃ

(১) সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির নিয়ামকসমূহ সংজ্ঞায়িত হয়ে এর ধারাবাহিক চর্চা থাকলে সমিতির সফলতার হার বৃদ্ধি পায়।
(২) সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির নিয়ামকসমূহ নির্দিষ্টকরণ না হওয়ায় সমিতিসমূহের টেকসইত্ব বিঘ্নিত হয়।

১.১১: গবেষণার পারিধি

গবেষণা কার্যক্রম অত্র প্রতিষ্ঠানের অধিক্ষেত্রের (বাংলাদেশের সকল জেলার সকল সমবায় সমিতি/সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান) সকল জায়গায় করা হয়। মোট ৬৪টি জেলার থেকে সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সমবায় অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রধান/সংশ্লিষ্ট কর্মচারির নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। এছাড়াও জরিপ অধিক্ষেত্রের সমবায় সমিতি গঠনকারী উদ্যোক্তা সংস্থা/এনজিও থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়। 'সফল ও টেসকই সমবায় সমিতির নিয়ামকসমূহ শীর্ষক বর্তমান গবেষণার জন্য নিম্নোক্ত বিষয় ও কৌশলসমূহ বিবচনা করা হয়েছেঃ

(১) বাংলাদেশের সমবায় সমিতির বর্তমান অবস্থা;
(২) নির্দিষ্ট নির্ণায়কের ভিত্তিতে সফল ও টেকসই হিসেবে বিবেচিত সমবায় সমিতির অবস্থা ও কার্যক্রম;
(৩) সমবায় সমিতির কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত বর্তমান সদস্য ও উদ্যোক্তা সদস্য;
(৪) সমবায় সমিতি সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত বেসরকারি সংস্থাসমূহ;
(৫) সফল ও টেকসই সমবায় সমিতি গঠনের ক্ষেত্রে সরকারি দপ্তর/বিভাগ হতে প্রাপ্ত সহায়তাসমূহ।

১.১২: গবেষণার গুরুত্ব

সমবায় হচ্ছে সদস্যদের দ্বারা সদস্যদের জন্য এবং সদস্যদের কল্যাণে পরিচালিত একটি বিধিবদ্ধ আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান। (Cooperative is the socio-economic organization of the member, by the member, for the member.). সমবায় সমিতির মাধ্যমে সদস্যরা তাদের অনুন্নত অবস্থা থেকে উন্নত অবস্থায় উপনীত হবার শক্তি ও প্রেরণা পায়। এজন্য সমবায় সমিতির সফলতার কোন বিকল্প নেই। বর্তমান গবেষণায় সমবায় সমিতির সফল ও টেকসই হওয়ার কারণসমূহ নির্ণয় করা করার চেষ্টা করা হয়েছে। এটি বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলনের একটি নতুন অধ্যায় হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। এ গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল এ সংক্রান্ত সমস্যা ও সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচিত করতে পারে। আশা করা যায় এ গবেষণার মাধ্যমে সমবায় সমিতির কর্মপ্রবাহে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। এছাড়াও এ গবেষণাটি নীতি নির্ধারকদের কাজের ক্ষেত্রকেও সমৃদ্ধ করতে পারে। গবেষণাটির গুরুত্ব আমরা নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করতে পারি:

(১) সমবায় আন্দোলনকে বেগবান ও ইতিবাচক করতে নীতি নির্ধারণে সহায়তা করা;
(২) একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের ক্ষেত্রে সমবায়কে সম্পৃক্ত করা;
(৩) স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়তা করা;
(৪) সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের সাথে সমবায়ীদের কার্যকর সংযোগের পন্থা খুঁজে বের করা;
(৫) আত্মসমালোচনার প্রেক্ষিত ও কার্যকরণ বের করা এবং টেকসই সমবায় সমিতি গঠনের নতুন দিগন্ত খুঁজে বের করা।

১.১৩: গবেষণার সীমাবদ্ধতা

বর্তমান গবেষণায় বেশকিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কারন একটি মাত্র গবেষণার মাধ্যমে এই বিষয়ের সকল ডাইমেনশনের উত্তর পাওয়া যায় না। বর্তমান গবেষণার উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতাগুলো হলো:

(১) সময় স্বল্পতাঃ ব্যাপক পরিসরের বর্তমান গবেষণাটি মাত্র চার মাসের মধ্যে সম্পাদন করা হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ের একটি বৃহৎ পরিসরের গবেষণার জন্য এই সময় যথেষ্ট ছিল না।
(২) তথ্য সংগ্রহঃ বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক সমবায় সমিতি থেকে গবেষণার জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরির সফল ও টেকসই সমবায় সমিতি বাছাই ও উপযুক্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করাটা আয়াসসাধ্য ছিল।
(৩) তথ্যদাতা/উত্তরদাতাদের বিশেষ করে উদ্যোক্তা সদস্যদের সাথে যোগাযোগসাধন কোন কোন ক্ষেত্রে ছিল কঠিন।
(৪) বাস্তব কারণে অল্প কিছু সংখ্যক সমবায় সমিতি থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এর ফলে স্যাম্পল সাইজ ছোট হয়েছে। অধিকতর বেশি স্যাম্পল থেকে তথ্য নিলে গবেষণাটি আরো বেশি প্রতিনিধিত্বশীল হতে পারতো।
(৫) বাস্তব কারণে জরীপ প্রশ্নমালান কাঠামো ছিল ক্লোজড এন্ডেড। আরো বেশি ওপেন এন্ডেড প্রশ্ন করা গেলে অধিকতর কার্যকরী মতামত পাওয়া যেত।

সার্বিকভাবে বলা যেতে পারে গবেষণার পরিধি ও নমুনার সংখ্যা বিস্তৃত করা সম্ভব হলে গবেষণাটি আরো ফলপ্রসু হতো। কিন্তু বর্তমান গবেষণার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট পরিধি ও নির্দিষ্ট আকারের নমুনা নিয়ে গভীর পর্যবেক্ষণের সাথে গুণগতমান বজায় রেখে ফলাফল তুলে আনার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এর ফলে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে নীতিনির্ধারণ সম্ভব হবে। তাই উল্লিখিত কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও গবেষণাটির মাধ্যমে এর কাঙ্খিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে বলা যেতে পারে।

১.১৪: উপসংহার

বতর্মান অধ্যায়ে গবেষণার প্রেক্ষাপট ও পরিধি এবং যৌক্তিকতা বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং অনুকল্পসহ গুরুত্ব ও সীমাবদ্ধতা বর্ণনা করে সমবায় অধিদপ্তরের বিভিন্ন গ্যাপ নির্ণয় করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রত্যয়ের সংজ্ঞা প্রদান করে সমবায় অধিদপ্তরের ভবিষ্যৎ ফোকাস কী হওয়া উচিত এ বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে। বর্তমানে সমবায় আন্দোলন একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। এই ক্রান্তিকালীন সংকট উত্তরণের জন্য প্রয়োজন ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও সংশ্লিষ্ট সকলের সার্বিক অংশগ্রহণ। বর্তমান অধ্যায়ে এই বিষয়ে বিদ্যমান সমস্যাকে চিহ্নিত করে বিরাজমান সমস্যার অর্ন্তনিহিত কারণ অপনোদনের ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা

২.০১: প্রারম্ভিকা

সমবায়ের ইংরেজী প্রতিশব্দ হচ্ছে Cooperative. Cooperative শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'Cooperari' থেকে। এখানে 'co' এর অর্থ 'সাথে' ('with') এবং 'operari' শব্দের অর্থ 'কাজ করা' ('to work') । সুতরাং 'Cooperari' শব্দের অর্থ দাঁড়ায় একসাথে কাজ করা ("working together.")। অর্থাৎ যা একা করা যায় না, তা সকলে মিলে করা। সমবায় বা সামষ্টিক কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে স্বাধীন, স্বউদ্যোগ ও স্বেচ্ছায় কিছু সংখ্যক লোক সংগঠিত হয়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য কাজ করে। (হোসেন, মোহাম্মদ এবং রায়, নিহার রঞ্জন,২০১৪)।

International Cooperative Alliance's Statement on the Cooperative Identit এর মতে, সমবায় হচ্ছে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চাহিদা পূরণের জন্য স্বেচ্ছায় সংগঠিত কিছু সংখ্যক ব্যক্তি কর্তৃক গঠিত প্রতিষ্ঠান যা যৌথমালিকানাধীন এবং গণতান্ত্রিক উপায়ে নিয়ন্ত্রিত। (an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social, and cultural needs and aspirations through jointly owned and democratically controlled enterprise.)

ব্যক্তি ও সামষ্টিক স্বার্থের সমন্বয় ঘটিয়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও বেকারত্ব নিরসনে সমবায় বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। International Cooperative Alliance -ICA (2014) এর মতে বর্তমানে সারা বিশ্বে প্রায় ৮০ কোটি মানুষ সমবায়ের সদস্য এবং বিশ্বব্যাপী সমবায়ের মাধ্যমে কর্মসংস্থান হয়েছে প্রায় ১০ কোটি মানুষের। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায়ের অবদানকে সর্বোচ্চ স্বীকৃতি দিতে 'সমৃদ্ধ বিশ্ব নির্মাণে সমবায় উদ্যোগ' প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ২০১২ সালকে 'আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ' ঘোষণা করেছিল।

উপরোক্ত প্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাই সারা বিশ্বে সমবায়কে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের একটি পরীক্ষিত হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। আর সফল ও টেকসই সমবায় সমিতিই হচ্ছে এই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মুল চাবিকাঠি। সমবায় তার অন্তর্নিহিত শক্তিকে ব্যবহার করেই উন্নয়নের পথে সদস্যদের ধাবিত করে। Cooperative শব্দটির ১১ টি বর্ণকে সফল সমবায় সমিতি গঠন ও পরিচালনার জন্য মৌল নীতি হিসেবে নিয়ে গুণগত মাণসম্পন্ন সফল ও আদর্শ টেকসই সমবায় সমিতি আমরা গঠন করতে পারি। Cooperative শব্দের মানে তখন আমাদের কাছে দাঁড়াবে-

সারণি-০১: Cooperative শব্দের পূর্ণরূপ

C	Corruption free System	দূর্নীতিমুক্ত সিস্টেম
O	Objectives	কল্যাণকর উদ্দেশ্য
O	Operational Method	কার্যক্ষম পদ্বতি
P	Participation	সহযোগিতামূলক অংশগ্রহন
E	Enthusiasm-Efficiency	উৎসাহ ও উদ্দীপনা - দক্ষতা
R	Rationale	যুক্তি প্রবণতামূলক কর্মযজ্ঞ
A	Accountability	দায়বদ্ধতা
T	Transparency	স্বচ্ছতা
I	Integrity	একাগ্রতা
V	Value for Money	অর্থের সদ্ব্যবহার
E	Ethical Practices	নৈতিক অনুশীলন

(ঠাকুর ২০১৩)।

২.০২: গবেষণার বিষয়ে প্রাপ্ত সাহিত্যের বিবরণ

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এর মতে সমবায় সমিতি হচ্ছে, "An association of persons who have voluntarily joined together to achieve a common end through the formation of a democratically controlled organization, making equitable contributions to the capital required and accepting a fair share of the risks and benefits of the undertaking, in which members actively participate." অর্থাৎ সমবায় হচ্ছে গণতান্ত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রিত এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে একই এলাকাভূক্ত একই পেশা বা বিভিন্ন পেশাভূক্ত কিছু সংখ্যক সমমনা লোক একটি সাধারণ উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়ে তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের চেষ্টা করে।

উপরোক্ত সংজ্ঞার আলোকে আমরা বলতে পারি "সমবায় হচ্ছে সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্ঠা। আর সমবায় সমিতি হচ্ছে গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত একটি আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে এর সদস্যরা তাদের সার্বিক আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে থাকে।" অর্থাৎ সমবায় সমিতি একটি সাধারণ প্রতিষ্ঠান নয় । সমবায় সমিতি এমন একটি জনকল্যাণ ও উন্নয়ন মূলক আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান যার মধ্যে থাকে- (১) গণতন্ত্র ; (২) অর্থনীতি; (৩) সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টা; (৪) সদস্যদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির প্রয়াস; সর্বোপরি (৫) সদস্যদের সামাজিক উন্নয়ন সাধন।

সফল ও টেকসই সমবায় সমিতি গঠনের অভীপ্সা নতুন নয়। বাংলাদেশে সমবায়ের ক্রমবিকাশ (১৮৭৫-১৯৯৫): জনাব সৈয়দ এরশাদ আলী: স্বজন, ২২ আজিজ কো-অপারেটিভ সুপার মার্কেপ, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০: ২ নভেম্বর, ১৯৯৬ গ্রন্থে আমরা ভারতীয় উপমহাদেশের সমবায় আন্দোলনের ক্রমবিকাশের ধারা লক্ষ্য করি। এখানে আমরা দেখতে পাই এক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রয়াস চালানো হয়েছে সমবায় আন্দোলনের সফলতার জন্য। এক্ষেত্রে আমরা প্রয়াসগুলোকে এভাবে উপস্থাপন করতে পারি:

সারণি-০২: সমবায়ের ক্রমবিকাশের ইতিবৃত্ত

সাল/বৎসর	কার্যক্রম
১৮৭৫-৭৬	দাক্ষিণাত্যে কৃষক দাঙ্গার প্রেক্ষিতে কমিশন গঠন এবং ডেকান এগ্রিকালচারাল রিলিফ অ্যাক্ট জারী।
১৮৮২	কৃষকদের নিকট কৃষি ঋণ দাদনের জন্য স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণ (Sir William Wedderburn) কর্তৃক বোম্বে সরকারের নিকট রিপোর্ট পেশ।
১৮৮৩	দুর্ভিক্ষ কমিশনের সুপারিশ মোতাবেক 'ভূমি উন্নয়ন ঋণ আইন' (Land Improvements) জারী।
১৮৮৪-৯১	কৃষকদের টাকাদী ঋণ প্রদানের জন্য' কৃষকদের ঋণ আইন' (Agriculturists Loan Acts) জারী হয়।

১৮৯২	আইসিএস অফিসার স্যার ফ্রেডারিক নিকলসনকে ইউরোপে সমবায় বিষয়ক জ্ঞান অর্জনের প্রেরণ।
১৮৯৫-৯৯	স্যার ফ্রেডারিক নিকলসন সমবায় বিষয়ক রিপোর্ট পেশ করেন।
১৯০০	জনাব এইচ.ডুপারনিকস (H. Dupernix) 'জনসাধারণের ব্যাংক' (People's Bank for Nothern India) নামক পুস্তকে গ্রামীণ সমবায় সমিতি ও গ্রামীণ ব্যাংক গঠনের সুপারিশ।
১৯০১	ভারতের দুর্ভিক্ষ কমিশন (Indian Famine Commission of 1901) ইউরোপের মিউচুয়াল ক্রেডিট এসোসিয়েশনের ন্যায় কৃষি ব্যাংক স্থাপনের সুপারিশ করে। লর্ড কার্জন কর্তৃক স্যার এডওয়ার্ড ল (Sir Edward Law) এর নেতৃত্বে সমবায় উন্নয়নের জন্য কমিটি গঠন।
১৯০৪	বেঙ্গল ক্রেডিট কো-অপারেটিভ অ্যাক্ট-১৯০৪ (Bengal Credit Co-operative Societies Act-1904) জারী করা হয়।
১৯০৯	আইনগত বিধান না থাকা সত্ত্বেও মেদিনীপুর ও খুলনার মরালীতে 'কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং ইউনিয়ন' গঠিত হয়।
১৯১১-১৯০৪	সালের আইনে ত্রুটিসমূহ থাকায় উক্ত আইনের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নতুন আইন জারীর সিদ্ধান্ত হয়।
১৯১২	নতুন সমবায় আইন জারী করা হয়।
১৯১৪	সমবায় আন্দোলনের আর্থিক দিক পরীক্ষার জন্য স্যার এডওয়ার্ড ম্যাকলাগান (Sir Edward Maclagan) এর নেতৃত্বে ম্যাগলাগান ((Imperial Committee on Co-operative in India) কমিটি গঠন।
১৯১৫	'ভারতের জন্য সমবায় বাইবেল' নামে পরিচিত ম্যাকলাগান কমিটির প্রতিবেদন দাখিল।
১৯১৮	বেঙ্গল প্রাদেশিক সমবায় ফেডারেশন এবং বেঙ্গল কো-অপারেটিভ এলায়েন্স প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৯১৯	সমবায় প্রাদেশিক সরকারের অধীনস্থ একটি বিষয়ে পরিণত করা হয়।
১৯২২	বেঙ্গল প্রাদেশিক সমবায় ব্যাংক লি: প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৯২৯	সমবায় সমিতির ত্রুটি বিচ্যুতি নির্ণয়ের লক্ষ্যে গঠিত লর্ড লিনলিংগথ গাও কমিটি প্রতিবেদন দাখিল করেন।
১৯৩৪-৩৫	বাংলায় ৫ টি সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাংক স্থাপন করা হয়। বেঙ্গল কৃষি ঋণ আইন (Bengal Agricultural Debtors Act of 1935) জারীর ফলে সমবায় সমিতির ঋণের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে।
১৯৪০	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিরূপ পরিস্থিতির উত্তরণে জন্য এবং সমবায় আন্দোলনে নতুন প্রাণসঞ্চারের জন্য 'Bengal Co-operative Society Act-1940' জারী।
১৯৪২	Bengal Co-operative Society Act-1940' জারীর প্রেক্ষিতে রুলস জারী করা হয়।
১৯৪৩	পঞ্চাশের মনন্তরের জন্য দুর্ভিক্ষজনিত কারণে সমবায় আন্দোলন ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
১৯৪৮	পুর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সমবায় ব্যাংক লি: গঠিত হয় যা বর্তমানে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি: নামে পরিচিত।

১৯৫২	গ্রাম উন্নয়নের লক্ষ্যে ভি-এআইডি (Village Agriculture and Industrial Development-V-AID) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। লর্ড বয়েড ওর (Lord Boyd Orr) নেতৃত্বে Pakistan Agricultural Enquiry Committee এর সুপারিশে ইউসিএমপিএস গঠনের সুপারিশ।
১৯৫৫	আইএলও এর এশিয়ান ফিল্ড মিশনের সদস্যদ্বয় ডঃ এ. এইচ. বুলেনডকস (Dr. A.H. Bullendoux) ও আর কে হারপার (Mr. R. K. Horper) কর্তৃক সমবায় কার্যক্রমের উপর জরিপ চালিয়ে প্রতিবেদন পেশ করেন।
১৯৫৭	ডঃ এ.এইচ. বুলেনডকস ও আর কে হারপার কর্তৃক দাখিলকৃত সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকার এগিয়ে আসে।
১৯৬২	তারিখে প্রথমবারের মত সমবায় নীতি ঘোষণা করা হয়।
১৯৮৮	বাংলাদেশ সরকার ও প্রধান সহাহায্যকারী সংস্থা যথা -ইউএনডিপি, ডানিডা, সিডা এবং বিশ্ব ব্যাংকের সমম্বয়ে পরিচালিত' বাংলাদেশে সমবায়ের উপর গবেষণা' রিপোর্ট প্রকাশিত।
১৯৮৯	বাংলাদেশ সমবায় নীতিমালা ,১৯৮৯ জারী করা হয়।
১৯৯৫	বাংলাদেশ সরকারের অনুমতিক্রমে ইউএনডিপি ও আইআরও এর সহযোগিতায় টিএসএস মিশন-১ ' বাংলাদেশে সমবায় উন্নয়নের জন্য কৌশল ও কার্যপরিকল্পনা' শীর্ষক জরিপ প্রতিবেদন দাখিল।
২০০০	নতুন প্রজন্মেও বহুমুখী/মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি নতুনরূপে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে
২০০১	সমবায় সমিতি আইন ২০০১ সংসদে অনুমোদন লাভ করে।
২০০২	সমবায় সমিতি আইন ২০০১ এর সংশোধনী জারী করা হয়।
২০০৪	সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ জারী করা হয়।
২০০৫-১১	সারা দেশে বহুমুখী সমবায় সমিতি রমরমা উত্থান ঘটে। সমবায় সমিতির শাখা কার্যক্রমের বিস্তৃতি ঘটে।
২০১২	সমবায়ের সুনামী হিসেবে খ্যাত ডেসটিনি/ম্যাক্সিম/আইডিয়েল... কেলেংকারি ঘটে। উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে পরিচালনার জন্য সমবায় বাজার কনসোর্টিয়াম গঠন করা হয়।
২০১৩	সমবায় সমিতির শাখা অফিস বন্ধ করাসহ অন্যান্য পরিবর্তন এনে সংশোধিত সমবায় সমিতি আইন ২০১৩ জারি।
২০১৪	ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) কর্তৃক সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনা:সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক রিপোর্ট পেশ।
২০১৫-১৮	সমবায় সমিতির প্রাতিষ্ঠানীকিকরণের জন্য সরকার ও সমবায় অধিদপ্তরের উদ্যোগ গ্রহণ।
২০১৯	'সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির নিয়ামকসমূহ' শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ ও সম্পাদন।

(আলী, সৈয়দ এরশাদ, ১৯৯৬)

সফল ও টেকসই সমবায় সমিতি সমবায় আন্দোলনের কাঙ্খিত লক্ষ্য। বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলন তার পূর্ণ আদর্শিক ও কাঠামোগতভাবে গড়ে না উঠলেও আমাদের দেশের নীতি দলিলে ও পরিকল্পনায় সমবয়ের উপস্থিতি আমরা টের পাই। সমবায়ের আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব বিবেচনা করে বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১৩ (খ) অনুচ্ছেদে দেশের উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বন্টনপ্রণালী সমূহের মালিকানার ক্ষেত্রে সমবায়ী মালিকানাকে রাষ্ট্রের দ্বিতীয় মালিকানা খাত হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

১৩। উৎপাদনযন্ত্র, উৎপান ব্যবস্থা ও বন্টন প্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এই উদ্দেশ্যে মালিকানা-ব্যবস্থা নিম্নরূপ হইবে:
(ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা, অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র লইয়া সুষ্ঠু ও গতিশীল রাষ্ট্রায়ত্ত সরকারী খাত সৃষ্টির মাধমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা;
(খ) সমবায়ী মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায়সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায়সমূহের মালিকানা; এবং
(গ) ব্যক্তিগত মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমবায় ভাবনা থেকেও আমরা সফল ও টেকসই সমবায় গঠনের নির্দেশনা পাই। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন দর্শন ছিল এ দেশের গণমানুষের সুখ সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এক গভীর মানবিক সংগ্রামী দর্শন (deeprooted humane philoshphy towards people's wellbeing)। এ দর্শনের প্রতিফলন দেখতে পাই আমরা যখন ১৯৭২ সালে মহান জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু গভীর আবেগে বলেন "আমি বাঙালি জাতিকে ভিক্ষুকের জাতি হিসাবে দেখতে চাই না। আমি চাই তারা আত্ম-মর্যাদাশীল উন্নত জাতি হিসাবে পৃথিবীর বুকে মাথা মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। এ জন্যে দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে সোনার বাংলা গড়তে হবে।"

এই সোনার বাংলা গড়ার জন্য তিনি সমবায়কে বাহন ও হাতিয়ার করতে চেয়েছিলেন ।মূলতঃ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমবায় ভাবনা ছিল গণ মানুষের কল্যাণ কামনায় জারিত-মাটির সোদা গন্ধে আমোদিত এবং মা-মাটি ও মানুষের প্রেরণা সঞ্চারিত । মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আবিষ্ট বঙ্গবন্ধু আমাদের সোনার বাংলা উপহার দিতে চেয়েছিলেন সমবায় দর্শনের অন্তর্নিহিত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে । বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন 'গণমূখী সমবায় আন্দোলন'ই হবে 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার । সমবায় নিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন যে কত গভীরে প্রোথিত ছিল এবং কত সুদূরপ্রসারিত চিন্তাসমৃদ্ধ তা লক্ষ্য করা যায় ১৯৭২ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে প্রদত্ত তার বক্তব্যের মধ্যে ।

> আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন । এই পরিপেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে । কেননা সমবায়ের পথ-সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ ।

ভারত বিভাগোত্তর পাকিস্তান ও বাংলাদেশের প্রায় সব রাজনৈতিক দলের অর্থনৈতিক দর্শনে সমবায় একটি গুরুত্বপর্ণ জায়গা দখল করেছিল প্রায় সময়ই । ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচির ৪ নং দফায় তাই আমরা সমবায়ের উল্লেখ পাই এভাবে-"সমবায় কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন করা; কুটির শিল্পের বিকাশ ও শ্রমজীবীদের অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা" । ১৯৬৪ সনের মার্চ, ১৯৬৬ সনের মার্চ এবং ১৯৬৭ সনের আগস্টে অনুষ্ঠিত হয় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় । এসব অধিবেশনে গৃহীত সংশোধনীসহ ১ আগস্ট, ১৯৬৯ তারিখে ঘোষণা করা হয় এক মেনুফেস্টো । এতে কৃষি খাতের প্রসংগে বলা হয়-" ..... পূর্ব পাকিস্তান ভূমি প্রাকৃতিক সম্পদে ঐশ্বর্যবান । এই ভূমি আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ ও ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে । সমবায় পদ্ধতিতে দেশে যৌথ চাষাবাদের প্রচলন করিতে হইবে । পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি কৃষকের জমির পরিমাণ এত অল্প এবং তাহাও এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খন্ডে বিক্ষিপ্ত যে, সমবায় পদ্ধতিতে চাষাবাদ ব্যতীত এখানে কৃষির উন্নয়নের কোন উপায় নেই । ..... কৃষি ব্যাংকের, সমবায় ব্যাংকের এবং অন্যান্য কৃষি ঋণের টাকা কৃষকদের মধ্যে ব্যক্তিগত ভাবে বিতরণ না করিয়া সমবায় পদ্ধতিতে পরিচালিত কৃষির জন্য উহা ব্যয় করা উচিত । ..... সমবায় পদ্ধতিতে কৃষি ব্যবস্থার ফলে আধুনিক চাষ ও জল সেচের যন্ত্রপাতি ক্রয়, উন্নত বীজ সংগ্রহ এবং উৎপাদিত ফসলের সংরক্ষণ ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা সহজ হবে ।"

বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন । তিনি বলেছিলেন "আমার জীবনের একমাত্র কামনা বাংলার মানুষ যেন পেট ভরে খেতে পায়, পরনে কাপড় পায়, উন্নত জীবনের অধিকারী হয় ।" আর এ প্রেক্ষিতেই দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর লক্ষ্য নিয়ে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের পবিত্র সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতি মানুষকে-কৃষক ও শ্রমিককে-এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা" । আবার সংবিধানের ১৯(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে 'মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে ।" এরই ধারাবাহিকতায় সমবায়ের আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব বিবেচনা করে বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১৩(খ) অনুচ্ছেদে দেশের উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বন্টনপ্রণালী সমূহের মালিকানার ক্ষেত্রে সমবায়ী মালিকানাকে রাষ্ট্রের দ্বিতীয় মালিকানা খাত হিসাবে ঐতিহাসিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে ।

পবিত্র সংবিধানের স্বীকৃতির প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের সমবায়কে সফল ও টেকসই হিসেবে দেখেতে চেয়েছিলেন । যার জন্য প্রতিটি গ্রামে মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি গঠন করতে চেয়েছিলেন । মূলতঃ বঙ্গবন্ধু প্রবর্তিত গ্রামভিত্তিক সমবায় সমিতিই হতে পারতো সফল ও টেকসই সমবায়ের বাস্তব উদাহরণ ।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গ্রামের জনগণের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া হয়েছে । এ জন্য উৎপাদনমূখী কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করে সমবায় সেক্টরে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহের শক্তিশালীকরণে নিম্নোক্ত পরিকল্পনা কৌশল নির্ধারিত হয়েছে-

> Direct marketing of agricultural products through cooperatives and awareness building and motivational activities for cooperative members on different aspects of production including quality and hygiene will be encouraged. The target is for producing goods and ensuring fair price of the producer through cooperatives; branding goods under the name of cooperatives; developing marketing infrastructure; and supplying quality goods to the consumer at fair price.

মিসেস গোলাপ বানু একটি সফল ও টেকসই সমবায় প্রতিষ্ঠান বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, ঢাকা এর সভাপতি। তিনি মনে করেন সমবায় সমিতি হচ্ছে গরীব মানুষের ২৪ ঘন্টার ব্যাংক। সমবায় হচ্ছে গরীব-অসহায় মানুষের বেঁচে থাকার/উন্নতি করার অবলম্বন বা হাতিয়ার। নিঃস্ব/রিক্ত মানুষকে কেউ ঋণ/সহায়তা দেয় না। কারণ তাদের দৃশ্যমান সম্পদ নেই জামানত রাখার মত। কিন্তু সমবায় গরীব অসহায় মানুষকে বিনা প্রশ্নে বিশ্বাস করে ঋণ/সহায়তা দেবে কারণ আপনার দৃশ্যমান সম্পদ না থাকলেও রয়েছে অমূল্য অদৃশ্য সম্পদ যা হচ্ছে আপনার সততা ও নিষ্ঠা। সমবায় আপনার এই সততা ও নিষ্ঠাকে মূল্য দেয়। সফল ও টেকসই সমবায় সমিতি হওয়ার জন্য এই দুটিকে তিনি অতি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। (ঠাকুর ২০১৩)।

সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির বিষয়ে আমরা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয় বা নির্দেশনা পাই মহাত্মা গান্ধীর কাছ থেকে। আজ থেকে শতবর্ষ আগে সমবায় আন্দোলনের বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর বহুল কথিত একটি উক্তির কথা প্রণিধানযোগ্য। তিনি ১৯১৭ সালে বলেছিলেন- "we will not measure the success of the Movement by the number of cooperative societies formed, but by the moral condition of the cooperators.". আমরা সংখ্যা দিয়ে সমবায় আন্দোলনের সাফল্য বিচার করবো না-বিচার করবো সমবায়ীদের নৈতিক অবস্থান দ্বারা।" মহাত্মা গান্ধীর উক্তিটির সারবত্তা নিয়েই সমবায় আন্দোলনের বর্তমান দুরাবস্থা থেকে মুক্তির পথ দেখতে হলে সমবায়কে নতুন আঙ্গিকে ও দ্যোতনায় ভাবতে ও প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। গ্রহণ করতে হবে দীর্ঘমেয়াদে একটি সমবায় সমিতি কীভাবে সফলভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে টিকে থাকতে পারে তার কৌশল।

সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির জন্য সমিতির প্রাতিষ্ঠানীকিকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। সমবায় সমিতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ একটি ধারাবাহিক দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। সমবায় সমিতির প্রাতিষ্ঠানীকিকরণের সাফল্যের জন্য অনেকগুলো নিয়ামক বা ফ্যাক্টর জড়িত। সমবায় সমিতির প্রাতিষ্ঠানীকিকরণের বা সাফল্যের জন্য যা যা দরকার তা হলো ঃ (১) সমিতির সদস্যদের সমবায় সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতা ও সমবায় সর্ম্পকীয় ব্যপক ধারণা । (২) সমিতির সদস্যদের সমবায়ী মানসিকতা । (৩) সমবায়ের মূলনীতি সমূহ ও সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা মেনে চলা। (৪) সদস্যদের মধ্যেকার একতাবদ্ধ মানসিকতা। (৫) সমবায় সমিতি/ প্রকল্পকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া।(৬) জনসেবা মূলক মানসিকতা ও দৃষ্টিভংঙ্গি গড়েতোলা । (৭) সমিতি/প্রকল্পের প্রতি জনসমর্থন/জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্যতা গড়ে তোলা । (ঠাকুর ২০১৩)।
আদর্শিক প্রত্যয় ও উদ্দীপনা নিয়ে সমবায় সমিতি পরিচালিত হলে এসব সমিতি অবশ্যই সফল ও টেকসই হয় বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি সফল ও টেকসই প্রাতিষ্ঠানিক সমবায় সমিতির নিম্নোক্ত কর্মকাণ্ড সূচক বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন বলে অভিমত পাওয়া যায়ঃ

(১) দারিদ্র বিমোচন; (২) কর্ম-সংস্থান বৃদ্ধি (প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও আনুষঙ্গিক, আত্ম-কর্মসংস্থান); (৩) বেকারত্ম দূরীকরণ (মহিলাদের আত্ম-উন্নয়ন); (৪) উদ্যোক্তা সৃষ্টি; (৫) পুঁজি গঠন; (৬) সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি; (৭) কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা; (৮) পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তা; (৯) শিক্ষা ক্ষেত্রে কার্যক্রম গ্রহণ ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ; (১০) ঘরে ঘরে সঞ্চয় কর্মসূচি ; (১১) স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি; (১২) সামাজিক বিরোধ মীমাংসা; (১৩) দূনীতি প্রতিরোধ; (১৪) সমবায় ভিত্তিক কুটির শিল্প উদ্যোগ গ্রহণ; (১৫) মৃত ব্যক্তিদের/বেওয়ারিশ লাশের দাফনের ব্যবস্থা করা; (১৬) সামাজিক বিনিয়োগ; (১৭) ইভটিজিং বিরোধী আন্দোলন; (১৮) পরিবার পরিকল্পনা আন্দোলন; (১৯) স্বেচ্ছাশ্রমে রাস্তা-ঘাট নির্মাণ; (২০) স্যানিটেশন; (২২) যৌতুক বিরোধী আন্দোলন; (২৩) সংগঠিত শক্তি হিসেবে নিজেদের অধিকার আদায়; (২৪) বৃক্ষরোপণ- বনায়ন; (২৫) নারী উন্নয়ন/নারীর ক্ষমতায়ন; (২৬) বিভিন্ন দূর্যোগে সহায়তা প্রদান; (২৭) অপ্রচলিত পণ্য উৎপাদন-বিপণন ও প্রসার; (২৮) স্বাস্থ্য সেবা প্রদান; (২৯) নব উদ্যোগ-নব সৃষ্টি/ সমবায় শেয়ারিং/ ব্র্যাণ্ডিং সৃষ্টি; (৩০) গরীব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সহায়তা প্রদান; (৩১) দূঃস্থ অসহায় ও বয়োঃবৃদ্ধ মানুষদের মানবিক সাহায্য সহযোগিতা; (৩২) আর্ত-মানবতার সেবায় উৎসাহদান/ সম্মিলিতভাবে মহৎ কাজে অংশগ্রহণ; (৩৩) ভেজাল বিরোধী আন্দোলন; (৩৪) প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থান; (৩৫) তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যম সমবায় সেবা প্রদান; (৩৬) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন (কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণ); (৩৭) পাঠাগার পরিচালনা ; (৪১) পরিবেশ সুরক্ষা ও সামাজিক বনায়ন ইত্যাদি । (ঠাকুর ২০১৩)।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ সম্পাদিত 'সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনা: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক গবেষণায় আমরা সমবায় অধিদপ্তরের আওতাভুক্ত সমবায় সমিতিসমূহের সফলতা ও ব্যর্থতার একটি অনুসন্ধান দেখতে পাই। এ গবেষণায় বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলনের বর্তমান দুরাবস্থার কারণ ও তার থেকে উত্তরণের পন্থা অনুসন্ধান করা হয়েছে। সফল ও টেকসই সমবায় সমিতি গড়ে না ওঠার পেছনে এ গবেষণায় কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে- (১) ব্যবস্থাপনায় ও তদারকীতে ঘাটতি; (২) সমবায় সমিতি নিয়ন্ত্রক.তদারকী প্রতিষ্ঠানে সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও ঘাটতি; (৩) সময় উপযোগী কর্মপরিকল্পনার অভাব ও পরিকল্পনা গ্রহণে ব্যর্থতা; (৪) বিভিন্ন সময়ে সরকারের সিদ্ধান্তে পরিবর্তন; (৫) বাজারজাতকরণ ও বিপণন সুবিধার অনুপস্থিতি; (৬) অকার্যকর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা; (৭) দক্ষ ও নিবেদিতপ্রাণ নেতৃত্বের অভাব; (৮) সমিতির আর্থিক সক্ষমতার অভাব; (৯) সমিতির ব্যাপারে সদস্যদের আগ্রহ ও সচেতনতার অভাব; (১০) সমিতির সদস্যদের মধ্যে স্বার্থ-সংক্রান্ত বিরোধ' (১১) সমিতির কয়েকজন সদস্য কর্তৃক ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদি। (হোসেন,২০১৪)।

গুণগত মানসম্পন্ন সফল সমবায় সমিতি গড়তে হলে আমাদের আদর্শ সমবায় সমিতির ভাবনা ভাবতে হবে। সাথে সাথে ভাবতে হবে সদস্যদের আর্থ-সামাজিক প্রাপ্তির

বিষয়টিও। গুণগত মানস্পন্ন একটি সফল/আদর্শ সমবায় সমিতির নিকট থেকে সমিতির একজন সদস্য সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগতভাবে পেতে পারেন অনেককিছু। আর্থিক ও সামাজিক সন্মানজনক ভিত্তি-সকলের ভালবাসা, সহযোগিতা ও সহমর্মিতা ইত্যাদির পাশাপাশি সবচেয়ে বড় যে প্রাপ্তি তা হলো একক ও সমষ্টিগত উদ্যোক্তা হবার সীমাহীন স্বপ্ন ও অদম্য শক্তি। সফলতার এসব মানদন্ডের প্রেক্ষিতে আমরা একটি আদর্শ সমবায় সমিতির সংজ্ঞা নিরূপণ করতে পারি এভাবে 'কোন সমবায় সমিতির কর্ম এলাকার জনগোষ্ঠীর মৌলিক, মানবিক,আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি সংশিষ্ট সার্বিক দিকের মানোন্নয়নের মাধ্যমে পরিপূর্ণ ও উপভোগ্য জীবন যে সমবায় সমিতির মাধ্যমে অর্জিত ও পরিচালিত হয়, তাকে আদর্শ সমবায় সমিতি বলে।'

একটি আদর্শ সমবায় সমিতি একটি সফল ও টেকসই সমবায় সমিতি হবে। আর এ সফল ও টেকসই সমিতির অনেকগুলো মৌলিক বেশিষ্ট্য/ চিত্ররূপ থাকবে। সাধারণতঃ আমরা একটি আদর্শ সমবায় সমিতির নিম্নরূপ মৌলিক বেশিষ্ট্য দেখতে চাই-

সারণি-০৩: আদর্শ সমবায় সমিতির নিম্নরূপ মৌলিক বেশিষ্ট্য

(১) সদস্যদের সংগঠিত ও একতাবদ্ধ রাখা।	(১২) ভারসাম্যপূর্ন পরিবেশ।
(২) সদস্যদের জীবন যাত্রার মান উন্নত থাকা।	(১৩) সদস্যদের সচেতনতা।
(৩) সদস্যদের নিরক্ষরতা মুক্ত থাকা।	(১৪) উন্নত অবকাঠামো।
(৪) নোংরা রাজনীতিমুক্ত পরিবেশ-অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ভাবমূর্তি গড়ে তোলা।	(১৫) পরিকল্পিত জীবন ব্যবস্থা।
(৫) সদস্যদেরপারস্পরিক সম্পৃতি দৃঢ় থাকা।	(১৬) পরশ্রীকাতর না হওয়া।
(৬) ধর্মীয় সু-সম্প্রীতি থাকা।	(১৭) উদারতা।
(৭) দুর্নীতি ও অপরাধমুক্ত পরিবেশ।	(১৮) সহযোগিতা।
(৮) মাদকমুক্ত পরিবেশ।	(১৯) কর্মতৎপরতা।
(৯) সদস্যদের সমমনা মানসিকতা।	(২০) নিয়ম শৃংখলা।
(১০) নারী ও শিশু নির্যাতন মুক্ত পরিবেশ।	(২১) স্বার্থহীনতা।
(১১) সু-সাংস্কৃতিক লালন ক্ষেত্র।	(২২) সমন্বিত উন্নয়ন প্রচেষ্টা

আন্তর্জাতিক সমবায় উন্নয়ন বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন 'একটি সফল সমবায় প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কোনো জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন নিশ্চিত করে। (Successful cooperative enterprises transform a community by establishing economic democracy.) কারণ সমবায় হচ্ছে সদস্যদের মালিকানায় তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান এবং অর্জিত লভ্যাংশ স্থানীয়ভাবে ব্যবহৃত হয়। এর ফলে তাদের সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং জনগোষ্ঠীর শক্তি সঞ্চারিত হয় নিজেদের মাঝে এবং এভাবেই সমবায়ের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে সমবায়ের সফলতা নিশ্চিত করে।

(Because cooperative enterprises are owned by the members themselves, profits stay in the local area. Cooperatives thus increase the wealth and build the strength of the community. In essence, successful cooperative enterprises transform a community by establishing economic democracy).

আন্তর্জাতিক সমবায় উন্নয়ন বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন সফল সমবায় প্রতিষ্ঠানের নিম্নোক্ত ১৩টি মানদণ্ড থাকা আবশ্যকঃ

(১) Supportive environment (সমর্থনসূচক কর্মপরিবেশ)
(২) Sound advance planning (সুষ্ঠু সুন্দর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা)
(৩) Real economic benefits for members (সদস্যদের বাস্তব অর্থনৈতিক সুবিধা)
(৪) Skilled management (দক্ষ ব্যবস্থাপনা)
(৫) Belief in co-op concepts (সমবায় চেতনা ও আদর্শের প্রতি বিশ্বাস)
(৬) Grassroots development and leadership (তৃণমূলের উন্নয়ন ও নেতৃত্ব)
(৭) Financially self-sustaining (অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা)
(৮) Innovation and adaptation (উদ্ভাবন ও উপযোগিতা)
(৯) Effective structure and operations (কার্যকর কাঠামো ও পরিচালন)
(১০) Networking with other co-ops (আন্তঃসমবায় সংযোগ ও সহযোগিতা)
(১১) Communications (যোগাযোগ)
(১২) Common member interests (সাধারণ সদস্যদের স্বার্থরক্ষা)
(১৩) Education (শিক্ষা)
(http://proutglobe.org/2012/10/what-makes-cooperatives-successful/)

জেলা সমবায় কার্যালয়, ময়মনসিংহ 'সমবায় সমিতির সফলতার কারণ' বিষয়ে একটি সমীক্ষা সম্পাদন করেছির ২০১২ সালে। এ সমীক্ষায় সফল সমবায় সমিতির সফলতার নিম্নোক্ত কারণসমূহ পাওয়া গিয়েছিলঃ

(১) নিয়মিত শেয়ার ও সঞ্চয় আমানত সংগ্রহকরণ।
(২) লাভজনক বিনিয়োগ।
(৩) একটি কার্যক্রমে সীমাবদ্ধ না থেকে বহুভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করা।
(৪) সমবায়ের আদর্শ উদ্দেশ্যে বিশ্বাস এবং আস্থা নিয়ে প্রতিটি সদস্য সমিতিতে তাঁদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন ও সক্রিয় অংশগ্রহণ।
(৫) সমবায় সমিতি আইন, বিধি বিধান ও সমিতির নিজস্ব উপ-আইন অনুসরণ ও প্রতিপালন পূর্বক সমিতি পরিচালনা করা।
(৬) স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সমিতির স্বার্থকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান পূর্বক সততার সাথে সমিতি পরিচালনা করা।
(৭) সঠিক পরিকল্পনা ও দক্ষতার সাথে সমিতির আর্থিক ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করা।
(৮) শিক্ষা ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণ।
(৯) সমবায় বিভাগের কার্যকর সহায়তা।

উক্ত সমীক্ষায় সমবায় সমিতির সফলতা নির্ধারণের মাপকাঠি হিসেবে প্রাপ্ত মানদণ্ড হলো ঃ

(১) সমবায় নীতি, আদর্শ, আইন, বিধি ও উপ-আইন অনুসারে সঠিক কার্যক্রম পরিচালনা ।
(২) নিয়মিত শেয়ার ও সঞ্চয় সংগ্রহকরণ ।
(৩) নিয়মিত ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা ও সাধারণ সভা অনুষ্ঠান ।
(৪) বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম সম্পাদন ।
(৫) সঠিক বিনিয়োগ ও লভ্যাংশ/সুবিধা নিশ্চিতকরণ ।
(৬) সঠিক আর্থিক ব্যবস্থাপনা ।
(৭) নিয়মিত সমবায় উন্নয়ন তহবিল (সিডিএফ) ও অডিট ফি প্রদান ।
(৮) সেবা ও সুবিধাদির পরিধি ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাওয়া ।
(৯) শেয়ার, সঞ্চয় ও সম্পদের ক্রমাগত বৃদ্ধি ।

সমীক্ষায় সফল সমবায় সমিতিগুলোর ভবিষ্যত উন্নয়নের জন্য মাঠ পর্যায়ে করণীয় বিষয়েও মতামত পাওয়া যায় । এসব করণীয় হলো ঃ

(১) সমবায়ীদের কর্মকান্ডে সর্বক্ষেত্রে সহযোগীর ভূমিকা পালন ।
(২) লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ পূর্বক পর্যায়ক্রমে নিবিড় পরিচর্যা নিশ্চিতকরণ ।
(৩) সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বিনিয়োগে উদ্বুদ্ধকরণ ।
(৪) স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্প প্রণয়নে সহায়তা প্রদান ।
(৫) সঠিক নেতৃত্ব গঠনে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ ।
(৬) সমবায় সমিতি আইন, বিধি বিধান ও সমিতির নিজস্ব উপ-আইন অনুসরণ ও প্রতিপালন নিশ্চিতকরণ ।
(৭) সফল সমবায় সমিতিগুলোর বিনিয়োগের ক্ষেত্রমতে শাখা খোলার বিষয়ে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ ।
(৮) প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে সঠিক নেতৃত্ব গঠন ।
(৯) সমবায়ীদের সাথে নিবিড় আন্তঃসম্পর্ক স্থাপন ।
ময়মনসিংহ জেলা সমবায় বিভাগের কার্যক্রমের পরিচিতি/২০১৩)

আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সংস্থা (আইসিএ) এর নির্ধারিত সমবায়ের সাতটি মুলনীতি হচ্ছে-

সারণি-০৪: সমবায় নীতি

১	স্বতঃস্ফুর্ত ও অবাধ সদস্যপদ (Voluntary & open membership)
২	গণতান্ত্রিক সদস্য ও ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ (Democratic member control)
৩	সদস্যের আর্থিক অংশগ্রহণ (Member economic participation)
৪	স্বায়ত্বশাসন ও স্বাধীনতা (Autonomy & independence)
৫	সমবায় প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার প্রসার (Education,training&information)
৬	আন্তঃ সমবায় সহযোগিতা (Co-operation among co-operative)
৭	সামাজিক সম্পৃক্ততা ও অঙ্গীকার (Concern for community)

আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সংস্থা (আইসিএ) দৃঢ়ভাবে প্রচার করে যে, এই সাতটি মূলনীতির বাস্তবায়নে সমবায় সমিতি অবশ্যই সফল প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে । (সূত্রঃ https://www.ica.coop/sites/default/files/publication-files/ica-guidance-notes-en-310629900.pdf)

বিশ্বব্যাপী সমবায় আন্দোলনের ইতিবৃত্ত বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশের সফল সমবায় সমিতির স্বল্পতার কারণ আমরা খুঁজে পেতে পারি । উদাহরণ হিসেবে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপরাষ্ট্র ফিজির সমবায়ের একটি পরিসংখ্যান আমরা আমলে নিতে পারি । ফিজিতে সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী কার্যকর সমিতির সংখ্যা ৪২১ টি; অকার্যকর সমিতির সংখ্যা ৩৭৩; অবসায়নকৃত সমবায় সমিতির সংখ্যা ৩৩৮ এবং নিবন্ধন বাতিল করা হয়েছে ৭১৩ টি সমবায় সমিতির । এ পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, ফিজির মোট ১৮৪৫ টি সমবায় সমিতির মধ্যে কার্যকর বা সফল সমবায় সমিতির সংখ্যা ৪২১টি (২২.৮২%) এবং অকার্যকর সমবায় সমিতির সংখ্যা ১৪২৪ টি (৭৭.১৮%) ।

ছক-০১: ফিজির সমবায় সমিতির অবস্থা

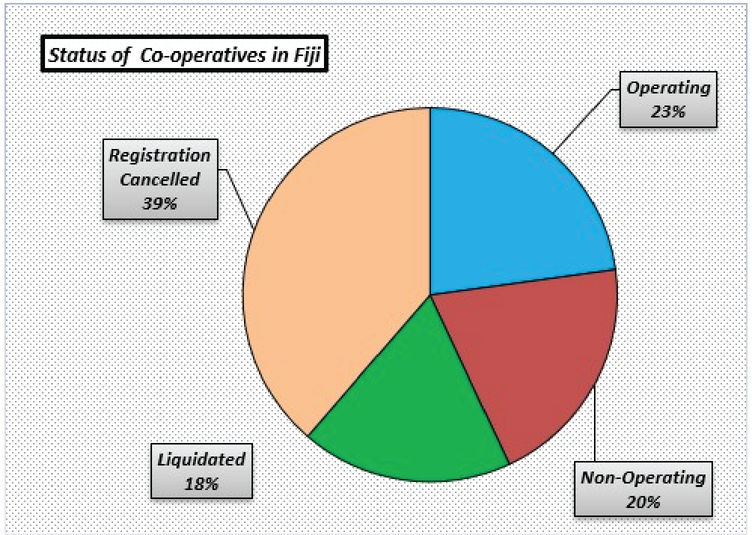

(সূত্রঃ http://www.mitt.gov.fj/divisions/department-of-cooperative-businesses/)

সফল সমবায় সমিতির নিয়ামক হিসেবে অনেকগুলি উপাদানকে পাওয়া যায় । আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সফল সমবায় সমিতির একটি মডেল আমরা পাই যেখানে সমবায় সমিতির সফলতার কেন্দ্রে অবস্থান করে সদস্যদের অংশগ্রহণ ও মূল্যবোধ বিষয়টিকে । মডেলটি নিম্নরূপঃ

ছক-০২: আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সফল সমবায় সমিতির একটি মডেল

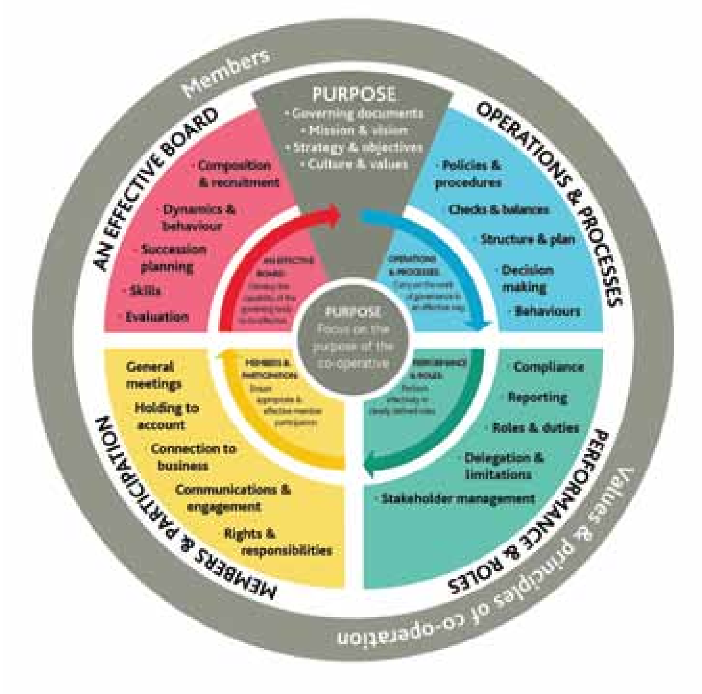

(সূত্রঃ
https://www.google.com.bd/search?hl=en&authuser=0&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=576&ei=i18QXdHvLpP0rAGWiKGYDg&q=the+Co-operative+Circle&oq=the+Co-operative+Circle&gs_l=img.3...1863.1863..3227...0.0..0.173.173.0j1......0....2j1..gws-wiz-img.....0.7zZG5ZggZVM#imgrc=R0_C9W-Kdw-cPM:

Network of Asia-Pacific Schools and Institutes of Public Administration and Governance (NAPSIPAG) Annual Conference 2005 BEIJING, PRC, 5-7 DECEMBER 2005 Dcj‡ÿ cwVZ Workshop on Enlarging Citizen Participation and Increasing Autonomy of Local Government in Achieving Societal Harmony-The Key Factors Contributing Towards Successful Performance of Cooperatives in Fiji for Building a Harmonious Society শীর্ষক প্রবন্ধে দেখা যায় যে, সমবায় সমিতির সফলতার জন্য নিম্নোক্ত উপাদান/নিয়ামকসমূহকে গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে-

(1) Cooperative awareness;
(2) Cooperatives useful because they addressed social concerns;
(3) User initiated cooperatives more successful;
(4) Business management training essential in cooperatives;
(5) Separation of business spending from private spending;
(6) Survival of cooperatives in a competitive environment

উক্ত প্রবন্ধে সমবায় সফলতার জন্য উপসংহারের মন্তব্যে নিম্নোক্ত বিষয়াবলী তুলে ধরা হয়েছে-
(১) সমবায় সমিতি করতে উৎসাহী লোকদের প্রথমেই আবশ্যিকভাবে সমবায় প্রত্যয়, ব্যবসা, পরিচালন নীতি ও সদস্যদের কমিটমেন্ট সম্পর্কে সচেতন করতে হবে ও প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
(২) যথাযথ সমবায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সফল সমবায় সমিতির জন্য সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ধারাবাহিকভাবে এ প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা চলমান থাকতে হবে।
(৩) ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের নিবন্ধনের আগেই নির্বাচিত করে তাদেরকে সমবায় নীতি, ব্যবস্থাপনা দক্ষতা এবং ব্যবসা পরিচালনা সংক্রান্ত উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।
(৪) সমবায় সমিতির নিবন্ধনের আগে নিশ্চিত করতে হবে যে সমিতি পরিচালনার জন্য তাদের যথেষ্ট কার্যকরী মূলধন রয়েছে।
এর ফলে তারা যে কোন উপযোগী ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবে এবং ভবিষ্যতে সমিতির অবসায়ন পরিহার করতে পারবে।
(৫) সমবায় সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারী/স্টাফদের ব্যবসা পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়ে যথেষ্ট দক্ষ হতে হবে কারণ ব্যবস্থাপনা কমিটি তাদের দক্ষতার ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল থাকেন।
(৬) সমবায় সমিতিকে অবশ্যই রাজনৈতিক হস্তক্ষেপমুক্ত হতে হবে এবং একটি সাধারণ সম্পর্কসূত্র থাকতে হবে যাতে সদস্যরা একাত্মবোধ করতে পারে।

(সূত্রঃfile:///F:/Essential%20DocumentsCZIN/Research%20Activities%20and%20Related%20Matters/BCA%20Research%20on%20CS%20Factors-2018 2019/Resources/The_Key_Factors_Contributing_Towards_Successful_Performance.pdf)

উপরে আলোচিত কতিপয় প্রাসঙ্গিক গবেষণা নিবন্ধ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, সফল ও টেকসই সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠার জন্য সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড ও নিয়ামক প্রয়োজন। এ মানদ- ও নিয়ামক নির্ধারণের জন্য অতীতে বাংলাদেশে তথা সমবায় অধিদপ্তরে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য গবেষণা হয়নি। এক্ষেত্রে তাই আরও গবেষণা করার অবকাশ ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যে কয়টি গবেষণা পাওয়া গেছে, তার সাথে বর্তমান গবেষণার আঙ্গিকগত, পদ্ধতিগত, বিশ্লেষণগত ইত্যাদি নানা বিষয়ে ভিন্নতা রয়েছে। একটি কাঠামোগত ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে বর্তমান গবেষণা কর্মটি সম্পাদিত হয়েছে যার ফলাফল বিদ্যমান জ্ঞানের জগতকে আরো সমৃদ্ধ করেছে বলে প্রতীয়মান হয়।

২.০৩: গবেষণার গ্যাপ

গবেষণার গ্যাপ (Research Gap) হচ্ছে গবেষণা কর্মে যেসব বিষয় এখনও উদঘাটিত হয়নি এমন বিষয়ের চিহ্নিতকরণ ও উদঘাটন। বলা হয়ে থাকে, The phrase 'research gap' can be linked to a systematic review or critical review or mapping review/scope in order to find the gap/opportunity. (Hussein, 2014). গবেষণা গ্যাপ হচ্ছে গবেষণা বিষয়ের উপর বিদ্যমান জ্ঞান (জ্ঞান= তত্ত্ব, ধারণা. প্রত্যয়, প্রচলিত চর্চা ইত্যাদি) এবং চাহিত বা নির্ধারিত লক্ষ্য (যা করা উচিত) এর মধ্যেকার ব্যবধান। সাধারণতঃ গবেষণা গ্যাপ হচ্ছে বিদ্যমান চলক, তত্ত্ব ও ধারণার প্রসারিত রূপ।

বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন শতবর্ষ পেরিয়ে গেলেও সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির সংখ্যা হাতে গোনা। এরূপ পরিস্থিতিতে সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির নিয়ামকসমূহ জানা একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয়। কিন্তু এ বিষয়ে অতীতে তেমন একটা গবেষণা হয়নি। গবেষণা কাজের সময় দেখা গেছে এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ অতীতে হয়নি, হলেও খুবই সামান্য বা ভিন্ন আঙ্গিকে করা অথবা এ বিষয়ে তেমন আলোকপাত করা হয়নি। ওয়েবসাইটেও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে 'সফল ও টেসসই সমবায় সমিতির নিয়ামকসমূহ' বিষয়ে সার্চ দিয়ে তেমন উল্লেখযোগ্য ফলাফল পাওয়া যায়নি। কাজেই বর্তমান গবেষণাটি ভবিষ্যতের জন্য একটি তথ্যসঞ্চারী কাজ হবে বলে আশা করা যায়।

২.০৪: ধারণাগত মডেল

ধারণাগত মডেল (The Conceptual Model) হচ্ছে গবেষণার প্রত্যয়ের বা তত্ত্বের সমন্বিত মডেল। এ মডেল দ্বারা জনগণ মডেলে উপস্থাপিত গবেষণা বিষয় সম্পর্কে জানতে, বুঝতে ও এ বিষয়ে নিজের ধারণা আরোপ করতে পারেন।

(A conceptual model is a model made of the composition of concepts, which are used to help people know, understand, or simulate a subject the model represents. :https://en.wikipedia.org /wiki/Conceptual_model).

ধারণাগত মডেল দ্বারা গবেষণার বিষয়ে ভৌত ও সামাজিক বিষয়ে সম্যক ধারণা পাওয়া যায় এবং পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে সুবিধা হয়। ধারণাগত মডেলের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে মৌল নীতিমালা ও কার্যাবলীর সমন্বয়সাধন। ধারণাগত মডেলে তাই সহজে বোধগম্য উপস্থাপন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যখন প্রকৃত অর্থে একটি মডেল ব্যবহার করা হয়, তখন এটি চারটি বিষয়ে ব্যবহারকারীকে সন্তুষ্ট করে থাকে:

(১) ব্যবহারকারীকে উপস্থাপিত বিষয় সম্পর্কে অধিকতর ধারণা প্রদান করে থাকে।
(২) উপকারভোগীদের সাথে সহজে ব্যবহাকারীর সংযোগসাধন করে থাকে।
(৩) মডেল ডিজাইনকারীকে সিষ্টেম মানদন্ড সম্পর্কে রেফারেন্স প্রদান করে।
(৪) ভবিষ্যতের জন্য রেফারেন্স এবং সহযোগিতার ক্ষেত্র সরবরাহ করে।

'সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির প্রভাবকসমূহ' শীর্ষক গবেষণার তথ্য পর্যালোচনা করতে গিয়ে আমরা একটি ধারণাগত মডেলের সন্ধান পেয়েছি যা নিম্নরূপ (ঠাকুর, ২০১৩)ঃ

ছক-০৩ঃ আদর্শ সমবায় সমিতির কার্যক্রম চক্র

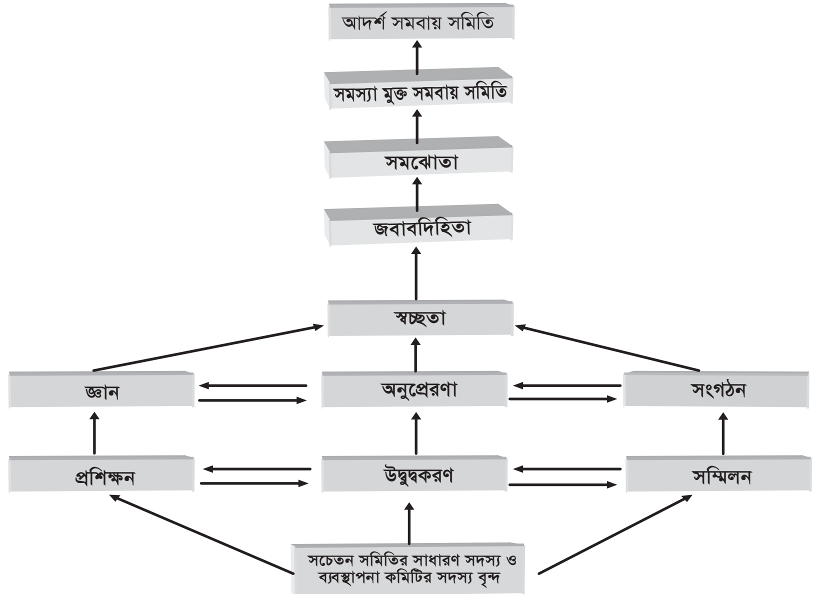

২.০৫: গবেষণার প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনায় প্রাপ্ত বিষয়সমূহ

গবেষণার জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্য/গ্রন্থ পর্যালোচনা করে আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য/বিষয় পেয়েছি। এ পর্যালোচনা শেষে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সামান্যকীকরণ করতে পারি-

(১) বাংলাদেশের সমবায় সমিতি সফল ও টেকসই না হওয়ার পেছনে কিছু সুনির্দিষ্ট কারণ রয়েছে।
(২) উপযুক্ত পরিবেশ ও বাতাবরণ পেলে সফল ও টেকসই সমবায় সমিতি গড়ে উঠতে পারে।
(৩) সমবায় সমিতির সফলতা ও টেকসইত্ব একটি বহুমাত্রিক বিষয় এবং এখানে সমবায় ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
(৪) সমবায় সমিতিতে অনৈতিক ও আইনবিরুদ্ধ কার্যক্রম পরিচালিত হলে সমিতির সফল হবার সম্ভাবনা শূণ্য।
(৫) সমবায় অধিদপ্তর সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির গঠনের জন্য হলিষ্টিক অ্যাপ্রোচ গ্রহণ করতে পারে।

২.০৬: উপসংহার

অত্র অধ্যায়ে বৈশ্বিক ও দেশীয় প্রেক্ষাপটে সফল ও টেকসই সমবায় সমিতি গঠনের বিভিন্ন নিয়ামক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনায় একটি বিষয় প্রতীয়মান হয়েছে যে, এ বিষয়ে বাংলাদেশে তেমন উল্লেখযোগ্য গবেষণা হয়নি এবং বিষয়টিতে সুস্পষ্ট গবেষণা গ্যাপ রয়েছে। গবেষণা গ্যাপ উন্মোচনের আগেই অত্র অধ্যায়ে প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ/লিটারেচারের যৌক্তিক আলোচনার মাধ্যমে এর প্রভাব ও গুরুত্ব বের করা হয়েছে। সমবায় আন্দোলনের সাফল্যের সফলতা ও টেকসইত্বের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। অধ্যায়ের শেষে একটি ধারণাগত মডেল আলোচিত হয়েছে যার সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমবায় আন্দোলনে নতুন দিগন্ত সৃষ্টি হতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়
গবেষণার পদ্ধতি

৩.০১: প্রারম্ভিকা

বর্তমান অধ্যায়ে গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু টার্ম, পদ্ধতি এবং অ্যাপ্রোচের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে বর্তমান গবেষণার জন্য নির্বাচিত অ্যাপ্রোচ, পদ্ধতি এবং গবেষণা ডিজাইনের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। সর্বশেষে গবেষণা স্টাডি, স্যাম্পলিং বিস্তৃতকরণ, জরীপ প্রশ্নমালা প্রণয়ন ও উন্নয়ন, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ এবং তথ্যের সঠিকতার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৩.০২: গবেষণা

সহজ অর্থে অজানাকে জানা কিংবা সমাজের কোনো ঘটনা ও সমস্যার কারণ নির্ণয়ে পরিচালিত নিয়মবদ্ধ অনুসন্ধান কার্যক্রমকে গবেষণা বলে। এক কথায় গবেষণা হলো পুনঃ অনুসন্ধান (Re-search) করা। অর্থাৎ গবেষণা হলো অপেক্ষাকৃত উন্নত বা ভিন্ন প্রেক্ষিতে খোঁজা এবং বাড়তি তথ্য আহরণ করার সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা যা সমস্যা সমাধানের পন্থা উদ্ভাবন এবং সহজাত অনুসন্ধান বা মানব কল্যাণ স্ধনে সহায়তা করতে পারে। বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি ও যুক্তিযুক্ত নীতিমালা অনুসরণ কোন কিছু সম্পর্কে নতুন দিক উন্মোচন বা নতুন জ্ঞানলাভের প্রচেষ্টাই গবেষণা। অর্থাৎ গবেষণা হলো এক ধরনের জ্ঞান অন্বেষণ যা বিশেষ যুক্তিযুক্ত নীতিমালার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। (Research comprises "creative work undertaken on a systematic basis in order to increase the stock of knowledge. wikipedia).

গবেষণার ইংরেজি প্রতিশব্দ research এসেছে মধ্যযুগীয় ফরাসি শব্দ "recherche" থেকে যার অর্থ অনুসন্ধানের জন্য যাত্রা ("to go about seeking",) "recherche" টি আবার এসেছে প্রাচীন ফরাসি শব্দ "recercher" থেকে যা গঠিত হয়েছে দ্বারা যার "re-" + "cerchier", or "sercher" অর্থ খোঁজা বা অনুসন্ধান করা। (Merriam Webster (m-w.com). Encyclopædia Britannica. Retrieved 13 August 2011)

৩.০৩: গবেষণা এপ্রোচসমূহ

গবেষণা হলো সুনির্দিষ্ট কিছু নীতি বা টেকনিক যা গবেষণা প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পরিকল্পিত ও সিস্টেটেমিক পদ্ধতিতে এটি তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ এবং একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে গবেষণার কাঙ্খিত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সাহায্য করে। গবেষণা সাধারণতঃ দুটি এপ্রোচে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। (১) পরিমাণগত গবেষণা (Quantitative) ও (২) গুণগত গবেষণা (Qualitative)।

(১) পরিমাণগত গবেষণা (Quantitative Research)ঃ কোন গবেষণায় ব্যবহৃত চলকসমূহ ও প্রাপ্ত উপাত্তকে সংখ্যার সাহায্যে গণনা ও পরিমাপ সম্ভব হলে, তাকে পরিমাণগত গবেষণা বলা হয়। যেমন- জনসংখ্যার পরিমাণ ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে গবেষণা হলো পরিমাণগত গবেষণা।

(২) গুণগত গবেষণা (Qualitative Research) ঃ সংখ্যার সাহায্যে পরিমাপ করা যায় না কিংবা পরিমাণ নির্ধারণ করা যায় না, এসব বিষয় ও ঘটনাবলি নিয়ে পরিচালিত গবেষণাকে গুণগত গবেষণা বলে। গুণগত গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষকগণ বস্তুত সমাজে মানুষ কর্তৃক সংগঠিত বিভিন্ন ঘটনার কারণ অন্বেষণে আগ্রহী হন, মানব সমাজে কীভাবে বিভিন্ন ঘটনা প্রভাব বিস্তার করে তার ওপর আলোকপাত করেন।
বর্তমান গবেষণাটি এ দু'ধরনের এপ্রোচের ভিত্তিতে সম্পাদন করা হয়েছে।

৩.০৪: গবেষণার পদ্ধতি নির্ধারণ

'সফল ও টেকসকই সমবায় সমিতির নিয়ামকসমূহ' শীর্ষক বর্তমান গবেষণার সাধারণ উদ্দেশ্য হচ্ছে সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির প্রভাবকসমূহ চিহ্নিত করা। এছাড়াও গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ (১) সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির বিভিন্ন অভিঘাত নির্ণয় করা। (২) সফল ও টেকসই সমবায় সমিতি গঠন করার উপায়/পদ্ধতি নিরুপণ করা। (৩) সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির সবলতা ও দূর্বলতা নিরুপণ করা। (৪) সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর রূপরেখা/ক্ষেত্র চিহ্নিত করা। (৫) সফল ও টেকসই সমবায় সমিতি গঠনে সমবায়ী ও সমবায় বিভাগীয় কর্মচারীদের আন্তঃসম্পর্ক চিহ্নিত করা।

উপরিউক্ত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য বর্তমান গবেষণায় একই সঙ্গ গুণগত ও পরিমাণগত গবেষণা এপ্রোচ ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণার ফলাফল অর্জনের জন্য প্রশ্নমালা প্রণয়ন ও এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, প্রাপ্ত তথ্যভিত্তিক বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ এবং কেস ষ্টাডি করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, কতগুলো প্রশ্নের সমাহারকে প্রশ্নমালা কলে। তথ্য জানতে হলে প্রশ্ন করতে হয়-আর প্রশ্নের উত্তরই হলো তথ্য উপাত্ত। কাজেই কোন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য প্রণীত সু-শৃঙ্খল প্রশ্নের সেটকেই পরিসংখ্যাণের ভাষায় প্রশ্নমালা বলে। সামাজিক বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের অন্যতম হাতিয়ার হলো প্রশ্নমালা (Questionnaire)।
এর মধ্যে প্রশ্নপত্রভিত্তিক সাক্ষাতকার পদ্ধতি পরিমাণগত গবেষণা। নির্দিষ্ট মানদন্ড ভিত্তিক প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করে প্রশিক্ষিত তথ্যসংগ্রহকারীদের দ্বারা স্টেক হোল্ডারদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাপ্ত উত্তরপত্র বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ এবং সফল সমিতির কেস স্টাডি করা হয়েছে যা গুণগত গবেষণা পদ্ধতি । এছাড়াও গবেষণায় আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Content Analysis) ব্যবহার করা হয়েছে।

৩.০৫ঃ গবেষণা নকশা

গবেষণা নকশাকে বলা হয় গবেষণার 'ব্লু প্রিন্ট' । এর মাধ্যমে একজন গবেষক সমস্যার বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট ফলাফলে আসতে সক্ষম হন এবং গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি পথনির্দেশনা পান । [A research design may be defined as the `blue print' that enables the researcher to come up with solution to the problems and guides him or her in the various stages of the research. (Ray and Mondal, 1999). বহুল ব্যবহৃত তিনটি গবেষণা ডিজাইন হলোঃ (১) অনুসন্ধানমূলক (explorator); (২) বর্ণনামূলক (descriptive) এবং (৩) পরীক্ষণমূলক (experimental).

গবেষণার একটি যৌক্তিক সিকোয়েন্স নীচে প্রদত্ত হলো । এর মাধ্যমে আমরা গবেষণা প্রশ্নের ফলাফল অর্জনের কাংখিত পন্থা উপলব্দি করতে হয় ।

ছক-০৪ঃ গবেষণা ডিজাইনের ধাপসমূহ

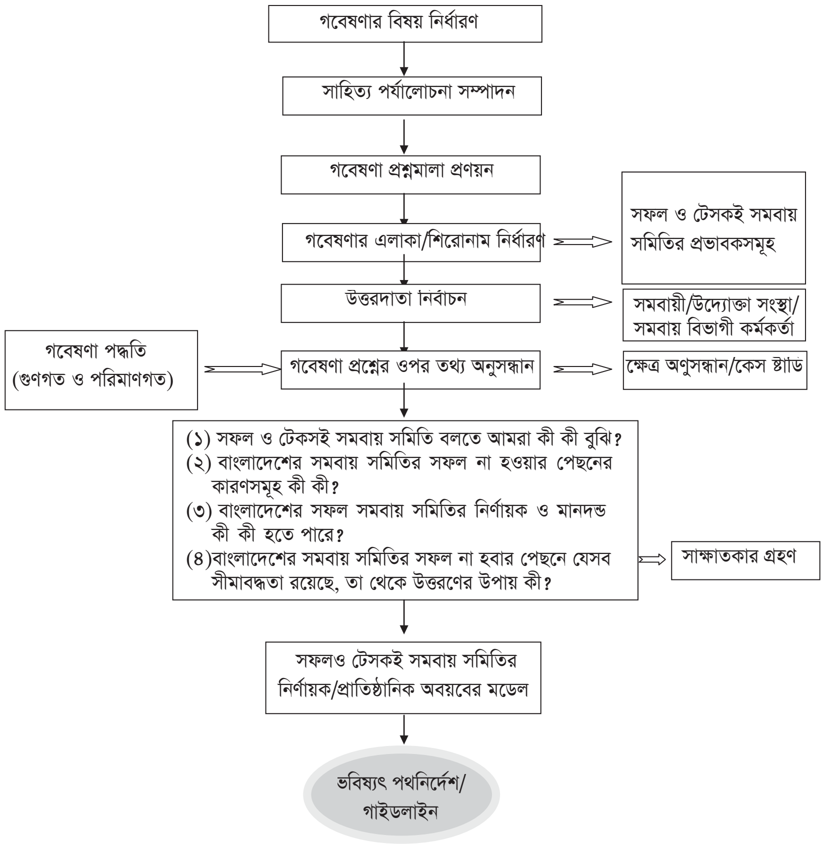

৩.০৬ঃ উত্তরদাতাদের স্যাম্পলিং ও নির্বাচনের যৌক্তিতা

গবেষণা কর্ম সম্পাদন করতে গিয়ে দেশের ৬৪ জেলা সমবায় অফিসারদের নিকট থেকে সফল সমবায় সমিতির নির্দিষ্ট মানদ-ের নিরিখে তালিকা সংগ্রহ করা হয় । সারা দেশ থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর ৯৬২টি সফল সমবায় সমিতির তালিকা পাওয়া যায় । এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রেণী হলো বহুমূখী-৪২৪, সঞ্চয় ঋণদান-১৫৫, মৎসজীবি-৩৯, সার্বিক গ্রাম-২২, পানিব্যবস্থাপনা-২৪ ব্যবসায়ী-৬১ । অন্যান্য সকল শ্রেণি থেকে প্রাপ্ত সমিতির সংখ্যা-২৩৫টি । উল্লেখ্য যে, বর্তমান সমবায় সমিতি বিধিমালা অনুযায়ী ২৯ ক্যাটাগরির সমবায় সমিতি রয়েছে এবং সকল ক্যাটাগরি থেকে সফল সমিতির তথ্য পাওয়া যায়নি ।

জেলা সমবায় অফিসারগণদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ৯৬২টি সফল সমবায় সমিতির তালিকা পর্যালোচনা করে সকল ক্যাটাগরি থেকে ১০২টি (১১ %) সমবায় সমিতিকে দৈব চয়ন ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্বাচিত করা হয় ।

সারণি-০৫ঃ গবেষণার স্যাম্পলিং

সমিতির শ্রেণী	সংখ্যা
বহুমুখী	৩৬
কর্মচারী	০৪
মহিলা	০৮
পানি ব্যবস্থাপনা	০২
আশ্রায়ণ	০১
সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন	০৫
মৃৎ শিল্প	০২
শ্রমজীবী	০২
ক্রেডিট ও সঞ্চয় ঋণদান	১২
মৎসজীবী	১০
দুগ্ধ	০৪
মুক্তিযোদ্ধা	০৩
ব্যবসায়ী	০৩
পরিবহন	০২
হাউজিং	০২
বিশেষ	০৬
মোট	১০২

৩.০৭: জরিপ প্রশ্নমালা প্রস্তুতি

গবেষণার জন্য নির্দিষ্ট অবয়বে সুনির্দিষ্ট নির্ণায়কযুক্ত প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির সংখ্যা এবং সমবায় বিভাগীয় কর্মচারি এবং জরিপ অধিক্ষেত্রের সমবায় সমিতি গঠনকারী উদ্যোক্তা সংস্থা/এনজিও এর সংখ্যার ভিত্তিতে স্যাম্পলিং এর মাধ্যমে উত্তরদাতার সংখ্যা নিরুপণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, গবেষণার জন্য উন্মুক্ত (Open end) এবং বদ্ধ (Close end) ভিত্তিক প্রশ্নমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। (জরীপ প্রশ্নপত্র : সংযুক্তি-০১, ০২ ও ০৩)

৩.০৮: গবেষণার জন্য সফল ও টেকসই সমিতি চিহ্নিতকরণের মানদণ্ড/নির্ণায়ক

'সফল ও টেসকই সমবায় সমিতির নিয়ামকসমূহ' শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রমে নিম্নোক্ত ক্রাইটেরিয়া/মানদ-ের ভিত্তিতে সমবায় সমিতি নির্বাচন করা হয়েছেঃ

(১) ন্যুণতম ১০ বছর ধরে কার্যক্রম সম্পাদন করছে।

(২) সফলভাবে কার্যক্রম সম্পাদন করছে। সফলভাবে কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রসমূহঃ

- (ক) সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা;
- (খ) গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব;
- (গ) মূলধন গঠন;
- (ঘ) যথাযথ ও লাভজনক বিনিয়োগ;
- (ঙ) আত্ম-কর্মসংস্থান;
- (চ) উদ্যোক্তা সৃষ্টি;
- (ছ) সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি।

৩.০৯: উত্তরদাতা/তথ্য প্রদানকারীর শ্রেণি

'সফল ও টেসকই সমবায় সমিতির নিয়ামকসমূহ' শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রমে নিম্নোক্ত শ্রেণির ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছেঃ

- (১) সমবায় সমিতির উদ্যোক্তা সদস্য/ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য;
- (২) জরিপ অধিক্ষেত্রের সমবায় বিভাগীয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী;
- (৩) জরিপ অধিক্ষেত্রের সমবায় সমিতি গঠনকারী উদ্যোক্তা সংস্থা/এনজিও।

গবেষণায় প্রাথমিক উৎস হিসেবে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি মাধ্যমিক উৎস হিসেবে বই, সাময়িকী, গবেষণা নিবন্ধ, জার্নাল, ওয়েবসাইট, নথি ইত্যাদি থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৩.১০: তথ্য সংগ্রহ ও উত্তরদাতাদের ইন্টারভিউ গ্রহণ

গবেষণার কাজে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ি, কুমিল্লা, সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট,

জেলা ও উপজেলা সমবায় কার্যালয় এবং জরিপ অধিক্ষেত্রের সমবায় সমিতি গঠনকারী উদ্যোক্তা সংস্থা/এনজিও এর সহায়তায় এ গবেষণা সম্পাদিত হয়েছে।
নির্বাচিত সমবায় সমিতি এবং এনজিও/উদ্যোক্তা সংস্থার নিকট থেকে জরীপ প্রশ্নমালার আলোকে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য তথ্য সংগ্রহকারীদের একদিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিভাগীয় যুগ্মনিবন্ধক ও জেলা উপজেলা সমবায় অফিসারগণের নিকট প্রশ্নপত্র সরবরাহ করে যথাযথভাবে তাদের মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে।

৩.১১: তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিশ্লেষণ এবং উপস্থাপন

গবেষণাটি মূলত গুণগত হলেও কিছু পরিমাণগত প্রকৃতি রয়েছে। এ গবেষণায় দু'ধরনের ডাটা ব্যবহার করা হয়েছে-প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ের তথ্য। (The study is qualitative in nature but quantitative in form that is based on primary and secondary data.) প্রাথমিক ডাটা/তথ্য সরাসরি উত্তরদাতাদের নিকট থেকে সাকষাতকারের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যারে তথ্য/ডাটা সংশ্লিষ্ট সমিতির রেকর্ড থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহ করার পর এগুলোকে টেবুলেটেড/প্রক্রিয়াজাত করা হয়েছে। বর্ণনামুলক পরিসংখ্যান ব্যবহার করে ডাটা উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রাপ্ত ফলাফল থেকে প্রতিবেদনে টেক্সচুয়াল/টেবুলার ও গ্রাফিক্যাল ফরমে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। (Outcomes or findings of the study are presented in the report in textual, tabular and graphical forms.) যেহেতু জরীপ প্রশ্নমালার ক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের কোন কোন প্রশ্নের উত্তরে একাধিক অপশন নির্বাচনের সুযোগ ছিল, সেক্ষেত্রে বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি পেতে প্রতিটি উত্তরকেই পৃথকভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত সাধারণতঃ অন্য অনেক পরিসংখ্যানিক পদ্ধতির পাশাপাশি আরোহ পদ্ধতি (Induction) এবং অবরোহ পদ্ধতি (Deduction) ব্যবহার করে বিশ্লেষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে (Inferrence) উপনীত হওয়া যায়।

(ক) অবরোহ (Deduction) ঃ সাধারণ বিষয়/পর্যায় থেকে বিশেষ অবস্থায় উত্তরণের প্রক্রিয়া বা উপায় হলো অবরোহ। অর্থাৎ পূর্বে প্রাপ্ত জ্ঞানকে নতুন প্রেক্ষাপটে সাধারণীকরণের পর্যায়ে পৌঁছানোর প্রক্রিয়াকে অবরোহ বলা হয়। পদ্ধতিতে একজন গবেষক টপ ডাউন পদ্ধতিতে গবেষণার বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌছান। (Ghosh,2001) এর মতে, `Deduction is the process of drawing generalization, through a process of reasoning on the basis of certain assumption which are either self evident or based on observation' অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট ধারণার উপর ভিত্তি করে কোন কারণিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সাধারণীকরণে পৌঁছানোর প্রক্রিয়া হলো অবরোহ। অবরোহ কোন সাধারণ বিষয়কে যৌক্তিক ভিত্তিতে সাধারণীকরণে পৌঁছানোর মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য করে তোলে।

(খ) আরোহ পদ্ধতি (Induction)ঃ সাধারণ বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া বা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রক্রিয়া হলো আরোহ। এটি বিষয়/পর্যায় থেকে বিশেষ অবস্থায় উত্তরণের প্রক্রিয়া। (Ghosh,2001) এর মতে, `Induction is a process of reasoning whereby we arrive at universal generalization from particular facts. Induction gives rise to empirical generalization, and is opposite to deduction. Induction involves two processes-observation and generalization. অর্থাৎ আরোহ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যখানে বিশেষ ঘটনাসমূহ খেকে সর্বজনীন সাধারণীকরণে উপনীত হওয়া যায়। আরোহ অভিজ্ঞতামূলক সাধারণীকরণের জন্ম দেয়। আরোহ পর্যবেক্ষণ এবং সাধারণীকরণ-এ দুটি প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে গঠিত।

বর্তমান গবেষণা কর্মটি সম্পাদনে তথা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অন্যান্য পরিসংখ্যানিক পদ্ধতির পাশাপাশি অবরোহ ও আরোহ দুটি পদ্ধতিও অনুসরণ করা হয়েছে।

৩.১২: সংগৃহীত তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিরূপণ

'সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির নিয়ামকসমূহ' শীর্ষক গবেষণা কর্মটি সর্বোচ্চ বিশ্বাসযোগত্যা ও গ্রহণযোগত্যা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বৈধতা ও বিশ্বাসযোগত্যা নিশ্চিতকরণের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে-

(ক) তথ্য সংগ্রহকারী কর্তৃক সরাসরি উত্তরদাতাদের কাছ থেকে সাক্ষাতকার গ্রহণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ।

(খ) গবেষণা কমিটির সদস্যদের দ্বারা তথ্য সংগ্রহকারীদের কার্যক্রম মনিটরিং এবং তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি সম্পর্কে নিশ্চিতকরণ।

(গ) সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় সমবায় কর্মকর্তাদের তথ্য সংগ্রহ সম্পর্কে সম্পৃক্তকরণ।

৩.১৩: গবেষণার বাস্তবায়ন দল

'সফল ও টেসকই সমবায় সমিতির নিয়ামকসমূহ' গবেষণা কর্মটি সফলভাবে সম্পাদন করার জন্য একটি আদর্শ গবেষণা কর্মের জন্য অনুসৃত সকল পর্যায়/ধাপই অনুসরণ করা হয়েছে। গবেষণা বাজেট প্রাপ্তির পর থেকে অনুসরণীয় সকল ধাপই সম্পাদন করা হয়েছে যথাযথভাবে। বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির মাননীয় অধ্যক্ষ কর্তৃক গবেষণা কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কমিটির সদস্যবৃন্দ হলেন-

মোঃ আবুল হোসেন,যুগ্মনিবন্ধক	গবেষণা পরিচালক
হরিদাস ঠাকুর,উপনিবন্ধক	গবেষক
মোহাম্মদ দুলাল মিঞা,উপনিবন্ধক	গবেষক
মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম,উপনিবন্ধক	গবেষক ও সদস্য সচিব
জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা,উপনিবন্ধক	গবেষক

উপরোক্ত কমিটির সদস্যবৃন্দ একনিষ্ঠভাবে গবেষণার বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদন করেন। গবেষণার ডাকা সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহের প্রশিক্ষকবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট জেলা সমবায় কার্যালয়ের প্রশিক্ষক/সরেজমিনে তদন্তকারীবৃন্দ তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তথ্য সংগ্রহ কাজ তদারকী করার জন্য গবেষণা কমিটির সদস্যদের সমন্বয়ে যাচাই কমিটিও গঠন করা হয়। এরা সরেজমিনে তথ্য সংগ্রহকাজ তদরকী করেন। গবেষণা কাজে ডাটা সংগ্রহের পর এগুিলোকে প্রক্রিয়াকরণ ও ডাটা উপস্থাপনের বিষয়টি সার্বিকভাবে মনিটরিং করের গবেষণা কমিটির গবেষণা পরিচালক জনাব মোঃ আবুল হোসেন, উপাধ্যক্ষ-বাসএ। গবেষণা পরিচালক-এর সার্বিক নির্দেশনা ও তত্ত্বাধধানে খসড়া গবেষণা প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজটি সুচারুরুপে সম্পাদন গবেষক জনাব হরিদাস ঠাকুর, অধ্যক্ষ-উপনিবন্ধক, আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, নরসিংদী। এছাড়া সফল সমবায় সমিতির ওপর কেস ষ্টাডিও গবেষণা কমিটির সদস্যবৃন্দ সম্পাদন করেন।

৩.১৪ঃ উপসংহার

অত্র অধ্যায়ে গবেষণার পদ্ধতি ও অ্যাপ্রোচ সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে এবং 'সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির নিয়ামকসমূহ' শীর্ষক গবেষণাকর্মটির জন্য নির্বাচিত ও অনুসৃত পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও গবেষণা ডিজাইন সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, বর্তমান গবেষণা সম্পাদনের জন্য আরোহী পদ্ধতির মাধ্যমে গুণগত গবেষণার ধাপ অনুসরণ করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে প্রশ্নমালা প্রণয়ন, তথ্য নিশ্চিতকরণ এবং তথ্য বিশ্লেষণ সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়
তথ্য বিশ্লেষণ ও ফলাফল পর্যালোচনা

৪.০১: প্রারম্ভিকা

বাংলাদেশে সমবায় সমিতির সংখ্যা প্রচুর কিন্তু এই প্রচুর সমবায় সমিতির সফলতা ও টিকে থাকার প্রবণতা বা হার অত্যন্ত অপ্রতুল/অপ্রচুর। শতাব্দী প্রাচীন সমবায় আন্দোলন তার কাঙ্খিত অবস্থানে যেতে পারেনি নানান কারণে। বিগত সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু সমীক্ষা করা হলেও সমবায় সমিতির সফলতা ও টিকে থাকার নির্ণায়ক/নিয়ামকসমূহকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। বর্তমান গবেষণায় সার্বিকভাবে সফলতা ও টিকে থাকার আঙ্গিক বিশ্লেষণ করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। সমবায় সমিতির কর্মকাণ্ড গতিশীল করার বিষয়ে সমবায়ীদের সাথে সমবায় বিভাগের আন্তঃসংযোগ বিষয়েও নজর দেওয়া হয়েছে। সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির বিভিন্ন নির্ণায়ক কয়েকটি চলকের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে মূলধন গঠন, আইন বিধি পরিপালন, নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা, প্রাতিষ্ঠানীকিকরণ, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ,গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব,যথাযথ ও লাভজনক বিনিয়োগ, আত্ম-কর্মসংস্থান, উদ্যোক্তা সৃষ্টি, সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি। তথ্য সংগ্রহকারীদের মাধ্যমে এ বিষয়ে জরিপ প্রশ্নমালার আলোকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং এসব সংগৃহীত তথ্যের সিষ্টেম্যাটিক্যালি বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং গবেষণায় অনুকল্প অনুযায়ী ফলাফল পাওয়া গেছে।

৪.০২ : সফল ও টেকসই সমিতি চিহ্নিতকরণের মানদণ্ড/নির্ণায়ক

গবেষণা কমিটি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সফল সমবায়ের মানদণ্ড নির্ধারণ করেন এবং সফল সমবায় সমিতি বলতে কি বুঝায় সে বিষয়ে কয়েকজন সফল সমবায়ী উদ্যোক্তাকে তাদের মতামত জানানোর অনুরোধ করা হয়। সফল সমবায়ি উদ্যোক্তাদের মতামত গবেষণা কমিটির মতামতের সাথে মিলে যায়। তদানুযায়ি নিম্নোক্ত মানদণ্ডের ভিত্তিতে সফল সমবায় সমিতি নির্বাচন করা হয় ঃ

* ন্যূণতম ১০ বছর ধরে কার্যক্রম সম্পাদন করছে।
* সফলভাবে কার্যক্রম সম্পাদন করছে। সফলভাবে কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রসমূহঃ

(ক) সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা; (খ) গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব;
(গ) মূলধন গঠন; (ঘ) যথাযথ ও লাভজনক বিনিয়োগ;
(ঙ) আত্ম-কর্মসংস্থান; (চ) উদ্যোক্তা সৃষ্টি;
(ছ) সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি।

৪.০২.০১ : সমিতির তালিকা সংগ্রহ

দেশের ৬৪ জেলা সমবায় অফিসারদের নিকট থেকে উপরিউক্ত মানদন্ড অনুযায়ী সফল সমবায় সমিতির তালিকা সংগ্রহ করা হয়। সারাদেশ থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর ৯৬২টি সফল সমবায় সমিতির তালিকা পাওয়া যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রেণী (সারণি-৬) ঃ

সারণি-৬: গবেষণার জন্য নির্বাচিত সমিতির ধরণ ও সংখ্যা

সমিতির শেণি	সংখ্যা	সমিতির শেণি	সংখ্যা
বহুমূখী	৪২৪	সার্বিক গ্রাম	২২
সঞ্চয় ঋণদান	১৫৫	পানি ব্যবস্থাপনা	২৪
মৎসজীবি	৩৯	মহিলা	৪২
ব্যবসায়ী	৬১	গৃহায়ন	১৩
কর্মচারি	৪১	পরিবহন	১১
মুক্তিযোদ্ধা	১০	শ্রমজিবি	১১
কৃষি	১১	দুগ্ধ	৭
যুব	৯	আশ্রয়ন	২
মৃৎশিল্প	২	তাঁতি	১
অন্যান্য	৭৭		

৪.০২.০২: সমিতির তথ্য সংগ্রহ

প্রাপ্ত ৯৬২টি সফল সমবায় সমিতির তালিকা পর্যালোচনা করে সকল ক্যাটাগরি থেকে ১০২টি (১১%) সমবায় সমিতিকে দৈব চয়ন ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্বাচিত করা হয়। (সারণি-৫)। উল্লেখ্য যে একটি সমিতি থেকে একাধিক ব্যক্তি মতামত প্রদান করায় উত্তরপত্রের সংখ্যা ১১০টি হয়েছে।

(সারণি-৫)

সমিতির শেণি	সংখ্যা	সমিতির শেণি	সংখ্যা
বহুমুখী	৩৬	ক্রেডিট ও সঞ্চয় ঋণদান	১২
কর্মচারী	০৪	মৎসজীবী	১০
মহিলা	০৮	দুগ্ধ	০৪
পানি ব্যবস্থাপনা	০২	মুক্তিযোদ্ধা	০৩
আশ্রায়ণ	০১	ব্যবসায়ী	০৩
সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন	০৫	পরিবহন	০২
মৃৎ শিল্প	০২	হাউজিং	০২
শ্রমজীবী	০২	বিশেষ	০৬

৪.০৩: জরিপ প্রশ্নমালা-০০১ এর বিশ্লেষণ ও আলোচনা

(উত্তরদাতা: সমবায় সমিতির উদ্যোক্তা সদস্য/ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য)

৪.০৩.০১: উত্তরদাতার সমিতিতে অবস্থানগত তথ্যাদি

সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত উত্তরদাতাদের সমিতিতে অবস্থানগত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক (৪৩%) উত্তরদাতা ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি, এরপর সম্পাদক রয়েছেন শতকরা ৩১ ভাগ, সমিতির সাধারণ সদস্য ছিল শতকরা ২৪ ভাগ এবং শতকরা ০২ ভাগ ছিল সমিতির কোষাধ্যক্ষ (সারণি-৩)। অর্থাৎ, একটি অন্তর্ভুক্তমূলক (Inclusive) প্রতিনিধিত্ব গবেষণায় রয়েছে বলে ধরে নেয়া যায়।

সারণি-৭: সমিতিতে সম্পৃক্তির উপর মতামত

সমিতিতে অবস্থান	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি	৪৭	৪৩
সম্পাদক	৩৪	৩১
কোষাধ্যক্ষ	০২	০২
সমিতির সাধারণ সদস্য	২৭	২৪
সর্বমোট	১১০	১০০

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা-১১০)

৪.০৩.০২: সমিতির মূলধন গঠনে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

সমিতির মূলধন গঠনে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য বা সাধারণ সদস্যগণের ধারণা খুবই পরিষ্কার বলে উঠে এসেছে। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৯০%) মনে করেন নিয়মিত সঞ্চয় প্রদান হলো সমিতির মূলধন গঠনে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এরপরই রয়েছে নিয়মিত শেয়ার ক্রয় (৭১%) এবং মেয়াদি আমানত গ্রহণ (৪১%)।

লেখচিত্র-১: সমিতির মূলধন গঠনে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে মতামত

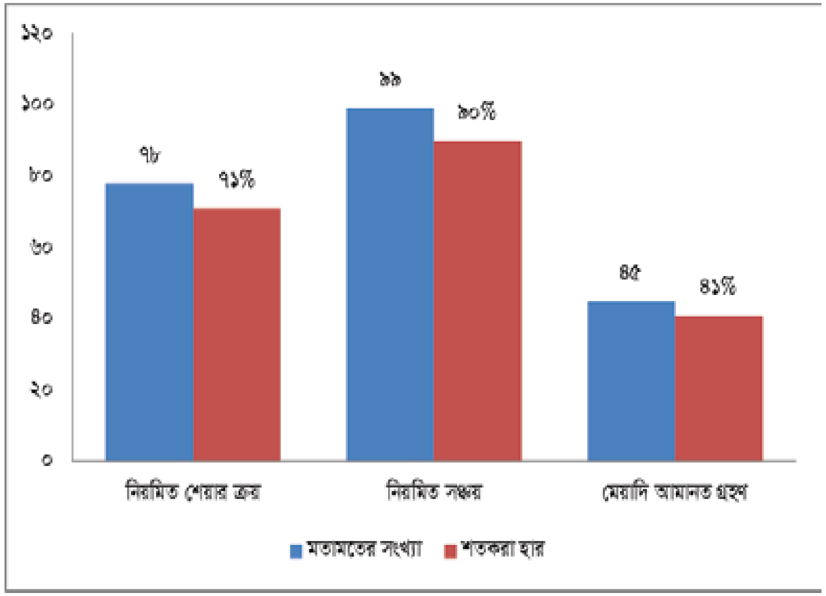

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা-১১০, একাধিক উত্তর)

৪.০৩.০৩: সমিতির মূলধন গঠনে নিয়মিত শেয়ার ক্রয়ে সুবিধা

সমিতির মূলধন গঠনের ক্ষেত্রে নিয়মিত শেয়ার ক্রয় কে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন ৭১% উত্তর দাতা । সমিতির মূলধন গঠনে নিয়মিত শেয়ার ক্রয়ে সুবিধা কী? এ সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়,বেশির ভাগ সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য বা সাধারণ সদস্যদের উত্তর নেই বলে মন্তব্য করেন। এতে বোঝা যায়, তাদের সমবায় শিক্ষার অভাব রয়েছে এবং শেয়ার সম্পর্কে তাঁরা অসচেতন। এ শিক্ষাটা সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক ছড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব রয়েছে। যারা নিয়মিত সমিতি পরিদর্শন করেন তাদের প্রাথমিক দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে এ সম্পর্কে মোটিভেশন দেয়া। কিন্তু তা প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে পাওয়া যায় না। যারা উত্তর প্রদান করেন তাদের মধ্যে শতকরা ৩৩ ভাগ মনে করেন নিয়মিত শেয়ার ক্রয় স্থায়ী মূলধন গঠনে ভূমিকা রাখে। এ ছাড়া ‘স্থায়ীভাবে বিনিয়োগ করা যায়’ (৫%), ‘সমিতির অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত করার জন্য’ (৪%), ‘শেয়ার মূলধন লাভজনক’ (৪%) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

সারণি-৮: সমিতির মূলধন গঠনে নিয়মিত শেয়ার ক্রয়ে সুবিধা সম্পর্কে মতামত

সুবিধাসমূহ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
উত্তর নেই	৪১	৫৩
স্থায়ী মূলধন গঠনে ভূমিকা রাখে	২৬	৩৩
সমিতির অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত করার জন্য	০৩	০৪
তারল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে সমিতির স্থায়িত্ব সুসংগত করার জন্য	০২	০৩
শেয়ার হস্তান্তর যোগ্য	০২	০৩
শেয়ার মূলধন লাভজনক	০৩	০৪
স্থায়ীভাবে বিনিয়োগ করা যায়	০৪	০৫
সদস্যদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়	০৩	০৪

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা-৭৮, একাধিক উত্তর)

৪.০৩.০৪: সমিতির সদস্যদের চাহিবামাত্র সঞ্চয় ফেরত প্রদানের ব্যবস্থা

সমিতির মূলধন গঠনের ক্ষেত্রে নিয়মিত সঞ্চয় করা কে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন ৯০% উত্তর দাতা। তৎপ্রেক্ষিতে সমিতির সদস্যদের চাহিদামাত্র সঞ্চয় ফেরত প্রদানের ব্যবস্থা সম্পর্কে উত্তরদাতাদের বেশি সংখ্যক (৭৯%) ‘৬৭ বিধি অনুযায়ী তারল্য সংরক্ষণ’ এর বিষয়টি উল্লেখ করেন। ‘নোটিশ দেবার ব্যবস্থা’র কথা বলেন শতকরা ১৫ ভাগ উত্তরদাতা এবং ‘প্রয়োজনের তাগিদে সঞ্চয় ফেরত দেয়া হয়’ বলেন শতকরা মাত্র ০৪ ভাগ উত্তরদাতা (সারণি-৫)।

সারণি-৯: সমিতির সদস্যদের চাহিবামাত্র সঞ্চয় ফেরত প্রদানের ব্যবস্থা সম্পর্কে মতামত

সুপারিশকৃত ব্যবস্থা	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
বিধি অনুযায়ী তারল্য সংরক্ষণ	৭৮	৭৯
নোটিশ দেবার ব্যবস্থা	১৫	১৫
প্রয়োজনের তাগিদে সঞ্চয় ফেরত দেয়া হয়	০৪	০৪
তাৎক্ষণিক সঞ্চয় প্রদান করা হয়	০২	০২
ব্যাংক জমা থেকে ফেরত দেয়া হয়	০২	০২

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা-৯৯, একাধিক উত্তর)

৪.০৩.০৫: মূলধন গঠনে সদস্যদের উৎসাহিতকরণ

মূলধন গঠনে সদস্যদের কিভাবে উৎসাহিত করা যায় তৎপ্রেক্ষিতে ৬৯% উত্তরদাতা, লভ্যাংশ/সঞ্চয়ের সুদ প্রদানের ব্যবস্থার কথা বলেন। মাসিক সভার মাধ্যমে (৪৮%), বাড়ি বাড়ি গিয়ে আদায়কারীর তদারকির মাধ্যমে (২৪%), নিয়মিত সাপ্তাহিক সভার মাধ্যমে (২২%)। অর্থাৎ, নগদ পাওয়ার মাধ্যমেই মূলত মূলধন গঠনে বেশি উৎসাহিত হয়। অন্যান্য মাধ্যমের তুলনায় নগদ প্রদান খুবই কার্যকর মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত (সারণি-৬)।

সারণি-১০: সমিতির মূলধন গঠনে সদস্যদের উৎসাহিতকরণ সম্পর্কে মতামত

উৎসাহিতকরণের ধরন	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
নিয়মিত সাপ্তাহিক সভার মাধ্যম	২৪	২২
মাসিক সভার মাধ্যমে	৫৩	৪৮
বাড়ি বাড়ি গিয়ে আদায়কারীর তদারকীর মাধ্যমে	২৬	২৪
লভ্যাংশ/সঞ্চয়ের সুদ প্রদানের ব্যবস্থা করে	৭৬	৬৯
গ্রহণযোগ্যতার মাধ্যমে	০৩	০৩
বাস্তব সম্মত বিনিয়োগের মাধ্যমে	০২	০২
বার্ষিক সাধারণ সভার মাধ্যমে	০২	০২

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা-১১০, একাধিক উত্তর)

৪.০৩.০৬: প্রাথমিক অবস্থায় সমিতির মূলধন গঠনে গৃহীত পদ্ধতি

প্রাথমিক অবস্থায় সমিতির মূলধন গঠনে গৃহীত পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে শেয়ার ক্রয় (৬২%), সঞ্চয় করা (১৮%), সাপ্তাহিক সঞ্চয় (১৪%) এবং উদ্বুদ্ধকরণ (০৯%)। অর্থাৎ, অনুসৃত পদ্ধতিগুলোর মধ্যে উদ্বুদ্ধকরণ সবচেয়ে কম আর অন্য সবই শেয়ার ও সঞ্চয় সম্পর্কিত।

সারণি-১১: প্রাথমিক অবস্থায় সমিতির মূলধন গঠনে গৃহীত পদ্ধতি সম্পর্কে মতামত

গৃহীত পদ্ধতি	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
শেয়ার ও সঞ্চয়	৬৮	৬২
সদস্যদের উদ্বুদ্ধকরণ	১০	০৯
শেয়ার ক্রয়	১৫	১৪
সাপ্তাহিক সঞ্চয়	২০	১৮

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা-১১০, একাধিক উত্তর)

৪.০৩.০৭: সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা/ কর্মচারী কর্তৃক সমিতির মূলধন গঠনে সহায়তা

সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ সমিতির মূলধন গঠনে নানাভাবে সহায়তা করে থাকেন বলে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও সাধারণ সদস্য তাদের মতামতে জানান। নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে কাজটি সবচেয়ে বেশি করে থাকেন মর্মে শতকরা ৩৪ ভাগ উত্তরদাতা জানান। এ ছাড়া 'সভায় উপস্থিত হয়ে উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে' (২১%), 'উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে' (২০%), 'নিয়মিত তদারকির মাধ্যমে' (১৮%) মূলধন গঠনে সহায়তা করা হয় বলে মতামত এসেছে। কিন্তু প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায়, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মাত্র শতকরা ১৩ ভাগ সমিতির মূলধন গঠনে সহায়তা করা হয়। অথচ সমবায়ে প্রশিক্ষণ একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতিনিয়ত সমবায়ীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। কিন্তু এতো কম সংখ্যক উত্তরদাতা প্রশিক্ষণের বিষয়টি বলার অর্থ হলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ পূর্ণাঙ্গ মাত্রায় সফল হয়নি। অথবা বিষয়টি নিয়ে প্রশিক্ষণে প্রয়োজনীয় গুরুত্বারোপ করা হয়নি। বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করার দাবি রাখে। অন্যদিকে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সভায় উপস্থিত থাকার বিষয়টিতেও দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। কারণ, যদি নিয়মিতভাবে সমিতির সভায় মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে বিষয়টি নিয়ে যথাযথ মোটিভেশন দিয়ে থাকেন তবে মতামতের সংখ্যা আরো বেশি হতো বলে ধরে নেয়া যায়।

লেখচিত্র-২: সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা/ কর্মচারী কর্তৃক সমিতির মূলধন গঠনে সহায়তা সম্পর্কে মতামত

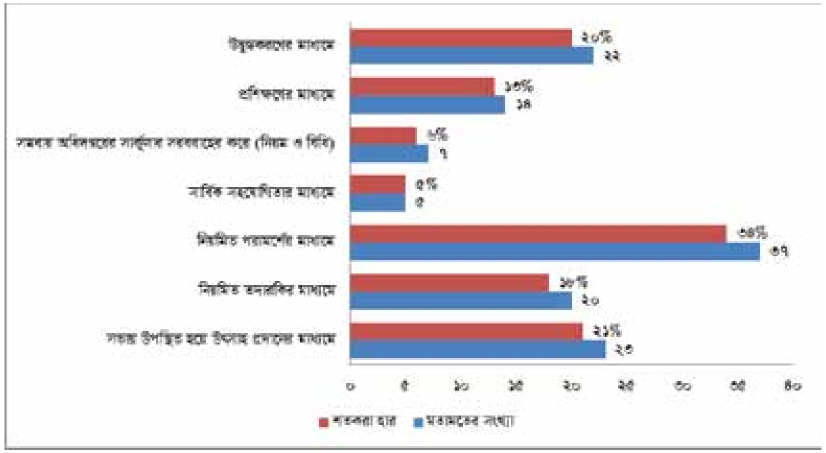

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা-১১০, একাধিক উত্তর)

৪.০৩.০৮: বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে প্রাপ্ত মতামতের আলোকে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ করা হয় কর্মসংস্থানমূলক খাতে যার শতকরা হার ৪২ ভাগ। এর পরই রয়েছে সমিতি কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পে বিনিয়োগ (২৩%), উদ্যোক্তা সৃষ্টি (১৯%) এবং সরাসরি ঋণ (১৬%)। সমিতির টেকসই বা স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে বিনিয়োগে ঘাটতি রয়েছে বলে পরিদৃষ্ট। কারণ, উদ্যোক্তা সৃষ্টি হলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে আরো বেশি সক্রিয় থাকা আবশ্যক বলে মনে হয়।

লেখচিত্র-৩: বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে মতামত

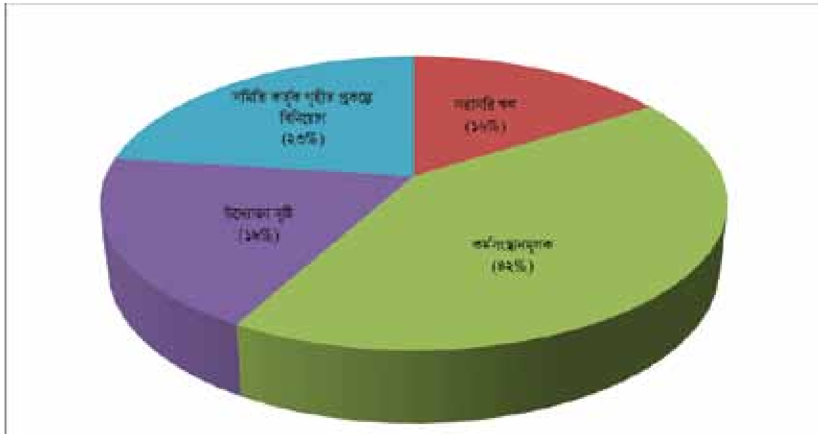

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা-১১০)

৪.০৩.০৯: শুরুতে সমিতিতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অবলম্বনকৃত পদ্ধতি

শুরুতে সমিতিতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সমবায় সমিতি গঠনে প্রথম দিকে সবচেয়ে বেশি অবলম্বন করা হয়েছে 'কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য মূলধন যোগান দেয়া' (৫৬%) এরপরই রয়েছে 'ঋণ দেয়া' (৩৭%)। এ ছাড়া গৃহীত প্রকল্পে বিনিয়োগ, মৎস্য প্রকল্পে বিনিয়োগ, জলমহাল ইজারা নেয়া, ভ্যান ক্রয় প্রকল্প ইত্যাদি খুবই কম সংখ্যক নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, খুব বেশি বৈচিত্র্যময়তা লক্ষ করা যায় না।

লেখচিত্র-৪: প্রারম্ভিকে সমিতিতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অনুসৃত পদ্ধতি সম্পর্কে মতামত

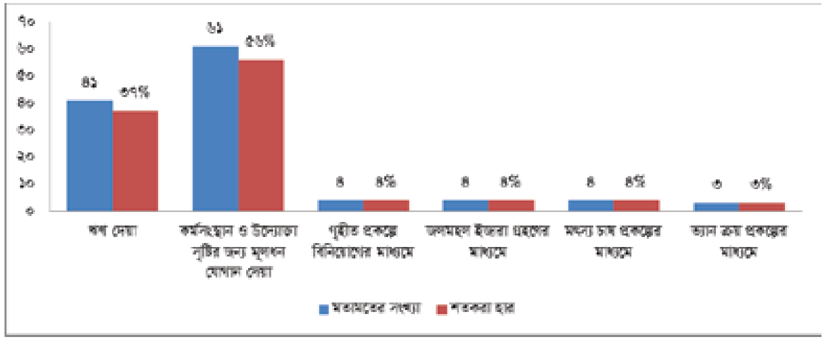

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা-১১০, একাধিক উত্তর)

৪.০৩.১০: ঋণ আদায়ের কার্যকর পদক্ষেপ

ঋণ নিলে তা স্বেচ্ছায় ফেরত না দেয়ার যে সংস্কৃতি মূলধারার আর্থিক ক্ষেত্রে রয়েছে তার ব্যতিক্রম ঘটেনি সমবায় খাতেও। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি কার্যকর পদক্ষেপ হলো 'তদারকির মাধ্যমে /আদায়কারীর মাধ্যমে' (৬৬%) এবং 'যথাযথ জামানত গ্রহণের মাধ্যমে' (৩১%)। কিন্তু সমিতিতে যে ঋণ নেয়া হয় তা মূলত সমিতির সদস্যদের নিজস্ব অর্থ। এখানে ঋণ আদায়ে কোনো ধরনের তদারকি বা আদায়কারীর সহায়তা নেয়ার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসা দরকার। এজন্য প্রয়োজন যথাযথ সমবায় শিক্ষা ও মোটিভেশন। কিন্তু এর ব্যতিক্রমের অনেক উদাহরণ সৃষ্টি হয়েছে। সমবায় সমিতি খাতেও তৈরি হয়েছে 'কু-ঋণ' সংস্কৃতি।

সারণি-১২: ঋণ আদায়ের কার্যকর পদ্ধতি সম্পর্কে মতামত

চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
তদারকির মাধ্যমে /আদায়কারীর মাধ্যমে	৭৩	৬৬
যথাযথ জামানত গ্রহণের মাধ্যমে ঋণ প্রদান	৩৪	৩১
প্রযোজ্য নয়	০৩	০৩

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা-১১০)

৪.০৩.১১: সমিতি থেকে পুঁজি/ ঋণ নিয়ে স্বাবলম্বীতা/ উদ্যোক্তা সৃষ্টি

সমিতি থেকে পুঁজি/ঋণ নিয়ে স্বাবলম্বী/ উদ্যোক্তা হয়েছেন এমন সংখ্যা কিন্তু কম নয়। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সমিতিগুলো শুরু থেকে অদ্যাবধি প্রায় এক লক্ষ সমবায়ীকে স্বাবলম্বী/উদ্যোক্তা করেছে। অর্থাৎ গড়ে প্রতিটি সমিতি ৯৩৩ জন সদস্যকে স্বাবলম্বী/উদ্যোক্তা করেছে। বিষয়টি অনেকটা ইতিবাচক বলেই মনে হয়। এটি জাতীয় অর্থনীতিতে একটি অবদান বলে প্রতীয়মান। অন্যদিকে ১০ জন উত্তর দেননি।

সারণি-৯: সমিতি থেকে পুঁজি/ঋণ নিয়ে স্বাবলম্বিতা/ উদ্যোক্তা হওয়ার হার

স্বাবলম্বী/ উদ্যোক্তা	
মোট সংখ্যা	৯১৪৫২/৯৮
গড়	৯৩৩
উত্তর দেননি	১০ জন

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা-৯৮)

৪.০৩.১২: সদস্যদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সমিতিগুলোর অবদান

সমবায় সমিতিগুলো সদস্যদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নানাভাবে কাজ করছে। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৭৭%) বলেন, 'কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে' এবং এরপরই 'নিয়মিত লভ্যাংশ প্রদানের মাধ্যমে' (৪৬%) সমিতির সদস্যদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে অবদান রেখেছে। এর বাইরে 'নিয়মিত সঞ্চয়ের সুদ প্রদানের মাধ্যমে' অবদান রাখার ক্ষেত্র চিহ্নিত করেন শতকরা ২৩ ভাগ উত্তরদাতা। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, এখানেও বৈচিত্র্যহীনতা রয়েছে ।

সারণি-১৩: সদস্যদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সমিতিগুলোর অবদান রাখা সম্পর্কে মতামত

অবদান রাখার চিহ্নিত ক্ষেত্র	**মতামতের সংখ্যা**	**শতকরা হার**
নিয়মিত সঞ্চয়ের সুদ প্রদানের মাধ্যমে	২৫	২৩
নিয়মিত লভ্যাংশ প্রদানের মাধ্যমে	৫১	৪৬
কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে	৮৫	৭৭
ঋণ প্রদানের মাধ্যমে	০৪	০৪
উৎপাদনমুখী কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে	০৪	০৪

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা-১১০, একাধিক উত্তর)

৪.০৩.১৩: সমিতিতে বিধি অনুযায়ী ঋণ/ বিনিয়োগ

সমিতিতে বিধি অনুযায়ী ঋণ/ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উত্তরদাতা সমবায়ীগণ বলেন, শতকরা ৯৩ ভাগ ক্ষেত্রে তা বিধি অনুযায়ী করা হয় আর অবশিষ্ট ৭ ভাগ হয় না। অর্থাৎ বিষয়টি ইতিবাচকভাবেই উঠে এসেছে।

লেখচিত্র-৫: সমিতিতে বিধি অনুযায়ী ঋণ/বিনিয়োগের ধরন সম্পর্কে মতামত

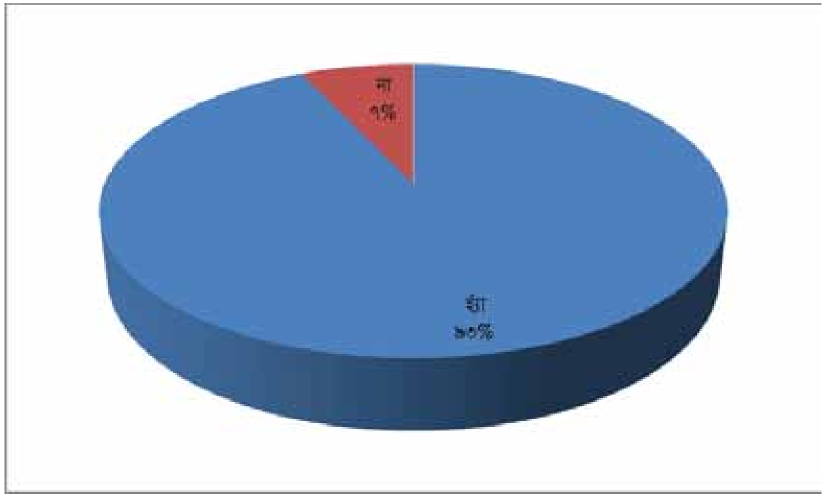

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা-৯৮)

৪.০৩.১৪: সমিতিতে বিধি অনুযায়ী ঋণ/ বিনিয়োগ না হওয়ার কারণ

শতকরা মাত্র যে ০৭ ভাগ বিধি মোতাবেক ঋণ/ বিনিয়োগ হয় না এর পেছনে নানাবিধ কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে 'ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প নেই' (২৫%), 'আর্থিক সমস্যার কারণে' (২৫%), 'সদস্যদের শেয়ার ক্রয়ে অনিহা' (১৩%), 'সমবায় আইন ও বিধিমালা সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকা' (১৩%) ইত্যাদি।

সারণি-১৪: সমিতিতে বিধি অনুযায়ী ঋণ/বিনিয়োগ না হওয়ার কারণ সম্পর্কে মতামত

চিহ্নিত কারণসমূহ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
সদস্যদের শেয়ার ক্রয়ে অনিহা	০১	১৩
অন্য কোন সুযোগ না থাকায়	০১	১৩
ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প নেই	০২	২৫
বিধি মেনে ঋণ নিলে ঋণ গ্রহীতার উপকার হয় না	০১	১৩
সমবায় আইন ও বিধিমালা সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকা	০১	১৩
আর্থিক সমস্যার কারণে	০২	২৫

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা-০৮, একাধিক উত্তর)

৪.০৩.১৫: সমিতিতে তারল্য সংরক্ষণের ধরন

সমিতিতে তারল্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায়, শতকরা ৯৪ ভাগ উত্তরদাতা জানান যে সমিতিতে তারল্য সংরক্ষণ করা হয়। আর অবশিষ্ট শতকরা ০৬ ভাগ উত্তরদাতা তারল্য সংরক্ষণ করা হয় না মর্মে উল্লেখ করেন।

লেখচিত্র-৬: সমিতিতে তারল্য সংরক্ষণের ধরন সম্পর্কে মতামত

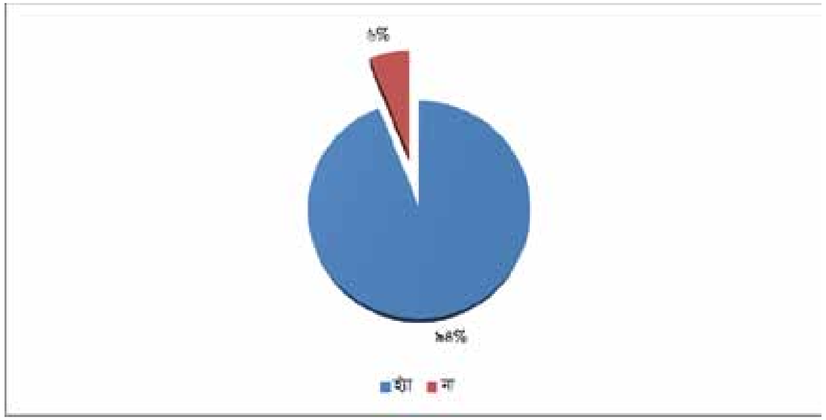

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা-১১০)

৪.০৩.১৬: সমিতিতে তারল্য সংরক্ষণ না করার কারণ

সমিতিতে যারা তারল্য সংরক্ষণ করেন না তার পেছনে নানাবিধ কারণ রয়েছে বলে উল্লেখ করেন। এর মধ্যে রয়েছে 'তহবিল প্রকল্পে বিনিয়োগ করা হয়' (২৯%), 'নিয়মিত ঋণ বিতরণ করা হয়' (২৯%), 'সদস্যদের আসলসহ লভ্যাংশ বিতরণের কারণে' (১৪%), 'ব্যাংক প্রদত্ত কম লাভ দেয়ার কারণে' (১৪%), 'ব্যাংক সমিতি থেকে দূরে থাকার কারণে' (১৪%) ইত্যাদি।

সারণি-১৫: সমিতিতে তারল্য সংরক্ষণ না করার কারণ সম্পর্কে মতামত

চিহ্নিত কারণসমূহ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
তহবিল প্রকল্পে বিনিয়োগ করা হয়	০২	২৯
নিয়মিত ঋণ বিতরণ করা হয়	০২	২৯
সদস্যদের আসলসহ লভ্যাংশ বিতরণের কারণে	০১	১৪
ব্যাংক প্রদত্ত কম লাভ দেয়ার কারণে	০১	১৪
ব্যাংক সমিতি থেকে দূরে থাকার কারণে	০১	১৪
অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে	০১	১৪

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা-০৭, একাধিক উত্তর)

৪.০৩.১৭: সমিতির ঋণ বিনিয়োগে সম্ভাব্যতা যাচাই

সমিতির ঋণ বিনিয়োগ সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে শতভাগই সম্পন্ন করা হয় মর্মে উত্তরদাতাগণ জানিয়েছেন যা নিচের লেখচিত্রে উপস্থাপিত হয়েছে।

লেখচিত্র-৭: সমিতির ঋণ বিতরণে সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পর্কে মতামত

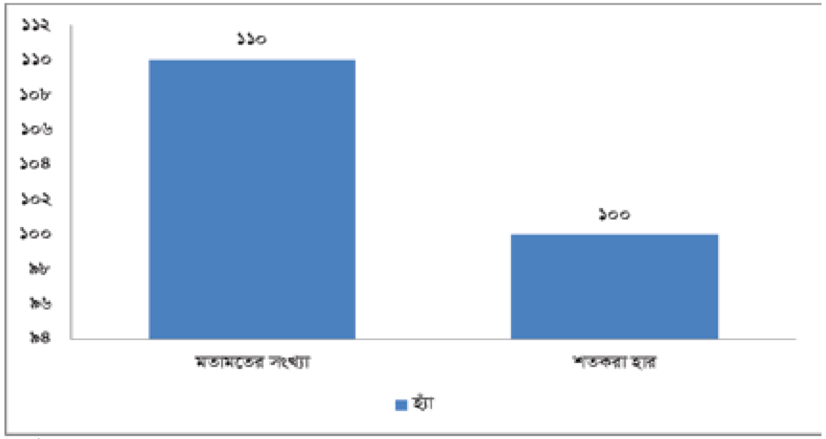

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা-১১০)

৪.০৩.১৮: বর্তমান সমবায় সমিতি আইন ও সমিতি বিধিমালা সমবায় সমিতির উন্নয়নে ভূমিকা

সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ মনে করেন বর্তমান সমবায় সমিতি আইন ও সমিতি বিধিমালা সমবায় সমিতির উন্নয়ন যথেষ্ট সহায়ক যার শতকরা হার ৯১ ভাগ আর প্রতিবন্ধক হিসেবে মনে করেন শতকরা ০৯ ভাগ। অর্থাৎ, বিদ্যমান বিধি ও আইনের তেমন কোনো ঘাটতি নেই। যারা প্রতিবন্ধক মনে করেন তারা এর পেছনে কতিপয় কারণের কথা উল্লেখ করেন। এগুলো হলো 'বিনিয়োগের খেলাপী আদায়ে স্পষ্ট কোন বিধান নাই' (৪০%), 'আইন ও বিধি প্রয়োগের জন্য সহায়ক নয়' (২০%), 'নির্বাচনের মেয়াদ বেশি হওয়া দরকার (০৩ বছর না হয়ে ০৫ বছর)' (২০%) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য (সারণি-২০)।

লেখচিত্র-৮: বর্তমান আইন ও বিধিমালা সমিতির উন্নয়নে ভূমিকা সম্পর্কে মতামত

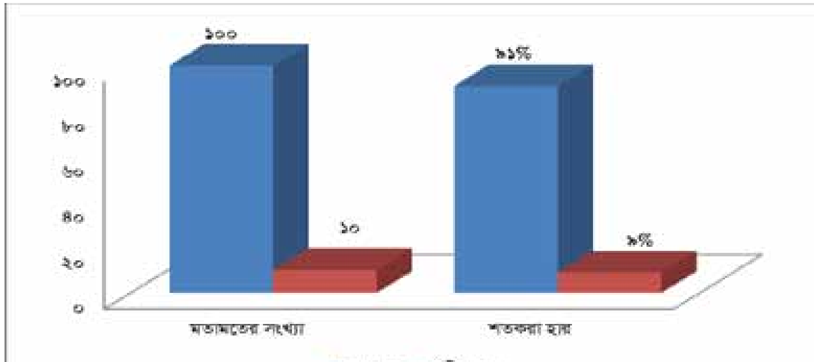

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা-১১০)

সারণি-১৬: বর্তমান আইন ও বিধিমালা সমিতির উন্নয়নে প্রতিবন্ধক ভূমিকার কারণ সম্পর্কে মতামত

প্রতিবন্ধকতার কারণসমূহ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
বিনিয়োগের খেলাপী আদায়ে স্পষ্ট কোন বিধান নাই	০৪	৪০
আর্থিক সহযোগিতার কোন ব্যবস্থা নেই	০১	১০
সমিতির মনিটরিং এর সঠিক কোন নির্দেশনা নেই	০১	১০
সমবায় সমিতির বিধিমালা ২০০৪ এর ২১ টি বিধি অনেক সমিতির জন্য দ্বন্দ্বের কারণ	০১	১০
আইন ও বিধি প্রয়োগের জন্য সহায়ক নয়	০২	২০
নির্বাচনের মেয়াদ বেশি হওয়া দরকার (০৩ বছর না হয়ে ০৫ বছর)	০২	২০
সমিতিতে স্থায়ী প্রতিনিধিত্ব না থাকা	০১	১০
সঠিক সময়ে বার্ষিক সাধারণ সভা না করা	০১	১০
ঋণ আদায়ে ফৌজদারী আইন বিধি চালু না থাকা	০১	১০
আইনে ব্যবস্থাপনা কমিটির স্বাধীনতা কম	০১	১০

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা-১০, একাধিক উত্তর)

৪.০৩.১৯: সমিতিতে নিয়মিত ও ধারাবাহিক নির্বাচন অনুষ্ঠান

সমিতিতে গণতান্ত্রিক চর্চা খুবই প্রয়োজন। এক্ষেত্রে শতভাগ উত্তরদাতা জানান যে সমিতিতে নিয়মিত ও ধারাবাহিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এর কোনো ব্যতিক্রম ঘটে না। এটি টেকসই সমিতির একটি বড় ইতিবাচক দিক হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

লেখচিত্র-৯: সমিতিতে নিয়মিত ও ধারাবাহিক নির্বাচন অনুষ্ঠানের হার

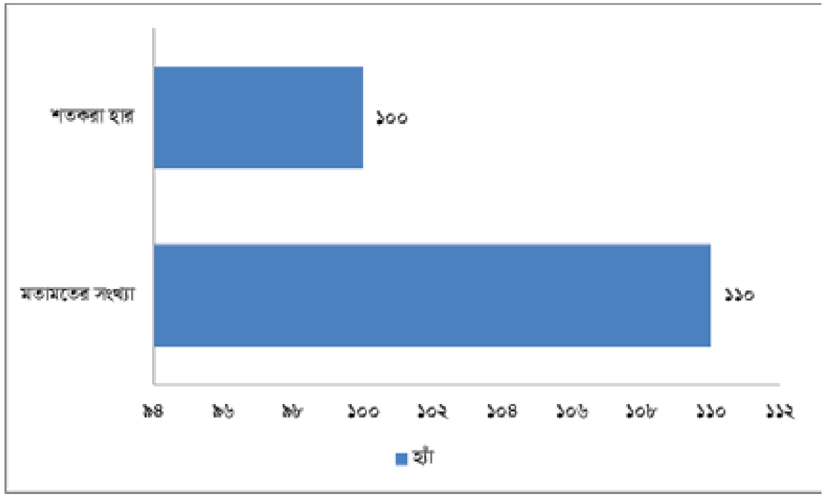

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা-১১০)

৪.০৩.২০: সমিতিতে নিয়মিত মাসিক সভা অনুষ্ঠান

সমিতিতে নিয়মিত সভা আয়োজন হলো এর প্রাণ। গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায়, বেশিরভাগ সমিতিতে (৯৮%) নিয়মিত মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান হলে সমিতি আরো টেকসই হবে। এদিক থেকে সমিতিগুলোর দিক-নির্দেশনা সঠিক রয়েছে বলে মনে হয়। অবশিষ্ট মাত্র শতকরা ০২ ভাগ সমিতিতে মাসিক সভা নিয়মিত হয় না। এর পেছনে ০১ জন করে উত্তরদাতা কর্তৃক উল্লিখিত কারণগুলো হলো 'মৎস্য চাষ প্রকল্প ঋতুমূখী হওয়াতে সঠিক সময়ে হয় না' এবং 'অলসতা' (লেখচিত্র-১০)।

লেখচিত্র-১০: সমিতিতে নিয়মিত মাসিক সভা অনুষ্ঠানের হার

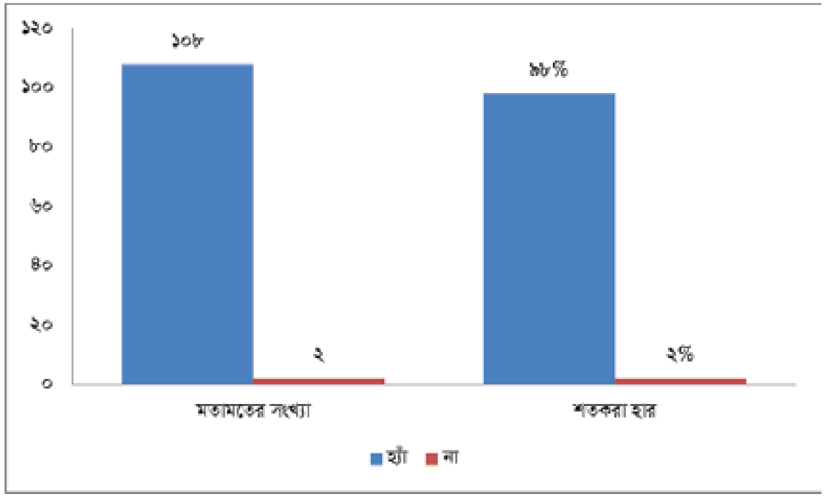

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা-১১০)

সারণি-১৭: সমিতিতে নিয়মিত মাসিক সভা না হওয়ার কারণ সম্পর্কে মতামত

মাসিক সভা নিয়মিত না হওয়ার কারণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
মৎস্য চাষ প্রকল্প, ঋতুমুখী হওয়াতে সঠিক সময়ে হয় না	০১	৫০
অলসতার কারণে	০১	৫০

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা-০২)

৪.০৩.২১: সভার নোটিশ ও কার্যবিবরণী প্রণয়ন

সমিতিতে অনুষ্ঠিত সভার ডকুমেন্টেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রেজ্যুলেশন থাকলে সবই লিখিত থাকে যাতে সু-শাসন নিশ্চিত করা যায়। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নে সুবিধা হয়। সভা আহ্বানে নোটিশ প্রদান ও কার্যবিবরণী প্রণয়নের ক্ষেত্রে শতকরা ৯৭% ভাগ উত্তরদাতা 'হ্যাঁ' সূচক উত্তর দেন আর মাত্র শতকরা ০৩ ভাগ উত্তরদাতা 'না' বাচক উত্তর দেন। অর্থাৎ, প্রায় সঠিকভাবেই সভার কার্যক্রম চলমান রয়েছে বলে ধরে নেয়া যায়। যে ০৩ জন না-বাচক উত্তর দেন তারা এর পেছনে কারণ হিসেবে 'মোবাইল এর মাধ্যমে সকলকে অবহিত করা হয় বলে' (০১ জন) এবং 'কার্যবিবরণী লেখার জন্য দক্ষ কোন সদস্য না থাকা' (০২ জন) এর কথাটি উল্লেখ করেন (লেখচিত্র-১১)।

লেখচিত্র-১১: সমিতিতে সভার নোটিশ ও কার্যবিবরণী প্রণয়ন সম্পর্কে মতামত

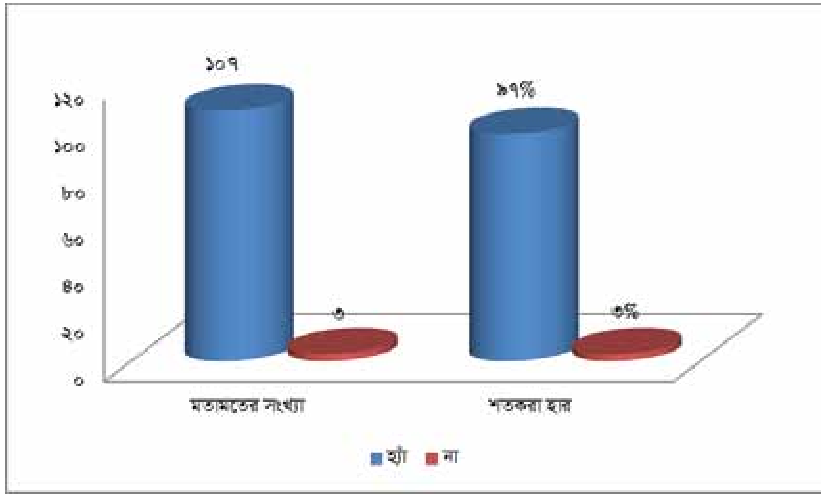

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা-১১০)

সারণি-১৫: সমিতিতে সভার নোটিশ ও কার্যবিবরণী না হওয়ার কারণ সম্পর্কে মতামত

নোটিশ না দেয়ার ও কার্যবিবরণী প্রণিত না হওয়ার কারণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
মোবাইল এর মাধ্যমে সকলকে অবহিত করা হয় বলে	০১	৩৩
কার্যবিবরণী লেখার জন্য দক্ষ কোন সদস্য না থাকায়	০২	৬৭

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা-০৩)

৪.০৩.২২: আইন ও বিধি মোতাবেক নিয়মিত এজিএম অনুষ্ঠান

আইন ও বিধি মোতাবেক নিয়মিত এজিএম অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে শতকরা ৯৯ ভাগ উত্তরদাতা 'হ্যাঁ' সূচক উত্তর প্রদান করেন আর মাত্র ০১ জন নিয়মিত হয় না বলে জানান। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেন, 'ট্রেড ইউনিয়নের প্রভাবের কারণ' এর কথা বলেন।

সারণি-১৮: আইন ও বিধি মোতাবেক নিয়মিত এজিএম সংগঠন সম্পর্কে মতামত

এজিএম সংগঠন	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	১০৯	৯৯
না	০১	০১
সর্বমোট	১১০	১০০
নিয়মিত এজিএম সংগঠন না হওয়ার কারণ		
ট্রেড ইউনিয়নের প্রভাবের কারণে	০১	১০০
সর্বমোট	০১	১০০

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯)

৪.০৩.২৩: নিয়মিত অডিট সম্পাদন

সমিতির অডিট একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক বিধান যার উপর নির্ভর করে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা। উত্তরদাতার শতভাগ নিয়মিত অডিট সম্পাদন হয় বলে উল্লেখ করেন। এদিক থেকে সমবায় বিভাগের কর্মকর্তাগণ তাদের দায়িত্বশীলতার স্বাক্ষর রাখেন বলে উল্লেখ করা যায়। বিষয়টি টেকসই সমিতির বিবেচনায় ইতিবাচক দিক।

লেখচিত্র-১২: নিয়মিত অডিট সম্পাদন সম্পর্কে মতামত

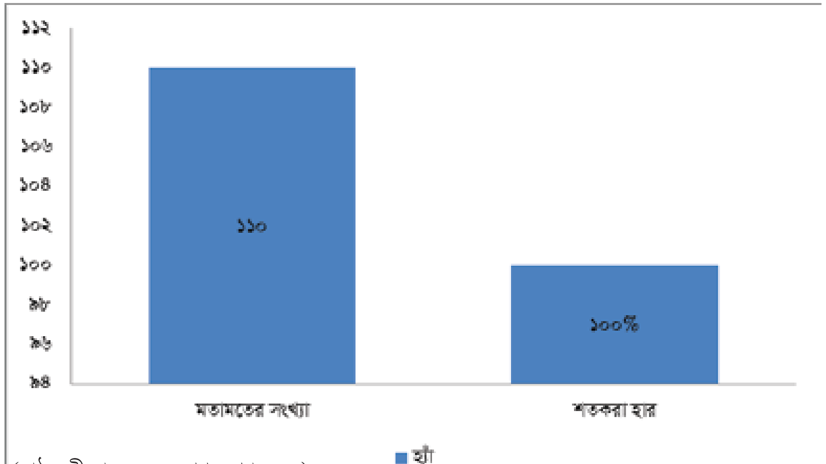

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা-১১০)

৪.০৩.২৪: নিয়মিত অডিট সংশোধনী দাখিল

অডিটের সময় বিভিন্ন অনিয়ম বা অসঙ্গতি বা বিধিবর্হিভূত কোনো কার্য সংগঠিত হলে তা অডিট কর্মকর্তাগণ মতামত প্রদান করে থাকে যা সময়মতো ও নিয়মিতভাবে সংশোধনী দাখিল করতে হয়। উত্তরদাতাদের শতকরা ৮৬ ভাগ নিয়মিত অডিট সংশোধনী দাখিল করেন মর্মে মতামত প্রদান করেন। অবশিষ্ট ১৪ শতাংশ না-বাচক উত্তর প্রদান করেন। এর পেছনে কারণ হিসেবে নানা বিষয়ের কথা উল্লেখ করেন। 'না বুঝার কারণে/ অভিজ্ঞতা না থকার কারণে', 'সব সময় দেয়া হয় না', 'অনিচ্ছাকৃত', 'সংশোধনী প্রস্তুতকরণের জন্য দক্ষ সদস্য না থাকার কারণে', 'সংশোধনী দাখিলের প্রক্রিয়া না জানার কারণে' ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেন (সারণি-১৫)। কারণগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এখানে দক্ষতা উন্নয়ন ঘটানো প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সমবায়ের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের আরো সচেতন হওয়া বাঞ্চনীয়।

লেখচিত্র-১৩: নিয়মিত অডিট সংশোধনী দাখিল সম্পর্কে মতামত

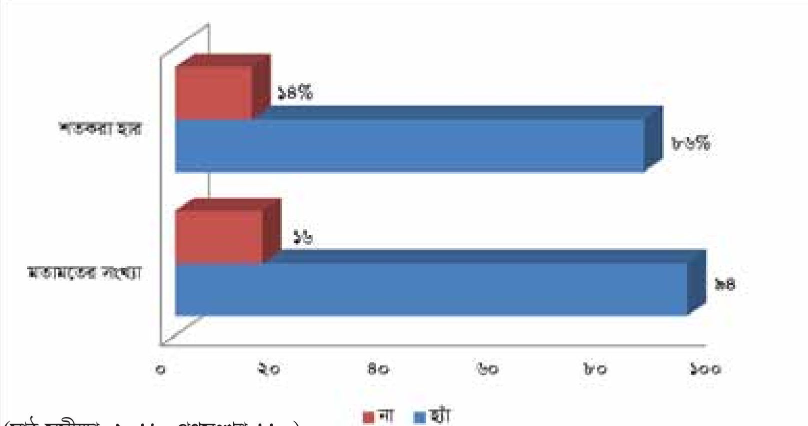

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা-১১০)

সারণি-১৯: নিয়মিত অডিট সংশোধনী দাখিল না করার কারণ সম্পর্কে মতামত

নিয়মিত অডিট সংশোধনী না করার কারণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
সব সময় দেয়া হয় না	০২	১৩
অনিচ্ছাকৃত	০২	১৩
না বুঝার কারণে/ অভিজ্ঞতা না থকার কারণে	০৭	৪৪
গুরুত্ব না দেয়ার কারণে	০১	০৬
এজিএম এ সদস্যগণের কোন আপত্তি না থাকার করণে	০১	০৬
সংশোধনী প্রস্তুতকরণের জন্য দক্ষ সদস্য না থাকার কারণে	০১	০৬
সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা সম্পর্কে ধারণা না থাকায়	০১	০৬
সংশোধনী দাখিলের প্রক্রিয়া না জানার কারণে	০১	০৬

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা-১৬)

৪.০৩.২৫: রেজিস্টার সঠিকভাবে লিখন ও সংরক্ষণ

সমিতির রেজিস্টার সঠিকভাবে লিখা ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে শতভাগ উত্তরদাতা 'হ্যাঁ' বাচক মতামত ব্যক্ত করেন। অর্থাৎ এদিক থেকে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি দক্ষতার পরিচয় দেয় বলে প্রতীয়মান হয়।

লেখচিত্র-১৪: সমিতির রেজিস্টার সঠিকভাবে লিখন ও সংরক্ষণ সম্পর্কে মতামত

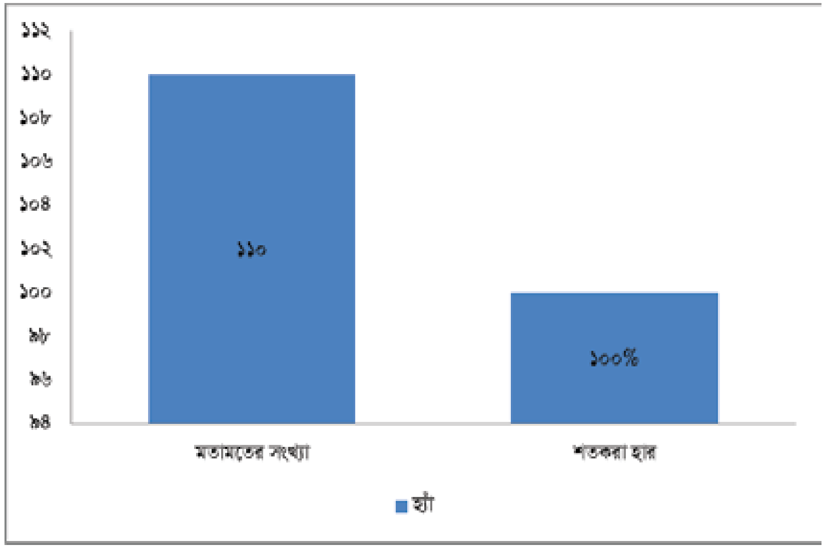

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা-১১০)

৪.০৩.২৬: সমিতির সফলতা এবং এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মতামত

সমিতির সফলতার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল উত্তরদাতাই মনে করেন তারা সফল। অর্থাৎ শতভাগ উত্তরদাতা সমিতির সফলতা দাবি করেন। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে সমিতি সফল তা নিয়ে বিভিন্ন মাত্রা পাওয়া গেছে। সফলতার বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে প্রাপ্ত মতামতে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৯৩%) কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সমিতিগুলো সফল উল্লেখ করেন। এরপর মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে (৮৮%), মূলধন গঠনে (৮৭%), সুষ্ঠ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে (৮৬%), নিয়মিত লভ্যাংশ ও সঞ্চয়ের উপর সুদ প্রদানের ক্ষেত্রে সফলতা (৮৬%), উদ্যোক্তা সৃষ্টির ক্ষেত্রে সফলতা (৭৯%) এবং একটি কার্যক্রমে সীমাবদ্ধ না থেকে বহুমূখী কার্যক্রম পরিচালনা করা (৬৮%) এর কথা উল্লেখ করেন (সারণি-১৬)।

লেখচিত্র-১৫: সমিতির সফলতা সম্পর্কে মতামত

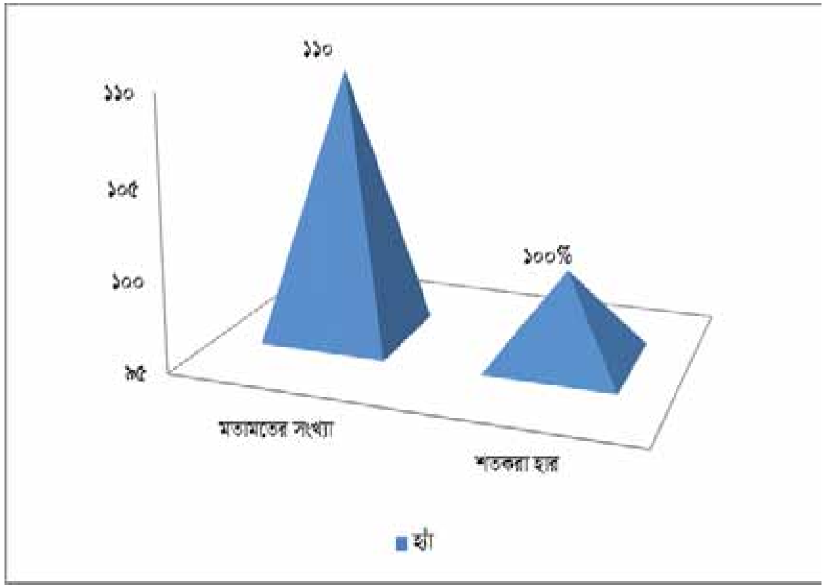

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা-১১০)

সারণি-২০: সমিতির সফলতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মতামত

সফলতার বৈশিষ্ট্য	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
মূলধন গঠনে সফলতা	৯৬	৮৭
সুষ্ঠু বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সফলতা	৯৪	৮৬
মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে সফলতা	৯৭	৮৮
নিয়মিত লভ্যাংশ ও সঞ্চয়ের উপর সুদ প্রদানের ক্ষেত্রে সফলতা	৯৪	৮৬
কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সফলতা	১০২	৯৩
উদ্যোক্তা সৃষ্টির ক্ষেত্রে সফলতা	৮৭	৭৯
একটি কার্যক্রমে সীমাবদ্ধ না থেকে বহুমূখী কার্যক্রম পরিচালনা করা	৭৫	৬৮

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা-১১০, একাধিক উত্তর)

৪.০৩.২৭: নতুন সমিতির সফল হওয়ার জন্য করণীয়

নতুন সমিতি সফল হতে হলে করণীয় সম্পর্কে মতামত পাওয়া যায়। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৯৬%) 'নিয়মিত শেয়ার ক্রয় ও সঞ্চয় প্রদানের মাধ্যমে মূলধন গঠন' এবং শতকরা ৯৪ ভাগ উত্তরদাতা 'মূলধন লাভজনক খাতে বিনিয়োগ' এর কথা বলেন। 'সমবায় আইন ও বিধি যথাযথ পরিপালন' (৯৩%), 'উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য সদস্যদের পুঁজি সরবরাহ' (৮৬%) এবং 'নিয়মিত লভ্যাংশ ও সঞ্চয়ের উপর সুদ প্রদান' (৮৬%) করণীয় হিসেবে উল্লেখ করেন। যদিও খুবই কম সংখ্যক উত্তরদাতা (মাত্র ৪%) স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সততার কথা বলেন তথাপি এটি নতুন সমিতির জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ করণীয়।

সারণি-২১: নতুন সমিতির সফল হওয়ার জন্য করণীয় সম্পর্কে মতামত

করণীয়সমূহ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
নিয়মিত শেয়ার ক্রয় ও সঞ্চয় প্রদানের মাধ্যমে মূলধন গঠন	১০৬	৯৬
মূলধন লাভজনকখাতে বিনিয়োগ	১০৩	৯৪
উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য সদস্যদের পুঁজি সরবরাহ	৯৫	৮৬
নিয়মিত লভ্যাংশ ও সঞ্চয়ের উপর সুদ প্রদান	৯৫	৮৬
সমবায় আইন ও বিধি যথাযথ পরিপালন	১০২	৯৩
একটি কার্যক্রমে সীমাবদ্ধ না থেকে বহুবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করা	৮৭	৭৯
স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সততা থাকা	০৪	০৪
দক্ষ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে পরিচালনা	০৩	০৩

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা-১১০, একাধিক উত্তর)

৪.০৩.২৮: সমিতি সফল হওয়ার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

সমবায় সমিতির সফলতা অনেকের উপর নির্ভরশীল। তবে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৯৯%) মনে করেন সমবায় সমিতির সফলতার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ব্যবস্থাপনা কমিটি, এরপর হলো সমিতির সদস্য (৬৭%)। সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারী কে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে মনে করেন যথাক্রমে শতকরা ৬৩ এবং ৬৪ ভাগ উত্তরদাতা। অর্থাৎ, সমবায় খাত যদি সঠিকভাবে পরিচালিত হয় বা সফল হয় এর সম্পূর্ণ অবদান উল্লিখিতদের। কিন্তু সমবায় খাত সামগ্রিকভাবে বিকশিত হতে না পারার দায়ও স্বভাবই উল্লিখিতদের রয়েছে।

লেখচিত্র-১৬: সমিতি সফল হওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে মতামত

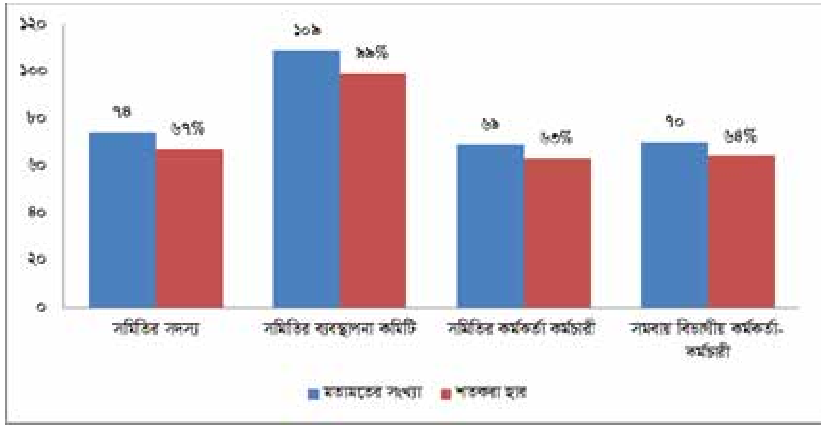

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা-১১০, একাধিক উত্তর)

৪.০৩.২৯: সমিতি সফল হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ভূমিকা বা করণীয়

৪.০৩.২৯.০১: সমিতির সাধারণ সদস্য

সমিতির সফলতা বা ব্যর্থতার দায় যেমন সংশ্লিষ্ট সকলের তেমনি তাদের ভূমিকা বা করণীয় বিভিন্ন ধরনের। সমিতির সাধারণ সদস্যদের করণীয়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৯৬%) মনে করেন 'নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থেকে সমিতির কার্যক্রমের গঠনমূলক সমালোচনা ও পরবর্তী বছরের পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করা', শতকরা ৯৪ ভাগ উত্তরদাতা 'নিয়মিত শেয়ার ক্রয় ও সঞ্চয় প্রদানের মাধ্যমে মূলধন গঠনে সহায়তা' এবং শতকরা ৮৯ ভাগ 'গৃহীত পুঁজির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে আত্মকর্মসংস্থান করা' এর বিষয় উল্লেখ করেন(সারণি-২০)।

সারণি-২০: সমিতি সফল হওয়ার জন্য সাধারণ সদস্যদের ভূমিকা বা করণীয় সম্পর্কে মতামত

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ধরন	ভূমিকা বা করণীয়	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
ক) সমিতির সাধারণ সদস্য	নিয়মিত শেয়ার ক্রয় ও সঞ্চয় প্রদানের মাধ্যমে মূলধন গঠনে সহায়তা	১০৩	৯৪
	নিয়মিত সাপ্তাহিক/মাসিক সভায় উপস্থিতির মাধ্যমে সমিতির উন্নয়ন কাজে অংশগ্রহণ	৯৬	৮৭
	নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থেকে সমিতির কার্যক্রমের গঠনমূলক সমালোচনা ও পরবর্তী বছরের পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করা	১০৬	৯৬
	গৃহীত ঋণ যথাসময়ে ফেরত প্রদান করা ও সমিতির ঋণ আদায়ে সহায়তা করা	৯৭	৮৮
	গৃহীত পুঁজির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে আত্মকর্মসংস্থান করা	৯৮	৮৯

৪.০৩.২৯.০২: ব্যবস্থাপনা কমিটি

সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির ভূমিকার বিষয় সবচেয়ে বেশি উঠে এসেছে। এর মধ্যে রয়েছে 'নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকা ও সদস্যদের উপস্থিত থাকতে অনুপ্রাণিত করা ও সমিতির কার্যক্রমের গঠনমূলক সমালোচনা ও পরবর্তী বছরের পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করা' যা শতকরা ৯৯ ভাগ উত্তরদাতা বলেন। 'যথা সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা' (৯৮%), 'নিজে নিয়মিত শেয়ার ক্রয় ও সঞ্চয় প্রদান করা ও সদস্যদের উৎসাহিত করার মাধ্যমে মূলধন গঠনে সহায়তা করা' (৯৭%), 'গৃহীত পুঁজির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষে নিয়মিত তদারকি করা' (৯৬%), 'যথা সময়ে আর্থিক হিসাব বিবরণী তৈরি ও অডিট সম্পন্ন করা' (৯৬%), 'বার্ষিক সাধারণ সভায় অডিট রিপোর্ট যথা নিয়মে উপস্থাপন করা' (৯৬%), 'বার্ষিক সাধারণ সভায় অডিট রিপোর্ট যথা নিয়মে উপস্থাপন করা' (৯৫%) ইত্যাদি অন্যতম। এ ছাড়া সাধারণ সদস্যদের সাথে ভদ্রভাবে আচরণ করা ও বিরুদ্ধ মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার বিষয়ও উল্লেখ করেন। অর্থাৎ, এসব করণীয় থেকে বোঝা যায় যে, ব্যবস্থাপনা কমিটির কাজে গাফিলতি রয়েছে। যেমন: নিজে হয়তবা ঠিক মতো শেয়ার ক্রয় বা সঞ্চয় প্রদান করে না, বা সদস্যদের সাথে ভদ্র আচরণে কিছুটা ব্যতিক্রম বা বিরুদ্ধ মতের প্রতি কম শ্রদ্ধাশীল ইত্যাদি ঘটে থাকতে পারে বলে উত্তরদাতাগণ এসব করণীয় নির্দেশ করেছেন(সারণি-১৯)।

সারণি-২৩: সমিতি সফল হওয়ার জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটির ভূমিকা বা করণীয় সম্পর্কে মতামত

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ধরন	ভূমিকা বা করণীয়	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
খ) ব্যবস্থাপনা কমিটি	নিজে নিয়মিত শেয়ার ক্রয় ও সঞ্চয় প্রদান করা ও সদস্যদের উৎসাহিত করার মাধ্যমে মূলধন গঠনে সহায়তা করা	১০৭	৯৭
	নিয়মিত সাপ্তাহিক/মাসিক সভায় নিজে উপস্থিত থাকা ও সদস্যদের উপস্থিত থাকতে উৎসাহিত করা	১০২	৯৩
	নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকা ও সদস্যদের উপস্থিত থাকতে অনুপ্রাণিত করা ও সমিতির কার্যক্রমের গঠনমূলক সমালোচনা ও পরবর্তী বছরের পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করা	১০৯	৯৯
	গৃহীত ঋণ যথাসময়ে আদায়ের কার্যকর উপায় বের করতে সহায়তা করা ও ঋণ পরিশোধে উৎসাহিত করা	৯৯	৯০
	গৃহীত পজির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষে নিয়মিত তদারকি করা	১০৬	৯৬
	যথা সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা	১০৮	৯৮
	যথা সময়ে আর্থিক হিসাব বিবরণী তৈরিও অডিট সম্পন্ন করা	১০৬	৯৬
	বার্ষিক সাধারণ সভায় অডিট রিপোর্ট যথা নিয়মে উপস্থাপন করা	১০৫	৯৫
	নিয়মিত যথানিয়মে লভ্যাংশ বন্টন করা	১০৬	৯৬
	সাধারণ সদস্যদের সাথে ভদ্রোচিত আচরণ করা	৯৭	৮৮
	বিরুদ্ধ মতকে গুরুত্ব দেয়া	৮৭	৭৯

৪.০৩.২৯.০৩: সমবায় বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী

সমিতি সফল হওয়ার জন্য সমবায় বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভূমিকা বা করণীয় সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৯৫% ভাগ করে) সমিতির সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন ও যথাসময়ে অডিট সম্পাদন করার বিষয়টি উল্লেখ করেন। এরপর শতকরা ৯৩ ভাগ করে উত্তরদাতা 'সমস্যার ক্ষেত্রে পরামর্শ প্রদান ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণে দিক নির্দেশনা প্রদান', 'আইন বিধি পরিপালন নিশ্চিত করা', 'আপৎকালীন সমিতির পাশে দাঁড়ানো' কে করণীয় হিসেবে উল্লেখ করেন। 'সমিতির হিসাব সংরক্ষণে সহায়তা করা' এবং 'উদ্বুদ্ধকরণ' এর কথা বলেন শতকরা ৯০ ভাগ করে উত্তরদাতা। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে এটা প্রতীয়মান হয়ে যে, সমিতিকে টেকসই করতে হলে এসবের প্রতিটি বিষয়ই গুরুত্বপূর্ণ যা সমবায় বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সচেতন থাকতে হবে। এসব করণীয় উল্লেখ করা হয়েছে এজন্য যে ঐসব ক্ষেত্রে সমবায় বিভাগের কর্মকর্তাগণ নিশ্চিতভাবেই সেবা প্রদান করেন কিন্তু হয়ত তা কিছু ক্ষেত্রে উত্তরদাতাগণ প্রত্যাশিত মানের পাননি। বিষয়গুলো সমবায় বিভাগের নীতি-নির্ধারকদের যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন(সারণি-২২)।

সারণি-২৪: সমিতি সফল হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ভূমিকা বা করণীয় সম্পর্কে মতামত

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ধরন	ভূমিকা বা করণীয়	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
গ) সমবায় বিভাগের কর্মকর্তা /কর্মচারী	সমবায় সমিতির সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন	১০৫	৯৫
	উদ্বুদ্ধকরণ	৯৯	৯০
	সমস্যার ক্ষেত্রে পরামর্শ প্রদান ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণে দিক নির্দেশনা	১০২	৯৩
	ঋণ বিতরণ ও আদায়ে পরামর্শ প্রদান	৯১	৮৩
	সমিতির হিসাব সংরক্ষণে সহায়তা করা	৯৯	৯০
	আইন বিধি পরিপালন নিশ্চিত করা	১০২	৯৩
	যথাসময়ে অডিট সম্পাদন করা	১০৫	৯৫
	আপৎকালীন সমিতির পাশে দাঁড়ানো	১০২	৯৩

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা-১১০, একাধিক উত্তর)

৪.০৩.৩০: সফল সমবায় গঠনে ব্যবস্থাপনা কমিটির ভূমিকা

সফল সমবায় গঠনে ব্যবস্থাপনা কমিটির ভূমিকা অপরিসীম। ব্যবস্থাপনা কমিটি ছাড়া সমবায় সমিতি চলতে পারে না। আবার বিষয়টি আইন-বিধিতেও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। শতকরা ৯৯ ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন সফল সমবায় গঠনে ব্যবস্থাপনা কমিটির ভূমিকা মুখ্য আর মাত্র একজন বলেন গৌণ যা খুবই কম তাৎপর্যপূর্ণ মতামত (লেখচিত্র-১৭)।

লেখচিত্র-১৭: সফল সমবায় গঠনে ব্যবস্থাপনা কমিটির ভূমিকার স্বরূপ সম্পর্কে মতামত

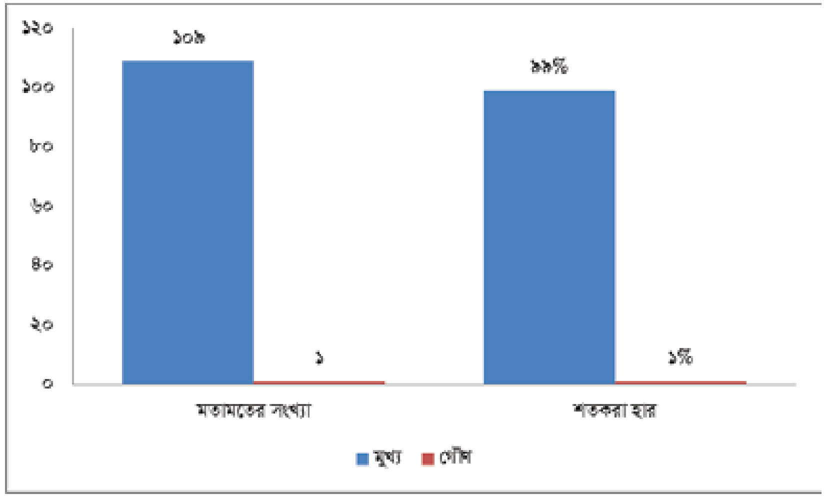

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা-১১০)

৪.০৩.৩১: ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনে নির্বাচনের যৌক্তিকতা

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমবায়ের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। সমবায়ের যৌথ মালিক হিসেবে এর সদস্যগণের ব্যবস্থাপনা কমিটি নির্বাচনের মাধ্যমে যথাযথ নেতৃত্ব বাছাই করা হয় যা আত্ম বিশ্বাস, আস্থা বাড়ায়। বিষয়টি নিয়ে বেশিরভাগ উত্তরদাতা (৮৩%) ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনে নির্বাচনের যৌক্তিকতা রয়েছে বলে মনে করেন। অবশিষ্ট ১৭ শতাংশ যৌক্তিকতা নেই বলে মতামত ব্যক্ত করেন(লেখচিত্র-১৮)।

লেখচিত্র-১৮: ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনে ০৩ বছর পরপর নির্বাচনের যৌক্তিকতা সম্পর্কে মতামত

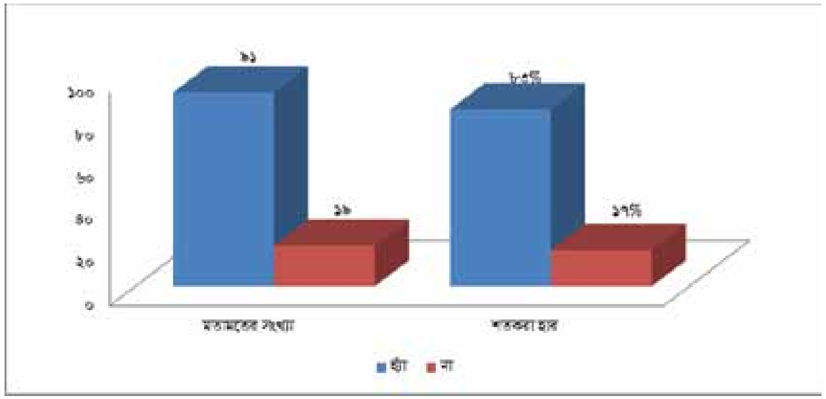

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা-১১০)

৪.০৩.৩২: ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচনে ১ টার্ম বিরতি থাকার যৌক্তিকতা

সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচনে ০১ টার্ম বিরতি থাকার যৌক্তিকতা নিয়ে উত্তরদাতাগণ মতামত ব্যক্ত করেন। প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় শতভাগ উত্তরদাতা মনে করেন ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচনে ১ টার্ম বিরতি থাকা খুবই যৌক্তিক। অর্থাৎ, সমবায়ীগণ নেতৃত্বের মনোপলি চান না বরং তারা যোগ্যতম সমবায়ী যেন নেতৃত্বে আসতে পারেন তার সুযোগ উন্মুক্ত রাখার পক্ষপাতি। বিষয়টি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রেক্ষিতে ইতিবাচক এবং টেকসই নেতৃত্ব নির্ধারণে কার্যকর হবে বলে বলা যায় (লেখচিত্র-১৯)।

লেখচিত্র -১৯: ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন ০৩ টার্ম পর ০১ টার্ম বিরতির যৌক্তিকতা সম্পর্কে মতামত

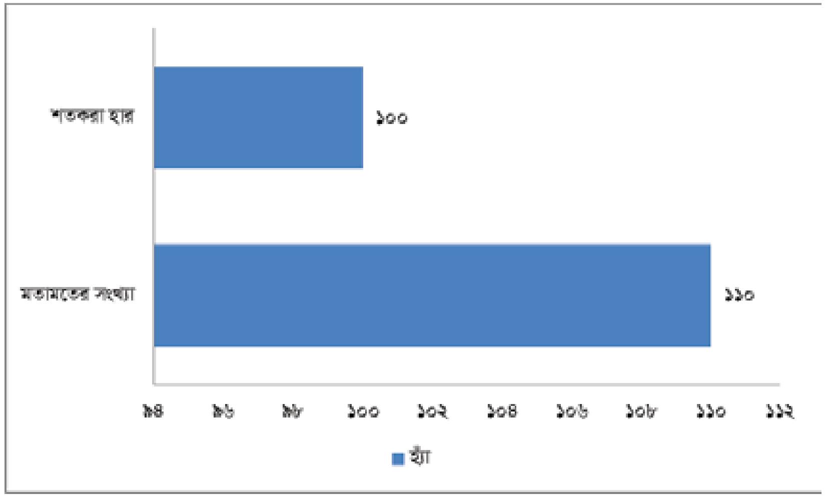

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা-১১০)

৪.০৩.৩৩: সফল সমবায় নেতৃত্বের গুণাবলী

সফল সমবায়ের নেতৃত্বের নানা ধরনের গুণাবলীর কথা উঠে এসেছে উত্তরদাতাদের মতামতে। উত্তরদাতাদের সকলেই অন্তত একটি গুণের বিষয়ে একমত পোষণ করেন আর তা হলো সৎ থাকা। শতভাগ উত্তরদাতা এটি বলেন। এরপর 'দক্ষ' (৯৫%), 'সমবায় আইন ও বিধি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা' (৯৪%), 'কর্মঠ' (৯৩%), 'দূরদর্শী' (৯৩%), 'ন্যায়পরায়ণ' (৯৩%), 'সাহসী' (৮৯%), 'হিসাব সংরক্ষণে পারদর্শী' (৮৯%), 'দ্রুত যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা' (৮৯%) ইত্যাদি গুণাবলী সফল সমবায়ী নেতৃত্বের থাকা উচিত বলে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ মতামত ব্যক্ত করেন। সমবায় অধিদপ্তরের সাথে কার্যকর যোগাযোগ থাকার কথাও শতকরা ৮৬ ভাগ উত্তরদাতা বলেন। 'সদস্যদের প্রতি নিবেদিত' (৮৬%), 'সমবায়িদের পারস্পারিক যোগাযোগ' (৮৪%), 'তথ্য প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন' (৭৬%) গুণাবলীর কথা উল্লেখ করেন। প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে এ কথা বলা যায় যে, একুশ শতকের টেকসই সমবায়ের

ক্ষেত্রে সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ কর্তৃক উল্লিখিত সকল গুণাবলী অর্জন করা খুবই প্রাসঙ্গিক। কারণ, এ গুণাবলী উপমহাদেশের দ্বিস্তর সমবায়ের গুরু ড. আখতার হামিদ খান সেই ষাটের দশক থেকে এগুলো বলেছেন। এর সাথে তথ্য-প্রযুক্তির কথাটিও যুক্ত করেছেন যা খুবই যৌক্তিক গুণাবলী হিসেবে প্রতীয়মান হয়।

সারণি-২৫: সফল সমবায় নেতৃত্বের গুণাবলী থাকা সম্পর্কে মতামত

নির্দেশিত গুণাবলী	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
সৎ	১১০	১০০
কর্মঠ	১০২	৯৩
দক্ষ	১০৫	৯৫
দূরদর্শী	১০২	৯৩
সাহসী	৯৮	৮৯
ন্যায়পরায়ণ	১০২	৯৩
হিসাব সংরক্ষণে পারদ র্শী	৯৮	৮৯
দ্রুত যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা	৯৮	৮৯
সমবায় আইন ও বিধি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা	১০৩	৯৪
সমবায় বিভাগের সাথে নিবিড় যোগাযোগ	৯৪	৮৬
সদস্যদের প্রতি নিবেদিত	৯৪	৮৬
তথ্য প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন	৮৪	৭৬
সমবায়িদের পারস্পারিক যোগাযোগ	৯৩	৮৪

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা-১১০, একাধিক উত্তর)

৪.০৩.৩৪: ব্যবস্থাপনায় জড়িতদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ

সমবায়ে প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। প্রশিক্ষণ কাজে দক্ষতা বাড়ায়-উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে কাজে লাগানোর সুযোগ অবারিত করে। ব্যবস্থাপনায় জড়িতদের সমবায় বা অন্যান্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ সম্পর্কে শতকরা ৯০ ভাগ হ্যাঁ-বাচক উত্তর দেন আর শতকরা ১০ ভাগ নেতিবাচক মতামত ব্যক্ত করেন। অর্থাৎ, প্রশিক্ষণ যে খুবই জরুরি তা ব্যবস্থাপনা কমিটি দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করেন। অবশিষ্ট শতকরা ১০ ভাগকেও প্রশিক্ষণের আওতায় আনা প্রয়োজন বলে মনে হয়। বিষয়টি সমবায় বিভাগের প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহ ভাবতে পারে।

লেখচিত্র-২০: ব্যবস্থাপনায় জড়িতদের সমবায় বা অন্যান্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ সম্পর্কে মতামত

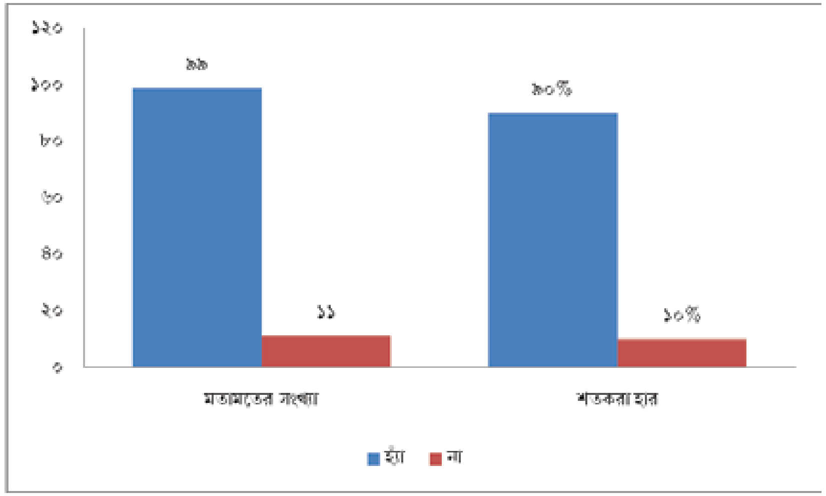

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা-১১০)

৪.০৩.৩৫: সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ

শুধুমাত্র সমবায়ের ব্যবস্থাপনায় জড়িতদের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন রয়েছে তা নয় উত্তরদাতাদের অধিকাংশ (৮৯%) বলেন সমিতির কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। অবশিষ্ট শতকরা ১১ ভাগ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন নাই বলে জানান। অর্থাৎ, এদেরকেও প্রশিক্ষণের আওতায় আনার সুযোগ রয়েছে।

লেখচিত্র-২১: সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পর্কে মতামত

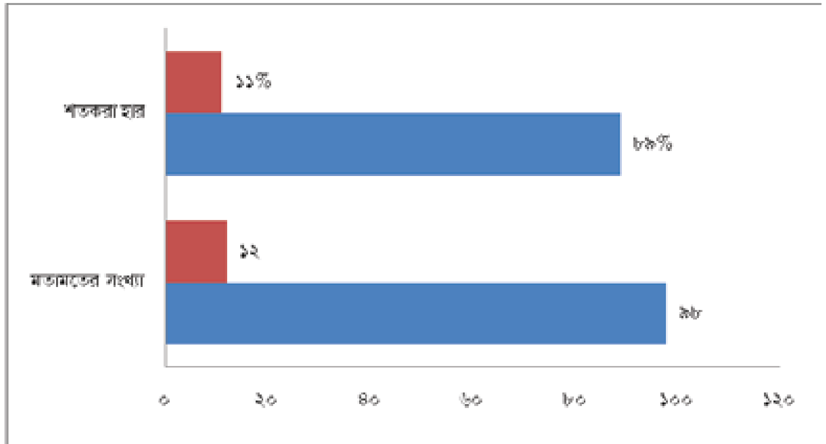

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা-১১০)

৪.০৩.৩৬: সমবায় বিভাগ থেকে প্রত্যাশিত প্রশিক্ষণ

সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনায় জড়িতদের প্রশিক্ষন প্রয়োজন। সমবায়ীদের নানা ধরনের প্রশিক্ষণ প্রত্যাশার কথা উঠে আসে। মোট ১৪ ধরনের প্রশিক্ষণ প্রত্যাশার বিষয়ে মতামত পাওয়া যায়। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (২৫% ভাগ করে) 'অফিস ব্যবস্থাপনা' ও 'হিসাব নিকাশ সংক্রান্ত' প্রশিক্ষণ প্রত্যাশার বিষয়ে জানান। এরপর 'মাঠ পর্যায়ে আয়বর্ধনমূলক (আইজিএ)' (২২%), 'সমবায় আইন ও বিধিমালা বিষয়ক' (১৫%), 'কম্পিউটার প্রশিক্ষণ' (০৯%) ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়। এ ছাড়া তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক, গবাদিপশু পালন, বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা, সেলুন/মেকআপ, বুটিক, উদ্যোক্তা সৃষ্টি, মাছ চাষ, প্রকল্প প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয়ক প্রত্যাশিত প্রশিক্ষণের উল্লেখ করা হয়। প্রত্যাশিত প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, উল্লিখিত বিষয়ে সমবায়ীদের প্রশিক্ষণ সমবায় অধিদপ্তরের জাতীয় ও আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটগুলো থেকে দেয়া হয়। কিন্তু উত্তরদাতাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে এটা বলা যায় যে, তারা আরো বেশি পরিমাণে উল্লিখিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা করেন। এখানে সমবায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলো প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে আরো অন্তর্ভুক্তিমূলক (Inclusive) কীভাবে হতে পারে তা খতিয়ে দেখতে পারে। একই ব্যক্তি যেন ঘুরেফিরে নানা বিষয়ের প্রশিক্ষণ না পায় তা খেয়াল রাখা বাঞ্ছনীয়।

সারণি-২৬: সমবায় বিভাগ থেকে প্রত্যাশিত প্রশিক্ষণ সম্পর্কে মতামত

প্রত্যাশিত প্রশিক্ষণের ধরন	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
সমবায় আইন ও বিধিমালা বিষয়ক	১৬	১৫
কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	১০	০৯
অফিস ব্যবস্থাপনা	২৭	২৫
তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক	০৬	০৬
হিসাব নিকাশ সংক্রান্ত	২৭	২৫
মাঠ পর্যায়ে আয়বর্ধনমূলক (আইজিএ)	২৪	২২
গবাদিপশু পালন	০৫	০৫
বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা	০৫	০৫
কৃষি চাষাবাদ বিষয়ক	০৩	০৩
মাছ চাষ	০৬	০৬
উদ্যোক্তা সৃষ্টি বিষয়ক	০৪	০৪
প্রকল্প প্রণয়ন বিষয়ক	০৪	০৪
সেলুন/ম্যাক আপ বিষয়ক	০৬	০৬
হস্তশিল্প (বুটিক)	০৭	০৬

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা-১১০, একাধিক উত্তর)

৪.০৩.৩৭: সফল সমিতির প্রাতিষ্ঠানিক স্বরূপ উপলব্ধি

সফল সমিতির প্রাতিষ্ঠানিক স্বরূপ সম্পর্কে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণের উপলব্ধি সম্পর্কে নানা ধরনের মতামত পাওয়া যায়। মোট ১৬ ধরনের মতামত ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় পাওয়া যায়। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা যা শতকরা ৯৫ ভাগ, সফল সমিতির প্রাতিষ্ঠানিক স্বরূপকে 'দক্ষ ও নিয়মিত ব্যবস্থাপনা কমিটি' হিসেবে দেখেন যেখানে শতকরা ৯৩ ভাগ করে উত্তরদাতা 'সমিতির নামিয় ব্যাংক একাউন্ট' ও 'সমিতির সুনাম (Good Will)' হিসেবে উপলব্ধি করেন। 'আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী বিধিবদ্ধ কাজসমূহ ধারাবাহিকভাবে সম্পাদন' বলেন শতকরা ৯২ শতাংশ উত্তরদাতা। এ ছাড়া 'সদস্য ও জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্যতা/আস্থা/সামাজিক কর্মকা-' (৯০%), 'সমিতির উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন' (৮৯%), 'সমিতির সদস্যদের জন্য আয়বর্ধক কর্মসূচি' (৮৮%), 'কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা সৃজন' (৮৮%), 'নিজস্ব অফিস ঘর' (৮৭%), 'দক্ষ কর্মকর্তা/কর্মচারী' (৮৬%), 'সমিতির নিজস্ব শ্লোগান/সমিতির সাইনবোর্ড/সীল মোহর/ লোগো/সদস্যদের আইডি কার্ড/সমবায় পতাকা/জাতীয় পতাকা থাকা' (৮৪%), 'ব্যবস্থাপনা কমিটি ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি' (৮১%), 'সমিতির উন্নয়ন পরিকল্পনা দলিল' (৭৮%), 'স্থায়ী সম্পদ (জমি, যানবাহন ইত্যাদি)' (৭৭%), 'নিজস্ব অবকাঠামো (দালানকোঠা ইত্যাদি)' (৭৭%), 'কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য সার্ভিস রুল (Service Rule)' (৭৩%) কে সফল সমিতির প্রাতিষ্ঠানিক স্বরূপ উপলব্ধি হিসেবে উল্লেখ করেন। একুশ শতকের সফল সমিতির প্রাতিষ্ঠানিক স্বরূপ উপলব্ধি নিয়ে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের মতামত প্রাসঙ্গিক বলেই প্রতীয়মান হয়।

সারণি-২৭: সফল সমিতির প্রাতিষ্ঠানিক রূপ সম্পর্কে মতামত

প্রাতিষ্ঠানিক রূপ সম্পর্কে মতামত	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
সমিতির সুনাম **(Good Will)**	১০২	৯৩
সদস্য ও জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্যতা/আস্থা/সামাজিক কর্মকা-	৯৯	৯০
আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী বিধি বদ্ধ কাজসমূহ ধারাবাহিকভাবে সম্পাদন	১০১	৯২
সমিতির নিজস্ব শ্লোগান/সমিতির সাইনবোর্ড/সীল মোহর/ লোগো/সদস্যদের আইডি কার্ড/সমবায় পতাকা/ জাতীয় পতাকা থাকা	৯২	৮৪
সমিতির উন্নয়ন পরিকল্পনা দলিল	৮৬	৭৮
সমিতির উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন	৯৮	৮৯
স্থায়ী সম্পদ (জমি, যানবাহন ইত্যাদি)	৮৫	৭৭
নিজস্ব অবকাঠামো (দালানকোঠা ইত্যাদি)	৮৫	৭৭
নিজস্ব অফিস ঘর	৯৬	৮৭
সমিতির নামিয় ব্যাংক একাউন্ট	১০২	৯৩
সমিতির সদস্যদের জন্য আয়বর্ধক কর্মসূচি	৯৭	৮৮
দক্ষ ও নিয়মিত ব্যবস্থাপনা কমিটি	১০৪	৯৫
দক্ষ কর্মকর্তা/কর্মচারী	৯৪	৮৬
কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা সৃজন	৯৭	৮৮
কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য সার্ভিস রুল **(Service Rule)**	৮০	৭৩
ব্যবস্থাপনা কমিটি ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	৮৯	৮১

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা-১১০, একাধিক উত্তর)

৪.০৩.৩৮: সমবায় সমিতি পরিচালনা করতে গিয়ে অনুভূত প্রতিবন্ধকতা

সমবায় সমিতি পরিচালনা করতে গিয়ে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। নিম্নের সারণি হতে প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য প্রতিবন্ধকতা হলো 'পর্যাপ্ত পুঁজির অভাব/মূলধনের অভাব' (১৬%), 'নিয়মিত ঋণ আদায় হয় না' (১১%), 'সদস্যদের সমবায় আইন ও বিধিমালা সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব' (০৭%), 'রাজনৈতিক প্রভাব' (০৬%), 'সমবায় আইন ও বিধিমালা পরিচালনায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে/ জটিলতা' (০৬%), 'বিশ্বস্ততা অর্জনে প্রতিবন্ধকতা' (০৬%), 'ঋণ গ্রহণ করে চাহিদা মোতাবেক বিনিয়োগ না করা' (০৬%), 'সমিতিতে স্থানীয় প্রভাবশালীদের প্রভাব' (০৬%), 'ঋণ আদায়ে প্রশাসনিক সহযোগিতা না পাওয়া' (০৬%), 'উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে সদস্যা/নায্যমূল্য না পাওয়ায়' (০৬%) ইত্যাদি। এ ছাড়া আরো কিছু প্রতিবন্ধকতা পাওয়া গেছে যার মতামতের হার কম হলেও এর গভীরতা অনেক বিধায় তা আমলে নেয়া যেতে পারে।

সারণি-২৮: সমবায় সমিতি পরিচালনায় অনুভূত প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে মতামত

প্রতিবন্ধকতার ধরন	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
নিয়মিত ঋণ আদায় হয় না	১২	১১
সমবায় আইন ও বিধিমালা পরিচালনায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে/ জটিলতা	০৬	০৬
পর্যাপ্ত পুঁজির অভাব/মূলধনের অভাব	১৮	১৬
বিশ্বস্ততা অর্জনে প্রতিবন্ধকতা	০৬	০৬
সদস্যদের নিয়মিত শেয়ার ও সঞ্চয় জমা করতে আগ্রহ কম	০৪	০৪
ঋণ গ্রহণ করে চাহিদা মোতাবেক বিনিয়োগ না করা	০৬	০৬
সমিতিতে স্থানীয় প্রভাবশালীদের প্রভাব	০৬	০৬
মাছের পোনা ও খাদ্যের সহজ লভ্যতার অভাব	০২	০২
ঋণ আদায়ে প্রশাসনিক সহযোগিতা না পাওয়া	০৭	০৬
কর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প গ্রহণে লজিষ্টিক সাপোর্টের অভাব	০২	০২
স্থানীয় মহাজনী শ্রেণির প্রভাব	০৪	০৪
সদস্যদের সমবায় আইন ও বিধিমালা সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব	০৮	০৭
একই এলাকায় একাধিক সমিতি থাকায়	০৪	০৪
আমানতের উপর লাভ প্রদানের প্রতিযোগিতা	০৪	০৬
উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে সদস্যা/নায্যমূল্য না পাওয়ায়	০৬	০৬
বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে প্রশাসনিক সহযোগিতা না পাওয়া	০৪	০৪
সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের অভাব	০৫	০৫
প্রশিক্ষণের অভাব	০৩	০৩
রাজনৈতিক প্রভাব	০৬	০৬

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা-১১০, একাধিক উত্তর)

৪.০৩.৩৯: পরিচালিত সমবায় সমিতির সবল দিক

পরিচালিত সমবায় সমিতির সবল দিক নিয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ মতামত ব্যক্ত করেন। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (১৯%) 'দক্ষ ব্যবস্থাপনা কমিটি/কমিটির উপর ব্যাপক আস্থা' কে সবল দিক হিসেবে উল্লেখ করেন। এরপর শতকরা ১৭ ভাগ উত্তরদাতা সমিতির সবল দিক হিসেবে বলেন, 'সকল কাজে সদস্যদেরকে কাছে পাওয়া/ঐক্যবদ্ধ' এবং শতকরা ১৩ ভাগ বলেন, 'সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে সমিতি পরিচালনা'। এ ছাড়া উল্লিখিত সবল দিকগুলো হলো 'নিয়মিত শেয়ার সঞ্চয় আদায়' (১২%), 'আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি' (১১%), 'নিয়মিত ঋণ আদায়' (১১%), 'নিয়মিত মূলধন গঠন ও বিনিয়োগ' (১০%) ইত্যাদি।

সারণি-২৯: পরিচালিত সমবায় সমিতির সবল দিক সম্পর্কে মতামত

সবল দিক সম্পর্কে মতামত	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে সমিতি পরিচালনা	১৪	১৩
নিয়মিত মূলধন গঠন ও বিনিয়োগ	১১	১০
সকল কাজে সদস্যদেরকে কাছে পাওয়া/ঐক্যবদ্ধ	১৯	১৭
আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি	১২	১১
আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জন	০৯	০৮
দক্ষ ব্যবস্থাপনা কমিটি/কমিটির উপর ব্যাপক আস্থা	২১	১৯
সমবায় আইনকানুন সঠিকভাবে প্রতিপালন	০৪	০৪
আর্থিক সহযোগিতা করা	০৩	০৩
নিয়মিত শেয়ার সঞ্চয় আদায়	১৩	১২
নিয়মিত ঋণ আদায়	১২	১১
নিয়মিত অডিট সম্পাদন	০৩	০৩
উদ্যোক্তা সৃষ্টি	০৪	০৪
নিয়মিতলভ্যাংশ প্রদান	০৮	০৭
সমিতির নিজস্ব ভবন/ঘর আছে	০৩	০৩
সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিচার ইত্যাদি)	০৩	০৩

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা-১১০, একাধিক উত্তর)

৪.০৩.৪০: পরিচালিত সমবায় সমিতির দুর্বল দিকঃ

পরিচালিত সমবায় সমিতির যেমন সবল দিক রয়েছে তেমনি দুর্বল দিকও রয়েছে। সবচেয়ে বেশি উত্তরদাতা (১৬%) 'মূলধন/আর্থিক সমস্যা' এবং শতকরা ১২ ভাগ 'সমবায় আইন ও বিধিমালা সম্পর্কে সদস্যদের স্পষ্ট ধারণা না থাকা' কে দুর্বল দিক হিসেবে চিহ্নিত করেন। 'প্রশিক্ষণের অভাব' এবং 'পণ্য বাজারজাতকরণের অসুবিধা' যথাক্রমে শতকরা ১০ ভাগ এবং ০৭ ভাগ উত্তরদাতা দুর্বল দিক হিসেবে উল্লেখ করেন। এ ছাড়া অন্যান্য দুর্বল দিকের মধ্যে রয়েছে, 'প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অভাব' (০৭%), 'অদক্ষ ব্যবস্থাপনা কমিটি' (০৬%), 'রাজনৈতিক প্রভাব' (০৬%), 'সমিতির উৎপাদিত পণ্যের নায্যমূল্য না পাওয়া' (০৬%), 'ঋণ আদায়ে সমবায় আইন উপযোগী না হওয়া' (০৬%), 'সচেতনতার অভাব' (০৬%) ইত্যাদি। এ ছাড়া যেসব মতামতের সংখ্যা কম তাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ বলে প্রতীয়মান যা বিবেচনায় নেয়ার দাবি রাখে।

সারণি-৩০: পরিচালিত সমবায় সমিতির দুর্বল দিক সম্পর্কে মতামত

দুর্বল দিক সম্পর্কে মতামত	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
প্রশিক্ষণের অভাব	১১	১০
সমবায় আইন ও বিধিমালা সম্পর্কে সদস্যদের স্পষ্ট ধারণা না থাকা	১৩	১২
অদক্ষ ব্যবস্থাপনা কমিটি	০৬	০৬
মূলধন/আর্থিক সমস্যা	১৮	১৬
রাজনৈতিক প্রভাব	০৬	০৬
সরকারি সহযোগিতার অভাব	০৩	০৩
সমিতির উৎপাদিত পণ্যের নায্যমূল্য না পাওয়া	০৬	০৬
সমবায় বিভাগের প্রশাসনিক সহযোগিতার অভাব	০২	০২
পণ্য বাজারজাতকরণের অসুবিধা	০৭	০৭
প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অভাব	০৭	০৭
ঋণ আদায়ে সমবায় আইন উপযোগী না হওয়া	০৬	০৬
বিনিয়োগের টাকা যথাযথভাবে আদায় না হওয়া	০৬	০৬
সদস্যদের শিক্ষার অভাব	০৪	০৪
সদস্যদের নিয়মিত শেয়ার ও সঞ্চয় জমা দিতে অনীহা	০৩	০৩
সচেতনতার অভাব	০৬	০৬
সঠিক তদারকির অভাব	০৫	০৫
যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত	০৩	০৩

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা-১১০, একাধিক উত্তর)

৪.০৪: জরিপ প্রশ্নমালা-০০২ এর বিশ্লেষণ ও আলোচনা
(উত্তরদাতা: সমবায় বিভাগীয় বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী

৪.০৪.০১: সফল সমিতির উপাদানসমূহ

সমবায় সমিতির সফলতার জন্য নানা উপাদান রয়েছে। যে সব উপাদান উপস্থিত থাকলে আমরা একটি সমবায় সমিতিকে সফল বলতে পারি সে বিষয়ে বিভিন্ন পর্যায়ের সমবায় কর্মকর্তাদের নিকট প্রশ্ন রাখা হয়। গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৯৪% ভাগ করে) মনে করেন 'নিয়মিত শেয়ার ক্রয় ও সঞ্চয় প্রদানের মাধ্যমে মূলধন গঠন' এবং 'আইন ও বিধি মোতাবেক কর্মকাণ্ড পরিচালনা' এর মাধ্যমে সমবায় সমিতি সফল হতে পারে। এ ছাড়া শতকরা ৮৯ ভাগ করে উত্তরদাতা মনে করেন 'গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব প্রয়োজন' এবং 'নিয়মিত লাভজনকখাতে বিনিয়োগ' উপাদান দুটি সমিতিকে সফল করতে পারে। অর্থাৎ সমবায় সমিতির স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং গুড গভর্নেন্সের উপর জোর দেয়া হয়েছে বলে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে উঠে এসেছে (সারণি-২৯)। গুড গভর্নেন্স নিশ্চিত হলে নিয়মিত লভ্যাংশ ও সঞ্চয়ের উপর সুদ প্রদান, বিরোধ সৃষ্টি না করে পারস্পরিক সম্প্রীতি এবং কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা সৃষ্টি সম্ভব হবে বলে ধারণা করা হয়।

সারণি-৩১: সফল সমিতির উপাদানসমূহের উপর মতামত

উপাদানসমূহ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
নিয়মিত শেয়ার ক্রয় ও সঞ্চয় প্রদানের মাধ্যমে মূলধন গঠন	১০২	৯৪
নিয়মিত লাভজনকখাতে বিনিয়োগ	৯৬	৮৯
উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য সদস্যদের পুঁজি সরবরাহ	৫৭	৫৩
নিয়মিত লভ্যাংশ ও সঞ্চয়ের উপর সুদ প্রদান	৮৫	৭৯
গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব	৯৬	৮৯
কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা সৃষ্টি	৮৫	৭৯
আইন ও বিধি মোতাবেক কর্মকা- পরিচালনা	১০২	৯৪
সমিতিতে কোন বিরোধ না থাকা ও সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি	৭৭	৭১
সঠিকভাবে হিসাব সংরক্ষণ	০৫	০৫

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা- ১০৮, একাধিক উত্তর)

৪.০৪.০২ঃ নতুন সমিতির সফল হওয়ার জন্য করণীয়

একটি নতুন সমিতির মূল কাজের মধ্যে শেয়ার ক্রয় ও সঞ্চয়ের মাধ্যমে মূলধন গঠন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । এতে সমিতির নিজস্ব পুঁজি গড়ে উঠে যার উপর ভিত্তি করে সমিতি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে সক্ষম হবে । এর পাশাপাশি যেকোনো সমিতি যদি বিধি-বিধান বা আইন অনুযায়ী পরিচালিত হয় তবে সেখানে সুশাসন তথা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয় । গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় (সারণি-৩০), সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (শতকরা ৯৫ ভাগ) মনে করেন নতুন সমিতি সফল হতে হলে ‘নিয়মিত শেয়ার ক্রয় ও সঞ্চয় প্রদানের মাধ্যমে মূলধন গঠন’ এবং ‘সমবায় আইন ও বিধি যথাযথ পরিপালন’ (শতকরা ৯১ ভাগ) বিষয় দুটি নিশ্চিত করতে হবে । এ ছাড়া ‘লাভজনক খাতে মূলধন বিনিয়োগ’, ‘নিয়মিত লভ্যাংশ ও সঞ্চয়ের উপর সুদ প্রদান’ এবং ‘একটি কার্যক্রমে সীমাবদ্ধ না থেকে বহুবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করার ’ কথা বলেছেন যথাক্রমে ৮৯%, ৬৯% এবং ৬৩% ভাগ উত্তরদাতা ।

সারণি-৩২: নতুন সমিতির সফল হওয়ার জন্য করণীয় সম্পর্কে মতামত

করণীয়সমূহ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
নিয়মিত শেয়ার ক্রয় ও সঞ্চয় প্রদানের মাধ্যমে মূলধন গঠন	১০৩	৯৫
মূলধন লাভজনকখাতে বিনিয়োগ	৯৬	৮৯
উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য সদস্যদের পুঁজি সরবরাহ	৬৩	৫৮
নিয়মিত লভ্যাংশ ও সঞ্চয়ের উপর সুদ প্রদান	৭৪	৬৯
সমবায় আইন ও বিধি যথাযথ পরিপালন	৯৮	৯১
একটি কার্যক্রমে সীমাবদ্ধ না থেকে বহুবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করা	৬৮	৬৩
মূলধনের উপর সমিতির বহুবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করা	০৫	০৫

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা- ১০৮, একাধিক উত্তর)

৪.০৪.০৩ঃ সমিতি সফল হওয়ার জন্য কার ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ

‘দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ’ - এমন একটি সম্মিলিত প্রয়াস থেকেই সমবায় গঠিত হয় । এর মধ্যেই এর মূলমন্ত্র নিহিত রয়েছে । একক কোনো ব্যক্তি সমবায় সমিতিকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ তথা সফল করতে পারে না । তবে সমিতিতে সংশ্লিষ্ট একেক জনের ভূমিকা একেক ধরনের । তাই একটি সমিতি সফল হতে হলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হলো এর ব্যবস্থাপনা কমিটির (শতকরা ৯৫ ভাগ) । এরপরই রয়েছে সমিতির সাধারণ সদস্য (শতকরা ৩৪ ভাগ) এবং সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারী (শতকরা ৩১ ভাগ) । গবেষণার এ ফলাফল থেকে একথা বলা যায় যে, বর্তমান সমবায় খাতের সমবায় সমিতিগুলোর সফলতা ও ব্যর্থতা উভয়ের মূলে রয়েছে সংশ্লিষ্ট সমিতিগুলোর ব্যবস্থাপনা কমিটি ।

লেখচিত্র-২২: সমিতি সফল হওয়ার জন্য কার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ’ সম্পর্কে মতামত

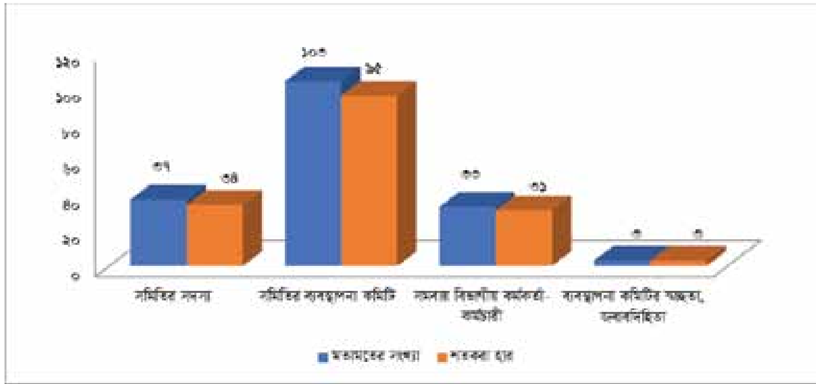

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা- ১০৮, একাধিক উত্তর)

৪.০৪.০৪: সমিতি সফল হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ভূমিকা বা করণীয়

৪.০৪.০৪.০১: সমিতির সাধারণ সদস্য

সম্মিলিত প্রচেষ্টার যে মূলমন্ত্র নিয়ে সমবায় গড়ে উঠে তাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের আলাদা আলাদা ভূমিকা রয়েছে । সমবায় সমিতির সাধারণ সদস্যদের ভূমিকার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা মনে করেন (শতকরা ৯৪ ভাগ) নিয়মিত শেয়ার ক্রয় ও সঞ্চয় প্রদানের মাধ্যমে মূলধন গঠনে সহায়তা করা হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ । এ ছাড়া শতকরা ৯২ ভাগ উত্তরদাতা নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থেকে সমিতির কার্যক্রমের গঠনমূলক সমালোচনা ও পরবর্তী বছরের পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করাকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে অভিহিত করেছেন । অন্যান্য আরো ভূমিকার বাইরে গৃহীত ঋণ যথাসময়ে ফেরত প্রদান করা ও সমিতির ঋণ আদায়ে সহায়তা করাকে শতকরা ৭৫ ভাগ উত্তরদাতা সমিতির সাধারণ সদস্যদের ভূমিকা হিসেবে উল্লেখ করেন (সারণি-৩১) । নিয়মিত সাপ্তাহিক সভায় উপস্থিতি (৬১%) এবং গৃহীত পুঁজির যথাযথ ব্যবহারকেও (৬৭%) সমিতির সাধারণ সদস্যের ভূমিকা হিসেবে উল্লেখ করা হয় ।

সারণি-৩৩: সমিতি সফল হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ভূমিকা বা করণীয় সম্পর্কে মতামত

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ধরন	ভূমিকা বা করণীয়	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
ক) সমিতির সাধারণ সদস্য	১) নিয়মিত শেয়ার ক্রয় ও সঞ্চয় প্রদানের মাধ্যমে মূলধন গঠনে সহায়তা;	১০১	৯৪
	২) নিয়মিত সাপ্তাহিক/মাসিক সভায় উপস্থিতির মাধ্যমে সমিতির উন্নয়ন কাজে অংশগ্রহণ	৬৬	৬১
	৩) নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থেকে সমিতির কার্যক্রমের গঠনমুলক সমালোচনা ও পরবর্তী বছরের পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করা;	৯৯	৯২
	৪) গৃহীত ঋণ যথাসময়ে ফেরত প্রদান করা ও সমিতির ঋণ আদায়ে সহায়তা করা;	৮১	৭৫
	৫) গৃহীত পুঁজির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে আত্মকর্মসংস্থান করা।	৭২	৬৭

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা- ১০৮, একাধিক উত্তর)

৪.০৪..০৪.০২: ব্যবস্থাপনা কমিটি

সমিতি সফল হওয়ার জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটির ভূমিকা সবচেয়ে বেশি বলে গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায়। ব্যবস্থাপনা কমিটির করণীয় সম্পর্কে শতকরা ৯২ ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হলো ব্যবস্থাপনা কমিটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এর ঠিক পরেই রয়েছে 'নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকা ও সদস্যদের উপস্থিত থাকতে অনুপ্রাণিত করা ও সমিতির কার্যক্রমের গঠনমূলক সমালোচনা ও পরবর্তী বছরের পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করা' (৯১%)। এ ছাড়া(৮৯%) উত্তরদাতা মনে করেন 'যথাসময়ে আর্থিক হিসাব বিবরণী তৈরী ও অডিট সম্পন্ন করা'ব্যবস্থাপনা কমিটির অন্যতম করনীয়। 'নিজে নিয়মিত শেয়ার ক্রয় ও সঞ্চয় প্রদান করা ও সদস্যদের উৎসাহিত করার মাধ্যমে মূলধন গঠনে সহায়তা করা' (৮৭%), 'নিয়মিত সাপ্তাহিক/মাসিক সভায় নিজে উপস্থিত থাকা ও সদস্যদের উপস্থিত থাকতে উৎসাহিত করা' (৮৫%), 'বার্ষিক সাধারণ সভায় অডিট রিপোর্ট যথানিয়মে উপস্থাপন করা' (৭৮%), 'গৃহীত পুঁজির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষে নিয়মিত তদারকি করা' (৭৬%), 'নিয়মিত যথানিয়মে লভ্যাংশ বন্টন করা' (৭৬%), 'সাধারণ সদস্যদের সাথে ভদ্রোচিত আচরণ করা' (৫৯%) এবং 'বিরুদ্ধ মতকে গুরুত্ব দেয়া' (৫৪%) কে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের করণীয় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

সারণি-৩৪: সমিতি সফল হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ভূমিকা বা করণীয় সম্পর্কে মতামত

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ধরন	ভূমিকা বা করণীয়	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
খ) ব্যবস্থাপনা কমিটি	(১) নিজে নিয়মিত শেয়ার ক্রয় ও সঞ্চয় প্রদান করা ও সদস্যদের উৎসাহিতকরার মাধ্যমে মূলধন গঠনে সহায়তা করা,	৯৪	৮৭
	(২) নিয়মিত সাপ্তাহিক/মাসিক সভায় নিজে উপস্থিত থাকা ও সদস্যদের উপস্থিত থাকতে উৎসাহিত করা,	৯২	৮৫
	(৩) নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকা ও সদস্যদের উপস্থিত থাকতে অনুপ্রাণিত করা ও সমিতির কার্যক্রমের গঠন মুলক সমালোচনা ও পরবর্তী বছরের পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করা	৯৮	৯১
	(৪) গৃহীত ঋণ যথাসময়ে আদায়ের কার্যকর উপায় বের করতে সহায়তা করা ও ঋণ পরিশোধে উৎসাহিত করা,	৭৪	৬৯
	(৫) গৃহীত পুঁজির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষে নিয়মিত তদারকি করা,	৮২	৭৬
	(৬) যথা সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;	৯৯	৯২
	(৭) যথা সময়ে আর্থিক হিসাব বিবরণী তৈরী ও অডিট সম্পন্ন করা	৯৬	৮৯
	(৮) বার্ষিক সাধারণ সভায় অডিট রিপোর্ট যথা নিয়মে উপস্থাপন করা	৮৪	৭৮
	(৯) নিয়মিত যথানিয়মে লভ্যাংশ বন্টন করা,	৮২	৭৬
	(১০) সাধারণ সদস্যদের সাথে ভদ্রোচিত আচরণ করা,	৬৪	৫৯
	(১১) বিরুদ্ধ মতকে গুরুত্ব দেয়া	৫৮	৫৪

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা- ১০৮, একাধিক উত্তর)

৪.০৪.০৪.০৩: সমবায় বিভাগের কর্মকর্তা /কর্মচারী

সমবায় সমিতি সফল করে তুলতে হলে সমবায় বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভূমিকা অপরিসীম। শতকরা ৯১ ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন 'আইন বিধি পরিপালন নিশ্চিত করা' সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের মূল করণীয়। শতকরা ৮৯ ভাগ করে 'সমবায় সমিতির সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন' ও 'সমস্যার ক্ষেত্রে পরামর্শ প্রদান ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণে দিক নির্দেশনা প্রদান' কে দ্বিতীয় করনীয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া ' যথাসময়ে অডিট সম্পাদন করা' (৮৭%), 'উদ্বুদ্ধকরণ' (৮২%), 'সমিতির হিসাব সংরক্ষণে সহায়তা করা' (৭৩%), 'আপৎকালীন সময়ে সমিতির পাশে দাঁড়ানো' (৬৮%) এবং 'ঋণ বিতরণ ও আদায়ে পরামর্শ প্রদান' (৫৭%) কে সমবায় বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীরদের করনীয় হিসেবে উল্লেখ করেন।

সারণি-৩৫: সমিতি সফল হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ভূমিকা বা করণীয় সম্পর্কে মতামত

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ধরন	ভূমিকা বা করণীয়	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
গ) সমবায় বিভাগের কর্মকর্তা /কর্মচারী	(১) সমবায় সমিতির সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন;	৯৬	৮৯
	(২) উদ্বুদ্ধকরণ;	৮৯	৮২
	(৩) সমস্যার ক্ষেত্রে পরামর্শ প্রদান ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণে দিক নির্দেশনা প্রদান;	৯৬	৮৯
	(৪) ঋণ বিতরণ ও আদায়ে পরামর্শ প্রদান;	৬২	৫৭
	(৫) সমিতির হিসাব সংরক্ষণে সহায়তা করা;	৭৯	৭৩
	(৬) আইন বিধি পরিপালন নিশ্চিত করা;	৯৮	৯১
	(৭) যথাসময়ে অডিট সম্পাদন করা;	৯৪	৮৭
	(৮) আপৎকালীন সময়ে সমিতির পাশে দাঁড়ানো;	৭৩	৬৮

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা- ১০৮, একাধিক উত্তর)

৪.০৪.০৫: সমিতির মূলধন গঠনে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

সমিতির মূলধন হলো প্রাণস্বরূপ। সমিতির মূলধন বেশি হলে সদস্যদের মাঝে আত্মবিশ্বাস বাড়ে এবং সমিতির অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা সৃষ্টি হয়। এই মূলধন গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কোনটি এবিষয়ে গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় নিয়মিত সঞ্চয় ও নিয়মিত শেয়ার ক্রয়কে সবচেয়ে বেশি যথাক্রমে ৮৯% এবং ৭৯% ভাগ উত্তরদাতা সমিতির মূলধন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে উল্লেখ করেন। এ ছাড়া ৩০% ভাগ উত্তরদাতা মেয়াদি আমানত গ্রহণের মাধ্যমে মূলধন গঠন করা যায় বলে উল্লেখ করেন (লেখচিত্র-২৩)।

লেখচিত্র-২৩: সমিতির মূলধন গঠনে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে মতামত

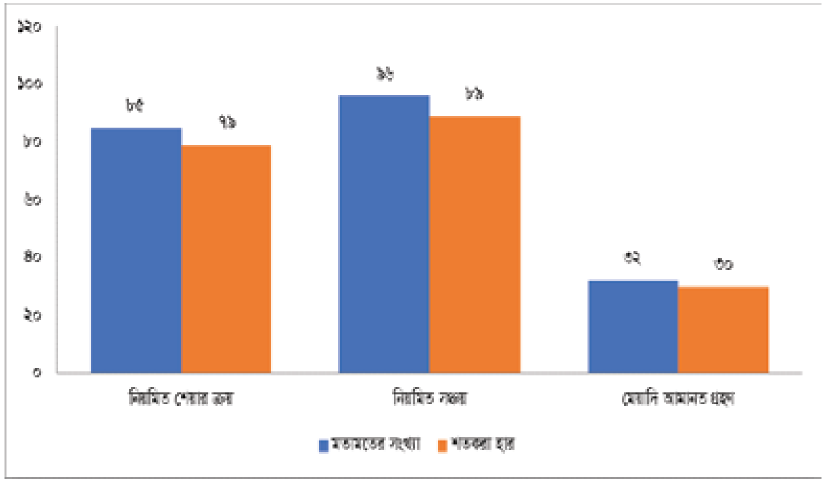

(একাধিক উত্তর)

৪.০৪.০৬: সমিতির মূলধন গঠনে নিয়মিত শেয়ার ক্রয়ে সুবিধা

সমবায় সমিতির মূলধন গঠনের ক্ষেত্রে ৭৯% উত্তরদাতা নিয়মিত শেয়ার ক্রয়ের বিষয় উল্লেখ করেন। এই নিয়মিত শেয়ার ক্রয়ের সুবিধা কি? এ বিষয়ে প্রাপ্ত মতামত পর্যালোচনায় দেখা যায় বেশির ভাগ (৪৬%) উত্তরদাতার উত্তর নেই বলে মন্তব্য করেন। শতকরা ২১ ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন 'নিয়মিত শেয়ার ক্রয়ে মূলধন বৃদ্ধি পাবে ফলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে', শতকরা ১৪ ভাগ মনে করেন 'সমিতির ভিত্তি মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী হয়' এবং শতকরা ১১ ভাগ মনে করেন 'শেয়ার ফেরৎযোগ্য নয় ফলে দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগ করা যাবে'। অর্থাৎ যারা সমবায় সমিতি নিবন্ধন করেন তাদের একটি বড় অংশের ধারণা নেই যে সমিতির শেয়ার ক্রয়ে ঠিক কী ধরনের লাভবান হওয়া যায় বা সুবিধা পাওয়া যায়। 'সমবায় শিক্ষা' বা প্রশিক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার মাধ্যমে সমবায় হতে কীভাবে সদস্যগণ লাভবান হতে পারে তা জানা যায়। গবেষণার ফলাফল কর্মকর্তাদের'সমবায় শিক্ষা'র অভাবের বিষয়টি ইঙ্গিত করে বলে ধরা যায় (সারণি-৩৪)।

সারণি-৩৬: সমিতির মূলধন গঠনে নিয়মিত শেয়ার ক্রয়ে সুবিধা সম্পর্কে মতামত

সুবিধাসমূহ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
নিয়মিত শেয়ার ক্রয়ে মূলধন বৃদ্ধি পাবে ফলে বিনিয়োগ বৃদ্ধিপাবে	১৮	২১
শেয়ার ফেরৎযোগ্য নয় ফলে দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগ করা যাবে	০৯	১১
সমিতির ভিত্তি মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী হয়	১২	১৪
উত্তর নেই	৩৯	৪৬

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা- ৮৫, একাধিক উত্তর)

৪.০৪.০৭: সমিতির সদস্যদের চাহিদামাত্র সঞ্চয় ফেরত প্রদানের ব্যবস্থা

সমবায় সমিতিরমূলধন গঠনের ক্ষেত্রে সবচে বেশী অর্থাৎ ৮৯% উত্তরদাতা নিয়মিত সঞ্চয় করাকে চিহ্নিত করেন। তৎপ্রেক্ষিতে সদস্যদের চাহিদামাত্র সঞ্চয় ফেরত প্রদানের ব্যবস্থা সম্পর্কে সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তাদের প্রদত্ত মতামত বিশ্লেষণে দেখা যায় বিধি মোতাবেক তারল্য সংরক্ষণ করাকেই শতকরা ৮১ ভাগ উত্তরদাতা কার্যকর ব্যবস্থা হিসেবে উল্লেখ করেন। আর সঞ্চয় ফেরত নেয়ার নোটিশ প্রদানের ব্যবস্থার কথা বলেন শতকরা মাত্র ১১ ভাগ উত্তরদাতা। এ ছাড়া শতকরা ১৩ ভাগের উত্তর নেই বলে জানান।

সারণি-৩৭: সমিতির সদস্যদের চাহিদামাত্র সঞ্চয় ফেরত প্রদানের ব্যবস্থা সম্পর্কে মতামত

সুপারিশকৃত ব্যবস্থা	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
বিধি অনুযায়ী তারল্য সংরক্ষণ	৭৮	৮১
নোটিশ দেবার ব্যবস্থা	১০	১১
উত্তর নেই	১২	১৩

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা- ৯৬, একাধিক উত্তর)

৪.০৪.০৮: মূলধন গঠনে সদস্যদের উৎসাহিতকরণ

সমিতির মূলধন গঠনে সদস্যদের উৎসাহিতকরণের মাধ্যম হিসেবে উত্তরদাতাগণ বেশ কিছু মাধ্যমের কথা উল্লেখ করেন। গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, শতকরা ৬৫ ভাগ উত্তরদাতা 'লভ্যাংশ/সঞ্চয়ের সুদ প্রদানের ব্যবস্থা করা' কে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করেন। এ ছাড়া শতকরা ৩৫ ভাগ করে উত্তরদাতা 'নিয়মিত সাপ্তাহিক সভা' এবং 'মাসিক সাপ্তাহিক সভা' কে মূলধন গঠনে উৎসাহিতকরণের ধরন হিসেবে উল্লেখ করেন। 'বাড়ি বাড়ি গিয়ে আদায়কারীর তদারকীর মাধ্যমে' উল্লেখ করেন শতকরা ২৩ ভাগ উত্তরদাতা।

লেখচিত্র-২৪: মূলধন গঠনে সদস্যদের উৎসাহিতকরণ সম্পর্কে মতামত

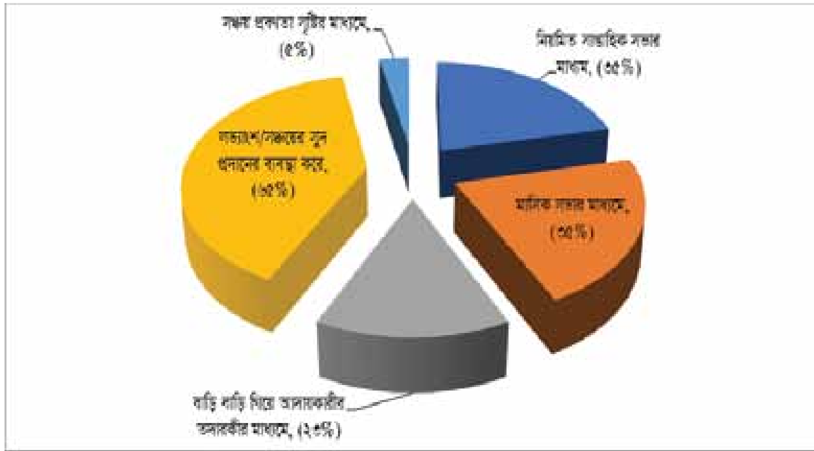

(একাধিক উত্তর)

৪.০৪.০৯: প্রাথমিক অবস্থায় সমিতির মূলধন গঠনে গৃহীত পদ্ধতি

প্রাথমিক অবস্থায় যেকোনো সমবায় সমিতির অন্যতম চ্যালেঞ্জ হলো মূলধন গঠন। এটি এমনিতেই হবে না। এর জন্য নানা পদ্ধতি গ্রহণ ও প্রয়োগ করা প্রয়োজন। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায়, সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তাদের শতকরা ৩৫ ভাগই কীভাবে প্রাথমিক অবস্থায় সমিতির মূলধন গঠন করতে হয় তার উত্তর দেননি। এর অর্থ হলো সমিতির মূলধন সংগ্রহে তাদের তেমন কোনো ভূমিকা নেই অথবা মূলধন গঠনে তারা কোন ভূমিকা রাখেন না। এবং তারা নূতন সমিতিকে মূলধন গঠনে পরামর্শ দেয়ার যোগ্যতাও রাখেন না। শুধুমাত্র সমিতি গঠন করা প্রয়োজন সেটা করেই দায়িত্ব শেষ করেন। যদিও শতকরা ৪৭ ভাগ উত্তরদাতা বলেন, 'নিয়মিত শেয়ার ও সঞ্চয় আদায়ের মাধ্যমে' প্রাথমিক অবস্থায় সমিতির মূলধন গঠন করে থাকে।

সারণি-৩৮: প্রাথমিক অবস্থায়/ শুরুতে সমিতির মূলধন গঠনে গৃহীত পদ্ধতি সম্পর্কে মতামত

গৃহীত পদ্ধতি	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
নিয়মিত শেয়ার ও সঞ্চয় আদায়ের মাধ্যমে	৫১	৪৭
নিয়মিত সাপ্তাহিক সভার মাধ্যমোর মাধ্যমে	০৫	০৫
সঞ্চয়ের সুফল সম্পর্কে উৎসাহিত কর	০৫	০৫
মাসিক সভা/বার্ষিক সভার মাধ্যমে	০৪	০৪
মূলধন গঠনে উপকারিতা সম্পর্কে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে	০৩	০৩
এককালীন সঞ্চয় নেয়ার মাধ্যমে	০২	০২
উত্তর নেই	৩৮	৩৫

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা- ১০৮)

৪.০৪.১০: সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা/ কর্মচারী কর্তৃক সমিতির মূলধন গঠনে সহায়তা

সমবায় বিভাগিয় কর্মকর্তা/ কর্মচারী সমবায় সমিতির মূলধন গঠনে কিভাবে ভূমিকা রাখতে পারে এর উত্তরে উত্তরদাতাদের শতকরা ৪৮ ভাগের সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা/ কর্মচারী কোনরূপ উত্তর দেননি। এটি কোনোভাবেই আশাব্যঞ্জক হতে পারে না। বিষয়টি সমিতি সফল ও টেকসই করার বিষয়ে সমবায় কর্মকর্তাদের অজ্ঞতাকেই চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। ফলে সমবায় সমিতি সফল না হওয়ার দায়ভার তাদের উপরই বর্তায়। গবেষণায় প্রাপ্ত অন্যান্য ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, শতকরা মাত্র ১৯ ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন 'প্রশিক্ষণ/ পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে' সমবায় কর্মকর্তাগণ সমিতির মূলধন গঠনে সহায়তা করতে পারেন। আর মাত্র শতকরা ১৮ ভাগ উত্তরদাতা নিয়মিত উদ্বুদ্ধকরণের কথা বলেন।

সারণি-৩৯: সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা/ কর্মচারী কর্তৃক সমিতির মূলধন গঠনে সহায়তা সম্পর্কে মতামত

সহায়তার ধরন	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থিত থেকে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে	০৫	০৫
বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থেকে সদস্যগণকে উদবুদ্ধকরণের মাধ্যমে	০৮	০৯
নিয়মিত উদবুদ্ধকরণের মাধ্যমে	১৭	১৮
নিয়মিত তদারকির মাধ্যমে	০৭	০৮
প্রশিক্ষণ/পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে	১৮	১৯
উত্তর নেই	৪৪	৪৮
নিয়মিত শেয়ার ও সঞ্চয় আদায়ের মাধ্যমে	০৯	১০

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা- ১০৮, একাধিক উত্তর)

৪.০৪.১১: বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

বিনিয়োগ ছাড়া সমিতির মুনাফা হবে না। মুনাফা না হলে সমিতির অর্থনৈতিক চাকা সচল থাকবে না। সমিতির মূলধন বিনিয়োগের উল্লেখযোগ্য চিহ্নিত বিষয়গুলো সম্পর্কে বেশির ভাগ উত্তরদাতা (৫০%) 'সমিতি কর্তৃক গৃহিত প্রকল্পে বিনিয়োগ' উল্লেখ করেন। অন্যদিকে ৪৮% ভাগ উত্তরদাতা মূলধন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানমূলক খাতকে চিহ্নিত করেন। আর ৩৮% ভাগ উত্তরদাতা উদ্যোক্তা সৃষ্টির কথা বলেন। সরাসরি ঋণদানের কথা বলেন মাত্র ৭% । অথচ সফল ৯৬২টি সমিতর বেশীর ভাগই ক্রেডিট বা সঞ্চয় ঋণদান সমবায় সমিতি।

লেখচিত্র-২৫: বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে মতামত

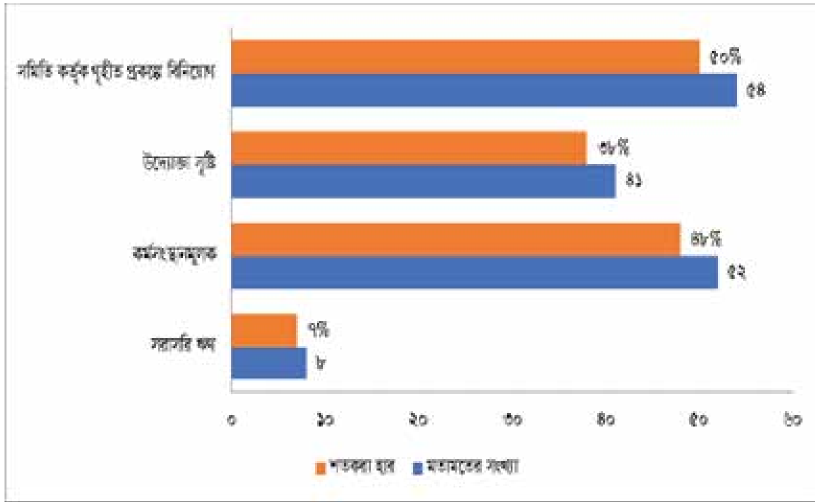

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা- ১০৮, একাধিক উত্তর)

৪.০৪.১২: সফল সমিতিগুলোতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অবলম্বনকৃত পদ্ধতি

গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায়, সফল সমিতিগুলো শতকরা ৬৭ ভাগ কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য মূলধন যোগান দেয়ার বিষয়ে উল্লেখ করেন আর অন্যদিকে শতকরা ৪৫ ভাগ ঋণ দেয়াকে বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে উল্লেখ করেন। অর্থাৎ উত্তরদাতা সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তাদের প্রদত্ত উত্তর ও প্রাপ্ত সফল সমবায় সমিতির সংখ্যার চিত্র পরস্পর বিরোধি। এ চিত্র সমবায় কর্মকর্তাদের উদ্ভাবনীমূলক ক্ষেত্র চিহ্নিত করার দৈন্যতাকেই স্পষ্ট করেছে।

লেখচিত্র-২৬: সফল সমিতিতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অনুসৃত পদ্ধতি সম্পর্কে মতামত

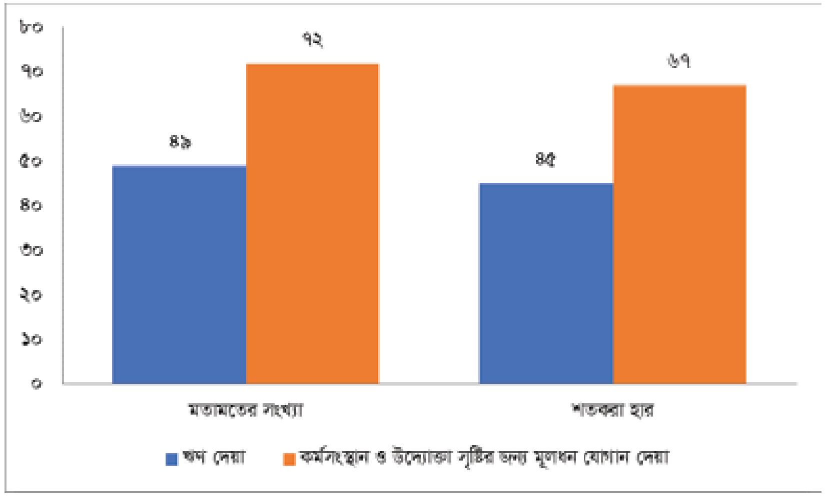

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা- ১০৮, একাধিক উত্তর)

৪.০৪.১৩: ঋণ আদায়ের কার্যকর পদক্ষেপ

সমবায় সমিতিতে মূলধন বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে অনুসৃত পদ্ধতি সম্পর্কে প্রাপ্ত মতামতে দেখা যায় ৪৫%ঋণ দেয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। তৎপ্রেক্ষিতে ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে কার্যকর পদ্ধতি কি হওয়া উচিত সে প্রশ্নের জবাবে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৫৮%) , 'তদারকির মাধ্যমে/আদায়কারীর মাধ্যমের' কথা বলেন যেখানে শতকরা ৫১% বলেন, যথাযথ জামানত গ্রহণের মাধ্যমে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থার বিষয়। অর্থাৎ, ঋণ নিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঋণ ফেরত দেয়ার মানসিকতা সমবায়ে এখনো প্রবর্তন হয়নি এটা আমাদের ব্যাংকিং খাতের অনুরূপ চিত্রই প্রকাশ করে।

সারণি-৪০: ঋণ আদায়ের কার্যকর পদ্ধতি সম্পর্কে মতামত

চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
তদারকির মাধ্যমে /আদায়কারীর মাধ্যমে	৬৩	৫৮
যথাযথ জামানত গ্রহণের মাধ্যমে ঋণ প্রদান	৫৫	৫১

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা- ১০৮)

৪.০৪.১৪: সফল সমিতি থেকে পুঁজি/ ঋণ নিয়ে স্বাবলম্বী/ উদ্যোক্তা সৃষ্টি

সফল সমিতি থেকে পুঁজি/ঋণ নিয়ে স্বাবলম্বী/উদ্যোক্তা সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সমিতির শুরু থেকে অদ্যাবধি প্রায় দেড় লক্ষাধিক সমবায়ী স্বাবলম্বী/উদ্যোক্তা হয়েছেন যার গড় ১,১৭২ জন। ৩২ জন সমবায় বিভাগীয় উত্তরদাতা এ সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করেননি। এতে বোঝা যায়, পরিসংখ্যানগত দুর্বলতা রয়েছে অথবা ডকুমেন্টেশনের অপ্রতুলতা রয়েছে। অথবা তাদের কর্ম এলাকায় সফল সমিতি নেই বা সফল সমিতিতে কোন উদ্যোক্তা তৈরী হয়নি।

সারণি-৪১: সফল সমিতি থেকে পুঁজি/ঋণ নিয়ে স্বাবলম্বীতা/ উদ্যোক্তা হওয়ার হার

স্বাবলম্বী/ উদ্যোক্তা	
মোট সংখ্যা	৮৯,০৫৫/৭৬
গড়	১,১৭২
উত্তর দেন নাই	৩২ জন

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯)

৪.০৪.১৫: সদস্যদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সফল সমিতিগুলোর অবদান

সমিতির সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সফল সমিতিগুলো নানাভাবে অবদান রেখেছে বলে গবেষণার ফলাফলে উঠে এসেছে। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৭৬%) মনে করেন 'কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে' সমিতির সদস্যদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটেছে। এ ছাড়া শতকরা ২৭ ভাগ করে উত্তরদাতা মনে করেন 'নিয়মিত সঞ্চয়ের সুদ প্রদান' এবং 'নিয়মিত লভ্যাংশ প্রদানের' মাধ্যমে অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে (সারণি-১০)। অর্থাৎ, সমিতিগুলো টেকসই হওয়ার ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা সৃষ্টি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। এটি নতুন সমিতিগুলো অনুসরণ করতে পারে।

সারণি-৪২: সদস্যদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সফল সমিতিগুলোর অবদান রাখা সম্পর্কে মতামত

অবদান রাখার চিহ্নিত ক্ষেত্র	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
নিয়মিত সঞ্চয়ের সুদ প্রদানের মাধ্যমে	২৯	২৭
নিয়মিত লভ্যাংশ প্রদানের মাধ্যমে	২৯	২৭
কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে	৮২	৭৬

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা- ১০৮, একাধিক উত্তর)

৪.০৪.১৬: অধিক্ষেত্রাধীন সমিতিতে বিধি অনুযায়ী ঋণ/ বিনিয়োগ

সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তাদের আওতাধীন সমিতিগুলোতে বিধি মোতাবেক শতকরা ৬৬ ভাগ ঋণ/ বিনিয়োগ করা হয়। অবশিষ্ট ৩৪ শতাংশ সমিতিগুলোতে বিধি মোতাবেক ঋণ/ বিনিয়োগ করা হয় না। অর্থাৎ, সমিতিগুলোর ঋণ/ বিনিয়োগ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি রয়েছে অথবা অনিয়ম রয়েছে। এতে সমিতিগুলোর সুশাসন নিশ্চিত করা যাবে না এবং সদস্যদের মধ্যে হতাশা বিরাজ করবে এবং আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি দেখা দেবে। এ সব ক্ষেত্রে সমিতিগুলো টেকসই হতে সক্ষম হবে না।

লেখচিত্র-২৭: অধিক্ষেত্রাধীন সমিতিতে বিধি অনুযায়ী ঋণ/বিনিয়োগের ধরন সম্পর্কে মতামত

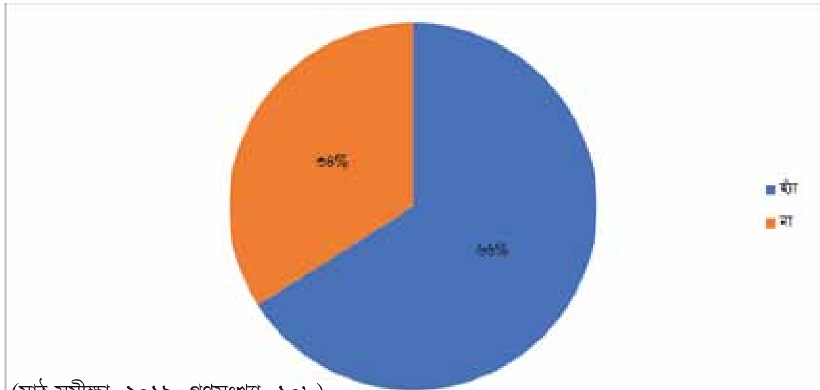

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা- ১০৮)

৪.০৪.১৭: অধিক্ষেত্রাধীন সমিতিতে বিধি অনুযায়ী ঋণ/ বিনিয়োগ না হওয়ার কারণ

অধিক্ষেত্রাধীন যে সমিতিগুলোতে বিধি অনুযায়ী ঋণ/ বিনিয়োগ করা হয় না তার কারণ সম্পর্কে নানা মতামত পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে 'সমবায় আইন ও বিধি সম্পর্কে ধারণা না থাকা' (৪০%), 'আইনগত জটিলতা' (১৬%), 'ব্যবস্থাপনা কমিটির স্বজনপ্রীতি' (১১%), 'সমবায় আইন ও বিধি না মানা' (১১%), 'বিনিয়োগ প্রস্তাব অনুমোদন না করা' (১১%) ইত্যাদি। এর অর্থ হলো ঋণ প্রদান কার্যক্রমে সুশাসনের অভাব রয়েছে। এর সাথে রয়েছে সমবায় শিক্ষার অভাব। এগুলো কাটিয়ে উঠতে না পারলে বিদ্যমান সমবায় সমিতিগুলোর স্থায়িত্ব হুমকির সম্মুখীন হবে। এসব সমিতি যদি কোন প্রকল্পের আওতায় গঠন করা হয় তবে প্রকল্পের মেয়াদ শেষে সমিতিগুলোর টিকে থাকা নিয়ে প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক।

লেখচিত্র-২৮: অধিক্ষেত্রাধীন সমিতিতে বিধি মোতাবেক ঋণ/বিনিয়োগ না হওয়ার কারণ সম্পর্কে মতামত

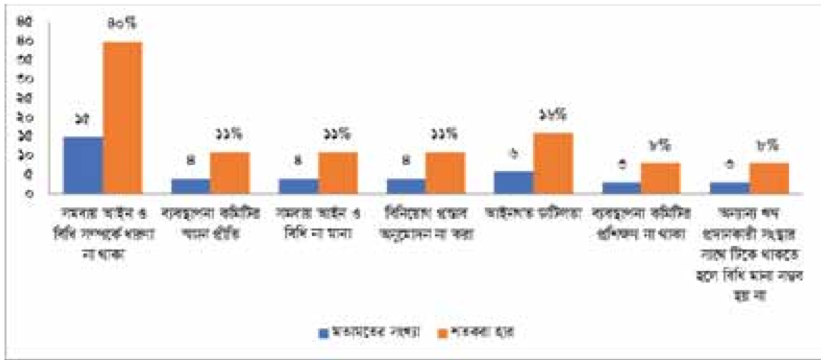

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা- ৩৭, একাধিক উত্তর)

৪.০৪.১৮: অধিক্ষেত্রাধীন সমিতিতে তারল্য সংরক্ষণের ধরন

সমিতিগুলোর তারল্য সংরক্ষণ খুবই একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। সমবায় বিধি ৬৭ অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ তারল্য সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বেশিরভাগ সমিতি অর্থাৎ শতকরা ৫৪ ভাগ সমবায় সমিতি তারল্য সংরক্ষণ করে এবং অবশিষ্ট ৪৬ শতাংশ সংরক্ষণ করে না। এখানে সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তাদের দায়িত্ববোধের ব্যাপারে আরো সচেতন হওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কারণ এ বিধির ব্যত্যয়ে তাদের দায় এড়ানো সুযোগ নেই।

সারণি-৪৩: অধিক্ষেত্রাধীন সমিতিতে তারল্য সংরক্ষণের ধরন সম্পর্কে মতামত

তারল্য সংরক্ষণের ধরন	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	৫৮	৫৪
না	৫০	৪৬
সর্বমোট	১০৮	১০০

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯)

৪.০৪.১৯: অধিক্ষেত্রাধীন সমিতিতে তারল্য সংরক্ষণ না করার কারণ

সমবায় বিধি অনুযায়ী তারল্য সংরক্ষণ না করার কারণ অনেক। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি যে কারণটির কথা উত্তরদাতাগণ বলেছেন তা হলো 'সমবায় আইন ও বিধি সম্পর্কে অজ্ঞতা' (৩৪%)। এরপর রয়েছে 'ব্যবস্থাপনা কমিটির অনীহা' (২৬%), 'সমিতির সম্পূর্ণ মূলধন ঋণ খাতে বিনিয়োগকরণ' (১২%), 'অধিক মুনফার লোভে' (১২%), ' সমবায় আইন ও বিধির প্রয়োগ না হওয়া' (১২%) ইত্যাদি (সারণি-১২)। এ ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সমবায় আইন ও বিধি সম্পর্কে অজ্ঞতা থাকা কোনোভাবেই কাম্য নয়। সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রতিনিয়ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এটি সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তাদের দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে যে, যেকোনো সমিতি গঠন হলে তার ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের সমবায় বিধি ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এ ছাড়া সমবায় অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষায় বিষয়গুলো ধরা পড়ার কথা। কিন্তু গবেষণার ফলাফল এর ব্যতিক্রমি চিত্র প্রকাশ করে।

সারণি-৪৪: অধিক্ষেত্রাধীন সমিতিতে তারল্য সংরক্ষণ না করার কারণ সম্পর্কে মতামত

চিহ্নিত কারণসমূহ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
সমবায় আইন ও বিধি সম্পর্কে অজ্ঞতা	১৭	৩৪
ব্যাংকে অলস টাকা পড়ে থাকবে চিন্তা করে	০৩	০৬
ব্যবস্থাপনা কমিটির অনীহা	১৩	২৬
মূলধনের অভাব	০৩	০৬
সমিতির সম্পূর্ণ মূলধন ঋণ খাতে বিনিয়োগ করণ	০৬	১২
অধিক মুনফার লোভে	০৬	১২
প্রশিক্ষণের অভাব	০২	০৪
সমবায় আইন ও বিধির প্রয়োগ না হওয়া	০৬	১২

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা- ৫০, একাধিক উত্তর)

৪.০৪.২০: সমিতির সদস্যদের সাথে কর্মকর্তাদের নিয়মিত যোগাযোগের ধরন

সমবায় সমিতির সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে সমবায় বিভাগীয় বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীর সাথে সমিতি পর্যায়ে নিবিড় যোগাযোগের উপর ও নিয়মিত উদ্বুদ্ধকরণের উপর। এক্ষেত্রে প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায়, শতকরা ৯২ ভাগ বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারী মাঠ পর্যায়ে সমবায় সমিতির সাথে নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে এবং অবশিষ্ট শতকরা ০৮ ভাগের নিয়মিত যোগাযোগ নেই। উত্তরদাতাদের এ উত্তর তাদের ১৭,১৮ ও ১৯নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত জবাবের সাথে সাংঘর্ষিক। সমিতির সাথে সমবায় কর্মকর্তাদের নিবিড় যোগাযোগ থাকলে তারা সমবায় আইন ও বিধি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কথা নয়।

লেখচিত্র-২৯: সমিতির সদস্যদের সাথে কর্মকর্তাদের নিয়মিত যোগাযোগ সম্পর্কে মতামত

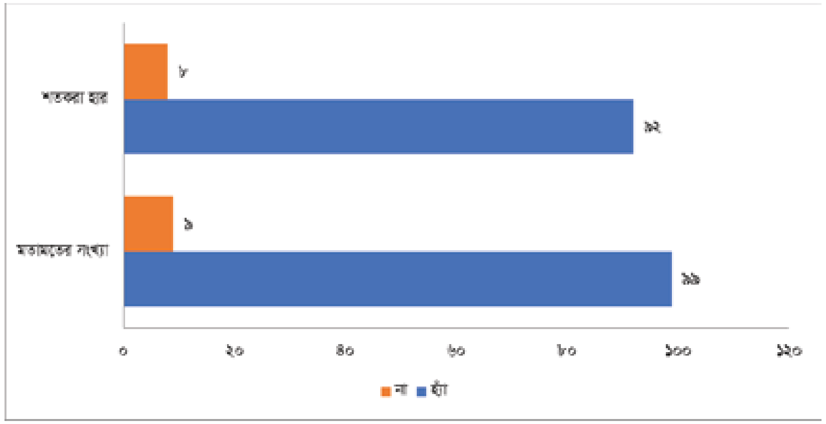

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা- ১০৮)

৪.০৪.২১: নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যম

যেসব বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীর মাঠ পর্যায়ে যোগাযোগ হয় তারা বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে থাকে। প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায়, তথ্য-প্রযুক্তি তথা মোবাইলের যুগে টেলিফোনিক যোগাযোগই সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে যা শতকরা ৭৬ ভাগ। কিন্তু এর পাশাপাশি সমিতিতে গিয়ে উদ্বুদ্ধকরণ (৭২%), সমবায় অফিসে মৌখিক আলাপ (৩৬%) এবং প্রযুক্তিগত যোগাযোগ (১৭%) ইত্যাদি মাধ্যমও রয়েছে (সারণি-৪৩)। অর্থাৎ সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে মাঠ পর্যায়ের সমিতিগুলোর তাৎক্ষণিক বা যখন প্রয়োজন তখন পাওয়া যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে। অন্তত যোগাযোগের কার্যকর মাধ্যম ব্যবহারে ক্ষেত্রে কোনো ধরনের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয় না। এ ক্ষেত্রেও প্রাপ্ত ফলাফল সাংঘর্ষিক মনে হয়। সমবায় কর্মকর্তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ থাকলে সমবায় আইন ও বিধি সম্পর্কে তাদের ঘাটতি থাকার কথা নয়। বিষয়টি উত্তরদাতাদের উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে শঠতার আশ্রয় নেয়ার দিকে ইংগিত করে।

সারণি-৪৫: নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যম সম্পর্কে মতামত

চিহ্নিত যোগাযোগের মাধ্যম	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
টেলিফোনিক যোগাযোগ	৭৫	৭৬
সমবায় অফিসে মৌখিক আলাপ	৩৬	৩৬
সমিতিতে গিয়ে উদ্বুদ্ধকরণ	৭১	৭২
প্রযুক্তিগত যোগাযোগ	১৭	১৭
পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে	০৭	০৭

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা- ৯৯, একাধিক উত্তর)

৪.০৪.২২: সমিতি সংক্রান্ত সমবায়ীদের উদ্বুদ্ধ/ পরামর্শ প্রদান ও কর্মকর্তার অফিস থেকে সেবা প্রাপ্তি

সমবায়ীদের উদ্বুদ্ধ বা পরামর্শ প্রদানের ক্ষেত্রে দেখা যায়, শতভাগ উত্তরদাতা উদ্বুদ্ধ/ পরামর্শ প্রদান করে থাকে। এ ছাড়া কর্মকর্তা অফিস থেকে সময়মতো সঠিক সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে শতকরা ৯৮ ভাগ সমবায়ী পেয়ে থাকেন বলে উল্লেখ করেন। এটি একটি ইতিবাচক দিক। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও উত্তর প্রশ্নবিদ্ধ।

লেখচিত্র-৩০: সমিতি সংক্রান্ত সমবায়ীদের উদ্বুদ্ধকরণ/পরামর্শ প্রদান ও সেবা প্রাপ্তিরহার

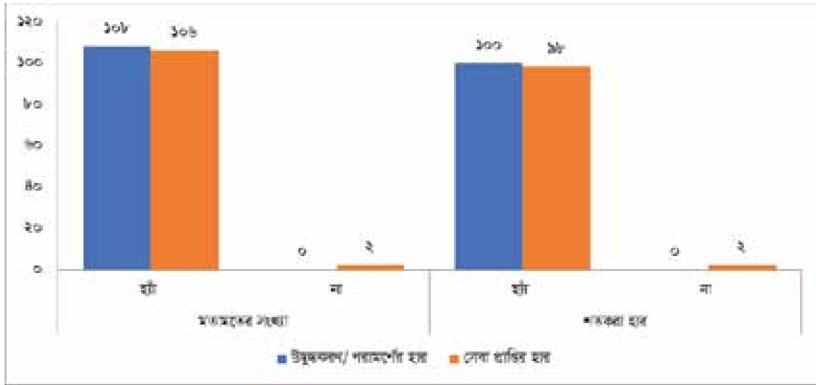

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা- ১০৮)

৪.০৪.২৩: সমিতির মাসিক সভা/ বার্ষিক সাধারণ সভায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার উপস্থিতি

সমিতির মাসিক সভা/ বার্ষিক সাধারণ সভায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার উপস্থিতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এতে সমিতির অনেক সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান পাওয়া যায়। সদস্যদের আত্ম বিশ্বাস বাড়ে। এ সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, শতকরা ৮০ ভাগ উত্তরদাতা সমিতির মাসিক/ বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকেন। অবশিষ্ট ২০ ভাগ উপস্থিত থাকেন না বলে মত ব্যক্ত করেন। ১৭,১৮,১৯ নং অনুচ্ছেদে প্রদত্ত জবাবের সাথে এটিও সাংঘর্ষিক।

সারণি-৪৬: সমিতির মাসিক সভা/ বার্ষিক সাধারণ সভায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার উপস্থিতির ধরন

উপস্থিতির হার	**মতামতের সংখ্যা**	**শতকরা হার**
হ্যাঁ	৮৬	৮০
না	২২	২০

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা- ১০৮)

৪.০৪.২৪: সফল সমিতির প্রাতিষ্ঠানিক স্বরূপ উপলব্ধি

একটি সফল সমবায় সমিতির প্রাতিষ্ঠানিক রূপ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা একজন সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তার থাকা খুবই যুক্তিসঙ্গত। কারণ এটি না থাকলে টেকসই সমবায় সমিতি গঠন করতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারবেন না। সফল সমিতির প্রাতিষ্ঠানিক রূপ সম্পর্কে ১৬টি মতামত পাওয়া যায় (সারণি-১৫)। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৯০%) প্রাতিষ্ঠানিক স্বরূপ বলতে 'আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী বিধিবদ্ধ কাজসমূহ ধারাবাহিকভাবে সম্পাদন' কে বুঝিয়েছেন এবং এর পরই রয়েছে ' সমিতির উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন' (৮৫%), ' নিজস্ব অফিস ঘর' (৮৪%), 'সমিতির নামিয় ব্যাংক একাউন্ট' (৮৩%), 'দক্ষ ও নিয়মিত ব্যবস্থাপনা কমিটি' (৮৩%) ও 'কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা সৃজন' (৮২%) উল্লেখযোগ্য। শতকরা ৮০% উত্তরদাতা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ বলে বুঝিয়েছেন, 'সদস্য ও জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্যতা/ আস্থা/সামাজিক কর্মকাণ্ড'। অর্থাৎ সফল সমিতির প্রাতিষ্ঠানিক রূপ সম্পর্কে প্রাপ্ত ধারণাগুলো একজন মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সমবায় সমিতিকে টেকসই করতে উৎসাহিত করবে। নিজেদের প্রকৃত প্রাতিষ্ঠানিকি করনে ভূমিকা পালন করতে এগিয়ে আসতে পারবে।

সারণি-৪৭: সফল সমিতির প্রাতিষ্ঠানিক রূপ সম্পর্কে মতামত

প্রাতিষ্ঠানিক রূপ সম্পর্কে মতামত	**মতামতের সংখ্যা**	**শতকরা হার**
সমিতির সুনাম (Good Will)	৮০	৭৪
সদস্য ও জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্যতা/আস্থা/সামাজিক কর্মকান্ড	৮৬	৮০
আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী বিধিবদ্ধ কাজসমূহ ধারাবাহিকভাবে সম্পাদন	৯৭	৯০
সমিতির নিজস্ব শ্লোগান/সমিতির সাইনবোর্ড/সীল মোহর/ লোগো/সদস্যদের আইডি কার্ড/সমবায় পতাকা/ জাতীয় পতাকা থাকা	৬১	৫৭
সমিতির উন্নয়ন পরিকল্পনা দলিল	৪৯	৪৫
সমিতির উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন	৯২	৮৫
স্থায়ী সম্পদ (জমি, যানবাহন ইত্যাদি)	৬২	৫৭
নিজস্ব অবকাঠামো (দালানকোঠা ইত্যাদি)	৫৮	৫৪
নিজস্ব অফিস ঘর	৯১	৮৪
সমিতির নামিয় ব্যাংক একাউন্ট	৯০	৮৩
সমিতির সদস্যদের জন্য আয়বর্ধক কর্মসূচি	৮০	৭৪
দক্ষ ও নিয়মিত ব্যবস্থাপনা কমিটি	৯০	৮৩
দক্ষ কর্মকর্তা/কর্মচারী	৮৩	৭৭
কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা সৃজন	৮৯	৮২
কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য সার্ভিস রুল (Service Rule)	৭৯	৭৩
ব্যবস্থাপনা কমিটি ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	৮১	৭৫

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা- ১০৮)

৪.০৪.২৫: সফল সমবায় সমিতি করতে গিয়ে অনুভূত প্রতিবন্ধকতা

সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তাদের মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে হলে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। গবেষণায় ২৪টি ছোট-বড় এমন প্রতিবন্ধকতা উঠে আসে যেগুলো অনুভূত হওয়ার অভিজ্ঞতা মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হয়েছে। উল্লেখযোগ্য অনুভূত প্রতিবন্ধকতার মধ্যে রয়েছে 'সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব' (৩২%), 'প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের অভাব' (৩০%), 'সমবায় আইন ও বিধি না মানা' (২৩%) 'সমবায় বিভাগের জনবলের অভাব' (২২%), 'সমিতির ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করা' (১৯%), 'আন্তঃবিরোধের সৃষ্টি' (১৮%), 'ব্যবস্থাপনা কমিটির সততা, নিষ্ঠা ও জবাবদিহিতার অভাব' (১৭%) ইত্যাদি (সারণি-১৬)। অর্থাৎ সমিতি পর্যায়ে এসব প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে তুলেই সমবায় সমিতিগুলোকে সফল করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন সমবায় বিভাগীয় মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ। এটি থেকে বোঝা যায় যে, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কাজ করার প্রয়োজনীয় দক্ষতা মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের রয়েছে যা সমবায় সমিতিকে টেকসই করার জন্য ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে।

সারণি-৪৮: সফল সমবায় সমিতি গঠনে অনুভূত প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে মতামত

প্রতিবন্ধকতার ধরন	**মতামতের সংখ্যা**	**শতকরা হার**
প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের অভাব	৩২	৩০
আন্তঃবিরোধের সৃষ্টি	১৯	১৮
সাধারণ সদস্য ও ব্যবস্থাপনা কমিটির মধ্যে দূরত্ব	১৫	১৪
সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের অভাব	১৩	১২
ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন সচল না হওয়া	০৭	০৭
ঋণ কার্যাক্রম/অর্থ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দক্ষতার অভাব	০৬	০৬
সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব	৩৪	৩২
রাজনৈতিক প্রভাব	০৮	০৭
সমিতির ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করা	২০	১৯
কার্যবিবরণী হালনাগাদ উপস্থাপন না করা	০৬	০৬
ব্যবস্থাপনা কমিটির সততা, নিষ্ঠা ও জবাবদিহিতার অভাব	১৮	১৭
সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের অভাব	১৩	১২
সমবায় বিভাগের জনবলের অভাব	২৪	২২
প্রভাবশালীদের প্রভাব	১১	১০
তদারকির অভাব	০৯	০৮
সরকারি আর্থিক সহযোগিতার অভাব	০৭	০৭
সমবায় আইন ও বিধি না মানা	২৫	২৩
অফিসের যানবাহন না থাকা	১৮	১৭
নিয়মিত সভা না করা (সাপ্তাহিক, মাসিক ও বার্ষিক)	১৪	১৩
সময়মত সঞ্চয় আদায় ও ফেরৎ না দেওয়া	১০	০৯
অপরিকল্পিতভাবে ঋণ প্রদান/বিনিয়োগ	১৪	১৩
সদস্যদের সচেতনতার অভাব	০৮	০৭
সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্যের নায্যমূল্য না পাওয়া	০৯	০৮
সমিতির পর্যাপ্ত পুঁজির অভাব	১৫	১৪

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা- ১০৮)

৪.০৪.২৬: টেকসই ও সফল সমিতি গঠনের জন্য করণীয়

সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ মাঠ পর্যায়ে তাদের নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করছেন। সমবায় সমিতিকে টেকসই ও সফল করতে হলে ২৩টি করণীয় উল্লেখ করেন। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৩৬%) 'সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ' কে প্রধান করণীয় হিসেবে উল্লেখ করেন। এরপর উল্লেখযোগ্য করণীয়গুলো হলো 'সমবায় বিভাগে জনবল বাড়ানো দরকার' (২৮%), 'সমবায় আইন ও বিধি যথাযথ পালন করা' (২৭%), 'প্রশিক্ষণের দরকার' (২৫%), 'সমিতির ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা' (২৩%), 'ব্যবস্থাপনা কমিটির সততা, নিষ্ঠা ও জবাবদিহিতা থাকা দরকার' (২১%) ইত্যাদি (সারণি-১৭)। এ ফলাফল থেকে এটি স্পষ্ট যে, সমবায় আন্দোলনকে টেকসই করতে হলে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ যেসব করণীয় উল্লেখ করেছেন তার সবগুলো বাস্তবায়নযোগ্য। যে যে পর্যায় থেকে বাস্তবায়ন করা সম্ভব তা করা প্রয়োজন।

সারণি-৪৯: টেকসই ও সফল সমিতি গঠনের জন্য করণীয় সম্পর্কে মতামত

করণীয় সম্পর্কে মতামত	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ	১০	০৯
সরকারিভাবে ঋণ প্রদান	১৩	১২
সফল সমবায় সমিতির নির্ণায়ক নির্ধারণ দরকার	১২	১১
যোগ্য নেতৃত্বের দরকার	২১	১৯
প্রশিক্ষণের দরকার আইন ও বিধিমালা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ	২৭	২৫
অবহিতকরণ ও উদবুদ্ধকরণ দরকার	১২	১১
সমবায় সমিতি অ	৩৯	৩৬
রাজনৈতিক প্রভাব না থাকা	১২	১১
সমিতির ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা	২৫	২৩
ব্যবস্থাপনা কমিটির সততা, নিষ্ঠা ও জবাবদিহিতা থাকা দরকার	২৩	২১
সঠিক পরিকল্পনা ও যথাযথ বাস্তবায়ন দরকার	১৫	১৪
সমবায় বিভাগে জনবল বাড়ানো দরকার	৩০	২৮
প্রভাবশালীদের প্রভাব না থাকা	১২	১১
নিয়মিত তদারকির ব্যবস্থা করা	১৩	১২
চাহিদামত সরকারি আর্থিক সহযোগিতা দরকার	১৭	১৬
সমবায় আইন ও বিধি যথাযথ পালন করা	২৯	২৭
অফিসের পর্যাপ্ত যানবাহনের ব্যবস্থা করা	২০	১৯

সমবায় বিভাগ ও সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক বৃদ্ধিকরা দর	০৯	০৮
নিয়মিত সফল সভা করা	১৬	১৫
নিয়মিতভাবে সঞ্চয় আদায় ও ফেরৎ দেয়া	১১	১০
পরিকল্পিতভাবে ঋণ প্রদান ও বিনিয়োগ করা	১৮	১৭
সদস্যদের পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করা	১৫	১৪
সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্যের নায্যমূল্য নিশ্চিত করা	১০	০৯

(মাঠ সমীক্ষা, ২০১৯; গণসংখ্যা- ১০৮, একাধিক উত্তর)

৪.০৫: উপসংহার

আলোচ্য অধ্যায়টি বর্তমান গবেষণার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। গবেষণার আলোকে চাহিত তথ্যাদি অত্র অধ্যায়ে পরিসংখ্যানগত ও গ্রাফিক্যালি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে চাহিত তথ্যের বিশ্লেষণ করে গবেষণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ফলাফল পাওয়া গেছে। উত্তর দাতাদের প্রদত্ত তথ্য শ্রেণিগতভাবে বিন্যস্ত করে অনুকল্পের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ফলাফল পাওয়া গেছে।

পঞ্চম অধ্যায়
সফল সমবায় সম্পর্কে অংশীজনের ভাবনা

৫.০১: প্রারম্ভিকা

'সমবায় সমিতি হচ্ছে গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত স্বেচ্ছা প্রণোদিত কতিপয় ব্যক্তিবর্গের ঐক্য বা একতার মাধ্যমে সংগঠিত একটি স্ব-শাসিত ও স্বায়ত্বশাসিত বা স্বাধীন সংগঠন, যা ঐ জনগোষ্ঠীর সাধারণ অর্থনেতিক,সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চাহিদা বা উচ্চাভিলাষ পুরণের লক্ষ্যে যৌথ মালিকানা, গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ও পেশাদারী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিচালিত।' এ জন্যই বলা হয়ে থাকে সমবায় সমিতি হচ্ছে সদস্যদের জন্য, সদস্যদের দ্বারা এবং সদস্যদের কল্যাণে পরিচালিত সংগঠন। (A Cooperative Society is the organization of the cooperators, for the cooperators and by the cooperators). আর তাই সার্বিক বিচারে সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য পরিচালিত সমবায় সমিতিকে সফল করতে দরকার প্রাতিষ্ঠানিক অবয়ব। আর এ জন্য প্রয়োজন সমবায় কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণের বহুমুখিকরণ।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে সমবায়ের গুরুত্ব, প্রাসঙ্গিকতা ও অমিত সম্ভাবনা উপলব্দি করে সদস্যদের পক্ষে সমবায়ী মালিকানাকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানের মাধ্যমে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

বাস্তব সত্য যে, পূর্বে জনগণের ভাগ্য উন্নয়ন ও সামাজিক অগ্রগতিতে সমবায় যেভাবে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে, বর্তমানে বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও মুক্তবাজার অর্থনীতিতে সেরূপ কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে সফল হচ্ছে না। এ প্রেক্ষিতে ও বাস্তবতায় সমবায়ের মাধ্যমে জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের আলোকে লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজন সমবায় কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণের প্রাতিষ্ঠানীকিকরণ।

এই প্রাতিষ্ঠানীকিকরণের জন্য প্রয়োজন সমবায়কে একমুখিতা থেকে বহুমুখি কার্যক্রমে সম্প্রসারণ। এ প্রেক্ষিতে সমবায়কে চাহিদা ভিত্তিক করা সময়ের দাবী। সমবায় সমিতির সফলতার সংজ্ঞা নিরুপণে তাই সমবায় অংশীজনের মতামত মূল্যায়ন অতীব জরুরী। আমরা গবেষণা কর্মটি সম্পাদনের ক্ষেত্রে সমবায়কে 'সমবায়ীর সমবায়ে' রূপান্তরকরণের আর্তি দেখেছি। অত্র অধ্যায়ে আমরা সফল সমবায় নিয়ে বিভিন্ন অংশীজনের মতামত নেবার প্রয়াস পেয়েছি। অংশীজন হিসেবে সমবায় অধিদপ্তর, সফল সমবায়ী এবং উদ্যোক্তা সংস্থা বিভিন্ন এনজিও-এর সফল সমবায় ভাবনা/মানদ- আলোচিত হয়েছে।

৫.০২: সমবায় অধিদপ্তরের সফল সমবায় সমিতি নিয়ে সাম্প্রতিক ভাবনা

বিগত ২৭/০২/২০১৯ তারিখে সমবায় অধিদপ্তরে 'আদর্শ সমবায় সমিতির মানদণ্ড নির্ধারণ' শীর্ষক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সমবায় অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন এবং তাদের সুচিন্তিত মামত

প্রদান করেন। উক্ত কর্মশালার ফলাফল হিসেবে সমবায় অধিদপ্তর 'আদর্শ ও সফল' সমবায় সমিতির মানদণ্ড ও করণীয় নিয়ে একটি প্রতিবেদন ও সুপারিশ প্রণয়ন করেছেন। বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্রে উক্ত সুপারিশমালা ও প্রতিবেদন গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারে। আমরা সমবায় অধিদপ্তরের প্রতিবেদনটি আমরা এখানে সমবায় অধিদপ্তরের সফল সমবায় সমিতি সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে তুলে ধরছিঃ

৫.০২.১: ভূমিকা

১৯০৪ সালে ভারতীয় উপমহাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে সমবায় আন্দোলনের সূচনা হয়। কালের বিবর্তনে বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলন বর্তমানে মহীরুহে পরিণত হয়েছে। আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথা দারিদ্র্য দূরীকরণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বেকারত্ব নিরসন, নারীর ক্ষমতায়ন, মূলধন গঠন ও বিনিয়োগ, পরিবেশ সুরক্ষা আন্দোলন, যৌতুক বিরোধী প্রচারণা, নিরক্ষতা দূরীকরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমবায়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য। উন্নয়নে সমবায়ের আবশ্যকতা অনুধাবন করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সনের সংবিধানে ১৩(২) নং অনুচ্ছেদে সমবায় ভিত্তিক মালিকানা পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। তারই ধারাবাহিকতায় উন্নত/স্বাবলম্বী বাংলাদেশ গড়ায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সমৃদ্ধির বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য অর্জনের সম্ভাবনাময় অন্যতম মাধ্যম সমবায়। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জনেও সমবায় একটি অন্যতম মাধ্যম হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

বর্তমানে বাংলাদেশে সমবায় সমিতির সংখ্যা ১৭৪৬০৪ টি। নিবন্ধিত বিপুল সংখ্যক সমবায় সমিতি থাকলেও বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলনের বর্তমান অবস্থা তেমন শক্তিশালী নয়। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় খাত অত্যন্ত কার্যকর ও শক্তিশালী মাধ্যম হলেও বিভিন্ন কারণে যথার্থ ও ফলপ্রসূভাবে সমবায়কে কাজে লাগিয়ে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। এর অন্যতম কারণ হল মোট সমিতির সংখ্যার তুলনায় সফল সমিতির সংখ্যা উল্লেখযোগ্য নয়। সামগ্রিক উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার সমবায়। মানব সমাজ সৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকে সকল শ্রেণি পেশার মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সমবায়ই সবচেয়ে কাযকর ভূমিকা পালন করেছে। তবে কালের পরিক্রমায় ৯০ এর দশকে সমাজতন্ত্রের পতন ও পুঁজিবাদের বিকাশে সমবায় আন্দোলনে স্থবিরতা আসলেও সময়ের চাহিদায় তা আবার উজ্জীবিত হয়েছে। সমাজের সার্বিক উন্নয়নে বিশেষত: টেকসই উন্নয়নে বিদ্যমান সমবায় সমিতিগুলোকে আদর্শ সমিতি হিসাবে গড়ে তোলা অত্যাবশ্যক। তাই সমবায়ের সফলতা কী, এর নিয়ামকই বা কী, কিভাবে তা অর্জন করা যায়- সে সম্পর্কে সকল সমবায় সমিতির সদস্য বিশেষ করে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের অবগত থাকা একান্তভাবে জরুরি। পাশাপাশি সমবায় সমিতির নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে সমবায় বিভাগে কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে আদর্শ সমবায় সমিতি সম্পর্কে সচেতন ও অবগত থাকা একান্ত আবশ্যক। কাজেই সফল সমবায় সমিতি গড়ে তোলার জন্য আদর্শ সমবায় সমিতির জন্য মানদন্ড স্থির করা জরুরী হয়ে পড়েছে। সে লক্ষ্যে আলোচনা ও প্রায়োগিকভাবে অংশগ্রহণের ভিত্তিতে কর্মশালার মাধ্যমে আদর্শ সমবায় সমিতির মানদন্ড নির্ধারণ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৫.০২.২: বর্তমান প্রেক্ষাপটে সমবায়-আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট

জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী বিশ্বের প্রায় ৩০০ কোটি মানুষ সমবায়ের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। বিশ্বের ৩০০টি সমবায় প্রতিষ্ঠানের সম্পদের পরিমাণ ৩০-৪০ হাজার কোটি মার্কিন ডলার। আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রীর হিসাব অনুসারে কানাডা, নরওয়ে ও জাপানে প্রতি ৩ জনের ১ জন সমবায়ী। যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানীতে প্রতি ৪ জনের ১ জন সরাসরি সমবায়ের সাথে সম্পৃক্ত। গনচীনে ১৮০ মিলিয়ন, ভারতে ২৩৬ মিলিয়ন, মালয়শিয়ায় ৫.৪ মিলিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্রে ৯.৮ মিলিয়ন জনগণ সমবায়ের সদস্য। জাপানে কৃষি কাজে নিয়োজিতদের ৯০% সমবায়ী। বেলজিয়ামে সমবায়ের মালিকানায় পরিচালিত ঔষধ শিল্পবাজারের ১৯.৫% শেয়ার অধিকার করে আছে। ব্রাজিলে সমবায় সমিতিসমূহ কৃষিতে ৪০% এবং কৃষিজাত পণ্য রপ্তানীতে ৬% অবদান রাখছে। কানাডার সমবায় সমিতিসমূহ বিশ্বের ৩৫% ম্যাপেল সুগার উৎপাদন করে। কেনিয়ার ৪৫% দেশজ উৎপাদন এবং ৩১% জাতীয় সঞ্চয় সমবায় সমিতিসমূহ থেকে আসে। তেমনিভাবে কোরিয়ার প্রায় ৯০% খামার চাষী কৃষি সমবায়ের সদস্য এবং ৭১% মাছের বাজার মৎস্য খাতে সমবায়ীরা নিয়ন্ত্রণ করে। ডেনমার্ক ও নরওয়ের ৯৫% দুধ উৎপাদন ও বাজারজাত করে সমবায়ীরা।

৫.০২.৩: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

২০১৭-২০১৮ বছরের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে জাতীয় সমবায় সমিতি ২২টি, কেন্দ্রীয় সমিতি ১,১৮৬টি ও প্রাথমিক সমবায় সমিতি ১,৭৩,৩৯৬টি যার মোট সংখ্যা ১,৭৪,৬০৪টি। এই সমিতিগুলোর সাথে ৮৪,০১,৪০৯ জন পুরুষ ও ২৪,৩৩,৩৪১ জন নারী সদস্য জড়িত আছেন। যাদের মোট সংখ্যা ১,০৮,৩৪,৭৫০ জন। এই সমিতিগুলোর অধীনে ভৌত সম্পদের পরিমাণ ৩,২৬,৪২৭.৯৪ লক্ষ টাকা, বিনিয়োগকৃত টাকার পরিমাণ- ১,৯৪,৫০৭.৮১ লক্ষ টাকা এবং ব্যাংক এ গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ ১,০৪,৬০০.২৪ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ সমিতিগুলোর অধীনে মোট টাকার পরিমাণ ৬,২৬,৫৩৫.৬৬ লক্ষ টাকা। এই সমিতিগুলো কর্মসংস্থান তৈরীতে ব্যাপক অবদান রেখেছে। সমিতিসমূহের অফিসে চাকুরীরত ৮০,৪৭১ জন। সমিতির প্রকল্পে কর্মরত আছে ৩০,১০০ জন। সমিতির সহায়তায় সৃষ্ট সদস্যদের প্রকল্পে চাকুরীরত ১,০৪,৪১৭ জন। সমিতির মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে ৭,০৬,৮৫৮ জন। অর্থাৎ মোট কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে ৯,২১,৮৪৬ জন।

উপর্যুক্ত পরিসংখ্যান দেখে বাংলাদেশে সমবায়ের চিত্র আপাত দৃষ্টিতে আশাব্যঞ্জক মনে হলেও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় দেশে সমবায়ের চিত্র খুবই নাজুক। ডিসেম্বর/২০১৮ এর তথ্য অনুযায়ী দেশে অকার্যকর সমিতির সংখ্যা ৪৭,২৩৬টি। এই সংখ্যা মোট সমবায় সমিতির ২৭.২৪%। আর যে সকল সমবায় সমিতি আছে তাদের মামলার সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য। উল্লেখ করার মত খুব কম সংখ্যক সমিতি আছে যাদেরকে আদর্শ বলা যেতে পারে। কাজেই সমবায় খাতে সংশিষ্ট জনবল-নিয়ন্ত্রনকারী কর্তৃপক্ষ ও সমবায় সদস্যগণ, এ খাতটিকে বাংলাদেশের উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার নিমিত্তে আদর্শ সমবায় সমিতির মানদন্ড অনুসরন করে একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে সক্ষম হবে। একটি সময়োপযোগী ও অনুসরণযোগ্য আদর্শ সমবায় সমিতির মানদন্ড নির্ধারণ সমবায় খাতের জন্য সময়ের দাবী।

৫.০৩: আদর্শ সমবায় সমিতির মানদন্ড নির্ধারণের জন্য বিবেচ্য বিষয়

একটি সমবায় সমিতি সফল হওয়ার জন্য এর যেমন অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত হওয়া দরকার তেমনি এর সাংগঠনিক ভিত্তিও শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন। সমবায় সংগঠন একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা। কাজেই এর সকল কর্মকান্ড পরিচালনায় সুশাসন নিশ্চিত করা জরুরি। এজন্য সমবায় আইন ও বিধিসহ দেশের প্রচলিত আইন কানুন মেনে চলাও আদর্শ সমবায় সমিতির জন্য অপরিহার্য। এ সকল বিষয় বিবেচনা করে আদর্শ সমিতির মানদন্ড নির্ধারণে ০৭টি ক্ষেত্রকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। উক্ত ০৭টি বিষয়ের অধীনে নিম্নোক্ত সুনির্দিষ্ট মানদন্ড ও নিয়ামক নির্বাচন করা হয়েছে:

৫.০৩.০১: সাংগঠনিক অবস্থা

৫.০৩.০১.০১: সুসংগঠিত ব্যবস্থাপনা কমিটি:

নিজেদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে কমপক্ষে ২০ জন ব্যক্তি নিয়ে একটি প্রাথমিক সমবায় সমিতির যাত্রা শুরু করে। সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সমিতিটি নিবন্ধন পূর্ব কার্যক্রম সম্পন্ন করে। তদনুযায়ী জেলা সমবায় কার্যালয় হতে নিবন্ধন লাভের মধ্য দিয়ে সমবায় সমিতি হিসেবে আত্ম প্রকাশ করে। অতপর নিবন্ধনের প্রথম ২ বছর নিয়োগকৃত ব্যবস্থাপনা কমিটি দ্বারা সমিতি পরিচালিত হয়। পরবর্তীতে সদস্যদের ভোট প্রয়োগের দ্বারা ৩ বছরের জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটি নির্বাচিত হয়। এ ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কমিটির দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, আন্তরিকতা, সততা নিষ্ঠা ও প্রাতিষ্ঠানিক যোগ্যতা আদর্শ সমবায় সমিতি গঠনের মূল নিয়ামক। ব্যবস্থাপনা কমিটিতে কার্যক্রম আরম্ভ করার সময় তাদের প্রত্যেকের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ ও ব্যাংক হিসাবের সংখ্যা এবং ব্যাংক হিসাব বিবরণী দাখিলের বিধান সংযোজন করা যেতে পারে।

সমবায় সমিতি আইন অনুযায়ী নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে বার্ষিক সাধারণ সভা সম্পন্ন করতে হবে। প্রতি বছর উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভাটি অংশগ্রহণমূলক ও সক্রিয়ভাবে হচ্ছে কিনা তা দেখার বিষয়। সমিতির সদস্যগণ স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করতে পারলে সমিতিতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা বিরাজ করছে বলে বিবেচিত হবে। ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের বাৎসরিক কার্যক্রমের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা বার্ষিক সাধারণ সভার অন্যতম উদ্দেশ্য।

৫.০৩.০১.০২: গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা

সমবায়ের অন্যতম মূলনীতি 'গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রন' নিশ্চিতকরণে প্রতি ৩ বছর অন্তর ব্যবস্থাপনা কমিটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে। এ ক্ষেত্রে নির্বাচনটি প্রকৃত অর্থেই অর্থবহ হচ্ছে কিনা তা বিবেচনা যোগ্য। সমবায় সমিতির এ নির্বাচন নের্তৃত্বের বিকাশ ও পরিবর্তনে কতখানি ভূমিকা পালন করছে তা বিবেচনাযোগ্য।

৫.০৩.০১.০৩:নিয়মিত নিরীক্ষা সম্পাদন

প্রতিটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ন্যায় সমবায় সমিতিতে সার্বিক শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা অপরিহার্য । আর তাই প্রতি বছর সঠিক ও সময়মত নিরীক্ষা সম্পাদন হওয়া জরুরী । একইসাথে সমবায় সমিতি আইন ও বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা কমিটিকে নিয়মিতভাবে সভা আহবান ও কাযবিবরণী যথাযথভাবে লিপিবদ্ধকরণ এবং তা বাস্তবায়ন করা অপরিহার্য। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিটি গঠন করার আবশ্যকতা রয়েছে ।

৫.০৩.০১.০৪: কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য

আদর্শ সমবায় সমিতি প্রতি অর্থ বছরে তাদের কর্ম সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট প্রণয়ন করবে এবং তার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য তদারকি অব্যাহত রাখবে । এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সমবায় সমিতি কর্তৃক একটি তদারকি উপ কমিটি গঠন করতে হবে । আদর্শ সমবায় সমিতি কোন না কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য গঠিত হয় । এ লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য অবশ্যই উক্ত সমিতির নিজস্ব স্লোগান, মিশন ও ভিশন থাকতে হবে । সমিতি উক্ত মিশন ও ভিশন বাস্তবায়নের জন্য সদা তৎপর থাকবে ।

৫.০৩.০২: অর্থনৈতিক অবস্থা

সমবায় সমিতি মূলত: একটি আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান। তাই সমিতিকে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাযক্রম পরিচালনা করতে হয় । প্রতিটি অর্থনৈতিক কাযক্রম কতটুকু স্বচ্ছ, আইন ও বিধি মোতাবেক করা হচ্ছে তা একটি আদর্শ সমিতির অন্যতম মানদন্ড ।

৫.০৩.০২.০১: মুলধন গঠন

অর্থনৈতিক কাযক্রম পরিচালনা করার প্রাথমিক ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল মূলধন গঠন করা । শেয়ার বিক্রয়, সঞ্চয় আমানত গ্রহণ, ক্ষেত্র বিশেষে ঋণ গ্রহণ এর মাধ্যমে সমবায় সমিতি তার মূলধন গঠন করতে পারে ।

৫.০৩.০২.০২: বিনিয়োগ

সমবায় সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য মূলধন বিনিয়োগ করা অন্যতম কার্যক্রম । সমিতির সদস্যদের সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগে যথাযথ সতকর্তা অবলম্বন করতে হবে । আইন ও বিধি সাপেক্ষে বিনিয়োগ করতে হবে । কি পরিমান বিনিয়োগ করা যায় সেটিও বিবেচনা করতে হবে ।

৫.০৩.০২.০৩: ঋণ কার্যক্রম

ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রায় সকল সমবায় সমিতির প্রধান কাজ । এ কার্যক্রম সঠিক ও নিয়মমাফিক পরিচালনার উপর সমতির সমিতির অর্থনৈতিক স্বার্থ নির্ভর করে । এক্ষেত্রে অনুসরনীয় বিষয়গুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো- কোন সদস্যের

শেয়ার মূলধনের ৪০ গুণের বেশি ঋণ না দেয়া, ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণের প্রবণতা হ্রাস করা । এ ক্ষেত্রে সমবায় সমিতি আইন,২০০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩) এর ২৬ ধারা এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা,২০০৪ এর ৭০-৭৫ বিধি ১০০% মেনে চলা ইত্যাদি ।

৫.০৩.০২.০৪:. অন্যান্য

মুনাফা অর্জন, লভ্যাংশ বিতরণ, তারল্য বজায় রাখা, হাতে নগদের পরিমান, অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করা একটি আদর্শ সমবায় সমিতির বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত ।

৫.০৩.০৩: আইন ও বিধির প্রতিপালন

বাংলাদেশে সমবায় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩) এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ বিদ্যমান রয়েছে । এ আইনের অনুশাসন মেনে পরিচালিত হলে সমবায় সমিতিগুলোর জন্য সফল হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় । সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রণীত সমবায় আইন ও বিধি এবং নীতিমালার অনুশাসন সঠিকভাবে অনুসরন করে কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রয়োজন । সে লক্ষ্যে সাফল্য অর্জনের জন্য যে সকল ধারা বা বিধি বা নির্দেশনা উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে সেগুলো অনুসরণের বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হতে হবে । কোন সমবায় সমিতিকে আদর্শ সমিতি হতে হলে অবশ্যই আইন ও বিধির সকল ধারা/বিধি যথাযথভাবে অনুসরণ পূর্বক এর প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে । এছাড়া সমিতির উপ আইনে বর্ণিত নিয়মাবলীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে ।

৫.০৩.০৪:প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

সমবায় সমিতির দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত সমবায় অধিদপ্তরের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে সমবায় সমিতির সদস্যদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় । কোন সমবায় সমিতিকে আদর্শ সমিতি হতে হলে এর ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের সমিতি ব্যবস্থাপনায় ও প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে দক্ষ হতে হবে । কাজেই সমবায় দপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ তাদের এ উদ্দেশ্য পূরণে সহায়তা করতে পারে । পাশাপাশি অন্যান্য সমবায়ী সদস্যগণ বৃত্তিমূলক ও আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে উৎপাদনমূখী কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হতে পারে । যা সমবায় সমিতির সাফল্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখতে পারে ।

৫.০৩.০৫: উন্নয়ন /সম্প্রসারণমূলক কাযক্রম

সমবায় গঠনের মূল উদ্দেশ্য হল সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন করা । একটি সমবায় সমিতিকে আদর্শ সমবায় সমিতি হতে হলে অবশ্যই চলমান উন্নয়ন কর্মসূচি থাকতে হবে । চলমান উন্নয়ন কমসূচির সংখ্যা, ধরণ, অগ্রগতি, উপযোগিতা

ইত্যাদি বিষয়ের পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন আদর্শ সমবায় গঠনের নিয়ামক। সদস্যের আত্মকর্মসংস্থানের পাশাপাশি প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান তৈরী নিয়মিত উদ্যোগ/কর্মকান্ড চলমান থাকা আদর্শ সমবায় সমিতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৫.০৩.০৬: সামাজিক কার্যক্রম

সমবায় আদর্শের জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তি হলো এটি একটি টেকসই ও বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তোলার বাস্তবিক পদ্ধতি। উন্নত সমাজ ও জীবসত্বার অস্তিত্ব রক্ষার প্রধান নিয়ামক পরিবেশ ও প্রতিবেশ। এই নিয়ামকগুলোর নিরাপত্তা বিধান মানুষের নৈতিক দায়িত্ব। সমবায়ী হিসাবে সমবায় সমিতি এ ক্ষেত্রে কতটুকু দায়িত্ব পালন করছে তা আদর্শ সমবায় সমিতি নির্ধারনে বিবেচ্য বিষয়। সমাজের সার্বিক কল্যাণে একটি আদর্শ সমবায় সমিতিকে অবশ্যই কিছু অঙ্গিকার নিয়ে কাজ করতে হবে। তথ্য প্রযুক্তির এ যুগে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের বিকল্প নেই। তাই প্রতিটি সমিতিকে যত শীঘ্র সম্ভব সমিতির প্রতিটি কাজে কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের ব্যবহার নিশ্চিতকরণে সচেষ্ট হতে হবে। আদর্শ সমবায় সমিতি হিসেবে বিবেচনার জন্য তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্যোগ ও উৎসাহ প্রদানে সমিতির অবদান বিবেচ্য।

৫.০৩.০৭: অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ তৈরি

প্রাথমিক সমবায় সমিতির রেগুলেটরী কর্তৃপক্ষ হলো জেলা সমবায় অফিসার। আর উপজেলা সমবায় অফিসার এ ক্ষেত্রে ছায়াসঙ্গীর মত কাজ করে। সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে সমিতির ভাল মন্দ অভিজ্ঞতা শেয়ার করে সফলতার দিকে এগিয়ে যেতে হলে এদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। বিভিন্ন সরকারী বা স্থানীয় পর্যায়ের সুযোগ ফলপ্রসুভাবে কাজে লাগাতে হলে ইউএনও, উপজেলা চেয়ারম্যান সহ অন্যান্য স্থানীয় প্রশাসনের কার্যালয়গুলোর সাথে কার্যকর সম্পর্ক সৃষ্টি করতে হবে। এছাড়া আর্থিক উন্নয়নের স্বার্থে স্থানীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথেও সমবায় সমিতিগুলোর যথাযথ ও কার্যকর সম্পর্ক/সংযোগ স্থাপন করতে হবে।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আদর্শ সমবায় সমিতির মানদণ্ডসমূহকে ম্যাট্রিক্স আকারে নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

সারণী-৫০: আদর্শ সমবায় সমিতির মানদণ্ড

বিবেচ্য বিষয়	মানদন্ড/সূচক	নিয়ামক	পরিমাণ
অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ তৈরি	১. সুসংগঠিত ব্যবস্থাপনা কমিটি	১. নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান	প্রতি বছরে ১ টি
		৩. ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠান	প্রতি মাসে ১ টি
		৪. সভার কাযবিবরণী লিপিবদ্ধকরণ	প্রতি সভা
		৫. নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ	ব্যবস্থাপনা কমিটির অংশ নারী সদস্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
		৪. চাকুরী বিধি	চাকুরী বিধি বিদ্যমান ও অনুসরন করা হয়।
	২. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা	১. নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটি	নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটি বিদ্যমান
	৩. নিয়মিত নিরীক্ষা সম্পাদন	১. বার্ষিক নিরীক্ষাঃ প্রতি বছর নিয়মিত ও যথাযথ নিরীক্ষা সম্পাদনে সহযোগিতার ব্যবস্থাকরণ।	প্রতি বছরে ১ টি পুর্ণাঙ্গ অডিট হতে হবে
	৪. কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য	১. সমিতির নিজস্ব ভিশন ও মিশন বিদ্যমান	ভিশন ও মিশন থাকতে হবে
		২. বাজেট প্রণয়ন ও তদারকি অবস্থা	সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় বাজেট উপস্থাপন ও অনুমোদন করা থাকতে হবে। তদারকির জন্য দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।
		৩. সমিতির কার্যালয় বিদ্যমান	নিবন্ধিত ঠিকানায় সমিতির কার্যালয় থাকতে হবে।
		৪. ব্যাংক হিসাব বিদ্যমান	অন্তত একটি ব্যাংক হিসাব থাকবে
		৫.হিসাব বিবরণী হালনাগাদকরণ	হালনাগাদ হিসাব বহি থাকতে হবে।
		৬. অফিস ব্যবস্থাপক বিদ্যমান	অন্তত একজন অফিস ব্যবস্থাপক থাকবে।
		৭. সমিতির সাইনবোর্ড বিদ্যমান	নিবন্ধিত ঠিকানায় সহজে দৃষ্টিগ্রাহ্য স্থানে সমিতির কার্যালয়ের সাইনবোর্ড থাকবে।
		৮. নারী সদস্যভুক্তি	সম্ভ্যাব্য ক্ষেত্রে মোট সদস্যদের অন্তত: ১০% নারী সদস্য থাকতে হবে।
অর্থনৈতিক ভিত্তি	১. মুলধন গঠন	১. শেয়ার মূলধন আদায়	অনুমোদিত শেয়ার মুলধনের ৩০% পরিশোধিত।
	১. মুলধন গঠন	১. শেয়ার মূলধন আদায়	অনুমোদিত শেয়ার মুলধনের ৩০% পরিশোধিত।
		২. সঞ্চয় আমানত আদায়	বিগত ৫ বছর যাবৎ সমিতির অন্তত ৭৫% সদস্য কর্তৃক উপ আইনের বিধান অনুযায়ী নিয়মিত সঞ্চয় আমানত জমা করতে হবে।
		৩. সংরক্ষিত ও অন্যান্য তহবিল গঠন	সমবায় আইন ও বিধি মোতাবেক সংরক্ষিত ও অন্যান্য তহবিল থাকতে হবে।
		১. লাভজনক খাতে বিনিয়োগ	নিজস্ব মুলধনের অন্তত ৫০% (অনধিক ৭৭%) লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করতে হবে।
		১. ঋণ কার্যক্রম পরিস্থিতি	সমবায় আইন ও বিধি মোতাবেক সমবায় সদস্যদের মধ্যে ঋণ কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।
		২. ঋণ আদায় পরিস্থিতি	আদায়যোগ্য ঋণের অন্তত: ৯০% আদায় হতে হবে।

	৪. অন্যান্য	১. হাতে নগদ স্থিতি	হাতে নগদ হিসেবে ৫ (পাঁচ) দিনের প্রাত্যহিক কার্যাদি সম্পাদনের প্রয়োজনীয় অর্থের বেশী রাখা যাবেনা।
		২. নীট লাভ	বিনিয়োগকৃত অর্থের অন্তত: ১০% নীট লাভ অর্জন করতে হবে।
		৩. তারল্য	আইন ও বিধি মোতাবেক তারল্য বজায় রাখতে হবে।
		৪. লভ্যাংশ বিতরণ	ঘোষিত লভ্যাংশের অন্তত: ৯৫% বিতরণ করতে হবে।
		৫. অভ্যন্তরীণ নীরিক্ষা	বছরে অন্তত: একবার অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পাদিত হতে হবে
আইন ও বিধির প্রতিপালন		১. সমবায় আইন, বিধিমালা, উপ আইন, বিভাগীয় সার্কুলারসহ আদেশ নির্দেশ প্রতিপালন/ অনুসরন	
			বিগত ৫ বছরে নিরীক্ষা প্রতিবেদনে সমবায় আইন, বিধিমালা, উপ-আইন, বিভাগীয় সার্কুলারসহ আদেশ নির্দেশ প্রতিপালন/ অনুসরণ বিষয়ে কোন নেতিবাচক মন্তব্য থাকতে পারবেনা।
		২. নিরীক্ষা সম্পাদন	বিগত ৫ বছর নিয়মিতভাবে নিরীক্ষা সম্পাদিত হবে।
		৩. নির্বাচন অনুষ্ঠান	বিগত ২ মেয়াদে নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে।
		৪. ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা	সমিতির সদস্যদের মধ্যে ঋণ কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।
		৫। অডিট সেস পরিশোধ	ধাযকৃত অডিট সেস পরিশোধের হার শতভাগ হতে হবে।
		৬। সিডিএফ পরিশোধ	ধার্যকৃত ৩% CDF পরিশোধের হার ১০০% হতে হবে।
প্রশিক্ষণ বিবরণ	১. প্রশিক্ষিত সদস্য	৭। নিরীক্ষা প্রতিবেদনের মন্তব্য প্রতিপালন	নিরীক্ষা প্রতিবেদনে প্রদত্ত মন্তব্য ১০০% প্রতিপালন করতে হবে।
		১। প্রশিক্ষিত ব্যবস্থাপনা কমিটি	ব্যবস্থাপনা কমিটির অন্তত ৫০% সদস্য প্রশিক্ষিত হতে হবে।
	২. প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ	১। সদস্যদের আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান	সমিতির সাধারণ সদস্যদের জন্য বছরে অন্তত: ২ টি সমবায় ব্যবস্থাপনা বা দক্ষতা বৃদ্ধিমুলক প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে।
উন্নয়ন /সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ	১. উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ	১। সমিতির উন্নয়ন কর্মসূচী	সমিতির স্থায়ী উন্নয়নের কর্মসূচী থাকতে হবে
		২। সাধারণ সদস্যদের উন্নয়ন কর্মসূচী	সমিতির সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচী থাকতে হবে।
	২.আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি	১। সদস্যদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি	সমিতির মোট সদস্যদের অন্তত: ১০% সদস্যের আত্ম কর্মসংস্থানে প্রত্যক্ষ ভুমিকা থাকতে হবে।
	৩. প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি	১। প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি	সমিতিতে কর্মসংস্থানের নজির থাকতে হবে।
সামাজিক কার্যক্রম	১. সামাজিক অঙ্গিকার প্রতিপালন	১. সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা	পরিবেশ ও প্রতিবেশ উন্নয়ন/ নারীর ক্ষমতায়ন/ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সেবামূলক কর্মসূচীতে সংশিষ্টতা থাকতে হবে।
		২. তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে আগ্রহ	তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের নজির থাকতে হবে।

অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ তৈরি	১. সংশিষ্ট সমবায় অফিসার এর সাথে সংযোগ তৈরী	১। জেলা/উপজেলা সমবায় অফিসারের সাথে যোগাযোগ	বছরে অন্তত: ২ বার জেলা/উপজেলা সমবায় অফিসারের সাথে যোগাযোগ/সভার নজির থাকতে হবে।
	২. স্থানীয় প্রশাসন এর সাথে সংযোগ তৈরী	১। উপজেলা ও জেলা প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ	উপজেলা ও জেলা প্রশাসনের দপ্তরগুলোর সাথে অভিজ্ঞতা শেয়ার করার জন্য যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।

৫.০৩.০৪: উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, সমবায়ের মূল চেতনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন আদর্শ সমবায় সমিতি গঠন করা। কেননা হতদরিদ্র থেকে শুরু করে যে কোন মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে সমবায় শুধু কাযকর মাধ্যমই নয় বরং উপযুক্ত হাতিয়ার। নানা সমস্যার বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে আমাদের উচিত সাধারণ মানুষকে সচেতন করে সমবায় আন্দোলন জোরদার করা। সমবায়ই পারে সকলকে নিয়ে সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে। সামগ্রিক উন্নয়নই হল সমাজের উন্নয়ন তথা রাষ্ট্রের উন্নয়ন। দক্ষিণ কোরিয়া যেখানে উন্নয়নের চরম শিখরে পৌছাতে সমবায়কে ব্যবহার করেছে সেখানে আমরা কেন বিপুল সংখ্যক সমিতি থাকার পরও পিছিয়ে থাকবো। সমবায় আদর্শকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করে আদর্শ সমবায় সমিতির বৈশিষ্ট্য অনুসরন করে জীবনযাত্রার উন্নয়নে সমবায় ভিত্তিক কর্মকান্ড পরিচালনা করে আমরা শুধু দারিদ্র দুর করতেই সক্ষম হবোনা একটি উন্নত জাতি হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে স্থায়ী অবস্থান নিতেও সক্ষম হবো।

৫.০৪ঃ সফল সমবায়ীদের ভাবনাঃ

বাংলাদেশে সমবায় সমিতির সংখ্যা প্রায় ১,৭৪,০০০ টির মতো। কিন্তু এর মধ্যে সফল সমবায় সমিতির সংখ্যা হাতে গোনা। সমবায় সমিতির সংখ্যা কম হওয়ার কারণে সফল সমবায়ীর সংখ্যাও কম। এটি একটি চক্রের মতো: কম সফল সমবায় সমিতি মানে কম সফল কম সমবায়ী-আবার কম সফল সমবায়ী মানে কম সফল সমবায় সমিতি। আমরা এখানে একটি সমবায় সমিতির একজন সফল সংগঠক 'জসিম উদ্দিন শেখ' এর সমবায় ভাবনা তুলে ধরছিঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

২০০৩ ও ২০১০ সালে জাতীয় সমবায় পুরস্কার প্রাপ্ত

চান্দ্রা শিক্ষিত বেকার যুব বহুমুখ সমবায় সমিতি লিঃ

স্বনির্ভর ও দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প

কার্যালয় ঃ সমিতির নিজস্ব ভবনের ৪র্থ তলা, চান্দ্রা বাজার, পোস্ট- চান্দ্রা(৩৬৫১), উপজেলা- ফরিদগঞ্জ, জেলা- চাঁদপুর।
রেজিঃ নং ৫২৭/০১ (সংশোধিত) ৫২৭/চট্ট/০৫/তাং ২৯.১১.২০১৫খ্রি., মোবাইল- ০১৭১২-৫৮৮৩২১

স্মারক নং- তারিখ ঃ

সফল সমবায় সমিতির বৈশিষ্ট্য

০১। সুষ্ঠভাবে নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটির ৩টি মেয়াদ পূর্ণ হয়েছে এমন সমিতি।

০২। ধারাবাহিক নীট লাভ হয় এমন সমিতি।

০৩। প্রত্যেক বছর শেয়ারের লভ্যাংশ প্রদান করা হয় এমন সমিতি।

০৪। সমিতির সদস্যদের মধ্যে পেশাদার রাজনৈতিক ব্যাক্তি না থাকা এমন সমিতি।

০৫। সমিতির সদস্যদের মধ্যে সমবায় পেশাদারীত্ব এবং সমিতির কর্মকান্ডে সমিতির পেশাদারীত্ব সদস্য বেশী থাকা সমিতি।

০৬। সমিতির ব্যবসায়ীক কর্মকান্ডের সাথে সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড করে এমন সমিতি।

০৭। সমিতির নিজস্ব সার্ভিস রুল আছে এবং ব্যবস্থাপনা কমিটি ও কর্মকর্তা কর্মচারীদের মধ্যে সমন্বয় আছে এমন সমিতি।

০৮। সমিতির দক্ষ, সৎ ও আদর্শ সদস্য থেকে ব্যবস্থাপনা কমিটি নির্বাচিত হয় এমন সমিতি।

০৯। সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সমিতির সদস্যদের মধ্যে বিরোধ না থাকা সমিতি।

১০। সমিতির মূলধন বিনিয়োগ ঝুঁকি বিবেচনা করে বিনিয়োগ করা হয় এমন সমিতি।

১১। সমিতির সার্বিক কার্যক্রম পূর্ব পরিকল্পনার মাধ্যমে তৈরী করে তা অনুমোদনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয় এমন সমিতি।

১২। সমিতির মূলধন সংগ্রহের মুনাফা ও বিনিয়োগ মুনাফা দেশের অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে এমন সমিতি।

১৩। সমিতির মূলধন সংগ্রহের মুনাফা এবং বিনিয়োগ মুনাফার নূন্যতম ৫% ব্যবধান থাকে অর্থাৎ মূলধন সংগ্রহের মুনাফা থেকে বিনিয়োগ মুনাফা ৫% বেশী ব্যবধান থাকে এমন সমিতি।

১৪। সমিতির কর্জ বিনিয়োগ এর খেলাপীর হার ৫% বা তার নিচে থাকে এমন সমিতি।

১৫। সমবায় সমিতি আইন, সমবায় সমিতি বিধামালা এবং সমিতির উপ-আইন ৭০% প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন হয় এমন সমিতি।

১৬। নিজস্ব মূলধন এর ৫০% সমপরিমান অর্থ সংরক্ষণ তহবিল সৃষ্টি হয়েছে এমন সমিতি।

১৭। নিজস্ব মূলধন ও ধারনকৃত মূলধন সমান সমান হয়েছে এমন সমিতি।

১৮। দক্ষ ও সৎ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মূল্যায়ন করে তাদের চাহিদা পূরণ করা হয় এমন সমিতি।

মোঃ জসিম উদ্দিন শেখ
সভাপতি
ব্যবস্থাপনা কমিটি
চান্দ্রা শিক্ষিত বেকার যুব বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

৫.০৫ঃ জরিপ অধিক্ষেত্রের সমবায় সমিতি গঠনকারী উদ্যোক্তা সংস্থা/এনজিও এর ভাবনাঃ

সমবায় অধিদপ্তরের নিজস্ব কর্মসূচির বাইরেও বাংলাদেশে অনেক উদ্যোক্তা সংস্থা/এনজিও রয়েছে যারা তাদের নিজস্ব কর্মসূচির আওতায় সমবায় সমিতি গঠন করে থাকে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে-স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি/পানি উন্নয়ন বোর্ডের পানি ব্যবহারকারী সমবায় সমিতি/
আমরা আমাদের গবেষণার অংশ হিসেবে উদ্যোগী বেসরকারি সংস্থা ওয়ার্ল্ড ভিশন ও এডরার কর্তৃপক্ষের সফল সমবায় সমিতি নিয়ে ভাবনার কথা জানতে চেয়েছিলাম। এসব এনজিও সমবায় সমিতি গঠনে কাজ করছে এবং দীর্ঘদিন ধরে গঠিত সমবায় সমিতি নার্সিং করে চলেছে। সফল ও টেকসই সমবায় গঠনের বিষয়ে তাদের মতামত নেয়া হয়। এসব মতামত পর্যালোচনায় দেখা যায়, তাঁরাও সফল ও টেকসই সমবায় সমিতি গঠনের জন্য নিয়মিত শেয়ার ও সঞ্চয়ের মাধ্যমে পূঁজি গঠন, সফল উদ্যেক্তা সৃষ্টি,যথাযথভাবে লাভ জনক খাতে বিনিয়োগ,দক্ষ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সক্রিয় সদস্যদের উপর গুরুত্বারোপ করেন। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তাঁরাও সমবায় কর্মকর্তা ও সমিতির উদ্যোক্তাদের মতামতের অনুরূপ মতামতই প্রদান করেন।

এছাড়াও তাঁরা সফল ও টেকসই সমবায় গঠনে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপরও তারা গুরুত্বারোপ করেন ঃ

ক) সমিতি সফল হওয়ার জন্য সমবায় দপ্তরের সাথে নিবিড় যোগাযোগ;
খ) নিবিড় তদারকি,যথাযথ দিকনির্দেশনা,দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা;
গ) আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে সদস্যদের সম্পৃক্ত করা;
ঘ) অন্যান্য সমমনা সফল সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে মত বিনিময় ও তাদের অভিজ্ঞতা গ্রহণ;
ঙ) দক্ষ ব্যবস্থাপনা কমিটি;
চ) নিজস্ব অফিস;
ছ) ব্যাংক হিসাব খোলা;
জ) নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভা করা;
ঝ) সক্রিয় সদস্য তৈরী করা।

৫.০৬ঃ উপসংহার

সমবায় সমিতি সমবায়ীদের জন্য-এটি একটি চরম সত্য দর্শন হলেও আমাদের দেশে সমবায়ীদের সমবায় ভাবনা খুব একটা আমলে নেওয়া হয়নি। অত্র অধ্যায়ে বিভিন্ন সমবায় সমিতির সফল সংগঠক ও উদ্যোগী সংস্থার সফল সমবায় ভাবনা সন্নিবেশিত হয়েছে। এছাড়াও সমবায় অধিদপ্তরর সফল সমবায় ভাবনার একটি গাইডলাইনও আমরা তুল ধরেছি।

ষষ্ঠ অধ্যায়
গবেষণার খসড়া রিপোর্টের ওপর কর্মশালা

৬.০১: প্রারম্ভিকা-কর্মশালার পটভূমি

'সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির নিয়ামককসমূহ' শীর্ষক গবেষণা কর্মটি সমবায় অধিদপ্তরের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কার্যক্রম। এ গবেষণায় একটি সমবায় সমিতির সফলতার জন্য কী কী মানদণ্ড প্রয়োজন, সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। গবেষকদল কর্তৃক তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণপূর্বক খসড়া প্রস্তুত করা হয়। এই খসড়া রিপোর্টের প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশকে অধিকতর প্রায়োগিক, ফলপ্রসূ এবং কার্যকর করার জন্য বিভিন্ন অংশীজনের মতামত গ্রহণ একটি প্রচলিত মানদণ্ড। এ উদ্দেশ্যে গবেষণার খসড়া রিপোর্টের ওপর একটি কর্মশালা বিগত ২৩/০৪/২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোট বাড়ী কুমিল্লার সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন সমিতি/সংস্থা ও সরকারী প্রতিষ্ঠানের মোট ২৪ জন সদস্য ৪টি দলে বিভক্ত হয়ে উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। (পরিশিষ্ট-০৬)। অংশগ্রহণকারী সদস্যবৃন্দ তাদের মূল্যবান মতামত ও সুপারিশ প্রদান করে কর্মশালাকে প্রাণবন্ত ও ফলপ্রসূ করে তোলেন।

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির মাননীয় অধ্যক্ষ জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির উপাধ্যক্ষ ও গবেষণা পরিচালক জনাব মোঃ আবুল হোসেন পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপন করেন। সমবায় অধিদপ্তর, বিভাগীয় ও জেলা- উপজেলা সমবায় কার্যালয়, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কালব, ওয়ার্ল্ড ভিশন ও বিভিন্ন সমবায় সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। গবেষক দলের সদস্যবৃন্দ কর্মশালার বিভিন্ন বিষয় সমন্বয় করেন। বিশেষজ্ঞ প্যানেলের সদস্য হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জিল্লুর রহমান পল, লেকচারার, জাতীয় কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

৬.০২: কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণ ও অভিমত

'সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির নিয়ামকসমূহ' শীর্ষক কর্মশালায় উপস্থিত বিশেষজ্ঞ প্যানেলের সদস্য এবং বিভিন্ন প্রতিনিধিবৃন্দ অভিমত প্রকাশ করেন যে, সফল সমবায় হতে পারে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গার হাতিয়ার। 'গবেষণা কি এবং কেন করা হয় এর আলোকে অভিমত আসে যে, নতুন কিছুর সন্ধান,পুরনো বিষয় নতুন করে জানা, জ্ঞান সৃষ্টি ইত্যাদি ইত্যাদি হচ্ছে গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য হচ্ছে 'সফল ও টেকসই সমবায় কীভাবে দাঁড়িয়েছে তা জানানো যাতে রসদ নিয়ে এগিয়ে যাওয়া যায়।'

কর্মশালার উপস্থিত সকলের পর্যবেক্ষণ ও অভিমত সারাংশ আকারে নিম্নভাবে পাওয়া যায়ঃ

(১) সফল সমিতির মানদণ্ড হিসেবে প্রাপ্ত ফলাফল বিষয় ভাবনার বিস্তর জায়গা রয়েছে। যেমন-

- ❖ সমিতির মূলধনে নিয়মিত শেয়ার ক্রয়ের সুবিধা ৭১% জানে না?
- ❖ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মাত্র ১৩% মূলধন গঠনে সহায়তা পেয়েছে যা খুবই কম।
- ❖ উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে বিনিয়োগ মাত্র ১৯ % ভাগ- এদিকে নজর দিতে হবে।
- ❖ ঋণ আদায়ের কার্যকর পদ্ধতির উদ্ভাবনা প্রয়োজন।
- ❖ নিয়মিত অডিট সংশোধনী দাখিল ১৪% না-বাচক উত্তরের বিষয়ে সচেতনতা প্রয়োজন।
- ❖ প্রত্যাশিত প্রশিক্ষণ পাচ্ছে না ।
- ❖ শেয়ার ক্রয়ে উদ্বুদ্ধকরণে সমবায় কর্মকর্তাদের অনীহা/তারা এ বিষয় জানেনেই না।

বর্তমান সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটের আলোকে সফল সমবায় গঠনের বিষয়ে সার্বিক মতামত হলোঃ

- ● SDG এর খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ২০৩০ তে অর্জন করতে হবে। সমবায়কে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন।
- ● অধিদপ্তর ও সমবায় প্রতিষ্ঠানের ইতিবাচক ভূমিকা।
- ● আরো গবেষণা দরকার- অব্যাহতভাবে চালাতে হবে। এর ফলে একাডেমিক কার্যক্রমেরও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

৬.০৩: কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশমালা

২৪ জন অংশগ্রহণকারী ৪টি দলে ভাগ হয়ে কর্মশালার বিষয়ে মতামত ও সুপারিশ প্রদান করেন। চারটি দলের জন্য চারটি বিষয় নির্ধারণ করে মতামত চাওয়া হয়েছিল। চারটি বিষয় হলো- (১) দল-১ঃ সমবায় সমিতির সফলতার জন্য মূলধন গঠনের কৌশল নির্ধারণ; (২) দল-২ঃ লাভজনক সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ার লক্ষ্যে সুষ্ঠু বিনিয়োগের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ; (৩) দল-৩ঃ সফল সমবায় সমিতি গঠনে সমিতির সদস্য, ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের ভূমিকা; (৪) দল-৪ঃ সমবায় সমিতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ক্ষেত্রে করণীয় নির্ধারণ।

চারটি দলের মতামত ও সুপারিশ হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ পাওয়া যায়:

(১) মূলধন গঠনের কৌশল নির্ধারণের অংশীজনঃ

(ক) সাধারণ সদস্য; (খ) ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য (গ) সমবায় বিভাগ (কর্মকর্তা/কর্মচারী)

(২) সাধারণ সদস্যদের করণীয়

(ক) সমবায় সমিতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা ও জ্ঞান

(খ) সমবায় সমিতির গঠনতন্ত্র অর্থাৎ উপ আইন সম্পর্কে ধারণা ও জ্ঞান

(গ) সমিতির উপ আইনে বর্ণিত মূলধন গঠন, শেয়ার ও সঞ্চয় জমাকরণের ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ

(ঘ) সমিতিতে শেয়ার ও সঞ্চয় জমাকরণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রমাণক সংরক্ষণ

(৩) ব্যবস্থাপনা কমিটির করণীয়

(ক) সমবায় সমিতির আইন ও বিধি সম্পর্কে সম্যক ধারণা ও জ্ঞান;
(খ) সমবায় সমিতির পুঁজি বা মূলধন আহরণ ও বিনিয়োগে সঠিক পরিকল্পনা থাকতে হবে;
(গ) সমিতির সাধারণ সদস্যদের প্রণোদনা ও উৎসাহ প্রদান;
(ঘ) সদস্যদের মূলধন ঝুঁকিবিহীন ও লাভজনক বিনিয়োগ নিশ্চিত করা;
(ঙ) ঝুঁকিমুক্ত নতুন নতুন বিনিয়োগ ক্ষেত্র সন্ধান করা;
(চ) উৎপাদনমুখী, আয়-বর্ধনমূলক ও নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে নতুন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন/গ্রহণ;
(ছ) সদস্যদের শেয়ার ও সঞ্চয়ের উপর লভ্যাংশ/মুনাফা প্রদান নিশ্চিতকরণ;

(৪) সমবায় বিভাগের করণীয়

(ক) সমবায়ীদের সমবায় সমিতি আইন, বিধিমালা ও উপ আইন সম্পর্কে ধারণা প্রদান;
(খ) সমবায়ীদের মূলধন গঠন ও বিনিয়গের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ;
(গ) সঠিক বিনিয়োগে পরামর্শ প্রদান;
(ঘ) মূলধন গঠনে অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে অনুঘটকের ভুমিকা পালন;

(৫) সুষ্ঠু বিনিয়োগের উপাদানসমূহঃ

(ক) পরিকল্পনা গ্রহণ;
(খ) বিনিয়োগের ক্ষেত্র নির্বাচন;
(গ) মূলধন গঠন;
(ঘ) দক্ষ ব্যবস্থাপনা;
(ঙ) দক্ষ জনশক্তি;
(চ) স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ;

(৬) কৃষিভিত্তিক বিনিয়োগসমূহঃ

(ক) বৃক্ষরোপণ;
(খ) গবাদি পশু পালন;
(গ) পোল্ট্রি ফার্ম;
(ঘ) ডেইরি;
(ঙ) নার্সারি;
(চ) ফুল চাষ;
(ছ) অঞ্চল ভিত্তিক সবজি চাষ;
(জ) মৌ চাষ;
(ঝ) মৎস্য চাষ;

(৭) শিল্পভিত্তিক বিনিয়োগসমূহ

(ক) হস্তশিল্প;
(খ) তাঁত শিল্প;
(গ) চা শিল্প;
(ঘ) গার্মেন্ট শিল্প;
(ঙ) সবজি ও ফল প্রক্রিয়াকরণ (সস্, আলু চিপস, গুড়া মষলা, জ্যালী, আচার, জুস ইত্যাদি);
(চ) বেকারী/ফুড ইন্ড্রাষ্ট্রিজ;
(ছ) দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন;
(জ) মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ;
(ঝ) চামড়া ।

(৮) আবাসন বিনিয়োগসমূহ

(ক) প্লট ক্রয়/বিক্রয়;
(খ) ফ্লাট ক্রয়/বিক্রয়;
(গ) পর্যটন/রিসোর্ট;
(ঘ) হোটেল/মোটেল;
(ঙ) পরিবহনখাতে বিনিয়োগসমূহ;
(চ) অটো রিক্সা/ভ্যান;
(ছ)ট্রাক/ কভার্ড ভ্যান;
(জ) বাস/গণ পরিবহন;
(ঝ) মাইক্রোবাস;

(৯) ব্যবসা ভিত্তিক বিনিয়োগসমূহ

(ক) ডিপার্টমেন্ট ষ্টোর;
(খ) ডিলার শিপ;
(গ) ফিলিং ষ্টেশন;
(ঘ) আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য ;
(ঙ)শিক্ষা ও খাতে বিনিয়োগসমূহ;
(চ) স্কুল;
(ছ) মেডিকেল কলেজ;
(জ) ডায়াগনিস্টিক সেন্টার;
(ঝ) ক্লিনিক;

(১০) সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের করণীয়

(ক) কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ

(১) বেজলাইন সার্ভে পরিচালনা;
(২) সমস্যাসমূহ ও সাফল্যের নিয়ামকসমূহ চিহ্নিতকরণ;
(৩) অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মপদ্ধতি পর্যালোচনা;
(৪) সমবায় দপ্তরসমূহের করণীয়সমূহ নির্ধারণ;

(খ) নীতি নির্ধারণ

(১) সমবায়ের ক্ষেত্রে সমবায় বিভাগের ভূমিকা নির্ধারণ;
(২) অকার্যকর/অস্তিত্বহীন সমিতির নিবন্ধন বাতিলকরণ;
(৩) সমবায়ের ক্যাটাগরি পুনর্বিন্যাস;
(৪) প্রতিটি ক্যাটাগরিতে অ্যাপেক্স বডি গঠন;
(৫) প্রতিটি সমিতিকে অ্যাপেক্স বডির অ্যাফিলিয়েশন;
(৬) সিআরআর গ্রহণ;
(৭) আবর্তক তহবিল গঠন;

(গ) সাংগঠনিক

(১) সমবায়ে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধকরণ;
(২) সমমনা ও সন্নিহিত ভৌগোলিক এলাকার সদস্যদের নিয়ে সমবায় গঠন;
(৩) অন্ততঃ এক বছর প্রস্তাবিত সমিতির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ;
(৪) সমবায় ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সমিতির সদস্যদের প্রাথমিক ধারণা প্রদান;
(৫) সমবায় সমিতির নিবন্ধন প্রদান;
(৬) নিবন্ধিত সমবায় সমিতিকে অন্ততঃ পাঁচ বছর নিবিড় পরিচর্যাকরণ;
(৭) প্রত্যেক উপজেলায় প্রতিটি ক্যাটাগরিতে অন্ততঃ একটি সমিতিকে মডেল সমবায় সমিতিতে রূপান্তর করা;

(ঘ) আর্থিক ব্যবস্থাপনা

(১)আমানত, ঋণ ও বিনিয়োগ নীতিমালা প্রণয়ন;
(২) সমিতিতে প্রয়োজনীয় কলমানি সরবারহ করা;
(৩) সমিতিতে শেয়ার/সঞ্চয় জমাদানে সদস্যদের উদ্বুদ্ধকরণ;
(৪) সমিতির মূলধন লাভজনক খাতে বিনিয়োগে পরামর্শ প্রদান;
(৫) সমিতির লভ্যাংশ বৃদ্ধি করতে ব্যবস্থাপনায় সহায়তাকরণ;
(৬) সমিতির নীট লাভ হতে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ;
(৭) বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংককে কার্যকর করা এবং প্রত্যেক উপজেলায় এর শাখা স্থাপন;

(ঙ) হিসাব সংরক্ষণ

(১) কম্বাইন্ড একাউন্টিং সফটওয়্যার ও অ্যাপস তৈরী;
(২) ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে লেনদেন নিশ্চিতকরণ;
(৩) মাসিক ও বার্ষিক হিসাব বিবরণী প্রণয়ন নিশ্চিতকরণ;
(৪)অভ্যন্তরীণ ও উন্মুক্ত নিরীক্ষা ব্যবস্থা পরিপালন;

(৫) পাশবহি, মেসেজিংয়ের মাধ্যমে স্থিতি নিশ্চয়ন;
(৬) শেয়ারের বাজারমূল্য নির্ধারণে সহায়তা করা;

(চ) প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা

(১) এমসি ও এজিএম নিয়মিত অনুষ্ঠান নিশ্চিতকরণ;
(২) যথাসময়ে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিতকরণ;
(৩) সমিতিকে প্রয়োজনীয় আইনী সহায়তা প্রদান;
(৪) সমিতির সার্ভিস রুলস অনুমোদন এবং কর্মী ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রণয়ন;
(৫) সমিতির রেজিস্টারসমূহ পরিপালনে সহায়তা প্রদান;
(৬) সমিতিতে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান;
(৭) জাতীয়ভাবে হেল্পডেস্ক চালুকরণ;

(১১) সাধারণ সদস্যদের করণীয়

(ক)সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা;
(খ)সমবায় আইন ও বিধি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ধারণা থাকা;
(গ) নিয়মিত শেয়ার ক্রয় ও সঞ্চয় জমা প্রদান;
(ঘ) সাধারণ সভা ও অন্যান্য সভাসমূহে নিয়মিত এবং সক্রিয় উপস্থিতি;
(ঙ) গৃহীত ঋণের সদ্ব্যবহার ও যথাসময়ে পরিশোধ করা;
(চ) শেয়ার সঞ্চয় জমাদান ও ঋণ পরিশোধে অন্যদেরকে উৎসাহিত করা;

(১২) ব্যবস্থাপনা কমিটির ভূমিকাঃ

(ক) সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা এবং তা অর্জনে বিভিন্ন মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
(খ) সমবায় আইন ও বিধি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা ও পরিপালন করা;
(গ) নিয়মিত শেয়ার ও সঞ্চয় জমাকরণ এবং অন্যদেরকে উৎসাহিতকরণ;
(ঘ) সমিতি ব্যবস্থাপনা ও হিসাব ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ;
(ঙ) সমিতির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
(চ) সাপ্তাহিক ও মাসিক সভা অনুষ্ঠান ও সক্রিয় অংশগ্রহণ;
(ছ) নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান ও উক্ত সভায় সর্বোচ্চ ও স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ;
(জ) মূলধন বিনিয়োগে নিজস্ব নীতিমালা প্রণয়ন;
(ঝ) কার্যকর ঋণ উপ-কমিটি গঠন ও ঋণাদায়ে নিয়মিত তদারকি করা;
(ঞ) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিটি গঠন;
(ট) সদস্য ও সমিতির কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ আয়োজন;
(ঠ) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা;
(ড) যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান;
(ঢ) হিসাবের অটোমেশন ও নিয়মিত হিসাব বিবরণী প্রণয়ন ও উন্মুক্তকরণ;

(ণ) নিয়মিত লভ্যাংশ বন্টন;
(ত) সমিতির আয় বৃদ্ধি ও ব্যয় সংকোচনে সচেষ্ট থাকা;

(১৩) সমবায় সমিতির প্রাতিষ্ঠানীকিরণের জন্য নিম্নোক্ত কজ করতে হবেঃ

(ক) সদস্যগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে;
(খ) প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের সততা নিষ্ঠা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে;
(গ) সমিতির উন্নয়ন ও পরিকল্পনার নীতিমালা এর সাথে সমিতির লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার তথ্য সংরক্ষিত থাকতে হবে;
(ঘ) সমিতির সদস্যগণ ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণের নিবন্ধিত উপ-আইন সম্পর্কে কোন ধারণা নাই। ফলে তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে তারা অবগত নয়। এক্ষেত্রে প্রত্যেক সদস্যকে উপ-আইন সরবরাহ করতে হবে;
(ঙ) সমিতির প্রকল্প গ্রহণ, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কমিটির মেয়াদ ০৫ বছর করা যেতে পারে;
(চ) নিয়মিত কার্যকর সভা অনুষ্ঠান নিশ্চিত করতে হবে;
(ছ) সমিতিতে ভাল কাজের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করা;
(জ) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমিতির সদস্যদের সমবায় আইন, বিধিমালা ও উপ-আইন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দিতে হবে;
(ঝ) আইন প্রয়োগে সমবায় বিভাগকে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

৬.০৪: উপসংহার

গ্রন্থের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় কারণ এ অধ্যায়ে বিভিন্ন অংশীজনের সরাসরি মতামত ও সুপারিশ উপস্থাপিত হয়েছে। কর্মশালায় সমবায় এবং প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি কর্মশালায় উপস্থিত হয়ে মূল্যবান মতামত দিয়েছেন। এ অধ্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের মতামত এ গবেষণায় তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছে।

সপ্তম অধ্যায়

সফল সমবায় সমিতির ওপর কেস স্টাডি

৭.০১: প্রারম্ভিকা

বর্তমানে বাংলাদেশে ২৯ ধরনের ও শ্রেণির প্রায় ১,৭৪,৩৯৪টি সমবায় সমিতি রয়েছে। এসব সমবায় সমিতির মধ্যে সফল বা আদর্শ সমবায় সমিতির সংখ্যা মুষ্টিমেয়। নানান প্রতিকুলতা ও সীমাবদ্ধতার মধ্যেও এসব সফল সমবায় সমিতি তাদের আর্থ-সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান নিশ্চিত করতে পেরেছে।
বর্তমান গবেষণার অংশ হিসেবে আমরা বাংলাদেশের কতিপয় সফল সমবায় সমিতির সফলতার কারণ অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছি। গবেষক দলের সদস্যবৃন্দ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের এসব সফল সমবায় সমিতি প্রাথমিক অবস্থা ও বর্তমান অবস্থার তুলনামূলক তথ্য পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং তাঁদের সফলতার পেছনের নিয়ামকসমূহ নির্ণয় করা চেষ্টা করেছেন।

৭.০২: সমবায় চা বাগান স্থাপনে পঞ্চগড় জেলার 'করতোয়া বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ' এর সাফল্যগাথা

দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে পঞ্চগড় জেলার সর্বত্রই সমতলভূমিতে চা-চাষ হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে পঞ্চগড় জেলার সমবায় সমিতিগুলোও পিছিয়ে নেই। তেমনই চা-চাষে সফল একটি সমবায় সমিতির নাম "করতোয়া বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ"। সমিতির সাফল্যগাথার ইতিবৃত্ত তুলে ধরেছেন গবেষক দলের পরিচালক জনাব মোঃ আবুল হোসেন, উপাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ি কুমিল্লা।

সমিতি গঠনের প্রেক্ষাপট

পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলার সোনাপোতা একটি অবহেলিত গ্রাম। ঐ গ্রামের জনাব মোঃ কাজিম উদ্দীন ঢাকায় চতুর্থ শ্রেণীর সরকারি চাকুরী (গাড়ী চালক পদে) করতেন। কিন্তু পারিবারিক সমস্যাজনিত কারনে ঢাকায় চাকুরী করা সম্ভব হয়নি। চাকুরী ছেড়ে দিয়ে বাড়ীতে এসে নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের লক্ষে কাজ শুরু করেন। সে লক্ষ সামনে নিয়েই গ্রামের লোকদের সংগঠিত করার কাজ শুরু করেন। স্বপ্ন দেখানো এই মানুষটি অচিরেই উদ্যোগী ২৫ জন সমমনা নিয়ে শুরু করেন মূলধন গঠনের কাজ। শুরুতে ২৯,২০০/-টাকা শেয়ার ও ১,০৮,০০০/-টাকা সঞ্চয় নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও এ ক্ষেত্রে তিনি দ্রুত সফলতাও লাভ করেন। প্রাথমিক লক্ষ ঠিক করেন একটি "ইট ভাটা" স্থাপনের। যৌথ মালিকানার বিষয়টি ভাবতে গিয়ে তিনি সমবায়কেই অগ্রাধিকার প্রদান করে। সমমনা ২৫জন উদ্যোগী লোকদের নিয়ে ২০১১ সালের ২৮/০৩/২০১১ তারিখের ১৯ নং আদেশ মূলে "করতোয়া বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ" নিবন্ধন গ্রহন করেন এবং সমবায় সমিতির মাধ্যমে "ইট ভাটা" স্থাপন করেন। শুরু হয় তার স্বপ্ন বাস্তবায়নের পালা। কিন্ত কয়েক বছর ইট ভাটায় কাঙ্খিত লাভ না হওয়ায় সমিতির সদস্যগণ সমিতির প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

কিন্তু তিনি হারাবার পাত্র নন। এই সময় "স্থানীয় সমবায় বিভাগ" অনাবাদী ও পতিত জমিতে চা চাষ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় সদস্যদের পরামর্শ নিয়ে "ইট ভাটা" বিক্রি করে সমিতির মাধ্যমে চা চাষ শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন।

সমবায় চা-বাগান ও চা-নার্সারী স্থাপন

সমিতির ২৫জন সদস্য চা-চাষের উপর প্রশিক্ষণ নিয়ে শুরুতেই সোনাপোতা এলাকায় ০৪ একর অনাবাদী জমি লীজ নিয়ে চা নার্সারী ও চা-বাগান শুরু করেন। এখান থেকে চা-চারা এবং কাচা চা-পাতা স্থানীয় বেসরকারী চা-কারখানায় বিক্রি করে সমিতি অনেক লাভবান হয়। এতে করে সমিতির সদস্যগণ সমিতির প্রতি তাদের আগ্রহ ফিরে পান। শুরু হয় আরেক সংগ্রাম। সমিতির সদস্য ২৫ জন হতে বর্তমানে ১৫০ জন সদস্যে উন্নিত হয়েছে। একই সাথে সমিতির মূলধনও বৃদ্ধি পেতে থাকে। বর্তমানে (৩ শে জুন ২০১৮ পর্যন্ত শেয়ার ৪০,৮০০/-টাকা এবং সঞ্চয় ২ কোটি ৪২ লাখ ৫০ হাজার। এরই ফলশ্রুতিতে এলাকার প্রায় ৩০০ একর অনাবাদী ও পতিত জমি লীজ নিয়ে চা-বাগান করা হয়। উক্ত চা-বাগান হতে ব্যাপক ভাবে কাচা চা-পাতা স্থানীয় চা-কারখানায় বিক্রি করে সমিতি লাভবান হন।

সমবায় চা কারখানা স্থাপন

পরবর্তীতে সমবায়ের মাধ্যমে পঞ্চগড় জেলায় ব্যাপক চা-চাষ হলে স্থানীয় পর্যায়ে চা-কারখানার মালিকগণ একটি সিন্ডিকেট করে কাঁচা চাপাতা ক্রয়ের ক্ষেত্রে শুরু করেন নানা ষড়যন্ত্র। একদিকে যেমন ৬০ কেজি কাঁচা চা-পাতা নিয়ে গেলে ৪০ কেজির দাম দেয়া হয় অন্যদিকে বাজার দরের চেয়ে দাম কম দেয়া হয়। এতে করে সমিতি হতে উৎপাদিত কাঁচা-চাপাতার সঠিক ও ন্যায্য মূল্য না পাওয়ায় সমিতি কম লাভবান হতে শুরু করে। বিষয়টি সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করা হলে সদস্যদের উৎসাহ ও সমবায় বিভাগের সরিসরি সহযোগিতায় চা-কারখানা স্থাপনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে চা-কারখানার প্রয়োজনীয় অবকাঠামা স্থাপন করা হয়েছে এবং কারখানা যন্ত্রাংশ বিদেশ হতে আনার প্রক্রিয়া রয়েছে। আশা করা যায় আগামী ৪/৫ মাসের মধ্যে চা-কারখানা চালু করা সম্ভব হবে।

সমিতির বর্তমান কার্যক্রম

বর্তমানে সমিতির মুল কার্যক্রম শেয়ার, সঞ্চয় আদায় করে মূলধন সৃষ্টি করা। গঠিত মূলধন দিয়ে সমবায় চা বাগানে বিনিয়োগের মাধ্যমে সভ্যগনের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করা। সমিতির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৫০ জন এবং চা চাষ করে এই ১৫০ জন সদস্যের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন সাধন হয়েছে। সমিতির বর্তমানে কার্যকরী মূলধনের পরিমান প্রায় ০৭(সাত) কোটি টাকা। অনাবাদি জমিতে চা-চাষ এর মাধ্যমে বর্তমানে সমিতির প্রায় ১০০ একর জমিতে চা-চাষ করে ১৫০ জন সমবায়ী সফল

হয়েছেন। এছাড়া, সমিতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত চা-বাগানে ৪০০ জন শ্রমিকের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে, যার অধিকাংশই নারী শ্রমিক। উল্লিখিত কার্যক্রমে অত্র সমিতি সরকার/ব্যক্তি/অন্য কোন বেসরকারী সংস্থা হতে কোন প্রকার আর্থিক সহায়তা গ্রহণ ব্যতীত সদস্যদের নিজস্ব পুঁজি, বিনিয়োগ, মেধা ও শ্রমের দ্বারা বর্তমান অবস্থানে উপনীত হতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়া সমিতি ২.৪২ একর জমি ক্রয় করে চা-কারখানা স্থাপন করার কার্যক্রম শুরু করেছে। ইতোমধ্যে কারখানার অবকাঠামো গঠিত হয়েছে।

প্রশিক্ষণ

যে কোন উন্নয়নের পূর্বশর্ত হল যথাযথ প্রশিক্ষণ। এই উপলব্ধি থেকে ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সাধারণ সদস্যবৃন্দ সমিতির আর্থিক অবস্থা সুদৃঢ় ও সকল সদস্যদের কর্ম ও উৎপাদনমূখী করার লক্ষ্যে এ সমিতির একাধিক সদস্য এ পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারী দপ্তর ও প্রতিষ্ঠান (বাংলাদেশ চা বোর্ড, পঞ্চগড়, আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তন, রংপুর ও ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ) হতে একাধিক বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। যেমনঃ-

ক) চা-চাষ
খ) হাঁস-মুরগী পালন
গ) গরু মোটাতাজাকরণ
ঘ) মৎস্য চাষ ইত্যাদি।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা

সমিতিতে বর্তমানে ৩০০ একর জমিতে চা বাগান করার পরিকল্পনা রয়েছে। ময়নামতি চা বাগান ঘেষে একটি লেক, ইকোট্যুরিজম পার্ক, ডেইরী-ফার্ম এবং করতোয়া নদীর উপর একটি ঝুলন্ত রোস্তোরা করার পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া, ভবিষ্যতে তাদের নিজস্ব জায়গায় স্কুল, কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ, বিশ্ববিদ্যায় সেবামূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে।

সমিতির কার্যক্রম বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ কি ছিল

- ❖ প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ ;
- ❖ সমিতির প্রতি সদস্যদের আস্থা অর্জন;
- ❖ স্থানীয় পর্যায়ে চা-কারখানার মালিকগণের সিন্ডিকেট;
- ❖ চা-বাগান এবং চা-কারখানা স্থাপনে সংশ্লিষ্ট দপ্তর সমূহের প্রয়োজনীয় অনুমোদনের আমলাতান্ত্রিক জটিলতা;
- ❖ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ;

সমবায় বিভাগ কিভাবে সহযোগিতা করতে পারে

- ❖ চা-বাগান ও চা-কারখানা, ময়নামতি চা বাগান ঘেঁষে একটি লেক, ইকোট্যুরিজম পার্ক, ডেইরী-ফার্ম এবং করতোয়া নদীর উপর একটি ঝুলন্ত রেস্তোরা, সমিতির নিজস্ব জায়গায় স্কুল, কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সেবামূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার প্রয়োজনীয় মূলধন গঠনে সরকারি শেয়ার ক্রয় বা ঋণের ব্যবস্থা করা;
- ❖ সমবায় বিভাগ এ সমবায় সমিতির জন্য সমন্বিত একটি প্রকল্প গ্রহণ করতে পারে;
- ❖ চা-বাগান এবং চা-কারখানা স্থাপনে সংশ্লিষ্ট দপ্তর সমূহের প্রয়োজনীয় অনুমোদনের আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর করার সহযোগিতা করা;
- ❖ চা-চাষ, ডেইরী ফার্ম ও পর্যটন বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

এই সমিতিটি অনাবাদী, পতিত ও সমতল ভূমিতে চা চাষে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। সমিতির সদস্যরা শ্রম, মেধা ও মননকে কাজে লাগিয়ে 'করতোয়া বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ' স্ব-নির্ভরতা, কর্মসংস্থান, কর্ম সম্পাদন, এলাকার শান্তি শৃংখলা আনয়ন ও সাধারণ মানুষকে সমবায় আন্দোলনে উদ্বুদ্ধকরণের ক্ষেত্রে যে সাফল্য অর্জন করেছে তা দেশের জন্য একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

সমিতিটি চা চাষের মাধ্যমে উজ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করায় সমবায় বিভাগের পক্ষ থেকে তাদের দায়িত্ব শুধু পরিদর্শনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সমিতির ভবিষ্যত প্রকল্প বাস্তবায়নে দ্রুত একটি প্রকল্প গ্রহনের মাধ্যমে সদস্যদের এ মহতি উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে পারে। ভবিষৎতে এই সমিতি এতদঞ্চলে সমবায়ের মডেল হিসেবে আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে জন মানুষকে সমবায়ের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করবে।

৭.০৩: সফল সমবায় সমিতির অনন্য প্রতীক সম্প্রীতি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

দারিদ্র্য নিরসন ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমবায় বিশ্বজুড়ে পরীক্ষিত এক মাধ্যম। সমবায় এমন এক অনন্য আদর্শ ও অর্থনৈতিক কাঠামো যার মাধ্যমে ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি-পেশা নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব। সমবায় সদস্যদের সঞ্চিত পুঁজি-নির্ভর সামাজিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান। সুশৃঙ্খল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এটি পরিচালিত হয়। সদস্যভিত্তিক পরিচালনার কারণে বিশ্ব অর্থনৈতিক মহামন্দার মধ্যেও সমবায় প্রতিষ্ঠান নিরাপদে কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারে। এই শক্তি ও বিশেষত্বের জন্য অর্থের নিরাপদ ও বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যাপক মানুষ সমবায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হচ্ছেন। দেশে সমবায় সমিতির সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার। প্রায় ৪ কোটি মানুষ আজ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমবায়ের সঙ্গে যুক্ত। এসব সমিতির মধ্যে যে কয়টি সমিতি পাইওনিয়ারের ভূমিকা পালন করে চলেছে সম্প্রীতি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ তাদের মধ্যে অন্যতম। সমিতির সাফল্যগাথার ইতিবৃত্ত তুলে ধরেছেন গবেষক দলের সদস্য জনাব মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক (প্রশিক্ষণ), বাসএ, কোটবাড়ী, কুমিল্লা।

সমিতি ইতিবৃত্ত

৫ সদস্যের যে সমিতিটি মাত্র ১২০ টাকা মূলধন হাতে নিয়ে ১৮ ডিসেম্বর ১৯৮৯ সালে রাজধানী ঢাকায় যাত্রা শুরু করেছিল, বিগত ৩০ বছরের নিরন্তর প্রচেষ্টা আর অধ্যবসায়ের ফলে সে সমিতিটি সঞ্চয় ও ঋণ বিনিয়োগে লাভ করেছে এক ঈর্ষণীয় সাফল্য। বলা যায়, ঢাকা বিভাগের স্বল্প আয়ের মানুষদের সামনে ক্রেডিট ইউনিয়নটি আশার আলো দেখাতে সক্ষম হয়েছে। বিগত ৩০ বছরে সম্প্রীতি লাভ করেছে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ-যা প্রতিষ্ঠানটির জন্য সবচেয়ে বৃহৎ অর্জন। দেশের ক্রেডিট ইউনিয়নগুলোর কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ লিঃ (কাল্ব)-কর্তৃক বিভিন্ন অর্থবছরে আনুপাতিক হারে অধিক সদস্য সংগ্রহ, অধিক আমানত জমাকরণ এবং অধিক মূলধন বৃদ্ধির জন্য সম্প্রীতি বিভিন্ন শাখায় সম্মাননা অর্জন করেছে।

ভিশন (VISION)

সমবায় নীতিমালা ও মূল্যবোধে পরিচালিত সমাজভিত্তিক টেকসই আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা।

মিশন (MISSION)

সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পেশাদারিত্বের মাধ্যমে উৎকৃষ্ট সেবাদান, আর্থিক কল্যাণ, সঞ্চিত পুঁজির নিরাপত্তা ও বাজারমূল্যে লভ্যাংশ প্রদান।

লক্ষ্য (GOAL)

সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

উদ্দেশ্য (OBJECTIVES)

- ❖ মানসম্মত সদস্য ও পুঁজি বৃদ্ধি করে সদস্যদের আর্থিক কল্যাণ করা;
- ❖ পেশাদারিত্ব নিশ্চিত করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- ❖ জীবনমান উন্নয়নে সদস্যদের মধ্যে ঋণ বিনিয়োগ করা;
- ❖ সদস্যদের অংশগ্রহণ ও সামাজিক দায়িত্ব পালনে সচেতন করা;
- ❖ সদস্যদের চাহিদাভিত্তিক প্রডাক্ট তৈরি ও বিপণন করা;
- ❖ প্রতিষ্ঠানকে প্রযুক্তি-নির্ভর করে সদস্যদের কল্যাণ করা;
- ❖ সমবায় অঙ্গনে সম্প্রীতিকে একটি মডেল সমিতিতে রূপান্তর করা;
- ❖ অপেশাদার স্বেচ্ছাসেবী সদস্য ও যুব নেতৃত্বের উন্নয়ন।

সূচনা : সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠালাভ করে ১৮ ডিসেম্বর ১৯৮৯ সালে। ২০১৮ সালের ১৮ ডিসেম্বর সম্প্রীতি ২৯ পেরিয়ে ৩০ বছরে পদার্পণ করেছে। সম্প্রীতি যে লক্ষ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করে তাহলো : ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে একত্রিত করে পুঁজি গঠনের মাধ্যমে সদস্যদের জীবনমানে পরিবর্তন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা। শূন্য থেকে যাত্রা শুরু করে এটি এখন একটি বিকাশমুখী ঋণদান প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। সদস্যদের মাসিক নিয়মিত সঞ্চয় এই প্রতিষ্ঠানের মূলধন। এই সঞ্চিত মূলধনই তার সকল শক্তির উৎস। সুদি কারবারী এনজিওদের মত বিদেশী সংস্থার দয়া-দাক্ষিণ্য সম্প্রীতি কখনই গ্রহণ করেনি। স্বনির্ভর হওয়াই তার সাধনা ও লক্ষ্য।

গঠনপর্ব : আজকের এই বিকাশমান সমিতিকে যাঁরা স্বেচ্ছাশ্রম ও মেধা-মনন দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁদের অবদান উল্লেখ করা একান্তই প্রয়োজন। এঁরা হলেন : এমদাদ হোসেন মালেক, মোহাম্মদ শাহ্জাহান, মোঃ আল আমীন, আব্দুল হান্নান খাঁন ও মোহাম্মদ এরশাদ। ডা. রফিকুল ইসলাম ছিলেন সম্প্রীতি'র প্রথম চেয়ারম্যান। সম্প্রীতি যৌথভাবে প্রতিষ্ঠিত হলেও ট্রেজারার ও প্রধান নির্বাহী এমদাদ হোসেন মালেকই মূলত অদ্যাবধি প্রতিষ্ঠানের বিকাশে মধ্যমণি হিসাবে কাজ করে চলেছেন।

১৯৮৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর এ দেশের ক্রেতা-ভোক্তা আন্দোলনের অগ্রণী প্রতিষ্ঠান কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)-এর ৪/এ সেগুন বাগিচা, ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠালাভ করে। সম্প্রীতির বর্তমান কোষাধ্যক্ষ ও প্রধান নির্বাহী এমদাদ হোসেন মালেকের প্রস্তাবে নামকরণ করা হয়-'সম্প্রীতি সঞ্চয় ঋণদান সমবায় সমিতি'। ১৯৯৩ সালে সমবায় অধিদপ্তর থেকে নিবন্ধনকালে সমিতির নাম থেকে 'ঋণদান' শব্দটি বাদ দিয়ে নামকরণ করা হয় 'সম্প্রীতি সঞ্চয় সমবায় সমিতি লিঃ'। পরে ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ সালে সংশোধনী নিবন্ধন নং-২৬ এর আওতায় নাম পরিবর্তিত হয়ে সমিতির নতুন নামকরণ করা হয় 'সম্প্রীতি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ'। ১৯৯৫ সালে ঢাকার মহাখালীর ৬৮ ডি.সি.সি মার্কেটের দোতলায় সম্প্রীতির কার্যালয় স্থানান্তর করা হয়। পরে মে ১৯৯৭ সালে জি.পি.গ ১৬৪ (২য় তলা), স্কুল রোড, মহাখালী, ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে সম্প্রীতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের ঠিকানা : জি.পি.গ ১৯০/১ (দ্বিতীয় তলা) স্কুল রোড, মহাখালী, ঢাকা-১২১২।

৩০ বছরে সম্প্রীতি'র বাস্তবায়িত সফল কাজের বিবরণ :

(ক) সম্প্রীতি'র ব্যবস্থাপনা কমিটি/উপ-কমিটিঃ বর্তমানে সমগ্র ঢাকা বিভাগ সম্প্রীতির কর্মএলাকা। সংগঠনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বর্তমানে রয়েছে ১৮টি সদস্য সেবা কেন্দ্র। প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের ক্রেডিট ইউনিয়নগুলোর কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ লিঃ (কালব)-এর সদস্য। সদসং নং-৭১। প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচি পরিচালনার জন্য রয়েছে ৯ সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং ৬টি উপ-কমিটি।

(খ) সম্প্রীতি'র মূলধন, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানঃ সমিতির সূচনালগ্ন হতে বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৫ জন থেকে বেড়ে ১৭,৩৯১ জন এবং মূলধন ১২০ টাকা থেকে বেড়ে ৪০,৩৯,৭০,৮৫৫.৪০ টাকায় এবং মোট ঋণ বিনিয়োগের পরিমান দাঁড়িয়েছে ২০,৯৩,১৪,০২৫৮ টাকা (৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত)। সূচনালগ্নে কোন বেতনভুক কর্মী ছিলেন না, বর্তমানে ১২৬ জন কর্মী কর্মরত আছেন। সমিতির যাত্রারম্ভে সুনির্দিষ্ট সঞ্চয় প্রকল্প ছিল না, বর্তমানে মোট প্রকল্পের সংখ্যা ১৬টি (৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত)। প্রতিষ্টানের কর্মীদের উন্নয়ন ও চাকরি সুনিশ্চিতকরণে সার্ভিস রুল(চাকরি বিধিমালা) চালু রয়েছে।

(গ) সম্প্রীতি'র কর্তৃক সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা পরিপালন ঃ বার্ষিক সাধারণ সভা সমবায় প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ ফোরাম। সমবায় সমিতি আইন ২০01 (সংশোধনী ২০02 ও ২০১৩) এর ১৭(৩) ধারায় বলা হয়েছে, "প্রত্যেক সমবায় সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা উহার নিরীক্ষা কাজ সম্পন্ন হইবার ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হইবে।"

সমবায় সমিতি আইনের ১৭ (৪) ধারা অনুযায়ী বার্ষিক সাধারণ সভার আলোচ্যসূচি নির্ধারণ করা হয়। এভাবে সম্প্রীতির ২৬টি বার্ষিক সভা এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির ১১টি নির্বাচন এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে। সর্বশেষ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ২৩ মার্চ ২০19 তারিখে। প্রতিটি বার্ষিক সাধারণ সভার প্রাক্কালে সম্প্রীতির বার্ষিক প্রতিবেদনে বার্ষিক হিসাব বিবরণীর সঙ্গে উদ্বৃত্তপত্র ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য উপস্থাপন করা হয়। সমিতির নিরীক্ষা প্রতিবেদন বা তদন্ত রিপোর্টে উল্লেখিত বিষয়ে নিবন্ধকের বরাবর প্রেরণ ও পরিপালনের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যদের মতামত গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের পর পরই কার্যবিবরণীসহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন, পরামর্শ ও পরামর্শের জবাব সমবায় অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট বিভাগে জমা দেয়া হয়। সম্প্রীতি সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা নিষ্ঠার সাথে পরিপালনের মাধ্যমে প্রতিটি বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন সুসম্পন্ন করেছে। সম্প্রীতি মনে করে, বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচনের ক্ষেত্রে সমবায় আইন-বিধি সুষ্ঠুভাবে পরিপালন প্রত্যেক সমবায় সমিতির জন্য আবশ্যক।

(ঘ) ত্রি-বার্ষিক কৌশলগত পরিকল্পনাঃ সম্প্রীতি ত্রি-বার্ষিক কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১৭-২০ বাস্তবায়নের কাজ হাতে নিয়েছে। সম্প্রীতি তার কার্যক্রম বাস্তবায়নে পেশাদার কর্মীর পাশাপাশি সদস্যের স্বেচ্ছামূলক নেতৃত্বের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে আসছে।

বর্তমানে প্রতিষ্ঠানের নামে ঢাকার কাঁচকুড়ার আমাইয়া মৌজায় সাড়ে ৭ কাঠা, দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ, ঢাকার পূবাইল ২নং প্রকল্পে ৫ কাঠা, ওই সোসাইটির মঠবাড়ি-প্রকল্পে ১ বিঘা (২০ কাঠা) জমি ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া মিরপুর-৬ নং সেকশনে একটি ফ্ল্যাট ক্রয় করা হয়েছে। এই ফ্ল্যাটটিতে সম্প্রীতির মিরপুর সদস্য সেবা কেন্দ্রের অফিস পরিচালিত হচ্ছে।

সম্প্রীতির প্রধান কার্যালয়ের জন্য ঢাকার আবতাফনগরে সাড়ে ৩ কাঠা ক্রয়কৃত জমিতে ভবন নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলেছে। আমরা আশা করছি ২০২০ সালের প্রথমার্ধে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ভবনে কেন্দ্রীয় কার্যালয় স্থানান্তর করা সম্ভব হবে।
২০১১ সালে সম্প্রীতি 'মুদ্রণ ঘর' নামে এক প্রিন্টিং প্রেস স্থাপন করা হয়। এটি বর্তমানে চলমান রয়েছে।

(ঙ) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ সম্প্রীতি'র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। সমিতির সদস্য-সদস্যা ও কর্মীদের প্রশিক্ষিত করার লক্ষ্যে সম্প্রীতি নিয়মিতভাবে সমবায় বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে থাকে। কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিষয়ভিত্তিক ম্যানুয়াল প্রণীত হয়েছে। কর্মীদের মানোন্নয়নের জন্য প্রতি মাসে নিয়মিত কর্মী সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এছাড়াও প্রকল্প ব্রশিওর, লিফলেট, স্টিকার ও পুস্তিকা প্রকাশ, সভা-সমাবেশ ও সদস্যদের মধ্যে মতবিনিময়ের মাধ্যমেও সমবায় চেতনা ও মূল্যবোধকে শাণিত করার প্রচেষ্টা চলছে।

(চ) বুলেটিন ও গ্রন্থ প্রকাশঃ সমবায় বিষয়ে ব্যাপক জনসচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে 'সম্প্রীতি' নামে সমিতির সমবায় ও অর্থনীতি বিষয়ক বুলেটিন মে ১৯৯৫ থেকে ২৪ বছর ধরে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। মে ২০১৯ পত্রিকাটি ২৫ বছরে পদার্পণ করবে। সমবায় ও অর্থনীতি বিষয়ক এই বুলেটিনটি শুধু রাজধানী ঢাকা নয়, সারা দেশের সমবায় অঙ্গনে সমিতি ও সমবায়ের প্রচার-প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। এ দেশে একমাত্র 'সম্প্রীতি'ই নিয়মিত সমবায় প্রকাশনায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। ২৫ নভেম্বর ২০১৮ সম্প্রীতি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ রাষ্ট্রীয়ভাবে জাতীয় সমবায় পুরস্কার-২০১৬ অর্জনে সম্প্রীতি পত্রিকা অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছে। বুলেটিন প্রকাশের পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে ২০১২ সাল থেকে প্রকাশিত হচ্ছে সমবায় বিষয়ক গ্রন্থ। এ পর্যন্ত গ্রন্থের সংখ্যা ১৭টি।

(ছ) উন্নয়ন কার্যক্রমঃ এখানে সদস্যদের সমবায়ী চেতনা ও সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করে পুঁজি গঠনের প্রক্রিয়া যেমনি অব্যাহত রয়েছে, তেমনি সঞ্চিত তহবিল থেকে সদস্যদের স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে ঋণ পরিশোধের সুযোগ নিশ্চিত ও ঋণ প্রদান করে সদস্যদের জীবন-মান উন্নত করারও নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

(জ) আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারঃ সম্প্রীতির সকল হিসাব-নিকাশ কম্পিউটার পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হয়। একই সাথে সমিতির সদস্যদের আরো দ্রুত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কম্পিউটারের একটি আধুনিক সফটওয়্যার ব্যবহার অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও টেলিফোন ও মোবাইলের মাধ্যমে সদস্যদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে।

(ঝ) দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর কার্যক্রমঃ সম্প্রীতি'র রয়েছে মিউচ্যুয়াল এইড সার্ভিস। এই সেবার মাধ্যমে কোন সদস্য ঋণগ্রহণ করে মৃত্যুবরণ করলে ঋণের ৫০,০০০.০০ টাকা মওকুফ পেয়ে থাকেন। তাকে শেয়ার জমার দ্বিগুণ টাকা দেওয়া হয়। এছাড়া সদস্য মৃত্যুবরণ করার পরপরই তার পরিবারকে ৫,০০০.০০ টাকা তাৎক্ষণিক প্রদান করা হয়।
প্রতিবছর ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে সমিতির শিশু-কিশোর সদস্যদের মধ্যে যারা পঞ্চম, অষ্টম ও এসএসসি পাশ করেন তাদের সম্মাননা সনদ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদান করা হয়। এর মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চয় অভ্যাস ও সচেতনতা গড়ে উঠছে।

(ঞ) দেশে-বিদেশের সমবায়ীদের সঙ্গে মতবিনিময়ঃ এ দেশের সমবায় আন্দোলন ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সম্প্রীতি নিয়োজিত থাকায় দেশের বিভিন্ন জেলার সমবায়ী নেতৃবৃন্দ ও বিদেশী সমবায়ী প্রতিনিধিদল বিভিন্ন সময়ে সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয় পরিদর্শনে আসছেন।

(ট) নারীর অংশ গ্রহণঃ সম্প্রীতিতে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অংশগ্রহণের হার শতকরা ৬২ শতাংশ। সম্প্রীতির সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে নারী সদস্যদের ভূমিকা ৮৫ শতাংশ।

(ঠ) সম্প্রীতি'র সাফল্যের স্বীকৃতি ও জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্তিঃ সম্প্রীতির প্রতিষ্ঠাতা ও ট্রেজারার-কাম প্রধান নির্বাহী এমদাদ হোসেন মালেকের ২০১৪ সালের ২ নভেম্বর জাতীয় সমবায় দিবসে 'শ্রেষ্ঠ সমবায়ী' হিসেবে জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্তি এবং ৩০ ডিসেম্বর ২০১৬ কালব ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচনে সেক্রেটারি পদে জয়লাভ ও কালব-এ নেতৃত্বদান সম্প্রীতির উন্নয়নে যোগ করেছে নতুন মাত্রা। একই সঙ্গে তিনি সমবায় বাজার কনসোর্টিয়াম লিঃ এর ব্যবস্থাপনা কমিটির কোষাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
২০০২ সালে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে ফাদার ইয়াং ফাউন্ডেশন স্বর্ণপদকে ভূষিত হয়েছে সম্প্রীতি। সার্বিক কাজের ফলশ্রুতিতে সম্প্রীতি ২৫ নভেম্বর ২০১৮ আয়োজিত জাতীয় সমবায় দিবসে জাতীয় সমবায় সমিতি পুরস্কার-২০১৬ অর্জন করেছে।

সম্প্রীতি'র প্রতিষ্ঠাতা, মূল কা-রি, বিশিষ্ট সমবায়ী নেতা ও লেখক এমদাদ হোসেন মালেকের বিচক্ষণ ও নির্ভীক নেতৃত্বে স্বচ্ছ, গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিমূলক একটি পরিচালনা ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকায় বিগত ৩০ বছরে এ প্রতিষ্ঠানটি অর্জন করেছে উল্লেখযোগ্য সাফল্য। মনে রাখতে হবে প্রত্যেকটি অর্জনের পেছনে রয়েছে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা। সম্প্রীতি সমাজের স্বল্প আয়ের এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্তদের মাঝে স্বাবলম্বিতা অর্জন, কর্মসংস্থান এবং আর্থিক সমৃদ্ধি সৃষ্টিতে কার্যকর সহায়ক ভূমিকা পালন করে চলেছে। এপ্রিল ২০১৫ এই প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত একশ স্বাবলম্বী সদস্যের সাফল্যগাথা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে 'সফল সদস্যদের আত্মকথা' শীর্ষক একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। সামাজিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সম্প্রীতি একটি লাভজনক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। সম্প্রীতি একটি মডেল পর্যায়ের সমিতিতে উন্নীত হওয়ার দ্বারপ্রান্তে। সমবায় অঙ্গণে সাধারণ স্তর থেকে নেতৃত্বশীল স্তরে সম্প্রীতির উত্তরণ ঘটেছে।সম্প্রীতি বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট প্রণীত মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ও দমন কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে গঠিত কেন্দ্রীয় টাস্কফোর্সের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে।

সম্প্রীতির দৈনন্দিন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিজস্ব একটি মাইক্রোবাস রয়েছে। আগামীতে সম্প্রীতি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-কে আমরা দেখবো আরও বর্ণাঢ্য, আরও চৌকষ ও দৃপ্তপ্রত্যয়ের প্রতীক রূপে। সম্প্রীতির শিক্ষা আধুনিক সমবায় সংগঠনের, সচেতনতার, বাস্তব কর্মকৌশলের এবং নিজেকে অপরের কাছে প্রয়োজনীয় করে তোলার। এর তাৎপর্য অনেক গভীরে। সম্প্রীতি থাকবে একাধারে স্বপ্ন, আশা ও আর্থিক নিরাপত্তার অনন্য প্রতীক ও পথপ্রদর্শক হিসেবে।

৭.০৪ পাহাড়ি জনপদের সফল সমবায় সমিতি-মনাটেক যাদুগানালা মৎস্য চাষ বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ

খাগড়াছড়ি জেলার একটি সফল সমবায় সমিতির নাম "মনাটেক যাদুগানালা মৎস্য চাষ বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ" ২৩/০৮/২০০১ তারিখে প্রতিষ্ঠিত এ সমবায় সমিতিটি ইতোমধ্যে কর্মএলাকায় সুনামের সাথে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সমিতির সাফল্যগাথার ইতিবৃত্ত তুলে ধরেছেন গবেষক দলের সদস্য জনাব জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, অধ্যাপক (গবেষণা ও প্রকাশনা), বাসএ, কোটবাড়ী, কুমিল্লা।

সমিতি গঠনের প্রেক্ষাপট

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার কাপ্তাই লেক খাগড়াছড়িস্থ মহালছড়ি উপজেলা পর্যন্ত বিস্তৃত। বর্ষা মৌসুমে পানির প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়ে লেকের পাড়স্থ জমি সমূহ ডুবে যায়। এই সকল জলে ডুবা/ভাসা জমির মালিকগণ বর্ষা শেষে বোরো মৌসুমে ধান চাষ করে বৎসরে একটি মাত্র ফসল ঘরে তোলে। জলে ডুবা/ভাসা জমি থেকে কিভাবে অধিক হারে আর্থিক সফলতা পাওয়া যায় এই আশায় প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি প্রয়াত অক্ষয় চন্দ্র কার্বারী,

সঞ্জীবন চাকমা ও দয়াময় চাকমাসহ আরো কয়েকজন আশাবাদী সচেতন মানুষকে সাথে নিয়ে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার সহযোগিতায় যৌথ মৎস্য খামার পরিচালনার চিন্তা করেন। পরবর্তীতে সমবায়ের মাধ্যমে অগ্রসর হওয়া যৌক্তিক বিবেচনায় মনাটেক যাদুগানালা মৎস্য চাষ বহুমূখী সমবায় সমিতি সংগঠন করেন। সমিতির কার্যকরী এলাকা নির্ধারিত হয় মনাটেক ও যাদুগানালা গ্রাম।

সমিতির উদ্দেশ্য

মনাটেক ও যাদুগানালা এলাকায় বসবাসকারী ব্যক্তিদের একই এলাকাস্থ নীচু জমি তথা জলাশয় যেখানে বছরের বেশীর ভাগ সময় পানি থাকে সেখানে মৎস্য পোনা চাষাবাদের মাধ্যমে উৎপাদন ও পরিচর্যা শেষে পুরো বৎসর ব্যাপী মৎস্য আহরণ ও বিপননের মাধ্যমে আহরিত টাকায় সমিতির সদস্যদেরকে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল ও স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার পাশাপাশি স্থানীয় আমিষের চাহিদা পূরণসহ মৎস্য উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা।

সমিতির সদস্য সংখ্যাঃ ১৫৩ জন পুরুষ ও ১০ জন মহিলা সমন্বয়ে ১৬৩ জন সদস্য রয়েছে। নতুন সদস্য ভর্তির বিষয়ে বার্ষিক সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি। পরিদর্শনের তারিখ পর্যন্ত ১৬৩ জন সদস্য রহিয়াছে।

ব্যবস্থাপনা/নির্বাচন

১২(বার) সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটি দ্বারা সমিতির কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ২৭/০৩/২০১৯ইং তারিখে নির্বাচনের মাধ্যমে বর্তমান কমিটি দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছে। ০৮/০৪/২০১৯ইং তারিখে বর্তমান কমিটি প্রথম সভায় মিলিত হয়। সেই হিসাবে আগামী ০৭/০৪/২০২২ তারিখ পর্যন্ত বর্তমান কমিটির মেয়াদ বলবৎ থাকিবে।

বার্ষিক সাধারণ সভা

২০/০৭/২০১৮ তারিখে সর্বশেষ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১২৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিল মর্মে উপস্থিতির স্বাক্ষর পাওয়া যায়। নিরীক্ষা সম্পাদন পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের নির্দেশনা থাকলেও উক্ত সমিতি প্রতি বৎসর ৩০ শে জুন পরবর্তী সময়ে যথারীতি বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে এবং ঐতিহ্যবাহী চৈত্র সংক্রান্তি (বিঝু) উৎসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সদস্যদের লভ্যাংশ বন্টন করে থাকে।

আর্থিক অবস্থা

সমিতির অনুমোদিত শেয়ার মূলধন ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা এবং প্রতিটি শেয়ার ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা হিসাবে ২০০০ অংশে বিভক্ত। সদস্যদেরকে শেয়ার সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। ৩০/০৬/২০১৮ তারিখ পর্যন্তপরিশোধিত শেয়ারের পরিমাণ ৯৭,৮০০/- টাকা। প্রত্যেক সদস্য সমান ১২টি করে শেয়ার ক্রয় করা হয়েছে। ৩০শে জুন ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত আদায়কৃত সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ১১,৬৪,৫৮২/৮৫ (এগার লক্ষ চৌষট্টি হাজার পাঁচশত বিরাশি টাকা পঁচাশি পয়সা) প্রত্যেক সদস্যের সমান

হারে সঞ্চয় জমা হয়েছে। প্রতি মাসে সঞ্চয় আমানত আদায় করা হয় না। বার্ষিক সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত পরবর্তী লভ্যাংশ হইতে প্রত্যেক সদস্যের নামে সমান হারে সঞ্চয় আমানত আদায় করা হয় এবং আদায়ের রশিদ প্রদান করা হয়।

বার্ষিক অডিটঃ জনাব মোহাম্মদ ছালেহ্ উদ্দিন দিদার, উপজেলা সমবায় অফিসার, মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা কর্তৃক বিগত ১৯/০৯/২০১৮ তারিখে ২০১৭-২০১৮ সনের বার্ষিক অডিট সম্পাদিত হয়েছে। অডিট সংশোধনী প্রতিবেদন যথারীতি দাখিল করা হয়েছে।

ব্যাংক হিসাব

সমিতির নামে তিনটি ব্যাংক হিসাব সমূহ চালু আছে এবং প্রতিনিয়ত আর্থিক লেনদেন হইয়া থাকে।

ক) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক মহালছড়ি শাখায় সঞ্চয়ী হিসাব নং-৩০৬৭ তে ২১/০৫/২০১৯ইং তারিখ পর্যন্ত৬০,৩৮৪.০০ (ষাট হাজার তিনশত চুরাশি) টাকা জমা আছে।

খ) সোনালী ব্যাংক লিঃ মহালছড়ি শাখায় সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর ৫৪১৫৩৪০৭৭২৮৩ তে ২১/০৫/২০১৯ইং তারিখ পর্যন্ত ১৩,৮৫,২১৬.৭৫ টাকা জমা আছে।

গ) সোনালী ব্যাংক লিঃ মহালছড়ি শাখায় ৫,০০,০০০/- টাকা স্থায়ী আমানত হিসাবে জমা রহিয়াছে।

রেকর্ড পর্যালোচনায় দেখা যায় সকল প্রকার লেনদেন ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

সমবায় বাজার

সমিতির সদস্যদের মৎস্য প্রকল্পে উৎপাদিত মৎস্য উপজেলা প্রশাসনের অনুমতি সাপেক্ষে আহরণ করা হয় এবং সমিতির অফিসের সামনে পাইকারীভাবে বিক্রয় করা হয়। বিক্রিত অর্থ হইতে মাছ ধরা জেলেদের কমিশন দেওয়ার পর অবশিষ্ট টাকা পরের দিন ব্যাংক হিসাবে জমা করা হয়। মৎস্য বিভাগ কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা আরোপিত সময়ে মাছ ধরা বন্ধ থাকে। শুষ্ক মৌসুমে পানি কমিয়া গেলে উক্ত জমিতে ধান চাষ করা হয়। তবে পানি জমিয়া থাকা অবশিষ্ট অংশে সারা বছর মৎস্য চাষাবাদ অব্যাহত থাকে। মৎস্য সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ২/৩ মাস এবং সরকারী নিষেধাজ্ঞা বিরাজমান থাকা কালীন মৎস্য আহরণ ও বিপনন বন্ধ থাকে। উল্লেখ্য যে, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের অর্থায়নে উক্ত জলাশয়ে ক্রীক বাঁধ দিয়ে জন সাধারণের চলাচলের রাস্তা নির্মাণের পাশাপাশি বাঁধের অভ্যন্তরের ভাগে পানিতে মৎস্যচাষ, আহরণ ও বিপননের মাধ্যমে সদস্যদেরকে স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে উঠার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

প্রতি মাসে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হইতেছে এবং সভার কার্যবিবরণীসমূহ সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তের আলোকে হইতেছে দেখা গেল। সমিতি বিগত ২০১১ ইং সনের "জাতীয় মৎস্য পুরস্কার-২০১১" শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসাবে ২০১১ইং সনে "জাতীয় সমবায় পুরস্কার-২০১১" লাভ করেছে। একটি গোল্ড মেডেল এবং স্বীকৃতি পত্র দেখা গেল। মহালছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সুপারিশে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও অর্থায়নে সমিতির এলাকায় একটি গোলঘর স্থাপন করা হয়েছে। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগিতায় দর্শনার্থীদের বসার জন্য ৬টি পাকা বসার বেঞ্চ স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও সমিতির এবং স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'লুডিক'-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য রাস্তা পার্শ্ববর্তী ফুলের বাগান বৃক্ষরোপন ও নিয়মিত পরিচর্যার কাজ চলমান রয়েছে। পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক পলিথিন ও আবর্জনা ফেলার জন্য রাস্তার পাশে ডাস্টবিন রাখা আছে যা পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশ সংরক্ষণে সদস্যদের মধ্যে সচেতনতার পরিচয় বহন করে। ফলশ্রুতিতে প্রকৃতি প্রেমিকদের মাঝে মধ্যে অত্র এলাকায় আগমন ঘটে মর্মে জানা গেল। শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রেরণা যোগাতে সমিতি কর্তৃক প্রতি বছর আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে এককালীন শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। স্থানীয় অনুদান হিসেবে গাইন্ধ্যাছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে এ বছর এককালীন ২০,০০০/- টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

৭.০৫: আপন আলোয় উদ্ভাসিত জনতা আদর্শ গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ

একই আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে গেল শতকের আশির দশকে ডুমুরিয়া উপজেলাধীন প্রত্যন্ত অঞ্চল থুকড়ায় সমবায় মনোভাবাপন্ন মানুষ যখন সমবায় ব্যাংকের কৃষিঋণ নির্ভর, মানুষ যখন ঋণ প্রাপ্তির প্রতিযোগীতায় সামিল ঠিক সেই সময় ১৯৮০ সালের ১জানুয়ারী ৩ জন উদ্যোক্তা সংগঠক সরদার এমান আলী , এস এম গোলাম কুদ্দুস ও এস এম মুস্তাকিম বিল্লার নেতৃত্বে ১৩ জন সমবায় আদর্শে অনুপ্রাণিত স্বপ্ন বিলাসী মানুষ দিন বদলের প্রত্যয় নিয়ে মাত্র ১৩০/- টাকা মূলধন সংগ্রহ করে ১৯৮৪ সালে "জনতা আদর্শ গ্রাম উন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ" প্রতিষ্ঠা করেন যা সমবায় বিভাগ হতে ০৭/০৮/১৯৮৪ খ্রিঃ তারিখে নিবন্ধন প্রাপ্ত হয়। সমিতি গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষকে মহাজনী সুদ হতে মুক্তি দিয়ে নিজেদের ভাগ্য নিজেই পরিবর্তনের মূলমন্ত্রে উদ্দীপ্ত হয়ে সঞ্চয় সংগ্রহ করা এবং তা উৎপাদনশীল কর্মকান্ডে বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন। অনেক চড়াই উৎরাই অতিক্রম করে সমিতি বিভিন্ন আয়-বর্ধক কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে আর্থনৈতিক ভাবে শক্ত ভিত্তি গঠনের সক্ষম হয়েছে এবং কোন প্রকার ঋণ , অনুদান বা সাহায্য ছাড়াই এ পর্যন্ত প্রায় একশ কোটি টাকা মূলধন সৃষ্টি করেছে।

সমিতির সাফল্যগাথার ইতিবৃত্ত তুলে ধরেছেন গবেষক দলের সদস্য জনাব হরিদাস ঠাকুর, অধ্যক্ষ, আসই, নরসিংদী।

সমিতির উন্নয়ন কার্যক্রম
সমিতির সদস্যদের এবং এলাকাবাসীকে বিভিন্ন আয়-বর্ধক ও উৎপাদনশীল কাজে সংপৃক্ত করার জন্য নিম্নে বর্ণিত প্রকল্প সমূহ চলমান আছে।

✤ গামেন্টস (জনতা ফ্যাশন) প্রকল্পঃ সমিতির নিজস্ব ১.৫একর জায়গার উপর জনতা গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় হয়েছে ১,০০,০০,০০০/-টাকা। উক্ত প্রকল্পে শতাধিক কর্মচারী কর্মরত । সমিতির উৎপাদিত পন্য দেশে বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা সমিতি অর্জন করছে।

✤ মৎস্য প্রকল্পঃ সমিতির নিজস্ব জায়গার উপর এই প্রকল্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ বছর এ প্রকল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ ২০,০০,০০০/- টাকা। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রচুর মৎস্য সম্পদ উৎপাদিত হচ্ছে । যা দেশের এবং এলাকার জন সাধারণের আমিষের ঘাটতি পূরণে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা রাখছে। এ প্রকল্পে ৫০ জন ব্যক্তির কর্মসংস্থান হয়েছে।

✤ কম্পিউটার প্রকল্প ঃ সমিতির নিজস্ব ভবনে এ প্রকল্প চলছে। প্রকল্পে ১২,১৮,৫৮৩/- টাকা বিনিয়োগ আছে। এ প্রকল্প হতে বার্ষিক গড় আয় ১,৭৫,০০০/- টাকা। প্রকল্পে ৩ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে।

✤ সিমেন্ট এজেন্সি প্রকল্প ঃ সমিতি মেঘনা সিমেন্ট মিলস লিঃ এর কিং ব্রান্ড সিমেন্ট এজেন্সি গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্প বিনিয়োগের পরিমাণ ১০,০০,০০,০০০/-টাকা। এ প্রকল্পে ২৪ জন লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

✤ শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঃ সমিতি শেয়ার বাজারে ৩,১৭,৩০,৭১৯/- টাকা বিনিয়োগ করেছে। যা বর্তমান লাভ জনক খাত হিসাবে বিবেচিত। প্রকল্পে ৩ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে।

✤ খানজাহান আলী ফিসারিজ ও ডেইরী ফার্ম প্রকল্পঃ সমিতি এ প্রকল্পে ৩,৭৫,০০,০০০/-টাকা বিনিয়োগ করেছে। এ প্রকল্পে বার্ষিক ৭৫,০০,০০০/-টাকা গড় আয় হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সমিতি খানজাহান আলী ফিসারিজ ও ডেইরী ফার্মের বিনিয়োগকৃত টাকা শেয়ার খরিদ করেছে। প্রকল্পে ১৮ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে।

✤ জনতা ট্রেডার্সঃ সমিতি সিটি গ্রুপ থেকে খাদ্যসামগ্রী, ভোজ্য তেল, কনজুমার প্রোডাক্ট এর ডিলারশিপ গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্প হতে সমিতি বার্ষিক গড় আয় ২০,০০,০০০/- টাকা । প্রকল্পে ৩২ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে।

✤ জনতা কিন্ডার গার্ডেন স্কুল প্রকল্প ঃ এই প্রকল্পে সমিতির নিজস্ব জায়গায় দ্বি-তল বিশিষ্ট একটি বিল্ডিং এ এই স্কুলের কার্যক্রম চলছে। যেখানে মোট তিন শতাধিক ছাত্র/ছাত্রী লেখাপড়া করছে। এ প্রকল্পে মোট কর্মরত লোকের সংখ্যা ৪৮জন।

✤ হাসপাতাল প্রকল্পঃ এলাকার জনসাধারণের সু-চিকিৎসা ও দ্রুত চিকিৎসাসেবা দেয়ার উদ্দেশ্যে সমিতির ০৫ বিঘা জমির হাসপাতাল প্রকল্প এর কার্যক্রম চলমান।

✤ জনতা ফিসারিজ ডিলার কমিশন ঃ এ প্রকল্পে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ১৮,৫০,০০,০০০/- টাকা। প্রকল্প হতে উল্লেখযোগ্য লভ্যাংশ সমিতি আয় করছে । প্রকল্প সমিতির নিজস্ব জায়গায় বাস্তবায়িত হচ্ছে । প্রকল্পে ২২ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে।

✤ বৃক্ষ রোপন প্রকল্প ঃ এ প্রকল্পে সমিতির বিনিয়োগ ২,৬৯,১৩৯/- টাকা। সমিতির নিজস্ব জায়গায় এ প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে। প্রকল্পে ২ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

✤ পিকনিক কর্ণারঃ সমিতির নিজস্ব জায়গায় ১০,০১,৩৫৩/- টাকা বিনিয়োগ করে একটি আধুনিক পিকনিক কর্ণার স্থাপন করেছে। প্রকল্পে ৩ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে।

✤ জনতা গেষ্ট হাউজ ঃ থুকড়া বাজার সংলগ্ন সমিতির নিজস্ব জায়গায় সমিতি জনতা গেস্ট হাউজ নির্মাণ করেছে। এ প্রকল্পে খরচ হয়েছে ৫৬,৮৩,০৭৫/-টাকা। গেষ্ট হাউজ নির্মাণ কাজ চুড়ান্ত পর্যায় আছে। প্রকল্পের নিচতলায় একটি মার্কেট নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পে ৩ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে।

✤ পরিবহন প্রকল্পঃ এ প্রকল্পে সমিতি ২৮,৩৪,৮৩৬/-টাকা বিনিয়োগ করেছে। ট্রাক একটি , পিকআপ দুইটি, আলমসাধু দুইখানা যা সমিতির মালামাল পরিবহনে ব্যবহৃত হয়। প্রকল্পে ১০ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে।

✤ মিল্কভিটায় বিনিয়োগ ঃ সমিতির নিজস্ব জায়গায় মিল্কভিটা এর সাথে ব্যবসায়িক চুক্তির ভিত্তিতে ৭৭,৫৫,২৭৪/-টাকা ব্যয়ে চিলিং সেন্টার নির্মাণ করেছে।

✤ জনতা ট্রেডার্স (ফিসফিড) ঃ এ প্রকল্পে সমিতির উৎপাদিত পণ্য , মৎস্য খাবারের ফিস ফিড বিক্রি করা হয়। নিজস্ব ভবনে পরিচালিত প্রকল্পে ৪,০০,০০,০০০/-টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। প্রকল্পে ৩ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে।

কর্মসংস্থান
সমিতির কার্যক্রম বিভিন্ন সেক্টরে থাকায় ব্যপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। সমিতির সৃষ্ট কর্মসংস্থানে সমিতির সদস্য, সদস্যদের সন্তান ও এলাকাবাসীকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। সমিতিতে বর্তমানে স্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা ২২৮জন। অস্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা ৪৫০ জন। এছাড়া সমিতির ভ্যান প্রকল্পে ১০ জন। মহিলা প্রকল্পে ১২জন কর্মরত আছে। প্রতিষ্ঠানের কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে নিয়োগ কমিটির মাধ্যমে নিয়োগ বিধি অনুসরণ করে দক্ষ এবং যোগ্যতার নিরিখে কর্মী নিয়োগ করা হয়।

অন্যান্য কার্যক্রমঃ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ছাড়াও সমিতি বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম

✤ এলাকার স্কুল কলেজের মেধাবীদের প্রতিবছর পুরষ্কার ও বৃত্তি প্রদান।

✤ শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচন করে তাঁকে সম্মানিত করা।

✤ সমবায় আন্দোলনকে বেগবান করার লক্ষে অন্যান্য সমবায় সমিতি গুলির সাথে আন্তঃসমবায় সম্পর্ক সৃষ্টি।

✤ এলাকার দুঃস্থদের আর্থিক সাহায্য, বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করে।

✤ মেধাবীদের বই খাতা ও অন্যান্য শিক্ষা সামগ্রী বিনামূল্যে বিতরণ করে।

✤ বিভিন্ন জাতীয় কর্মসূচী যেমনঃ বাল্যবিবাহ, স্যানিটেশন, পরিবার পরিকল্পনা, পরিবেশ সুন্দর রাখার জন্য সচেতনতা মূলক কার্যক্রম।

স্বীকৃতি

সমিতির সফলতার স্বীকৃতি স্বরূপ বহুবার খুলনা জেলার শ্রেষ্ঠ সমিতি হিসাবে পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। সমিতির উদ্যোক্তা জনাব এস এম গোলাম কুদ্দুস ১৯৮৯ সনে জাতীয় সমবায় পুরস্কার স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। ২০০৯ সালে সমিতিটি শ্রেষ্ঠ জাতীয় সমবায় সমিতি হিসাবে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হয়।

এ সমিতির সাফল্যে উজ্জীবিত হয়ে ডুমুরিয়া উপজেলায় অনেক সংখ্যক স্ব-উদ্যোগী ও আত্মনির্ভরশীল সফল সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। জনতা আদর্শ গ্রাম উন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এখন সমবায় অন্য প্রতিষ্ঠানের কাছে অনুসরণীয়, অনুকরণীয় হয়ে খুলনা জেলায় তথা সারা বাংলাদেশের সমবায় অঙ্গনে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

৭.০৬: চান্দ্রা শিক্ষিত বেকার যুব বহুমুখি সমবায় সমিতি লিঃ-সমবায় সফলতার অনন্য উদাহরণ

চান্দ্রা শিক্ষিত বেকার যুব বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ (প্রাক্তন সকদি রামপুর শিক্ষিত বেকার যুব কল্যাণ সমবায় সমিতি লিঃ) বিগত ১৭/০৬/২০০১ ইং তারিখে জেলা সমবায় কার্যালয়,চাঁদপুর থেকে নিবন্ধিত হয় বিগত ১৭/০২/২০০৪ইং তারিখে সমিতিটি এর উপ-আইন সংশোধন করে চান্দ্রা শিক্ষিত বেকার যুব বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ নামে নিবন্ধিত হয় এবং বিগত ২৯/০৬/২০০৪ইং তারিখে সমিতিটি এর উপ-আইন সংশোধন করে সমগ্র ফরিদগঞ্জ উপজেলা ব্যাপী এর কর্ম-এলাকা লাভ করে। নিবন্ধনের পর থেকে সমিতিটি এর কর্ম এলাকায় বিভিন্ন ধরনের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জনকল্যাণ মূলক কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। এ সব আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডের ফলে সমিতিটি এর কর্ম এলাকাসহ ফরিদগঞ্জ উপজেলা ও চাঁদপুর জেলায় সুনাম ও গ্রহণ যোগ্যতা অর্জন করতে সমর্থ হয়। ফলশ্রুতিতে চান্দ্রা শিক্ষিত বেকার যুব বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ ২০০৩ সালে যুব শ্রেণীতে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসাবে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক স্বর্ন পদক পুরস্কার লাভ করে। সমিতির সাফল্যগাথার ইতিবৃত্ত তুলে ধরেছেন গবেষক দলের জনাব মোহাম্মদ দুলাল মিয়া, অধ্যক্ষ, আসই, মৌলভীবাজার।

৭.০৬.০১: সমিতির ইতিবৃত্তঃ

চাঁদপুর ভরপুর জলে আর স্থলে, মাটির মানুষ আর সোনার ফলে। এ জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার চান্দ্রা এলাকার একদল শিক্ষিত বেকার একত্রিত হয়ে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে চান্দ্রা শিক্ষিত বেকার যুব বহুমুখী সমবায় সমিতি লি. নামে একটি সমবায় সমিতি গঠন করে। ২২ জন সদস্য ০৪ হাজার ০১ শত টাকা শেয়ার মূলধন, ০৮ হাজার ০২ শত টাকা সঞ্চয় আমানত মোট ১২ হাজার ০৩ শত টাকা নিয়ে ০৫.০৩.২০০১ খ্রিস্টাব্দে যাত্রা শুরু করেন। যার নিবন্ধন নম্বর ৫২৭/চাঁদ/তাং ১৭.০৬.২০০১। বর্তমানে সমিতির সংশোধিত নিবন্ধন নম্বর ৫২৭/চট্ট/০৫/ তাং

২৯.১১.২০১৫। সমিতির সভ্য নির্বাচনী ও কর্ম এলাকা সমগ্র চাঁদপুর জেলা। সমিতির সদস্যদের নিজস্ব অর্থে সমিতিটি পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে সমিতির ০৬.৫ শতক ভূমির মধ্যে ০১ কোটি ৩৮ লক্ষ ৭৬ হাজার ৬০ টাকা ব্যয়ে ৪ তলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ভবনে সমিতির কার্যালয় অবস্থিত। সমিতির নামে ০৩ কোটি ২৮ লক্ষ ৯৯ হাজার ০৬ শত ৭৮ টাকা ব্যয়ে ১১১.৬০ ভুমি রয়েছে। সমিতির অধীনে ৩৫টি শাখার অনুমোদন থাকলেও সমবায় সমিতি সংশোধিত আইন ২০১৩ এর কারনে শাখা অফিস বন্ধ করা হয়েছে। সমিতির মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বহু বেকারের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়েছে।

৭.০৬.০২: সমিতির অনন্যতাঃ

০১	সমিতির নাম ও ঠিকানা	চান্দ্রা শিক্ষিত বেকার যুব বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ, চান্দ্রা বাজার, পোস্ট- চান্দ্রা (৩৬৫১), উপজেলা- ফরিদগঞ্জ, জেলা- চাঁদপুর।	
০২	সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য	কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, স্বনির্ভরতা অর্জন ও দারিদ্র্য বিমোচন ।	
০৩	সমিতির লক্ষ্য	বেকারত্ব ও দারিদ্র্যতা দূরীকরণ এবং স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষে কাজ করা।	
০৪	সমিতির কার্যক্রম	সদস্যদের নিকট হতে সঞ্চয় ও আমানত আদায়, সদস্যদেরকে বিভিন্ন উৎপাদন মুখী কাজে ঋণ দিয়ে কর্মসংস্থান সৃস্টি, আবাসন বা হাউজিং ব্যবসা।	
০৫	সমিতির প্রকল্প সমূহ	ক) স্বনির্ভর ও দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প। (খ) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন, বিপণন ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (প্রক্রিয়াধীন)। (গ) আবাসন বা হাউজিং প্রকল্প। (ঘ) সমাজ ও জনকল্যাণ তহবিল প্রকল্প।	
০৬	সমিতির সদস্য সংখ্যা	৩৮ জন।	
০৭	কার্যকরী মূলধন	১১,৪৩,০১,৩৫৫/- টাকা।	
০৮	সমবায় উন্নয়ন তহবিল	২০১৭-২০১৮অর্থ বছরে সমবায় উন্নয়ন তহবিল ধার্য ১৪,৪৫০/-টাকা।	
০৯	জাতীয় সমবায় পুরস্কার অর্জন	সমিতি	২০০৩ ও ২০১০ সালে যুব শ্রেণীতে জাতীয় সমবায় পুরস্কার লাভ করেন।
		ব্যক্তি	২০০৮ সালে যুব শ্রেণীতে সমিতির বর্তমান সভাপতি মো: জসিম উদ্দিন শেখ জাতীয় সমবায় পুরস্কার লাভ করেন।
১০	বার্ষিক সাধারণ সভা	গত ২২.০২.২০১৯খ্রি. তারিখে সমিতির নিজস্ব ভবনে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।	

৭.০৭: সমবায় সমিতির সফলতার নিয়ামকঃ

বর্তমান অধ্যায়ে উল্লিখিত সফল ও টেসকই সমবায় সমিতিসূহের কাযাবলী পর্যালোচনা করে দেখা যায়, এসব সমবায় সমিতির সফলতার পেছনে বেশকিছু নিয়ামক কাজ করছে। এগুলো হলো-

(১) নেতৃত্বের দক্ষতা ও একাগ্রতা; (২) সদস্যদের অটুট বন্ধন; (৩) সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক কর্মসূচি; (৪) সাধারণ জনগণের নিকট গ্রহণযোগত্যা; (৫) উৎপাদনমুখি কর্মকাণ্ড; (৬)সমবায় আইন ও বিধির প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা; (৭) সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের নিবিড় তদারকী; (৮) সমবায় কার্যক্রমের বহুমুখিতা; (৯) সমিতির প্রাতিষ্ঠানীকিকরণ ইত্যাদি।

৭.০৮: উপসংহার

একটি সফল সমবায় সমিতি ও একজন সফল সমবায় সংগঠক অনেক প্রাথমিক উদ্যোক্তার কাছে প্রেরণার উৎস। বর্তমানে অধ্যায়ে কিছু সফল সমবায় সমিতির সাফল্যের ইতিবৃত্ত উল্লেখ করা হয়েছে যার সাফল্যের পেছনে কর্মপ্রেরণা হিসেবে কাজ করছে উদ্যোক্তাদের ব্যতিক্রমী কিছু কর্মকাণ্ড। এসব সফল সমবায় সমিতির সফল কর্মকাণ্ড ও সাফল্যের নিয়ামকসমূহ বর্তমান অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যার অনুপ্রেরণায় অন্য সমিতিগুলো সাফল্যের সোপানে আরোহণ করতে পারে।

অষ্টম অধ্যায়

সমবায় সফলতার চাবিকাঠি-আদর্শ সমবায় সমিতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

৮.০১: প্রারম্ভিকা

শতবর্ষের ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে কংকালসার অবস্থায় বিরাজমান বাংলাদেশের সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহের বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন একান্তই সময় ও চাহিদার দাবীতে পরিণত হয়েছে। এ অবস্থায় আজ থেকে প্রায় শতবর্ষ আগে সমবায় আন্দোলনের বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর বহুল কথিত একটি উক্তির কথা প্রণিধানযোগ্য। তিনি ১৯১৭ সালে বলেছিলেন- "we will not measure the success of the Movement by the number of cooperative societies formed, but by the moral condition of the cooperators-আমরা সংখ্যা দিয়ে সমবায় আন্দোলনের সাফল্য বিচার করবো না-বিচার করবো সমবায়ীদের নৈতিক অবস্থান দ্বারা।" মহাত্মা গান্ধীর উক্তিটির সারবত্তা নিয়েই সমবায় আন্দোলনের বর্তমান দুরাবস্থা থেকে মুক্তির পথ দেখতে হলে সমবায়কে নতুন আঙ্গিকে ও দ্যোতনায় ভাবতে ও প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আনতে সমবায় সমিতির কর্মকা- প্রাতিষ্ঠানিকতা। গঠন করতে হবে সফল আদর্শ সমবায় সমিতি।

৮.০২: সমবায় সমিতির প্রাতিষ্ঠানীকিরণ

সমবায় অধিদপ্তরের সমবায় রূপকল্প বাস্তবায়নের একটি ধাপ হতে পারে সমবায় সমিতির প্রাতিষ্ঠানীকিকরণ। উইকিপিডিয়ার সংজ্ঞানুসারে প্রাতিষ্ঠানীকিরণ বা Instituionalization হলো : Making part of a structured and usually well-established system. অন্যভাবে বলা যায় প্রাতিষ্ঠানীকিরণ হলো এমন একটি ধারাবাহিক কর্মপদ্ধতি যেখানে একটি প্রাতিষ্ঠান তার দীর্ঘমেয়াদের কাজের জন্য একটি আদর্শ মানদণ্ড অর্জন করে থাকে। যে কোন প্রতিষ্ঠানের স্থায়ীত্বের জন্য প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ অপরিহার্য একটি উপাদান। মুলতঃ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠানই দীর্ঘমেয়াদে চলতে পারে না। সমবায় সমিতির জন্যও বিষয়টি সমধিক প্রযোজ্য। বাংলাদেশে আমরা শত বছরের প্রাচীন সমবায় প্রতিষ্ঠান যেমন পাই, তেমনি প্রতিষ্ঠার পর কয়েক বছরের মধ্য নিষ্ক্রিয় হয়ে বিলুপ্ত হওয়ার মত সমবায় প্রতিষ্ঠানও দেখতে পাই। এ বিষয়টিকে উপলব্ধি করেই আমাদের সমবায় সমিতিসমূহের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

প্রাতিষ্ঠানীকিকরণ = দীর্ঘমেয়াদের জন্য টেকসই প্রতিষ্ঠান
+ দক্ষ ব্যবস্থাপনা
+ কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতা
+ ইতিবাচক ভাবমূর্তি

৮.০৩: সমবায় সমিতির প্রাতিষ্ঠানীকিকরণের নিয়ামক বা উপাদান

'সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির নিয়ামকসমূহ' শীর্ষক গবেষণায় সংশ্লিষ্ট উত্তরদাতাদের প্রদত্ত তথ্য/ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মতামত ও সুপারিশ পর্যালোচনা করে সমবায় সমিতির এবং সমবায় সমিতির প্রকল্পের/কর্মসূচির প্রাতিষ্ঠানিক

রূপের কতিপয় নির্ণায়ক বা মানদণ্ড আমরা পাই। এসব নির্ণায়ক বা মানদণ্ড হলো-

(০১) সমিতির সুনাম (Good Will) /সদস্য ও জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্যতা/ আস্থা/সামাজিক কর্মকান্ড।
(০২) বিধিবদ্ধ কাজসমূহ ধারাবাহিকভাবে সম্পাদন।
(০৩) সমিতির নিজস্ব শ্লোগান/সমিতির সাইনবোর্ড/সীল মোহর/ লোগো/সদস্যদের আইডি কার্ড/সমবায় পতাকা/ জাতীয় পতাকা।
(০৪) সমিতির পরিকল্পনা দলিল।
(০৫) সমিতির প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
(০৬) স্থায়ী সম্পদ (জমি, যানবাহন ইত্যাদি)।
(০৭) নিজস্ব অবকাঠামো (দালানকোঠা ইত্যাদি)।
(০৮) নিজস্ব অফিস ঘর ও সমিতির নামীয় ব্যাংক একাউন্ট ।
(০৯) নিজস্ব ব্রাণ্ড/ নিজস্ব উদ্যোগ/সরকার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে স্বীকৃতি/পুরস্কার প্রাপ্তি।
(১০) সমিতির সদস্যদের জন্য আয়বর্ধক কর্মসূচি।
(১১) দক্ষ ও নিয়মিত ব্যবস্থাপনা কমিটি।
(১২) দক্ষ কর্মকর্তা/কর্মচারী।
(১৩) সচেতন সদস্যবৃন্দ ও সদস্যদের ঐক্য।
(১৪) কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য সার্ভিস রুল (Service Rule)।
(১৫) আইন সম্মত কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত কাজ।
(১৬) ব্যবস্থাপনা কমিটি ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি।

৮.০৪: আদর্শ সমবায় সমিতির প্রাতিষ্ঠানীকিকরণ নিয়ামকের বাস্তবায়ন

কোন সমবায় সমিতির কর্ম এলাকার জনগোষ্ঠীর মৌলিক, মানবিক,আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট সার্বিক দিকের মানোন্নয়নের মাধ্যমে পরিপূর্ণ ও উপভোগ্য জীবন যে সমবায় সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত হয়, তাকে আদর্শ সমবায় সমিতি বলে। একটি সফল/আদর্শ সমবায় সমিতির নিকট থেকে সমিতির একজন সদস্য সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগতভাবে যা যা পেতে পারেন বলে আমরা মনে করি তা হলো-(ক) আর্থিক স্বচ্ছলতা ; (খ) স্ব-কর্মসংস্থান/কর্মসংস্থান ; (গ) দারিদ্য বিমোচন ; (ঘ) সামাজিক সুনাম ও সম্মান ; (ঙ) পারিবারিক শান্তি ; (চ) অপরের শ্রদ্বা ; (ছ) মানসিক সন্তোষ্টি - আত্মতুষ্টি; (জ) সভা সমিতিতে জনগণের নিকট থেকে স্বীকৃতি ও শ্রদ্বার আসন ; (ঝ) রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি/সম্মান ; (ঞ) সকলের ভালবাসা, সহযোগিতা ও সহমর্মিতা ইত্যাদি। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় যে প্রাপ্তি তা হলো একক ও সমষ্টিগত উদ্যোক্তা হবার সীমাহীন স্বপ্ন ও অদম্য শক্তি।

সমবায় সমিতির প্রাতিষ্ঠানীকিকরণ একটি ধারাবাহিক চর্চার বিষয়। প্রতিনিয়ত চর্চার মাধ্যমে একে বাস্তবে রূপদান করতে হয়। আমরা একটি আদর্শ সমবায় সমিতির প্রাতিষ্ঠানীকিকরণের মানদণ্ড/উপাদান/কাঠামো এবং এর বাস্তবায়ন ধাপসমূহকে নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করতে পারি-

সারণি-৫১: প্রাতিষ্ঠানীকিকরণের মানদণ্ড

ক্রঃ নং	আদর্শ সমিতির মানদণ্ড	কার্যসম্পাদন সূচক	বাস্তবায়নকারী	মনিটরিং/তদারকী	ফলাফল
১	সমিতির সুনাম (Good Will) প্রতিষ্ঠা	সমবায় আইন ও বিধি পরিপালন	সমিতি কর্তৃপক্ষ	সমবায় অধিদপ্তর	একটি টেকসই ও সফল প্রাতিষ্ঠানিক সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা
২	বিধিবদ্ধ কাজসমূহ ধারাবাহিকভাবে সম্পাদন	গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা-নির্বাচন	সমিতি কর্তৃপক্ষ	সমবায় অধিদপ্তর	
		মাসিক/দ্বিমাসিক সভা	ব্যবস্থাপনা কমিটি	সমবায় অধিদপ্তর	
		অডিট	সমবায় অধিদপ্তর ও সমিতি কর্তৃপক্ষ	সমবায় অধিদপ্তর	
		সাধারণ সভা	সমিতি কর্তৃপক্ষ	সমবায় অধিদপ্তর	
		আর্থিক পাওনাসমূহ নিয়মিত আদায় ও সঠিকভাবে লাভজনক বিনিয়োগ	সমিতি কর্তৃপক্ষ ও সমিতির স্টাফ	সমবায় অধিদপ্তর	
		রেকর্ডপত্র নিয়মিত লিখন ও সংরক্ষণ	সমিতি কর্তৃপক্ষ ও সমিতির স্টাফ	সমবায় অধিদপ্তর	
		রাজস্ব পরিশোধ (অডিট ফি, সিডিএফ ও অন্যান্য)	সমিতি কর্তৃপক্ষ ও সমিতির স্টাফ	সমবায় অধিদপ্তর	
৩	প্রয়োজনীয় বাহ্যিক উপাদান	সমিতির নিজস্ব শ্লোগান এবং মিশন ও ভিশন	সমিতি কর্তৃপক্ষ	সমবায় অধিদপ্তর	
		সমিতির সাইনবোর্ড	সমিতি কর্তৃপক্ষ	সমবায় অধিদপ্তর	
		সীল মোহর ও লোগো	সমিতি কর্তৃপক্ষ	সমবায় অধিদপ্তর	
		সদস্যদের আইডি কার্ড	সমিতি কর্তৃপক্ষ	সমবায় অধিদপ্তর	
		জাতীয় পতাকা ও সমবায় পতাকা	সমিতি কর্তৃপক্ষ	সমবায় অধিদপ্তর	
৪	দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি	সমিতির পরিকল্পনা দলিল।	সমিতি কর্তৃপক্ষ	সমবায় অধিদপ্তর	
৫	উন্নয়ন কর্মকাণ্ড	সমিতির প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।	সমিতি কর্তৃপক্ষ	সমবায় অধিদপ্তর	
৬	আপন ঠিকানা ও স্বাতন্ত্র্যতা	নিজস্ব অফিস ঘর	সমিতি কর্তৃপক্ষ	সমবায় অধিদপ্তর	
		নিজস্ব অবকাঠামো	সমিতি কর্তৃপক্ষ	সমবায় অধিদপ্তর	
৭	স্থায়ী সম্পদ	জমি, যানবাহন ইত্যাদি	সমিতি কর্তৃপক্ষ	সমবায় অধিদপ্তর	
৮	স্বচ্ছতার সাথে আর্থিক কর্মকা- সম্পাদন	সমিতির নামীয় ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে লেনদেন ।	সমিতি কর্তৃপক্ষ	সমবায় অধিদপ্তর	
		বিধি মোতাবেক আর্থিক কর্মকা-	সমিতি কর্তৃপক্ষ	সমবায় অধিদপ্তর	
৯	সমিতির ব্র্যাণ্ডিং	নিজস্ব ব্রান্ড-পণ্য	সমিতি কর্তৃপক্ষ	সমবায় অধিদপ্তর	
		নিজস্ব উদ্যোগ	সমিতি কর্তৃপক্ষ	সমবায় অধিদপ্তর	
		সরকার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে স্বীকৃতি/পুরস্কার প্রাপ্তি	সমিতি কর্তৃপক্ষ	সমবায় অধিদপ্তর	
১০	কর্মসংস্থান	সমিতির সদস্যদের	সমিতি কর্তৃপক্ষ	সমবায় অধিদপ্তর	

৮.০৫ ঃ আদর্শ সমবায় সমিতির/প্রাতিষ্ঠানিকরূপপ্রাপ্ত সমিতির কার্যক্রমের সময়ভিত্তিক রূপরেখাঃ

একটি আদর্শ সমবায় সমিতি তাঁর দৈনন্দিন কার্যক্রম সুচারুরূপে সম্পাদনের মাধ্যমে ধারাবাহিকতা বজায় রাখে এবং প্রাতিষ্ঠানিকীকিতা অর্জন করে। একটি আদর্শ সমবায় সমিতির/প্রাতিষ্ঠানিকরূপপ্রাপ্ত সমিতির কার্যক্রমের সময়ভিত্তিক রূপরেখা নিম্নরূপ হতে পারে-

সারণি-৫২: প্রাতিষ্ঠানীকিকরণের সময় ভিত্তিক কার্যক্রম

ক্রঃ নং	সময়ানুক্রম	কার্যক্রম	দায়িত্ব	মন্তব্য
১	দৈনিক	জমা খরচ/আর্থিক বিবরণী	ব্যবস্থাপনা কমিটি/উপ-কমিটি	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও উপজেলা/জেলা সমবায় কর্মকর্তা মনিটরিং করবেন।
		কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়ন্ত্রণ	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	
		ঋণ দাদন	ব্যবস্থাপনা কমিটি/উপ-কমিটি	
		ঋণ আদায়	ব্যবস্থাপনা কমিটি/উপ-কমিটি	
		হস্ত মজুদ	ব্যবস্থাপনা কমিটি/উপ-কমিটি	
		ব্যাংক জমা	ব্যবস্থাপনা কমিটি/উপ-কমিটি	
২	মাসিক	মাসিক সভা নোটিশ	ব্যবস্থাপনা কমিটি	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও উপজেলা/জেলা সমবায় কর্মকর্তা মনিটরিং করবেন।
		মাসিক সভার কার্যবিবরণী	ব্যবস্থাপনা কমিটি	
		মাসিক জমা খরচ/আর্থিক বিবরণী	ব্যবস্থাপনা কমিটি/উপ-কমিটি	
		সদস্য ভর্তি	ব্যবস্থাপনা কমিটি/উপ-কমিটি	
		সদস্য	ব্যবস্থাপনা কমিটি/উপ-কমিটি	
		এজেন্ডা ভিত্তিক মাসিক সভার আলোচনা	ব্যবস্থাপনা কমিটি/উপ-কমিটি	
		বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠান	ব্যবস্থাপনা কমিটি/উপ-কমিটি	
৩	ত্রৈ মাসিক	আর্থিক বিবরণী	ব্যবস্থাপনা কমিটি	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও উপজেলা/জেলা সমবায় কর্মকর্তা মনিটরিং করবেন।
		ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম	ব্যবস্থাপনা কমিটি	
৪	ষান্মাসিক	আর্থিক বিবরণী	ব্যবস্থাপনা কমিটি/উপ-কমিটি	
		ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম	ব্যবস্থাপনা কমিটি/উপ-কমিটি	
৫	বাৎসরিক	বার্ষিক সাধারন সভার নোটিশ	ব্যবস্থাপনা কমিটি	
		বার্ষিক সাধারন সভার কার্যবিবরণী	ব্যবস্থাপনা কমিটি	
		অডিট	ব্যবস্থাপনা কমিটি/উপ-কমিটি	
		অডিট সংশোধনী	ব্যবস্থাপনা কমিটি	
		বাজেট প্রনয়ন ও অনুমোদন	ব্যবস্থাপনা কমিটি	
		বার্ষিক রিটার্ন	ব্যবস্থাপনা কমিটি	
		বার্ষিক রিপোর্ট	ব্যবস্থাপনা কমিটি	
		বার্ষিক হিসাব বিবরণী	ব্যবস্থাপনা কমিটি	
		প্রকল্প প্রনয়ন ও অনুমোদন	ব্যবস্থাপনা কমিটি/উপ-কমিটি	
		পরিকল্পনা দলিল প্রনয়ন ও অনুমোদন	ব্যবস্থাপনা কমিটি/উপ-কমিটি	
		সার্ভিস রুল প্রনয়ন ও অনুমোদন	ব্যবস্থাপনা কমিটি/উপ-কমিটি	
		কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ	ব্যবস্থাপনা কমিটি/উপ-কমিটি	
		নির্বাচন	ব্যবস্থাপনা কমিটি/উপ-কমিটি	
৬	ত্রি বার্ষিক	নির্বাচনী নোটিশ	ব্যবস্থাপনা কমিটি	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও উপজেলা/জেলা সমবায় কর্মকর্তা মনিটরিং করবেন।
		খসড়া ভোটার তালিকা	ব্যবস্থাপনা কমিটি	
		নির্বাচন কমিটি	ব্যবস্থাপনা কমিটি	
		নির্বাচনী ফলাফল	নির্বাচন কমিটি	
		নির্বাচনী সাধারন সভার কার্যবিবরনী	ব্যবস্থাপনা কমিটি	

৮.০৬: আদর্শ ও প্রাতিষ্ঠানিক সমবায় সমিতির কার্যক্রম চক্র/মডেল

'সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির নিয়ামকসমূহ' শীর্ষক গবেষণায় প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশ থেকে আমরা আদর্শ সমবায় সমিতির কয়েকটি মডেল/কার্যক্রম চক্র ডিজাইন করতে পারি। এ মডেলসমূহ নিম্নরূপ হতে পারে-

সারণি-৫৩ঃ প্রাতিষ্ঠানিক সমবায় সমিতির ৩৫৩ কার্যক্রম চক্র

৩ বিষয়ে জ্ঞান	১. নিজের সম্পর্কে (সদস্য জাগরণ); ২. নিজের সমস্যা সম্পর্কে জ্ঞান (সমস্যা চিহ্নিকরণ) ৩. নিজের পরিকল্পনা সম্পর্কে জ্ঞান (পরিকল্পনা গ্রহণ)
৫ বিষয়ে ব্যবস্থাপনা	১.মানুষ ২.অর্থ ৩. ভূমি ৪. উপকরণ/মেশিনারিজ ৫..উৎপাদন/ব্যবসা বিপণন
৩ বিষয়ে পরিকল্পনা	১. নিজের ও পরিবারের সদস্যদের জীবন সম্পর্কে; ২. নিজের সমাজ ও সম্প্রদায় সম্পর্কে পরিকল্পনা; ৩. নিজের ব্যবসা/কর্মকাণ্ডকে সম্প্রসারণ সম্পর্কে পরিকল্পনা ।

ছক-০৫ঃ আদর্শ সমবায় সমিতির স্বপ্নসিঁড়ি

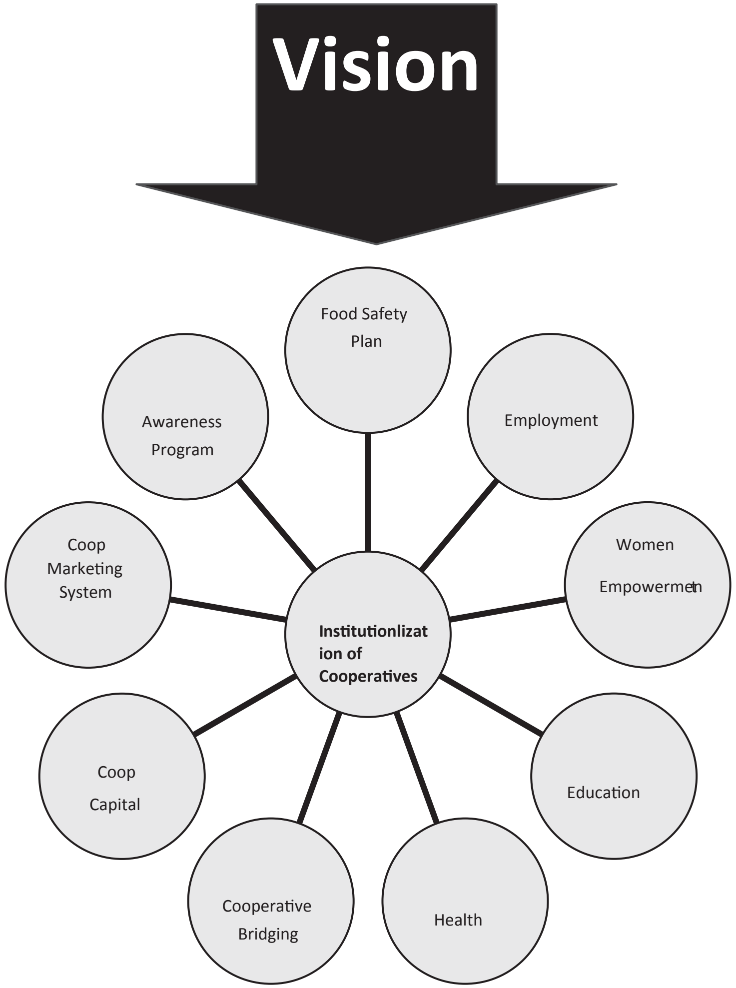

৮.০৭: আদর্শ সমবায় সমিতির/প্রাতিষ্ঠানিকরূপপ্রাপ্ত সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির নিয়মিত বিধিবদ্ধ সভাকরণ

সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির নিয়মিত বিধিবদ্ধ সভাকরণ একটি সমিতির সমস্যাকে দূরীভূত করে এর কার্যক্রমকে সফল করে। আদর্শ সমবায় সমিতির/প্রাতিষ্ঠানিকরূপপ্রাপ্ত সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভার/বিধিবদ্ধ সম্ভাব্য আলোচ্যসূচি হলোঃ

১। বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন;
২। বিগত মাসের জমা খরচ/হিসাব বিবরণী পর্যালোচনা ও অনুমোদন।
৩। সমিতির নতুন সদস্য ভর্তি/সদস্যবৃদ্ধি সংক্রান্ত।

৪। সমিতির সদস্যদের শেয়ার সঞ্চয় বৃদ্ধি/আদায় সংক্রান্ত।
৫। সমিতির বিভিন্ন কাজের জন্য উপ-কমিটি গঠন ও কার্যক্রম পর্যালোচনা সংক্রান্ত।
৬। সমিতির বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম পর্যালোচনা সংক্রান্ত।
৭। সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ/কার্যক্রম পর্যালোচনা সংক্রান্ত।
৮। সমিতির আর্থিক বিনিয়োগ কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা সংক্রান্ত।
৯। সমিতির রেকর্ডপত্র লিখন ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত।
১০। সমিতির বিভিন্ন বিধিবদ্ধ কার্যক্রম সম্পাদন সংক্রান্ত।
১১। ....
১২। বিবিধ।

৮.০৮: আদর্শ সমবায় সমিতির/প্রাতিষ্ঠানিকরূপপ্রাপ্ত সমিতির বিধিবদ্ধ কাজসমূহ

সমবায় সমিতি আইন ২০০১ (২০১৩ পর্যন্ত সংশোধিত), বিধিমালা ২০০৪ ও সমিতির নিবন্ধিত উপ-আইন অনুযায়ী সমবায় সমিতি সমূহের বিধিবদ্ধ কাজ সমূহ হচ্ছে নির্বাচন, বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান, অডিট, ব্যবস্থপনা কামটির সভা অনুষ্ঠান, আর্থিক পাওনা আদায় ও বিনিয়োগ, রেকর্ডপত্র নিয়মিত লেখা ও সংরক্ষণ, অডিট ফি ও সিডিএফ পরিশোধ করা ইত্যাদি। এসব কাজের ধারাবাহিকতা থাকলে সমিতি সফল হয় এবং এর ব্যত্যয়ে সমিতির ধ্বংস সাধন হয়-

সারণি-৫৪: সমবায় সমিতির বিধিবদ্ধ কার্যক্রম পরিচালন চক্র

ক্রঃ নং	বিধিবদ্ধ কাজ	ধারা ও বিধি	অমান্য করলে কী হবে?	মেনে চললে কী হবে?
১	সমিতির নির্বাচন ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা	ধারা-১৮(২) ও বিধি- ২২-৩৬	সমিতির গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা থাকবে না।	সমিতির গতিশীলতা থাকবে-সমিতির কর্মকান্ড প্রসারিত হবে-সমিতিতে কোন জটিলতা থাকবে না-আদর্শ সমবায় সমিতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে-ফলশ্রুতিতে সমিতি রাষ্ট্রীয় পুরস্কার ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করবে।
২	ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভা	বিধি- ৪২(২)(৩)(৪)	সমিতির নীতি নির্ধারণী সিদ্বান্ত গ্রহণ করা যাবে না। ফলে সমিতির কর্মকান্ড প্রসারিত হবে না।	
৩	বিধিবদ্ধ বার্ষিক অডিট	ধারা -৪৩(১) ও ৪৬ বিধি-১০২(৪) ও ১০৩	ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হবে। অর্ন্তবর্তী কমিটি আসবে-সমিতির গতিশীলতা ব্যাহত হবে।	
৪	বার্ষিক সাধারণ সভা/বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠান	ধারা- ১৭(১)(২)(৩)(৪)(৫)	আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকবে না।	
৫	সমিতির আর্থিক পাওনাসমূহ (শেয়ার, সঞ্চয়, ঋণ, চাঁদা সার্ভিস চার্জ ও অন্যান্য পাওনা) নিয়মিত আদায় ও লাভজনক বিনিয়োগ	ধারা-১৮(২), ৩০ ও ৩৭ বিধি-১১ ও ৮৮(৩) উপ-আইনের বিধান ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্বান্ত	সমিতি আর্থিক ও কাঠামোগতভাবে দূর্বল থাকবে।	
৬	রেজিষ্টার, বহি ও রেকর্ডপত্র হালনাগাদ লিখন ও সংরক্ষণ	ধারা -২৪ বিধি-৫৬	স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকবে না এবং সমিতির কার্যক্রম পরিচালনায় সঠিক পরিকল্পনা করা যাবে না।	
৭	সরকারের রাজস্ব (অডিট ফি, ট্যাক্স, ভ্যাট, খাজনা ও অন্যান্য) পরিশোধ করা	ধারা-৪৩(২) ও ৩৪(১)(গ) বিধি- ১০৭(১)(ক)(খ) ও ৮৪(২) বিধি-৩৭(৪)	সমিতি সরকারের নিকট খেলাপী হিসাবে চিহ্নিত হবে এবং সরকারের সহযোহিতা পাবে না। তদুপরি আইনী জটিলতার মূখোমুখি হতে হবে। অডিট ফি ও সিডিএফ বকেয়া থাকলে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা কোন ভাতা পাবেন না।	

৮.০৯: আদর্শ সমবায় সমিতির/প্রাতিষ্ঠানিকরূপপ্রাপ্ত সমিতির কার্যক্রমের আইনগত সীমারেখা

আদর্শ সমবায় সমিতির/প্রাতিষ্ঠানিকরূপপ্রাপ্ত সমিতির কার্যক্রমের আইনগত সীমারেখা হলো:

সারণি-৫৫: সমবায় সমিতির কার্যক্রম পরিচালনার আইনগত সীমারেখা:

ক্রঃ নং	ধারা ও বিধি	যে সব বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে নিবন্ধকের অনুমোদন নিতে হবে	যে সব বিষয়সমূহ নিবন্ধককে অবহিত করতে হবে/নিবন্ধকের নিকট দাখিল করতে হবে	মন্তব্য
১	ধারা - ৯(১) বিধি - ৬(২) ও ৭(৮)	সমবায় সমিতির নিবন্ধন	-	নিবন্ধনকালীন সময়ে
২	ধারা- ১৩(১) বিধি- ৯(২)	সমবায় সমিতির উপ-আইন সংশোধন	-	উপ-আইন সংশোধনের সময়
৩	ধারা-১৭(৪)(ঙ)	সমিতির বাজেট অনুমোদন	-	বাৎসরিক
৪	ধারা ১৮(৫), ১৮(৭) বিধি- ২২(৩) ও ৪০	অর্ন্তবর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি	-	প্রয়োজনীয় সময়ে
৫	বিধি- ২৬(২)	নির্বাচন কমিটি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)		নির্বাচনের ৪৫ দিন পূর্বে দাখিল
৬	ধারা -৩৫(১)	সমবায় সমিতির সম্পত্তি হস্তান্তর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	-	প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে
৭	বিধি-১২(২)	কর্মএলাকা বৃদ্ধি	-	উপ-আইন সংশোধনের মাধ্যমে
৮	ধারা-৪৭	-	অডিট সংশোধনী	৬০/৯০ দিন পূর্বে
৯	বিধি-১৪(২)	-	বার্ষিক সাধারণ সভা ও বিশেষ সাধারণ সভার নোটিশ । (সভার ১৫ দিন পূর্বে) ।	বাৎসরিক
১০	বিধি-১৪(৩)	-	ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন সংক্রান্ত সাধারণ সভার নোটিশ । (নির্বাচন অনুষ্ঠানের ৬০ দিন পূর্বে) ।	ত্রি-বার্ষিক
১১	বিধি -১৮	উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও অনুমোদন	-	প্রকল্প গ্রহনের
১২	বিধি-১৯(২)	-	সাধারন সভার কার্যবিবরণী (সভা অনুষ্ঠানের ৭২ ঘন্টার মধ্যে লিপিবদ্ব ও স্বাক্ষরিত হতে হবে এবং অনধিক ১৫ দিনের মধ্যে নিবন্ধকের নিকট প্রাপ্তি স্বীকার প্রত্যয়নসহ রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে প্রেরণ করতে হবে) ।	বাৎসরিক
১৩	বিধি - ৩০(১)	-	খসড়া ভোটার তালিকা (নির্বাচনী নোটিশের সাথে দিতে হবে) ।	নির্বাচনের সময়
১৪	বিধি- ৩৪(৫)	-	নির্বাচনী ফলাফল (নির্বাচন কমিটির সকল সদসস্যের স্বাক্ষরিত) ।	নির্বাচনের সময়
১৫	বিধি-৪৬ (১)	বিশেষ ধরনের কাজের জন্য উপ-কমিটি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	বিশেষ ধরনের কাজের জন্য উপ-কমিটি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	উপ-কমিটি গঠনের সময়
১৬	বিধি-৪৬ (৩)	নিয়োগ কমিটি(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	নিয়োগ কমিটি	নিয়োগ কমিটি গঠনের সময়
১৭	বিধি-৫৭(১)	-	বার্ষিক রিটার্ন (ফরম-১০)(প্রাথমিক সমিতি)	বাৎসরিক
১৮	বিধি-৫৭(২)	-	বার্ষিক রিটার্ন (ফরম-১১) (কেন্দ্রীয় ও জাতীয় সমিতি)	বাৎসরিক

৮.১০ঃ উপসংহার

বর্তমান অধ্যায়ে একটি সমবায় সমিতির টেকসই ও স্থায়ীত্ব এবং এর পেছনের নিয়ামক/মানদণ্ড নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে । গবেষণায় প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশের আলোকে আদর্শ সমবায় সমিতির কার্যক্রম চক্রের দুটি মডেলও আমরা এখানে পাই । এছাড়া সমবায় সমিতির নামে আর্থিক প্রতারণার কারণ ও এর বিরুদ্ধে প্রতিকার/প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার কথাও এ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে ।

নবম অধ্যায়

সমবায় সফলতার ঐতিহাসিক অভীপ্সা এবং সমবায় কার্যক্রমের বহুমুখিকরণ

৯.০১: প্রারম্ভিকা

বাংলাদেশে বর্তমানে সমবায় সমিতির সংখ্যা কমবেশী ১,৭৪,০০০ টির এর মতো । এর মধ্যে অধিকাংশই নিষ্ক্রিয় ও অকার্যকর । সফল সমবায় সমিতির সংখ্যা সর্বোচ্চভাবে ৫,০০০- ১০,০০০ এর হতে পারে । বাকী ব্যর্থ/অকার্যকর/নিষ্ক্রিয় সমবায় সমিতিগুলো সমবায় অধিদপ্তরের কাঁধে বোঝা স্বরূপ । দিনের পর দিন-মাসের পর মাস-বছরের পর বছর এসব অকার্যকর সমবায় সমিতি জগদ্দল পাথরের মতো সমবায় অধিদপ্তরের সাফল্যকে সামনের দিকে যেতে দিচ্ছে না বরং এসব সমিতির দ্বারা সমবায় তথা সমবায় অধিদপ্তরের কাঁধে ব্যর্থতার দায়ভার চাপছে । নির্মোহভাবে আজ তাই সময় এসেছে এসব বোঁঝাকে/দায়কে কীভাবে বিদায় করা যায় তার উপায় বের করা এবং সফল সমিতি গঠনের দিকে মনোনিবেশ করা । অনেক ব্যর্থতার মাঝেও সফলতার উদাহরণও আমাদের মাঝে আছে । এসব সফল সমবায় সমিতির সাফল্যগাঁথা যাতে অন্যান্য সমবায় সমিতি গ্রহণ করে উন্নয়নের মডেল হতে পারে তার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে সরকার তথা সমবায় অধিদপ্তরকে ।

৯০২: সরকারের নীতি ও উন্নয়ন পরিকল্পনা দলিলসমূহ

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় থেকে আমাদের দেশের সমবায় আন্দোলনের ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিলে আমরা দেখবো যে আমাদের পবিত্র সংবিধান থেকে শুরু করে সর্বশেষ পরিকল্পনা দলিলে সমবায়ের মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পাদন করার উপাদান ও কর্মসূচি রয়েছে । এসব উপাদান ও কর্মসূচি অনুযায়ী সমবায় বিভাগ কর্মকা- পরিচালনা করলে সমবায়ের সফলতা যেমন আসবে-আমাদের সমবায় সমিতির প্রাতিষ্ঠানীকিকরণও হবে । সফল সমবায় সমিতির অনুসন্ধানযজ্ঞে আমরা নিম্নোক্ত দলিলসমূহকে আমালে নিতে পারি-

(১) পবিত্র সংবিধান;
(২) কার্যবিধিমালা;
(৩) প্রেক্ষিত পরিকল্পনা;
(৪) সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা;
(৫) টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য-এসজিডি;
(৬) বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান;
(৭) সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার;
(১০) জাতির পিতার সমবায় দর্শন;
(১১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সমবায় দর্শন ।

উপরিউক্ত নীতি ও পরিকল্পনার আলোকে আগামী ২১০০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রার পরিকল্পনা সোপান-

বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রার মাইলফলক:

(১) ২০২১ সাল : ডিজিটাল বাংলাদেশ ও মধ্যম আয়ের দেশ ।
(২) ২০৩০ সাল : এসডিজির জাংশন অতিক্রম ।
(৩) ২০৪১ সাল : উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ ।
(৪) ২০৭১ সাল : সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে বিশ্বের বুকে অনুকরণীয় অবস্থানে গমন ।
(৫) ২১০০ সাল : ব-দ্বীপ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণতকরণ ।

৯.০৩: পবিত্র সংবিধানে সমবায়ের উজ্জ্বল উপস্থিতি

১৪। রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে-কৃষক ও শ্রমিককে-এবং জনগণের অণগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা ।

১৫। রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়ঃ
(ক) অন্ন,বস্ত্র, আশ্রয় ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা;
(খ) কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার;
(গ) যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার; এবং
(ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্যলাভের অধিকার ।

১৬। নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্যে কৃষিবিপ্লবের বিকাশ,গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতীকরণের ব্যবস্থা, কুটিরশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমুল রূপান্তরসাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন ।

বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১৩(খ) অনুচ্ছেদে দেশের উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বন্টনপ্রণালীসমূহের মালিকানার ক্ষেত্রে সমবায়ী মালিকানাকে রাাষ্ট্রের দ্বিতীয় মালিকানা খাত হিসাবে ঐতিহাসিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে ।

১৩। উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বন্টনপ্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এই উদ্দেশ্যে মালিকানা-ব্যবস্থা নিম্নরূপ হইবেঃ
(ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা, অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র লইয়া সুষ্ঠু ও গতিশীল রাষ্ট্রায়ত্ত সরকারী খাত সৃষ্টির মাধ্যমে জরগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা;
(খ) সমবায়ী মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায়সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায়সমূহের মালিকানা; এবং
(গ) ব্যক্তিগত মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকা ।

৯.০৪: কার্যবিধিমালার আলোকে সমবায় উপস্থিতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পবিত্র সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদ বলে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া কার্যবিধিমালা প্রস্তুত করেছে ।

সারণি-৫৬: কার্যবিধিমালায় সমবায় মন্ত্রণালয়ের কার্যপরিধি

৫৫। (৬) রাষ্ট্রপতি সরকারী কার্যাবলী বন্টন ও পরিচালনার জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করিবেন ।

Ministry	[31]. Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives.
Division	Rural Developemnt and Co-operatives Division.
Allocation of Business (Revised upto 2017)	
1	Rural Development Policy.
2	Co-operative Law, Rules & Policy.
3	Implementation of Poverty Reduction Programmes in rural areas assigned to this Division.
4	Promote entrepreneurship development through micro-credit, agricultural credit, small and cottage industries on co-operative basis, co-operative banking, co-operative insurance, co-operative farming, co-operative marketing. milk c-operatives and other co-operative enterprises.
5	Human resources development for co-operative members. Education. Training and Reserach on Rural Development & Co-operatives.
6	Innovation of new models forrurla development through action research.
7	Development and empowerment of womwn through co-operative societies in formal and informal group as assigned to this division.
8	Administration of the officers of BCS (Co-operative) cadre.
9	Administration and control of subordinate offices, bodies, organzation and institute under this division, such as Department of Co-operatives, BRDB, BARD, RDA etc.
10	Co-ordination of all matters related to Rural Development & Co-operatives.
11	Organize national, international seminar, workshop, conference and dialogue,etc. related to Rural Development and Co-operatives.
12	National Co-operative awards, Rural Development awards.
	Celebaration of National and International Co-operative day.
14	Liasion with International Organizations including CIRDAP, NEDAC, AARDO, ICA,etc.
15	All laws on subjects allocated to this division.
16	Inquiries and statistics on any of the subjects allocated to this division.
17	Fees in respect of the subjects allocated to this division except fees taken in court.

৯.০৫: সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সমবায় উপস্থিতি

উন্নয়ন বিশেষজ্ঞগণ বাংলাদেশকে সংজ্ঞায়িত করেন এভাবে-Bangladesh is a Gold mine with a great promise. Its potentiality lies in its Soil and People. All that We need to do is to DIG its Soil and Explore its People. অর্থাৎ বাংলাদেশ হচ্ছে অসীম সম্ভাবনার একটি দেশ যার সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে এর মাটি ও মানুষের মধ্যে । আমাদের যা করতে হবে তা হলো এর মাটিকে খুঁড়তে হবে উৎপাদনের লক্ষ্যে এবং এর মানুষকে বিকশিত করতে হবে ।

উপরিউক্ত সম্ভাবনা প্রত্যয়কে সামনে রেখে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ঘোষিত হয়েছে যার মূল শ্লোগান হচ্ছে ঃ Accelerating Growth, Empowering Citizens- ত্বরান্বিত প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের ক্ষমতায়ন। মূলতঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের সম্ভাবনার মৌল উপাদানকে সদ্ব্যাবহারের পথনির্দেশ করেছে।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে কৌশলগতভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলের সপ্তম অধ্যায়ের ৭.৩ অনুচ্ছেদে 'গ্রামীণ উন্নয়ন" বিষয়ক বিষয়াবলী বর্ণিত হয়েছে। এখানে ৭.৩.৩ উপ-অনুচ্ছেদসমূহে পল্লী উন্নয়ন সেক্টরে সমবায় বিভাগের সম্পৃক্তি ও কৌশল বিষয়েও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়ন কৌশল হিসেবে ০৬ (ছয়)টি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এগুলো হলো-

সারণি-৫৬: সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সমবায় সম্পৃক্তি

কৌশল -১	Rural Employment Generation and Poverty Reduction	পল্লী কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য হ্রাসকরণ।
কৌশল -২	Alleviate Rural Poverty and Strengthening Rural Economy	পল্লী দারিদ্র্য দূর করা এবং গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালীকরণ।
কৌশল -৩	Agriculture Value Chain development through Cooperatives.	সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি মূল্যসংযোজন ব্যবস্থার উন্নয়ন।
কৌশল -৪	Institutional Development and Capacity Building.	প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।
কৌশল -৫	Strengthening of Cooperative Movement.	সমবায় আন্দোলনের জোরদারকরণ।
কৌশল -৬	Improving Service Delivery System through Information and Communication Technology (ICT).	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে সেবা প্রদান পদ্ধতির উন্নয়ন।

৯.০৬: এসডিজির লক্ষ্যভিত্তিক কর্মসূচি ও সমবায় সম্পৃক্তি

২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্র্য পুরোপুরি দূর করা এবং বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, সামাজিক উন্নয়ন ও পরিবেশ সুরক্ষার জন্য নতুন টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যের এজেন্ডা ৩ আগস্ট,২০১৫ সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছে। জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্যদেশ দীর্ঘ ৩ বছরের দরকষাকষি শেষে ১৭টি লক্ষ্য সামনে রেখে এ এজেন্ডা গ্রহণ করেছে। এমডিজিতে অনেক দেশ অন্তর্ভুক্ত না হলেও এসডিজি বাস্তবায়নে বিশ্বের ১৯৩টি দেশ এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে। এটিই হবে বিশ্বের সবচেয়ে বড় কর্মসূচি। কেননা এর আগে বিশ্বের এতগুলো দেশে একযোগে কোনো কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়নি। এসডিজির মাধ্যমেই বিশ্বজুড়ে সবচেয়ে বড় কর্মসূচি বাস্তবায়িত হবে।

সারণি-৫৮: এসডিজি-এর বিভিন্ন লক্ষ্য অর্জনে সমবায় সম্পৃক্তি

Mapping of Ministries by targets in the Implementation of SDGs aligning with 7th Five Year Plan (2016-2020): [Support to Sustainable and Inclusive Planning (SSIP) Project General Economics Division (GED) Planning Commision September 2016]

Goal 1: End poverty in all its forms everywhere.
Mapping of Ministries/Divisions by Targets:

Sustainabe Development Goals and associated Targerts	Lead Ministries/ Divisions	Associate Ministries/ Divisions	Actions to Achieve the SDG Targets during 7th FYP (2016-2020)	Actions to Achieve the targets beyond 7th FYP period (2021-2030)	List of Exsisting Policy Instrument (Acts/Policies/ Strategies etc)	Proposed Global Indicators for Performance Measurement	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
Goal 1: End poverty in all its forms everywhere							
Target 1.1: By 2030: Erdicate extreme poverty for all people everywhere, currently measured as people living on less than$1.15 a day.	Lead: CD (leading the NSSS) Co-lead: GED (NPFP)	ERD;FD; BFID(BB); LGD; MoA; MoF; MoDMR; MoEWOE MoFL; MoInd; MoYS PMO; RDCD; SID MoWCA; MoCHTA; MoLWA	* The 7FYP aims to reduce extreme poverty by about 4.0 percentage points to around 8.9% by FY20. *Replication of successful targeted livilihoods programmes. * Support for human capital develoment for the extreme poor. *Undertaking measures for preventing and mitigating shocks. * Frther expansion of microcredits & microsavings. * Expanded and inclusive social protection programmes for the extreme poor.		National Social Securty Strategy (NSSS) of Bangladesh by 2015.	1.1.1 Proportion of population below the international poverty line, by sex, age, employment statys and geographical location. (urban/rural)	
1.2 By 2030 reduce at least by half the proportion of men, women and children of all ages living in poverty in all its dimensions according to national definitins.	Lead: CD (leading the NSSS) Co-lead: GED (NPFP)	ERD;FD; LGD; MoA; MoF; MoCHTA; MoDMR; MoEWOE MoFL; MoHFW MoInd; MoRA; MoLE MoSW; MoWCA; MoYS; PMO; RDCD; SID	* The 7th Plan seeks to reduce poverty rate to 18.6% by FY20. *Creating good jobs for the large pool of under-employed and new labour force entrants by increasing th share of employment in the manufacturing sector from 15% to 20%. * Enhanced focus on food productivity and food security. *Emphasis on agricultural diversification. * Efforts encentrating on labour incentive manufacturing		National Social Security Strategy (NSSS) of Bangladesh, 2015	1.2.1 Proportion of population living below the national poverty line, by sexand age.	

1.3 Implement nationally appropriate social protection systems and measures for all, including floors, and by 2030 achieve substantial coverage of the poor and the vulnerable	Lead: CD (leading the NSSS); Co-Lead: GED (as NPFP)	FD; ICTD; LGD; MoA; MoF; MoEWOE; MoCHTA; MoCA; MoDMR; MoE; MoFL; MoHFW; MoLE; MoLWA; MoPME; MoSW; ; SID MoWCA; MoYS; RDCD	with focus on export diversification. *Emphasis to formal services including export of non-factor services(tourism ,shipping and ICT). * Emphasis on worker service exports in order to increase the inflow remittances with efforts to expand the opportunities to less served areas. • Spending on Social Protection as a share of GDP to be increased from 2.02% of GDP in FY15 to 2.3% of GDP by FY20 • Child grant for children of poor and vulnerable family • School stipend for all primary and secondary school going children		National Social Security Strategy (NSSS) of Bangladesh, 2015 ƒ National School Meal Policy (Under Preparation)	1.3.1 Proportion of population covered by social protection floors/systems, by sex, distinguishing children, unemployed persons, older persons, persons with disabilities, pregnant women, newborns, workinjury victims and the poor and the	
			belonging to the poor and vulnerable households • Strengthening education and training programmes to motivate the adolescent and youth • Supporting workfare programme for the unemployed poor • Programme of financial support to vulnerable women (widows, divorced, destitute, single mother, and unemployed single women) • Old Age Allowance for senior citizens who are aged 60 years and above and belong to			vulnerable	

			the poor and vulnerable population • Disability benefit for children suffering from disability• Disability benefit for working age population suffering from disability• Exploring possibilities to establish a National Social Insurance Scheme (NSIS) • Supporting grants to Micro-savings for the poor & vulnerable group				
1.4 By 2030, ensurthat all men and women, in particular the poor and the vulnerable, have equal rights to economic resources, as well as access to basic services, ownership and control over land and other forms of property, inheritance, natural resources, appropriate new technology and financial services, including microfinance	Lead:CD Co-Lead: RDCD	BFID (BB); FD; ICTD; LJD; LPAD; LGD; MoA; MoEF; MoFL; MoL; MoWR; MoYS; MoEWOE; MoWCA; MoInd; MoCHTA; MoLWA; SI	• Special attention to further closing the gap between the rich and the poor in accessing basic services with special focus on the bottom 20 percent where the gap is the highest			1.4.1 Proportion of population living in households with access to basic services	
	Ditto	Ditto	• The Digital land market reforms will enhance public access to land records, transparent land transactions and efficient collection of land revenue through modernization			1.4.2 Proportion of total adult population with secure tenure rights to land, with legally recognized documentation and who perceive their rights to land as secure, by	

			of all land records. Marginalized citizens will be allowed to establish their legal rights on khas land through transparent distribution mechanism			sex and by type of tenure	
Goal 11: Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable							
Mapping of Ministries/Divisions by Targets							
11.a Support positive economic, social and environmental links between urban, periurban and rural areas by strengthening national and regional development planning	Lead: LGD; Co-Lead: MoHPW	AWRRID; GED; IED; MoEF; PID; Prog. Div.; SEID;	• Ensuring legitimate comprehensive development plans for future development of urban areas of Bangladesh. Ensuring regionally balanced urbanization through polycentric decentralized development and hierarchically structured urban system;			11.a.1 Proportion of population living in cities that implement urban and regional development plans integrating population projections and resource needs, by size of city	

৯.০৭: জাতির পিতার সমবায় ভাবনা

৩০ জুন ১৯৭২ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন কর্তৃক আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে প্রদত্ত বাণীতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন-

> আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা সমবায়ের পথ-সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু বাংলার উন্নয়নে গ্রামে গ্রামে গ্রাম সমবায় গড়তে চেয়েছিলেন। গ্রাম সমবায় ছিল বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে। তিনি দ্বিতীয় বিপ্লবের সোপান রচনা করতে চেয়েছিলেন গ্রাম সমবায়ের সফল বাস্তবায়নের দ্বারা। বঙ্গভবনের একটি বৈঠকে তিনি এ বিষয়ে বলেছিলেন- "আমার দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক। ভেঙ্গে ফেলে সব নতুন করে গড়তে হবে। নিউ সিস্টেম করতে হবে। সেই জন্য আমি কো- অপারেটিভে গিয়েছি।" গ্রাম সমবায় গঠনের বিষয়ে বঙ্গবন্ধু ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এ বিষয়ে তাঁর ছিল স্পষ্ট দর্শন ও মনোভাব। গ্রাম সমবায়ের রূপরেখা তিনি স্পষ্টভাবে এঁকেছিলেন। এ বিষয়ে এক গভীর অন্তদৃষ্টি আমরা তাঁর বক্তব্য থেকেই পাই-

> "কো-অপারেটিভও আমি প্রতিটি গ্রামে করতে চাই। এটা সোজাসুজি বাঙালী কো-অপারেটিভ। যাকে বলা হয় মালটিপারপাস কো-অপারেটিভ। ...... আমি এটার নাম দিয়েছি স্পেশাল কো-অপারেটিভ। ....ঐ কো-অপারেটিভ গুলিতে আমি পাওয়ার দেব। ......একটা, দুটো, তিনটে গ্রাম নিয়ে কো-অপারেটিভ করতে হবে এবং এটা হবে কম্পালসারী কো-অপারেটিভ। এতে কোন কিন্তু-টিন্তু নেই।-----এটাকে পুরাপুরি সাকসেসফুল করতে হবে,--এটা স্পেশাল কো-অপারেটিভ নামে পুরাপুরি করতে হবে।

৯.০৮: ঐতিহাসিক যুক্তফ্রন্টের ২১ দফায় সমবায় উপস্থিতি

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট যে ঐতিহাসিক ২১ দফা ভিত্তিক নির্বাচনী ইশতাহার প্রদান করে, তার চতুর্থ দফায় সমবায়কে সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি, সমবায় ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ছিলেন। ২১ দফার চতুর্থ দফা নিম্নরূপ ছিলঃ

> (৪) সমবায় কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তন করা; কুটির শিল্পের বিকাশ ও শ্রমজীবীদের অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা।

৯.০৯: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সমবায় ভাবনা

মাননীয় প্রধনমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫ নভেম্বর,২০১৮ খ্রিঃ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ৪৭তম জাতীয় সমবায় দিবস এবং জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৬ ও ২০১৭ বিতরণ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বলেছেন:

> সরকারের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সমবায় সম্ভাবনাময় শক্তি। সমবায়ের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে সমবায় সহায়ক শক্তি হতে পারে। দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে সমবায় একটি পরীক্ষিত কৌশল। (সমবায় বার্তা, ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সংখ্যা)

৯.১০: নীতি ও উন্নয়ন পরিকল্পনা দলিলসমূহের আলোকে সমবায়ের বহুমুখিকরণ

'সমবায়ের বহুমাত্রিকতা' নতুন কোন বিষয় নয়-বরং বলা যেতে পারে সমবায়ের সূচনালগ্ন থেকেই বহুমাত্রিক প্রয়োজনে এবং চাহিদার নিরিখে মানুষ বিভিন্ন দ্যোতনায় সমবেত হয়ে কাজ করেছে-সভ্যতার অগ্রগতিতে এগিয়ে গেছে একক কোন কর্মযজ্ঞে সীমাবদ্ধ না থেকে। কিন্তু আজকাল বিশেষতঃ বাংলাদেশে সমবায় বলতে আমরা কেবল ঋণদান বা মাইক্রো ক্রেডিটকেই বুঝে থাকি। বিষয়টি গভীরভাবে উপলব্ধি ও বিশ্লেষণের দাবী রাখে। তত্ত্ব এবং প্রায়োগিক দিক থেকে সমবায় আদর্শ কোন হেলাফেলার বিষয় নয়। সারা বিশ্বে যেখানে সমবায় আন্দোলন নবতর দ্যোতনায় ও শক্তিতে এগিয়ে চলছে, সেখানে বাংলাদেশে সমবায় অস্তিত্বের সংকটে নিমজ্জিত। সমবায় আন্দোলনের পরিশীলন ও সফলতার জন্য তাই প্রয়োজন নতুন নতুন ক্ষেত্র ও বিষয়ে একে সম্পৃক্ত করা। আমরা বাংলাদেশে সমবায়কে সেভাবে কাজে লাগাতে পারিনি-ব্যর্থ হয়েছি- এর পেছনে নানাবিধ কারণ রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞগণ মন্তব্য করেন। তবে আমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে বিশ্বাস করি সমবায়কে বহুমাত্রিকভাবে কাজে লাগাতে না পারাই হচ্ছে সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতার একটি অন্যতম কারণ।

উপমহাদেশের অন্যতম সার্থক সমবায় চিন্তক বাঙালির সর্বসিদ্ধিদাতা গণেশ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সমবায় নিয়ে প্রচণ্ড আশাবাদী ছিলেন। 'রাশিয়ার চিঠি'র উপসংহার অংশে তিনি লিখেছেন- 'একমাত্র সমবায়-প্রণালির দ্বারাই গ্রাম আপন সর্বাঙ্গীণ শক্তিকে নিমজ্জন দশা থেকে উদ্ধার করতে পারবে, এই আমার বিশ্বাস।' আশাবাদী এই বাক্যটির শেষে আবার তিনি লিখেছিলেন-'আক্ষেপের বিষয় এই যে, আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে সমবায় প্রণালি কেবল টাকা ধার দেওয়ার মধ্যেই ম্লাণ হয়ে আছে, মহাজনী গ্রাম্যতাকেই কিঞ্চিত শোধিত আকারে বহন করছে, সম্মিলিত চেষ্টায় জীবিকা উৎপাদন ও ভোগের কাছে সে লাগল না।' কবিগুরুর পর্যবেক্ষণজাত উপলব্ধির সারবত্তা আজও একই

রকমের রয়ে গেছে বললে অত্যুক্তি করা হবে না । এখানেই আমরা বহুমাত্রিক সমবায়ের বহুমাত্রিকতাকে উপলব্দি করতে পারি ।

আমরা সমবায়কে এতদিন একমুখিভাবে সংজ্ঞায়িত করতে চেয়েছি । সময় এসেছে সমবায়কে বহুমুখিভাবে চিন্তা করার ও সে অনুযায়ী সমবায় কর্মযজ্ঞকে পুনঃসংজ্ঞায়িত করার । আমরা এ গবেষণায় সমবায়কে নিম্নোক্ত বহুমাত্রিক ভাবে সংজ্ঞায়িত করার উপাদান খুঁজে পেয়েছি-

সারণি-৫৯: সমবায়ের বহুমাত্রিক সংজ্ঞা

ক্রঃ নং	মানদন্ড/ নির্ণায়ক	সমবায় প্রত্যয়/সংজ্ঞা	রেফারেন্স	উদাহরণ
১	তত্ত্বীয় প্রত্যয়/সংজ্ঞা	সমবায় হচ্ছে সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টা অর্থাৎ সকলে মিলে মিশে কাজ করা । সমবায়ের মূল কথা হচ্ছে ‘‘দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ’’ । (All are same, great or small -all for each and each for all)	প্রচলিত মতবাদ	স্বেচ্ছাশ্রমে রাস্তাঘাট তৈরী করা ।
২	আইনগত সংজ্ঞা/প্রত্যয়	সমবায় হচ্ছে আইন অনুযায়ী এবং বিধি মোতাবেক নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিধিবদ্ধ কাজ করা ।	সমবায় আইন ও বিধিমালা	নিবনন্ধিত সমবায় সমিতি
৩	আদর্শগত সংজ্ঞা/প্রত্যয়	সমবায় একটি আদর্শ । সমবায় হচ্ছে এমন একটি কর্মপ্লাটফরম যেখানে আদর্শিকভাবে সমমানসিকতার লোকজন একত্রিত হয়ে কাজ করে ।	প্রচলিত মতবাদ	সমবায়ের ৭টি মৌলিক চেতনা (সততা, সহনশীলতা, সাম্য, সংহতি, সহমর্মিতা,সহযোগিতা, ও সহ অবস্থান-৭স)
৪	প্রায়োগিক/ ব্যবহারিক সংজ্ঞা/প্রত্যয়	সমবায় হচ্ছে বাস্তব জীবনে ও কর্মক্ষেত্রে প্রায়োগযোগ্য একটি ব্যবহারিক কর্মপ্রয়াস ।	প্রচলিত মতবাদ	সমবায় সমিতির আইজিএ কর্মকান্ড
৫	দর্শনগত সংজ্ঞা/প্রত্যয়	সমবায় হচ্ছে মানুষের মৌল জীবন দর্শন পরিপূরণের একটি হাতিয়ার ।	প্রচলিত মতবাদ	প্রাচীনকালের ‘আমরা’ দর্শন
৬	চেতনাগত সংজ্ঞা/প্রত্যয়	সমবায় একটি চেতনার নাম । সমবায় হচ্ছে গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত একটি চর্চামূলক ব্যবস্থা যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় ।	প্রচলিত মতবাদ	বার্ষিক সাধারণ সভা
৭	উন্নয়নধর্মী সংজ্ঞা/প্রত্যয়	সমবায় হচ্ছে সংগ্রামী মানুষের সম্মিলিত ও সংঘবদ্ধ উন্নয়ন অভিযাত্রা ।	প্রচলিত মতবাদ	ধর্মীয় উৎসব
৮	শেয়ারিং সংজ্ঞা/প্রত্যয়	সমবায় হচ্ছে শেয়ারিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ‘মানুষের দুঃখ কমানোর যন্ত্র এবং আনন্দ বাড়ানোর মন্ত্র ।’	সমবায় অধিদপ্তর	আসুন সমবায়ের ভিত্তিতে সুখ-দুঃখকে ভাগ করে শান্তির সমাজ গড়ে তুলি
৯	আর্থ-সামাজিক সংজ্ঞা/প্রত্যয় ঃ	সমবায় হচ্ছে গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে এর সদস্যরা তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে থাকে ।	সমবায় অধিদপ্তর	সফল সমবায় সমিতি
১০	শক্তিগত সংজ্ঞা/প্রত্যয়	সমবায়ের হচ্ছে (ক) জনবল; (২) অর্থবল ও (৩) মনোবল এর সমষ্টি ।	অধ্যক্ষ আসপ্রই	সভ্যতার ছয়টি শক্তিধাপ ।
১১	সেবাধর্মী সংজ্ঞা/প্রত্যয়	সমবায় হচ্ছে গরীব মানুষের ২৪ ঘন্টার ব্যাংক ।	গোলাপ বাণু	বিপদে পাশে দাঁড়ানো
১২	আত্মগত সংজ্ঞা/প্রত্যয়	সমবায় হচ্ছে ব্যক্তির সার্বিক উন্নয়নের জন্য মৌলিক চাহিদা পূরণের একটি ধারাবাহিক কর্মযজ্ঞ ।	অধ্যক্ষ আসপ্রই	অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসা-বিনোদন-নিরাপত্তা

১৩	প্রাতিষ্ঠানিক সংজ্ঞা/প্রত্যয়	সমবায় হচ্ছে এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা স্থায়ীত্বের জন্য প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রক্রিয়া চর্চা করে ।	অধ্যক্ষ আসপ্রই	প্রাতিষ্ঠানীকিকরণের ১৬ শর্ত
১৪	সাংবিধানিক সংজ্ঞা/প্রত্যয়	সমবায় হচ্ছে সংবিধান স্বীকৃত একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যার মাধ্যমে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করা হয় ।	পবিত্র সংবিধান	সমবায়ী মালিকানা
১৫	সম্পদ ব্যবস্থাপনাগত সংজ্ঞা/প্রত্যয়	সমবায় হচ্ছে অর্থনীতির ভাষায় পাঁচটি মূলধন ((১) Economic Capital;(২) Human Capital;(৩) Social Capital;(৪) Natural Capital এবং (৫) Physical Capital.) এর সঠিক ব্যবহারের হাতিয়ার ।	মিহির কান্তি মজুমদার	কার্যকরী মূলধন-সদস্য-সম্মিলন-প্রাকৃতিক সম্পদ-কায়িক শ্রম
১৬	প্রাকৃতিক সংজ্ঞা/প্রত্যয়	সমবায় হচ্ছে প্রকৃতি জগতের সকল প্রাণিকুলের একত্রিত সহঅবস্থানের অনুপম সৌন্দর্য	অধ্যক্ষ আসপ্রই	পিপিলিকা, মৌমাছি, পরিযায়ী পাখীর দল/অতিথি পাখীর ঝাঁক, উই পোঁকার ঢিবি
১৭	ধর্মীয় সংজ্ঞা/প্রত্যয়	সমবায় হচ্ছে ধর্মীয় চেতনায় সম্মিলিতভাবে কর্মসম্পাদনের একটি অনুশাসন	অধ্যক্ষ আসপ্রই	কোরআন-বেদ-বাইবেল-ত্রিপিটক
১৮	সম্মিলন সংজ্ঞা/প্রত্যয়	সমবায় হচ্ছে তৃণমূল মানুষকে সংগঠিত করার একটি অনুপম মাধ্যম	অধ্যক্ষ আসপ্রই	আশ্রয়ন সমিতি
১৯	উৎপাদনশীল সংজ্ঞা/প্রত্যয়	সমবায় হচ্ছে কর্মহীন হাতকে কর্মীর হাতে পরিণত করার উৎপাদনশীল মাধ্যম ।	নিবন্ধক ও মহাপরিচালক	আইজিএ কর্মকান্ড ও পণ্য উৎপাদন ।
২০	উদ্দীপনামূলক সংজ্ঞা/প্রত্যয়	সমবায় সাধারণ খেটে খাওয়া সংগ্রামী মানুষের আত্মবিশ্বাসের জায়গা ।	অধ্যক্ষ আসপ্রই	কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষ
২১	বিধিগত সংজ্ঞা/প্রত্যয়	সমবায় হচ্ছে বিধি মোতাবেক কার্য সম্পাদনকারী প্রতিষ্ঠান	গমবায় সমিতি আইন ২০০১ ও বিধিমালা ২০০৪	)গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা তথা নির্বাচন, (২) ব্যবস্থ্পনা কামটির সভা অনুষ্ঠান,(৩) অডিট, (৪)বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান,(৫)আর্থিক পাওনা আদায় ও বিনিয়োগ, (৬) রেকর্ডপত্র নিয়মিত লেখা ও সংরক্ষণ, (৭) রাজস্ব (অডিট ফি, সিডিএফ ইত্যাদি পরিশোধ করা ।
২২	চাহিদাগত সংজ্ঞা/প্রত্যয়	সমবায় হচ্ছে জীবনকে সুখী ও আনন্দময় করার মানসে জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণে কর্মক্ষম একটি ব্যবস্থা ।	অধ্যক্ষ আসপ্রই	আনন্দময় ২ মাসের মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স
২৩	আন্দোলনগত সংজ্ঞা/প্রত্যয়	সমবায় একটি আর্থ-সামাজিক আন্দোলন	অধ্যক্ষ আসপ্রই	ডিজিটাল বাংলাদেশ
২৪	পন্থাগত	সমবায় পুজিবাদ ও সাম্যবাদের মাঝামাঝি পথ	অধ্যক্ষ	ব্যক্তি থেকে সমষ্টি
২৫	সমষ্টিবোধক সংজ্ঞা/প্রত্যয়	সমবায় হচ্ছে ক্ষুদ্রতর ‘আমি’কে বৃহত্তর ‘ আমরা’য় পরিণত করে সম্মিলিত লাভের অংশীদার হওয়া	অধ্যক্ষ আসপ্রই	বেলুন ফোলানো-বাতাসা খাওয়া
২৬	মানবিক সংজ্ঞা	সমবায় হচ্ছে একইসঙ্গে আর্থিক ও আত্মিক উন্নয়নের হাতিয়ার যা আমাদের মাঝে ইতিবাচক বন্ধন সৃষ্টি করে ।	অধ্যক্ষ আসপ্রই	সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় উদ্যোক্তা খোঁজা
২৭	দ্বান্দ্বিক সংজ্ঞা/প্রত্যয়	সমবায় এমন একটি দ্বান্দ্বিক ব্যবস্থার নাম যেখানে তত্ত্ব ও বাস্তব- ইতিবাচকতা ও নেতিবাচকতা- স্বার্থ ও পরার্থের চরম টানাপোড়েন বিরাজ করে একটি সুন্দর উদ্যোগকে অসুন্দর পরিণতিতে নিয়ে যায়	অধ্যক্ষ আসপ্রই	বাংলাদেশের ব্যর্থ সমবায় সমিতির মিছিল

উপরিউক্ত বহুমাত্রিক সমবায় সংজ্ঞার আলোকে আমরা সমবায় সমিতিকেও ভিন্ন আঙ্গিকে দেখতে পারি-

সারণি-৬০: সমবায় সমিতির বহুমাত্রিক সংজ্ঞা

ক্রঃনং	সংজ্ঞাদাতা/ সংজ্ঞা উৎস	সমবায় সমিতির সংজ্ঞা	রেফারেন্স
১	সমবায় আইন ও বিধি	সমবায় সমিতি সমবায় অধিদপ্তর থেকে আইন অনুযায়ী এবং বিধি মোতাবেক নিবন্ধিত একটি প্রতিষ্ঠান যার উদ্দেশ্য হচ্ছে বৈধ উপায়ে সমিতির সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।	আইনের ধারা-৮(১)
২	বিধিবদ্ধ সংজ্ঞা	সমবায় সমিতি হচ্ছে সমবায় সমিতি আইন ২০০১ (২০১৩ পর্যন্ত সংশোধিত) এর অধীনে নিবন্ধিত স্বতন্ত্র আইনগত সত্ত্বাবিশিষ্ট একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা (Body Corporate) যার স্থায়ী ধারাবাহিকতা থাকে, উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যে কোন ধরনের সম্পদ অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর এবং চুক্তি করার অধিকার থাকে; যার সাধারণ সীল মোহর থাকে এবং নিজ নামে মামলা দায়ের করা এবং উক্ত নামে উহার বিরুদ্ধেও মামলা করা যায়।	আইনের ধারা-১৪(১)
৩	প্রচলিত সংজ্ঞা	সমবায় সমিতি হচ্ছে সমমনা লোকদের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার সংঘবদ্ধ সংগ্রামী সংগঠন।	গবেষণা কমিটি
৪	প্রচলিত সংজ্ঞা	সমবায় সমিতি হচ্ছে গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে এর সদস্যরা তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে থাকে । অর্থাৎ সমবায় সমিতি একটি সাধারণ প্রতিষ্ঠান নয় । সমবায় সমিতি এমন একটি জনকল্যাণ ও উন্নয়ন মূলক আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান যার মধ্যে - (১)গণতন্ত্র আছে; (২) অর্থনীতি আছে; (৩) সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টা আছে; (৪) সদস্যদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির বিষয় আছে এবং (৫)সদস্যদের সামাজিক উন্নয়নের বিষয় আছে।	গবেষণা কমিটি
৫	প্রচলিত সংজ্ঞা	সমবায় সমিতি হচ্ছে মূলতঃ তৃণমূল পর্যায়ের জনগণকে সংগঠিত করে একটি সংগঠনের আওতায় এনে তাদেরকে সার্বিক উন্নয়নের ধারায় সম্পৃক্ত করা। সমবায় সমিতির মূখ্য উদ্দেশ্যই হচ্ছে সম্মিলিতভাবে সংগঠনের আওতায় সদস্যগণকে সমবায়ের ৭টি মৌলিক চেতনায় (সততা, সঞ্চয়শীলতা, সাম্য, সংহতি, সহমর্মিতা, সহযোগিতা, ও সহ অবস্থান-৭স) আবদ্ধ করে তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নসহ তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন (Socio-economic Development) ঘটানো।	গবেষণা কমিটি
৬	সমবায়ী সংজ্ঞা	‘সমবায় সমিতি হচ্ছে গরীব মানুষের ২৪ ঘন্টার ব্যাংক। সমবায় হচ্ছে গরীব-অসহায় মানুষের বেঁচে থাকার/ উন্নতি করার অবলম্বন বা হাতিয়ার। নিঃস্ব/রিক্ত মানুষকে কেউ ঋণ/সহায়তা দেয় না। কারণ তাদের দৃশ্যমান সম্পদ নেই জামানত রাখার মত। কিন্তু সমবায় গরীব অসহায় মানুষকে বিনা প্রশ্নে বিশ্বাস করে ঋণ/সহায়তা দেয় কারণ তাদের দৃশ্যমান সম্পদ না থাকলেও রয়েছে অমূল্য অদৃশ্য সম্পদ যা হচ্ছে সততা ও নিষ্ঠা। সমবায় এই সততা ও নিষ্ঠাকে মূল্য দেয়।’	সমবায়ের মাধ্যমে অসহায় ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে অংশগ্রহণকারী একজন তৃণমূল সফল সমবায় নেতা ও কর্মী মিসেস গোলাপ বানু, সভাপতি, বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, ঢাকা
৭	সমবায়ী সংজ্ঞা	‘সমবায় আমার আত্মবিশ্বাসের জায়গা। আমি পারি-আমরাও পারি-সমবায় এই সত্যকে জাগিয়ে তোলে। সমবায় আমার স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করে। সমবায় আমার শক্তিকে কাজে লাগাতে শেখায়। সমবায় আমার জীবনের উন্নতির একটি লাঠি যা ধরে আমরা অনেক অনেক গরীব দূঃখী মানুষের হাসি	সাধারণ মানুষ বিশেষত ভাগ্যবঞ্চিত মহিলাদের নিয়ে

		ফোটাতে পেরেছি। সমবায় সমিতি হচ্ছে আমার আত্মস্বার্থপরতা কমানোর এবং পরার্থপরতা বাড়ানোর হাতিয়ার। এর মাধ্যমে আমার বৃহত্তর আত্মস্বার্থ সঠিক ও নীতিনিষ্ঠভাবে পালিত হয়।’	কাজ করা মোছাঃ রাবেয়া বেগম, সভাপতি, দক্ষিণ রাজনগর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ, কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট।
৮	আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)	*An association of persons who have voluntarily joined together to achieve a common end through the formation of a democratically controlled organization, making equitable contributions to the capital required and accepting a fair share of the risks and benefits of the undertaking, in which members actively participate."* অর্থাৎ সমবায় হচ্ছে গণতান্ত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রিত এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে একই এলাকাভুক্ত একই পেশা বা বিভিন্ন পেশাভুক্ত কিছু সংখ্যক সমমনা লোক একটি সাধারণ উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়ে তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের চেষ্টা করে।	ইন্টারনেট
৯	International Cooperative Alliance's Statement on the Cooperative Identity	"an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social, and cultural needs and aspirations through jointly owned and democratically controlled enterprise"	ইন্টারনেট
১০	জাতিসংঘ মহাসচিব বান-কি-মুন	‘ Co-operatives are a reminder to the international community that it is possible to pursue both economic viability and social responsibility.সমবায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে স্মরণ করিয়ে দেয় যে অর্থনৈতিক মুনাফা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা একই সাথে অর্জন সম্ভব।’	গবেষণা কমিটি
১১	প্রচলিত সংজ্ঞা	মূলতঃ সমবায় সমিতি সাধারণ খেটে খাওয়া সংগ্রামী মানুষের আত্মবিশ্বাসের জায়গা। শ্রমজীবী উৎপাদনশীল মানুষদের মনে ‘আমি পারি-আমরাও পারি’ সমবায় এই সত্যকে জাগিয়ে তোলে। অর্থনীতির ভাষায় আমরা জানি মূলধন মূলতঃ পাঁচ প্রকার । (১) Economic Capital;(২) Human Capital;(৩) Social Capital;(৪) Natural Capital এবং (৫) Physical Capital. সমবায় আন্দোলন এই পাঁচ প্রকার মূলধনকেই সফলভাবে সুন্দর ও সুষম ব্যবহার করতে পারে।	গবেষণা কমিটি
১২	আন্তর্জাতিক	‘সমবায় মানুষের চাহিদা মেটানোর কাজ করে-লোভ মেটানোর কাজ করে	গবেষণা কমিটি

	সমবায় মৈত্রী সংস্থা (আইসিএ) এর সভাপতি Dame Pauline Green	না। (Meeting Human Need, Not Just Human Greed).	
১৩	সামগ্রিক সংজ্ঞা	'সমবায় সমিতি হচ্ছে গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত স্বেচ্ছা প্রণোদিত কতিপয় ব্যক্তিবর্গের ঐক্য বা একতার মাধ্যমে সংগঠিত একটি স্ব-শাসিত-স্বায়ত্ব-শাসিত বা স্বাধীন সংগঠন, যা ঐ জনগোষ্ঠীর সাধারণ অর্থনেতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চাহিদা বা উচ্চাভিলাষ পুরণের লক্ষ্যে যৌথ মালিকানা, গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ও পেশাদারী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিচালিত।'	গবেষণা কমিটি
১৪	গবেষণা কমিটির সমবায় সংজ্ঞা	গবেষণা কমিটি সমবায়ের সনাতন সংজ্ঞায় পরিবর্তন এনে সমবায় সমিতি সমূহকে নতুন আঙ্গীকে দেখতে ও প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। গবেষণা কমিটি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, সমবায় সমিতি সমূহ শুধুমাত্র তাত্ত্বিক আদর্শ ভিত্তিক সনাতনী সংগঠন না হয়ে সৃজনশীল ও উৎপাদনমুখী উদ্যোগ আত্মস্থ করে নিজেরাই নিজেদের এলাকায় সর্বজনীন ও সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের একটি মজবুত সংগঠনে পরিণত হবে। গবেষণা কমিটি প্রত্যাশা করে যে, বাংলাদেশের সমবায় সমিতিসিমূহ স্থানীয় ও জাতীয় ভাবে সর্বজনীন ও সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের মজবুত সংগঠন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সমবায়ের সক্ষমতা ও আর্থ-সামাজিক দ্যোতনা প্রমাণ করবে ।	গবেষণা কমিটি

৯.১১ঃ উপসংহার

সমবায় আন্দোলন একটি ঐতিহাসিক আদর্শিক আর্থ-সামাজিক আন্দোলন যা সংঘবদ্ধ মানুষের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে। এ অধ্যায়ে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সমবায়ের ঐহিতহাসিক অবস্থান নির্ণয় করার চেষ্টা করা হয়েছে। সমবায়কে আমরা একটি সংকীর্ণ দৃষ্টিতে দেখে থাকি-এটাও একটি ঐতিহাসিক ভ্রান্তি এ বিষয়টিও অত্র অধ্যায়ে পরিস্কারভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

দশম অধ্যায়
উপসংহার ও সুপারিশমালা

১০.০১: প্রারম্ভিকা

'সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির নিয়ামকসমূহ' শীর্ষক গবেষণাটি সমবায় অধিদপ্তরের একটি প্রায়োগিক গবেষণা যার মাধ্যমে একটি সমবায় প্রতিষ্ঠানের সফলতার নিয়ামক/নিয়ামকসমূহ খুঁজে বের করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এ গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে গবেষণার জন্য প্রস্তুত জরীপ প্রশ্নমালার উত্তরে উত্তদাতাদের প্রদত্ত তথ্যকে বিশ্লেষণ করে একটি উপসংহারে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যকে বিভিন্ন আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করে সমবায় সমিতির সফলতার বহুমাত্রিক উপাদান ও এর প্রায়োগিক ব্যাপ্তি নিয়েও আমরা ধারণা পেতে পারি এ গবেষণা থেকে।

১০.০২: জরীপ প্রশ্নমালার উত্তরদাতা ও অংশীজনের কাছ থেকে মতামত ও সুপারিশ

গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে গবেষক দল কর্তৃক তিনটি জরীপ প্রশ্নমালা প্রস্তুত করা হয়েছিল। তথ্য সংগ্রহকারী কর্তৃক যথাযথভাবে তথ্য সংগ্রহ করার পর তিনটি ক্ষেত্রের তথ্যই বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। প্রাথমিক এসব তথ্য বিশ্লেষণ করে আমরা সফল সমবায় সমিতির মানদ- বিষয়ে নিম্নোক্ত তথ্যাদি পেয়েছি:

(১) সমবায় সমিতির কার্যক্রমকে বহুমুখিকরণ করা হলে সমিতি টেকসই হতে পারে।
(২) 'নিয়মিত শেয়ার ক্রয় ও সঞ্চয় প্রদানের মাধ্যমে মূলধন গঠন' এবং 'আইন ও বিধি মোতাবেক কর্মকাণ্ড পরিচালনা' এর মাধ্যমে সমবায় সমিতি সফল হতে পারে। 'গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব' এবং 'নিয়মিত লাভজনকখাতে বিনিয়োগ' একটি সমিতিকে গতিশীল ও কার্যকর করতে পারে।
(৩) সমবায় সমিতিকে সফল করতে হলে ব্যবস্থাপনা কমিটি, সাধারণ সদস্য এবং সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্ত-কর্মচারী সকলে মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় ও সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন।
(৪) আর্থিক কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সদস্যদের আস্থা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করে সমিতিকে টেকসই ও সফল করতে পারে।
(৫) সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সমবায় সমিতির মূলধন গঠনে প্রত্যক্ষভাবে তেমন কোন ভূমিকা রাখেন না বলে সমবায়ীরা মনে করেন।
(৬) সমবায় সমিতির বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানমূলক খাতে বিনিয়োগই সমিতিকে টেকসই ও সফল করতে পারে।
(৭) বিনিয়োগকৃত অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রে সমিতিগুলোর প্রায়োগিক তৎপরতা প্রয়োজন।
(৮) সফল সমবায় সমিতি এর সদস্যদের কর্মসংস্থান ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।
(৯) আর্থিক ক্ষেত্রে অস্বচ্ছতা ও দুর্নীতি সমিতির সফল না হওয়ার অন্যতম কারণ।
(১০) সমিতি কর্তৃক বিধি অনুযায়ী তারল্য সংরক্ষণ না করায় সমিতির নানা ধরনের সংকট দেখা দেয়।

(১১) সমবায়ীদের সাথে সমবায় বিভাগের কর্মকর্তাদের যোগাযোগ নিবিড় ও কার্যকর নয়। এ সম্পর্ক নিবিড় ও কার্যকর হলে সমিতি পরিচালনার ক্ষেত্রে সমবায়ীরা অধিকতর সফল হতে পারে।

(১২) সমবায় সমিতির সফলতার জন্য এর প্রাতিষ্ঠানীকিকরণ একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর/উপাদান।

(১৩) সমবায় সমিতির সফলতার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

(১৪) দক্ষ নেতৃত্ব সমবায় সমিতির সফলাকে ত্বরান্বিত ও টেকসই করতে পারে।

(১৫) সমবায় সমিতি পরিচালনার ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা সম্পর্কে বেশির ভাগ সমিতি কর্তৃপক্ষের ও সদস্যদের সম্যক ধারণা নেই।

(১৬) সমিতির বিধিবদ্ধ কাজসমূহ (নির্বাচন/ মাসিক সভা/ অডিট/ এজিএম/ আর্থিক লেনদেন পরিচালনা/রেকর্ডপত্র লিখন ও সংরক্ষণ এবং রাজস্ব পরিশোধ) সঠিকভাবে করলে সমিতির সফলতার হার বেড়ে যায়।

(১৭) ব্যবস্থাপনা কমিটির দক্ষতা ও জবাবদিহিতার ওপর সমিতির সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে।

(১৮) সমবায় সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা একটি সমিতির কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

(১৯) সমবায় বিভাগের সমবায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরও অধিকতর গতিশীল ও বহুমুখি হওয়া প্রয়োজন।

(২০) সমবায় বিভাগের সমবায় বিষয়ক দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা সফল সমবায় সমিতি গঠনের জন্য সহায়ক হতে পারে।

(২১) সফল সমিতি গঠনে সমবায় ভূমিকা হতে হবে সহায়কের, নিয়ন্ত্রকের নয়।

১০.০৩: কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশ

গবেষণার জন্য প্রস্তুতকৃত জরীপ প্রশ্নমালার আলোকে উত্তরদাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশ সম্বলিত খসড়া প্রতিবেদনের ওপর অনুষ্ঠিত কর্মশালা থেকে সফল সমবায় সমিতির প্রভাবক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত পাওয়া গেছে বিভিন্ন অংশীজনের নিকট থেকে। এসব মতামত ও সুপারিশসমূহ নিম্নরূপঃ

(১) সমবায়ীদেরকে সমবায় সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা দরকার।

(২) সমবায় কার্যক্রমকে বহুমুখিকরণ করা প্রয়োজন।

(৩) সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমবায় বিভাগকে সম্পৃক্ত হতে হবে। সমবায়কে সমবায়ীদের সমবায়ে পরিণত করতে হবে।

(৪) সমবায় সমিতি পরিচালনার ক্ষেত্রে বিদ্যমান ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করে তার বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

(৫) প্রত্যেক উপজেলায় প্রতিটি ক্যাটাগরিতে অন্ততঃ একটি সমিতিকে মডেল সমবায় সমিতিতে রূপান্তর করা।

(৬) কম্বাইন্ড একাউন্টিং সফটওয়্যার ও অ্যাপস তৈরী।

(৭) সদস্যগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

(৮) প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের সততা নিষ্ঠা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

(৯) সমিতির উন্নয়ন ও পরিকল্পনার নীতিমালা এর সাথে সমিতির লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার তথ্য সংরক্ষিত থাকতে হবে।

(১০) সমিতির সদস্যগণ ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণের নিবন্ধিত উপ-আইন সম্পর্কে কোন ধারণা নাই। ফলে তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে তারা অবগত নয়। এক্ষেত্রে প্রত্যেক সদস্যকে উপ-আইন সরবরাহ করতে হবে।

(১১) সমিতির প্রকল্প গ্রহণ, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কমিটির মেয়াদ ০৫ বছর করা যেতে পারে।

(১২) নিয়মিত কার্যকর সভা অনুষ্ঠান নিশ্চিত করতে হবে।

(১৩) সমিতিতে ভাল কাজের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করা।

(১৪) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমিতির সদস্যদের সমবায় আইন, বিধিমালা ও উপ-আইন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দিতে হবে।

(১৫) আইন প্রয়োগে সমবায় বিভাগকে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১০.০৪: গবেষণা থেকে প্রাপ্ত সার্বিক ফলাফল

'সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির নিয়ামকসমূহ' শীর্ষক কর্মশালার প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত থেকে আমরা নিম্নোক্ত মন্তব্য করতে পারি-

(১) সমবায় বিভাগের সফল সমবায় সমিতির বিষয়ে ইতোপূর্বে সুনির্দিষ্ট মানদ- নির্ধারণ করা হয়নি।

(২) বাংলাদেশের সমবায় সমিতির সংখ্যা অত্যন্ত বেশি। এত বেশি সমবায় সমিতিকে সফল করে তোলা সমবায় বিভাগের বিদ্যমান জনবল ও অবকাঠঅমোর নিরিখে দুরুহ কাজ।

(৩) সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সমবায়ীদের আন্তঃ সংযোগ আরও নিবিড় ও কার্যকর রা প্রয়োজন।

(৪) বাংলাদেশের নীতি ও পরিকল্পনা দলিলে সমবায়ের উজ্জ্বল উপস্থিতি থাকলেও সমবায় বিভাগ সে নীতি ও পরিকল্পনার আলোকে প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারেনি।

(৫) সমবায়ের নামে অতীতে প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হলেও তেমন কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এর ফলে সমবায়ের প্রতি মানুষের আস্থা ও গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস পেয়েছে এবং সমবায় সম্পর্কে একপ্রকার নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি হয়েছে।

(৬) সমবায় সমিতি পরিচালনা করার ক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তর থেকে সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন থাকা প্রয়োজন।

(৭) সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মানসিকতার পরিবর্তন করে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি আনার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে আমরা সফল সমবায় সমিতির উপাদানসমূহের চর্চায় সমিতির সফলতার তথ্য যেমন পাই, তেমনি এসব উপাদানের অনুপস্থিতি বা চর্চাহীনতার কারণে সমবায় সমিতির ব্যর্থতার তথ্যও পাই। দুটি সুনির্দিষ্ট অনুকল্প নিয়ে আমরা আমাদের গবেষণা শুরু করেছিলাম। অনুকল্প দুটি হলো-

(১) সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির প্রভাবকসমূহ সংজ্ঞায়িত হয়ে এর ধারাবাহিক চর্চা থাকলে সমিতির সফলতার হার বৃদ্ধি পায়।
(২) সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির প্রভাবকসমূহ নির্দিষ্টকরণ না হওয়ায় সমিতিসমূহের টেকসইত্ব বিঘ্নিত হয়।

অনুকল্প প্রমাণক হিসেবে আমরা গবেষণায় সমবায় সমিতির সফলতার ক্ষেত্রে সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মতামত নিম্নোক্তভাবে পেয়েছি:

(ক) সফল সমিতির উপাদানসমূহ শীর্ষক মতামত:
সমবায় সমিতির সফলতার জন্য নানা উপাদান রয়েছে। এসব উপাদান একদিকে যেমন সমবায়ীগণের জন্য প্রযোজ্য তেমনি সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সমবায় কর্মকর্তাদেরও মেনে চলতে হয়। গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৯৪% ভাগ করে) মনে করেন 'নিয়মিত শেয়ার ক্রয় ও সঞ্চয় প্রদানের মাধ্যমে মূলধন গঠন' এবং 'আইন ও বিধি মোতাবেক কর্মকাণ্ড পরিচালনা' এর মাধ্যমে সমবায় সমিতি সফল হতে পারে। এ ছাড়া শতকরা ৮৯ ভাগ করে উত্তরদাতা মনে করেন 'গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব প্রয়োজন' এবং 'নিয়মিত লাভজনকখাতে বিনিয়োগ' উপাদান দুটিকে সমিতিকে সফল করতে পারে। অর্থাৎ সমবায় সমিতির স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং গুড গভার্নেন্সে উপর জোর দেয়া হয়েছে বলে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে উঠে এসেছে। গুড গভর্নেন্স নিশ্চিত হলে নিয়মিত লভ্যাংশ ও সঞ্চয়ের উপর সুদ প্রদান, বিরোধ সৃষ্টি না করে পারস্পরিক সম্প্রীতি এবং কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা সৃষ্টি সম্ভব হবে বলে ধারণা করা হয়। (৪.০৪.০১ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

(খ) নতুন সমিতির সফল হওয়ার জন্য করণীয় বিষয়ক মতামত:
একটি নতুন সমিতির মূল কাজের মধ্যে শেয়ার ক্রয় ও সঞ্চয়ের মাধ্যমে মূলধন গঠন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এতে সমিতির নিজস্ব পুঁজি গড়ে উঠে যার উপর ভিত্তি করে সমিতি অর্থনৈতিক কর্মকা- পরিচালনা করতে সক্ষম হবে। এর পাশাপাশি যেকোনো সমিতি যদি বিধি-বিধান বা আইন অনুযায়ী পরিচালিত হয় তবে সেখানে সুশাসন তথা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়। গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় (সারণি-৩), সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (শতকরা ৯৫ ভাগ) মনে করেন নতুন সমিতি সফল হতে হলে 'নিয়মিত শেয়ার ক্রয় ও সঞ্চয় প্রদানের মাধ্যমে মূলধন গঠন' এবং 'সমবায় আইন ও বিধি যথাযথ পরিপালন' (শতকরা ৯১ ভাগ) বিষয় দুটি নিশ্চিত করতে হবে। এ ছাড়া 'লাভজনক খাতে মূলধন বিনিয়োগ', 'নিয়মিত লভ্যাংশ ও সঞ্চয়ের উপর সুদ প্রদান' এবং 'একটি কার্যক্রমে সীমাবদ্ধ না থেকে বহুবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করার ' কথা বলেছেন যথাক্রমে ৮৯%, ৬৯% এবং ৬৩% ভাগ উত্তরদাতা। (৪.০৪.০২ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

(গ) সফল সমিতির প্রাতিষ্ঠানিক স্বরূপ উপলব্ধি বিষয়ক মতামত:
একটি সফল সমবায় সমিতির প্রাতিষ্ঠানিক রূপ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা একজন সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা ও সমবায়ীদের থাকা খুবই যুক্তিসঙ্গত। কারণ এটি না থাকলে টেকসই সমবায় সমিতি গঠন করতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারবেন না। সফল সমিতির প্রাতিষ্ঠানিক রূপ সম্পর্কে ১৬টি মতামত পাওয়া যায়। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৯০%) প্রাতিষ্ঠানিক স্বরূপ বলতে 'আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী বিধিবদ্ধ কাজসমূহ ধারাবাহিকভাবে সম্পাদন' কে বুঝিয়েছেন এবং এর পরই রয়েছে ' সমিতির উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন' (৮৫%), ' নিজস্ব অফিস ঘর' (৮৪%), 'সমিতির নামিয় ব্যাংক একাউন্ট' (৮৩%), 'দক্ষ ও নিয়মিত ব্যবস্থাপনা কমিটি' (৮৩%) ও 'কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা সৃজন' (৮২%) উল্লেখযোগ্য। শতকরা ৮০% উত্তরদাতা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ বলে বুঝিয়েছেন, 'সদস্য ও জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্যতা/ আস্থা/ সামাজিক কর্মকাণ্ড'। অর্থাৎ সফল সমিতির প্রাতিষ্ঠানিক রূপ সম্পর্কে প্রাপ্ত ধারণাগুলো একজন মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সমবায় সমিতিকে টেকসই করতে উৎসাহিত করবে। নিজেদের প্রকৃত প্রাতিষ্ঠানিকিকরণে ভূমিকা পালন করতে এগিয়ে আসতে পারবে। (৪.০৪.২৩ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

(ঘ) সফল সমবায় সমিতি করতে গিয়ে অনুভূত প্রতিবন্ধকতা বিষয়ক মতামত:
সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তাদের মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে হলে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। গবেষণায় ২৪টি ছোট-বড় এমন প্রতিবন্ধকতা উঠে আসে যেগুলো অনুভূত হওয়ার অভিজ্ঞতা মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হয়েছে। উল্লেখযোগ্য অনুভূত প্রতিবন্ধকতার মধ্যে রয়েছে 'সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব' (৩২%), 'প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের অভাব' (৩০%), 'সমবায় আইন ও বিধি না মানা' (২৩%) 'সমবায় বিভাগের জনবলের অভাব' (২২%), 'সমিতির ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করা' (১৯%), 'আন্তঃবিরোধের সৃষ্টি' (১৮%), 'ব্যবস্থাপনা কমিটির সততা, নিষ্ঠা ও জবাবদিহিতার অভাব' (১৭%) ইত্যাদি (সারণি-১৬)। অর্থাৎ সমিতি পর্যায়ে এসব প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে তুলেই সমবায় সমিতিগুলোকে সফল করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন সমবায় বিভাগীয় মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ। এটি থেকে বোঝা যায় যে, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কাজ করার প্রয়োজনীয় দক্ষতা মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের রয়েছে যা সমবায় সমিতিকে টেকসই করার জন্য ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে। (৪.০৪.২৪ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।
অনুকল্প প্রমাণক হিসেবে আমরা গবেষণায় সমবায় সমিতির সফলতার ক্ষেত্রে সমবায়ীদের মতামত নিম্নোক্তভাবে পেয়েছি:

(ক) সমিতির সফলতা এবং এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মতামত:
সমিতির সফলতার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল উত্তরদাতাই মনে করেন তারা সফল। অর্থাৎ শতভাগ উত্তরদাতা সমিতির সফলতা দাবি করেন। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে সমিতির সফলতা নিয়ে বিভিন্ন মাত্রা পাওয়া গেছে। সফলতার বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে প্রাপ্ত মতামতে দেখা যায়,

সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৯৩%) কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সমিতিগুলো সফল উল্লেখ করেন। এরপর মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে (৮৮%), মূলধন গঠনে (৮৭%), সুষ্ঠু বিনিয়োগের ক্ষেত্রে (৮৬%), নিয়মিত লভ্যাংশ ও সঞ্চয়ের উপর সুদ প্রদানের ক্ষেত্রে সফলতা (৮৬%), উদ্যোক্তা সৃষ্টির ক্ষেত্রে সফলতা (৭৯%) এবং একটি কার্যক্রমে সীমাবদ্ধ না থেকে বহুমূখী কার্যক্রম পরিচালনা করা (৬৮%) এর কথা উল্লেখ করেন । (৪.০৫.২৬ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

(খ) নতুন সমিতির সফল হওয়ার জন্য করণীয়:

নতুন সমিতি সফল হতে হলে করণীয় সম্পর্কে মতামত পাওয়া যায়। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৯৬%) 'নিয়মিত শেয়ার ক্রয় ও সঞ্চয় প্রদানের মাধ্যমে মূলধন গঠন' এবং শতকরা ৯৪ ভাগ উত্তরদাতা 'মূলধন লাভজনক খাতে বিনিয়োগ' এর কথা বলেন। 'সমবায় আইন ও বিধি যথাযথ পরিপালন' (৯৩%), 'উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য সদস্যদের পুঁজি সরবরাহ' (৮৬%) এবং 'নিয়মিত লভ্যাংশ ও সঞ্চয়ের উপর সুদ প্রদান' (৮৬%) করণীয় হিসেবে উল্লেখ করেন। যদিও খুবই কম সংখ্যক উত্তরদাতা (মাত্র ৪%) স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সততার কথা বলেন তথাপি এটি নতুন সমিতির জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ করণীয়। (৪.০৫.২৭ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

(গ) সফল সমিতির প্রাতিষ্ঠানিক স্বরূপ উপলব্ধি:

সফল সমিতির প্রাতিষ্ঠানিক স্বরূপ সম্পর্কে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণের উপলব্ধি সম্পর্কে নানা ধরনের মতামত পাওয়া যায়। মোট ১৬ ধরনের মতামত ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় পাওয়া যায়। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা যা শতকরা ৯৫ ভাগ, সফল সমিতির প্রাতিষ্ঠানিক স্বরূপকে 'দক্ষ ও নিয়মিত ব্যবস্থাপনা কমিটি' হিসেবে দেখেন যেখানে শতকরা ৯৩ ভাগ করে উত্তরদাতা 'সমিতির নামিয় ব্যাংক একাউন্ট' ও 'সমিতির সুনাম (Good Will)' হিসেবে উপলব্ধি করেন। 'আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী বিধিবদ্ধ কাজসমূহ ধারাবাহিকভাবে সম্পাদন' বলেন শতকরা ৯২ শতাংশ উত্তরদাতা। এ ছাড়া 'সদস্য ও জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্যতা/আস্থা/সামাজিক কর্মকা-' (৯০%), 'সমিতির উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন' (৮৯%), 'সমিতির সদস্যদের জন্য আয়বর্ধক কর্মসূচি' (৮৮%), 'কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা সৃজন' (৮৮%), 'নিজস্ব অফিস ঘর' (৮৭%), 'দক্ষ কর্মকর্তা/কর্মচারী' (৮৬%), 'সমিতির নিজস্ব শ্লোগান/সমিতির সাইনবোর্ড/সীল মোহর/লোগো/সদস্যদের আইডি কার্ড/সমবায় পতাকা/জাতীয় পতাকা থাকা' (৮৪%), 'ব্যবস্থাপনা কমিটি ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি' (৮১%), 'সমিতির উন্নয়ন পরিকল্পনা দলিল' (৭৮%), 'স্থায়ী সম্পদ (জমি, যানবাহন ইত্যাদি)' (৭৭%), 'নিজস্ব অবকাঠামো (দালানকোঠা ইত্যাদি)' (৭৭%), 'কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য সার্ভিস রুল (Service Rule)' (৭৩%) কে সফল সমিতির প্রাতিষ্ঠানিক স্বরূপ উপলব্ধি হিসেবে উল্লেখ করেন। একুশ শতকের সফল সমিতির প্রাতিষ্ঠানিক স্বরূপ উপলব্ধি নিয়ে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের মতামত প্রাসঙ্গিক বলেই প্রতীয়মান হয়। (৪.০৫.৩৭ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

(ঘ) সমবায় সমিতি পরিচালনা করতে গিয়ে অনুভূত প্রতিবন্ধকতা:

সমবায় সমিতি পরিচালনা করতে গিয়ে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। নিম্নের সারণি হতে প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য প্রতিবন্ধকতা হলো 'পর্যাপ্ত পুঁজির অভাব/মূলধনের অভাব' (১৬%), 'নিয়মিত ঋণ আদায় হয় না' (১১%), 'সদস্যদের সমবায় আইন ও বিধিমালা সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব' (০৭%), 'রাজনৈতিক প্রভাব' (০৬%), 'সমবায় আইন ও বিধিমালা পরিচালনায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে/ জটিলতা' (০৬%), 'বিশ্বস্ততা অর্জনে প্রতিবন্ধকতা' (০৬%), 'ঋণ গ্রহণ করে চাহিদা মোতাবেক বিনিয়োগ না করা' (০৬%), 'সমিতিতে স্থানীয় প্রভাবশালীদের প্রভাব' (০৬%), 'ঋণ আদায়ে প্রশাসনিক সহযোগিতা না পাওয়া' (০৬%), 'উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে সদস্যা/নায্যমূল্য না পাওয়ায়' (০৬%) ইত্যাদি। এ ছাড়া আরো কিছু প্রতিবন্ধকতা পাওয়া গেছে যার মতামতের হার কম হলেও এর গভীরতা অনেক বিধায় তা আমলে নেয়া যেতে পারে। (৪.০৫.৩৮ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

সার্বিক বিচারে গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত অনুকল্পকে সমর্থন করে।

১০.০৫: সমবায় অধিদপ্তর ও সমবায়ীদের মাঝে বিদ্যমান গ্যাপ

বাংলাদেশের সফলতার অন্যতম প্রতিবন্ধক হচ্ছে সমবায়ীদের সাথে সমবায় বিভাগের সুনির্দিষ্ট যোগাযোগহীনতা বা সম্পর্ক গ্যাপ। 'সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির নিয়ামকসমূহ' শীর্ষক গবেষণা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে, সমবায় সমিতি পরিচালনার ক্ষেত্রে সমিতির কর্তৃপক্ষ ও সাধারণ সদস্যরা আইন-কানুন ও বিধি সম্পর্কে অবহিত নয়। তারা প্রাথমিকভাবে নিজস্ব উদ্যোগে সমিতি গঠন করে। নিবন্ধনের আগে ও পরে সমিতি পরিচালনা করার জন্য নূ্যণতম ধারণাও তারা অর্জন করে না। ফলে নিজেদের মতো করে সমিতি পরিচালনা করে এক সময় হোঁচট খায়।

অপর দিকে সমবায় বিভাগে কর্মরত-কর্মচারীবৃন্দও সমিতির নিবন্ধনের ক্ষেত্রে যতটা উৎসাহী ও তৎপর থাকেন, নিবন্ধন পরবর্তী সমিতি পরিচর্যায় তারা তত উৎসাহী হন না। ফলে সমবায়ীদের সাথে সে ধরনের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে না। এখানে একটি সুনির্দিষ্ট গ্যাপ থাকে। অথচ সমবায় সমিতি হচ্ছে ধারাবাহিক কর্মচর্চার একটি প্লাটফরম। বাংলাদেশের সমিতির সফলতার প্রেক্ষাপটে দেখা গেছে, যেসব উপজেলায়/জেলায় সমিতি কর্তৃপক্ষের সাথে সমিতি সংগঠক/সমবায় অফিসারদের পারস্পরিক নিয়মিত যোগাযোগ ও মতবিনিময় রয়েছে, সে সব সমিতি অবশ্যই সফলতার মুখ দেখেছে।

সার্বিক বিচারে বাংলাদেশের সমবায়ের সফলতার অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে সমবায়ীদের সাথে সমবায় বিভাগের সুনির্দিষ্ট যোগাযোগহীনতা বা সম্পর্ক গ্যাপের পেছনে কয়েকটি কারণ আছে বলে মনে করা যায়। এগুলো হলো-

(১) মানসিক জড়তা/বাধা।
(২) যথাযথভাবে উদ্বুদ্ধকরণের অভাব।
(৩) স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব।
(৪) যথাযথ প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনার অভাব।
(৫) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মনিটরিং ও সুপারভিশনের অভাব।

১০.০৬: গবেষণা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা

বর্তমান গবেষণা কর্ম থেকে কয়েকটি শিক্ষা আমরা পেতে পারি। এগুলো হলো-

(১) সমবায় বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অধিকতর সমবায়বান্ধব হওয়া প্রয়োজন।

(২) সমবায়ীদের নিবন্ধনকালীন সময়েই সফল সমবায় সমিতি গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও গাইডলাইন দেওয়া হলে সফল সমিতির সংখ্যা বর্তমানের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পাবে।

(৩) সমবায় সমিতির প্রাথমিক পর্যায়ের কর্মকাণ্ডকে নিবিড়ভাবে তদারকীর মাধ্যমে একটি প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তিতে আনায়ন করা হলে পরবর্তী পর্যায়ে সমিতির নিজস্ব গড়ে ওঠে এবং সমিতির সফলতার হার বেড়ে যায়।

(৪) সমবায়কে উন্নয়নের জন্য সরকার ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার।

৮.০৭: সমবায় সমিতির দুর্যোগ/ বিপদ প্রতিরোধে অ্যাকশন প্ল্যান

বিগত সময়ে বাংলাদেশে সমবায়ের নামে অনেক প্রতারণামূলক কার্যক্রম সংঘটিত হয়েছে। মুষ্টিমেয় কিছু অসাধু ও অসামবায়ী এসব সমবায়ের নামে এসব প্রতারণা করে থাকলেও বৃহৎ প্রেক্ষাপটে এর বিপরীতে সমবায় অধিদপ্তর বা সরকারের পক্ষ থেকে কোন দৃশ্যমান পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। সমবায় সমিতির কার্যক্রমে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের অভাবকেই এর পেছনের অন্যতম কারণ বলে বিশেষজ্ঞগণ অভিমত প্রকাশ করেন। বর্তমান গবেষণার তথ্য থেকে আমরা সমবায় সমিতির দুর্যোগ/ বিপদ থেকে প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমকে নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করতে পারি-

সারণী-৬১: সমবায় সমিতির দুর্যোগ/ বিপদ প্রতিরোধে অ্যাকশন প্ল্যান

ক্রঃ নং	সমবায় দুর্যোগ/আর্থিক প্রতারণার বিষয়ে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণ	কারণ	করণীয় পদক্ষেপ	সময়সীমা	দায়-দায়িত্ব
১	সমবায় অধিদপ্তরের কার্যক্রমে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের অভাব	উপযোগী নীতি ও পরিকল্পনার ঘাটতি	সময় ও চাহিদা উপযোগী নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ ও কঠোরভাবে বাস্তবায়ন	দীর্ঘ মেয়াদী	সরকার, মন্ত্রণালয় ও সমবায় অধিদপ্তর
		সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ক্যারিয়ার প্ল্যানিং ও প্রণোদনার অভাব	সঠিকভাবে বাস্তবায়নের অঙ্গীকারসহ সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ক্যারিয়ার প্ল্যানিং ও প্রণোদনা নীতিমালা।	মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী	সরকার, মন্ত্রণালয় ও সমবায় অধিদপ্তর
		সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কমিটমেন্ট এর ঘাটতি	সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কমিটমেন্ট এর পরিবেশ সৃষ্টি করা	স্বল্প-মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী	সরকার, মন্ত্রণালয় ও সমবায় অধিদপ্তর
২	সমবায় সমিতির কার্যক্রমে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের অভাব	সমবায় সমিতির প্রাতিষ্ঠানীকিরণের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনার অভাব	সমবায় সমিতির প্রাতিষ্ঠানীকিরণের জন্য সমন্বিত নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ	স্বল্প-মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী	সমবায় অধিদপ্তর ও সমবায় সমিতিসমূহ
৩	সমবায় সমিতির কার্যক্রমে মনিটরিং সিস্টেমের দুর্বলতা	সঠিকভাবে সমবায় সমিতির কার্যক্রম মনিটরিং না করা	সঠিক মনিটরিং পদ্ধতির উদ্ভাবন ও কঠোরভাবে বাস্তবায়ন	স্বল্প-মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী	সমবায় অধিদপ্তর ও সমবায় সমিতিসমূহ
৪	সমবায়ীদের সাথে সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কার্যকর দুরত্ব	সমবায়ীদের সাথে কার্যকর যোগাযোগ ও উদ্বুদ্ধকরণের ঘাটতি	যথাযথ গাইডলাইন প্রণয়নসহ সমবায়ী-সমবায় বিভাগের কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে দূরত্ব দূর করা।	স্বল্প-মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী	সমবায় অধিদপ্তর ও সমবায় সমিতিসমূহ
৫	চাহিদা উপযোগী প্রশিক্ষণের অপ্রতুলতা	সময় ও চাহিদা উপযোগী এবং সমন্বিত প্রশিক্ষণ নীতিমালার ঘাটতি ও প্রশিক্ষণোত্তর ফলোআপের অভাব	সময় ও চাহিদা উপযোগী প্রশিক্ষণ নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	স্বল্প-মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী	সমবায় অধিদপ্তর ও সমবায় সমিতিসমূহ
৬	সমবায় সমিতি ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব	সমবায় বিভাগ ও সমবায় সমিতির নীতি ও বাস্তবায়নের ঘাটতি/প্রাতিষ্ঠানীকিকরণের অভাব	সমবায় বিভাগ ও সমবায় সমিতির প্রয়োজনীয় নীতি প্রইয়ন ও বাস্তবান /স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানীকিকরন নিশ্চিতকরণ	স্বল্প-মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী	সমবায় অধিদপ্তর ও সমবায় সমিতিসমূহ

সূত্রঃ Recent Debacle of Cooperative Societies in Bangladesh: Realities, Causes and Measures; Bangladesh Cooperative Academy, Kotbari, Cumilla;2018

১০.০৮ঃ সমবায় অধিদপ্তর ও এর অধিভুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের শক্তি-দূর্বলতা-সম্ভাবনা-ঝুঁকি বিশ্লেষণঃ

ছক-০৬ঃ সমবায় অধিদপ্তর ও এর অধিভুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের শক্তি-দূর্বলতা-সম্ভাবনা-ঝুঁকি

সক্ষমতা (Strength)	দূর্বলতা (Weakness)
(১) সমবায়ের সাংবিধানিক স্বীকৃতি । (২) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সমবায়ের প্রতি দৃঢ় অঙ্গীকার ও আস্থা । (৩) দেশব্যাপী বিস্তৃত সেটআপ ও প্রশিক্ষণ নেটওয়ার্ক । (উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সমবায় দপ্তর/বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি ও ১০টি আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট) । (৪) প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি । (৫) তরুণ প্রজন্মের নিবেদতি প্রাণ কর্মকর্তা/কর্মচারি । (৬) চাহিদা ভিত্তিক নতুন ও যুগোপযোগী কোর্স চালুকরণের উদ্যোগ । (৭) ক্রমবর্ধমান সমবায়ীর সংখ্যা । (৮) সমবায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে সরকার ও সমবায় অধিদপ্তরের উদ্যোগ গ্রহণ ।	(১) সার্বিকভাবে কেন্দ্রীয় ও সমন্বিত কর্মপরিকল্পনার অভাব । (২) দপ্তরসমূহ ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত দূর্বলতা ও প্রয়োজনীয় লজিষ্টিকের অভাব । (৩) পেশাদার ও দক্ষ এবং উদ্বুদ্ধ স্টাফ ও প্রশিক্ষকের অপ্রতুলতা । । (৪) আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণের জন্য দক্ষ জনবল, লজিষ্টিক ও অবকাঠামোর অভাব । (৫) আইসিটি অবকাঠামোর অভাব ও দূর্বলতা । (৬) প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে দক্ষতা ও আন্তরিকতার অভাব । (৭) প্রশিক্ষণার্থীর চাহিদা ও প্রাপ্যতার ব্যবধান । (৮) যুগোপযোগী উন্নয়ন ভাবনা ও কারিকুলামের অভাব । (৯) প্রশিক্ষক পুল না থাকা । (১০) প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের ডাটাবেইজের অভাব । (১১) আধুনিক প্রশিক্ষণ উপকরণের অভাব । (১২) পর্যাপ্ত ও আধুনিক মূল্যায়ন ব্যবস্থার (প্রশিক্ষণপূর্ব, প্রশিক্ষণকালীন ও প্রশিক্ষণ পরবর্তী) অভাব । (১৩) প্রশিক্ষণ পরবর্তী সাপোর্টের (অর্থ, উপকরণ ও অন্যান্য) অভাব ।

সম্ভাবনা (Opportunity)	ঝুঁকি (Threats)
(১) সমবায়ের তুলনামূলক সুবিধাজনক অবস্থান (Comparative Cooperative Advantages) । (২) সরকারের উন্নয়নবান্ধব দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিকল্পনা । (৩) কর্মমূখি আধুনিক যুব সমাজ । (৪) আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণের প্রতি জনগণ ও সমবায়ীদের আগ্রহ বৃদ্ধি । (৫) সময় ও চাহিদা উপযোগী নতুন নতুন ক্ষেত্রে সমবায় প্রশিক্ষণ । (৬) সমবায় কার্যক্রমের বহুমুখিকরণের বিস্তৃতক্ষেত্র । (৭) সমবায় প্রশিক্ষণের বিদ্যমান কারিকুলাম ও কর্মপদ্ধতি যুগোপযোগী করা । (৮) ইনোভেটিভ আইডিয়ার প্রতি সরকারের আগ্রহ ও প্রণোদনা । (৯) প্রশিক্ষণ ও পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা ও সংযোগ বৃদ্ধি । (১০) প্রশিক্ষণে মিথস্ক্রিয়াপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির ব্যবহার এবং আধুনিক প্রশিক্ষণ উপকরণ ব্যবহার । (১১) সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের শিক্ষাগত যোগ্যতা,দক্ষতা, আগ্রহ ও সক্ষমতা বিবেচনায় 'প্রশিক্ষক পুল' গঠন এবংতাদের উন্নততর প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বিশেষায়িত প্রশিক্ষক হিসেবে গড়ে তোলা । (১২) সমবায়ীদের বহির্ভুত জনগণের জন্য প্রশিক্ষণ । (১৩) পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে নতুন নতুন সমবায় কর্মক্ষেত্র ।	(১) সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে ব্যর্থতা । (২) সরকারের দৃষ্টিভাঙ্গ ও অঙ্গীকারের সাথে তাল মেলাতে না পারা । (৩) মানসিক জড়তা ও কর্মপরিচালনায় স্থবিরতা । (৪) সমবায়ীদের চাহিদা অনুযায়ী কর্মকা-/প্রকল্প নিতে না পারা । (৫) প্রশিক্ষণার্থীদের চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানে ব্যর্থতা । (৬) দক্ষ ও উদ্বুদ্ধ প্রশিক্ষকের অভাবে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি । (৭) প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল ও আধুনিক কারিকুলামের অভাবে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানে ব্যর্থতা । (৮) সমবায় প্রশিক্ষণ নীতিমালা না থাকায় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে প্রশিক্ষণ মানের তারতম্য । (৯) আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন পদ্ধতির অভাবে একই প্রশিক্ষণার্থীর বার বার আসা । (১০) সমবায়ীদের ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদের রূপান্তরের পরিকল্পনার অভাব । (১১) সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের মাঝ হতে দক্ষ ও আগহী এবং পেশাদার প্রশিক্ষক সৃষ্টি করতে না পারা । (১২) পৃথক মুল্যায়ন অনুবিভাগ না থাকায় প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষক,প্রশিক্ষণার্থী, প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কারিকুলাম ইত্যাদি বিষয়ে নৈর্ব্যক্তিক মূল্যায়নে ব্যর্থতা ।

১০.০৯: গবেষণার তাৎপর্য/প্রায়োগিকতা

'সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির নিয়ামকসমূহ' শীর্ষক গবেষণার বাস্তব তাৎপর্য ও প্রায়োগিকতা রয়েছে। এ গবেষণার ফলাফল থেকে আমরা কিছু নিয়ামক/ফ্যাক্টরের সন্ধান পাই যার বাস্তবায়নে সমবায় সেক্টরে ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনতে পারে। আমরা সমবায় আন্দোলনের সফলতার জন্য কিছু তথ্য/নিয়ামকও এ গবেষণায় পাই। আমরা আমাদের প্রেক্ষাপটে সমবায়ের ক্ষেত্র ও উপযোগিতার একটি বাতাবরণ গবেষণা থেকে পাই। বর্তমান গবেষণা থেকে সমবায় আন্দোলন নিয়ে ভবিষ্যত পরিকল্পনার একটি দিক নির্দেশনা পাওয়া যেতে পারে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে সমবায়ের বাস্তব অবস্থান ও সম্ভাব্য অবস্থান সম্পর্কেও আমরা ধারণা পেতে পারি এ গবেষণা থেকে। সমবায় বিভাগের ইতিবাচক ভাবমূর্তি গঠনের জন্য গাইডলাইনও আমরা এ গবেষণা থেকে পেতে পারি। সার্বিকভাবে বলা যেতে পারে এ গবেষণা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করা হলে সমবায় বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক এবং ব্যক্তি উৎকর্ষতা আসতে পারে।

১০.১০: ভবিষ্যৎ গবেষণার দিকনির্দেশনা

'সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির নিয়ামকসমূহ' গবেষণার কিছু সীমাবদ্ধতা প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। তারপরও ভবিষ্যতে এ ধরনের গবেষণা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি তথা সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক এ বিষয়ে প্রথমবারের মতো গবেষণা হয়েছে। সময় স্বল্পতা ও ব্যাপ্তির দিক থেকে গবেষণাটি ক্ষুদ্র অবয়বের। বৃহত্তর অবয়ব ও সময় সমর্থন নিয়ে সারা দেশের আরও অধিক স্যাম্পল সাইজ নিয়ে গবেষণা করলে আমরা সফল সমিতির বহুমাত্রিক অবস্থান পেতে পারি। সমবায় কর্মকান্ডে সফলতা অভীপ্সার ক্ষেত্রে এ গবেষণাটি নতুন দিগন্তের সূচনা করতে পারে। এ গবেষণাকে ভিত্তি করে পরবর্তীতে আরও গবেষণা পরিচালিত হলে নিম্নোক্ত ফলাফল পাওয়া যেতে পারে-

(১) সমবায় সফলতার ক্ষেত্রে সমবায় বিভাগের সময় উপযোগী কর্মকাণ্ডের নির্দেশনা।
(২) সমবায় সফলতার নতুন নতুন ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ।
(৩) সমবায় বিভাগ-সমবায়ীদের আন্তঃসম্পর্কের প্রকৃতি ও প্রায়োগিকতা চিহ্নিতকরণ।
(৪) সমবায় সফলতার পেছনের প্রতিবন্ধকতা সুনির্দিষ্ট দায়ভার চিহ্নিতকরণ।
(৫) বাংলাদেশের উন্নয়ন মহাসড়কে সফল সমবায়ের অবস্থান নির্ধারণ।

তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ভবষ্যতে বেশি বেশি টুলস প্রয়োগ করে আরো অধিকতর গুণগত মানসম্মত তথ্য পাওয়া যেতে পারে।
উপরিউক্ত বিষয়সমূহ ভবিষ্যৎ গবেষণার ক্ষেত্রে বিবেচনা করলে কার্যকর ফলাফল পাওয়া যাবে।

১০.১১: গবেষণার সার্বিক মন্তব্য ও সুপারিশমালা

'সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির নিয়ামকসমূহ' গবেষণার সার্বিক বিষয়াদি বিচেনা করে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলিকে সমবায় সফলতার জন্য বিবেচনা করতে পারি-

(১) সমবায় বিভাগকে সমবায়বান্ধব ও উন্নয়নবান্ধব হয়ে সমবায় সফলতার পথ অনুসন্ধান করতে হবে ।

(২) সমবায় বিভাগ ও সমবায়ীদের মাঝে বিদ্যমান গ্যাপ দূর করতে প্রোঅ্যাকটিভ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে ।

(৩) নতুন নতুন ক্ষেত্রে সমবায়কে বিস্তৃত করতে হবে ।

(৪) সমবায় বিভাগকে নিয়ন্ত্রক নয়, বরং সমবায় সহায়কের ভূমিকা পালন করতে হবে ।

(৫) সমবায়কে প্রকৃত সমবায়ীদের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে ।

(৬) সমবায়কে শুধুমাত্র ক্ষুদ্রঋণের গন্ডিতে না রেখে বহুমুখি উৎপাদন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করতে হবে ।

(৭) সমবায়ের সকল সেক্টরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে সমবায় সফতার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করতে হবে ।

১০.০১২: উপসংহার

আদর্শ ও সফল সমবায় সমিতির কর্ম সংস্কৃতির মাধ্যমে একটি এলাকার সকল জনগোষ্ঠী আলোকিত হতে পারে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মানদন্ডে-তাই আমাদের হাজার হাজার আদর্শবিহীন সমবায় সমিতির কোন প্রয়োজন নেই; প্রয়োজন মুষ্টিমেয় জনগণমুখী (Pro-People) ও উন্নয়নমুখী (Pro-Development) গুনগত সফল ও আদর্শ সমবায় সমিতি । শতবর্ষী প্রাচীন সমবায় অধিদপ্তর তার পথপরিক্রমায় একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে । পৃথিবী চিন্তা-চেতনা, কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে অনেক দূর এগিয়ে গেলেও সমবায় অধিদপ্তর এক্ষেত্রে অনেকটাই পিছিয়ে আছে । সমবায় কর্মকান্ডের উন্নয়নে ও মৌল অবস্থানে কার্যকর কোন পরিকল্পনামাফিক কর্মকান্ড গৃহীত হয়নি । গড়ে ওঠেনি সফল সমবায় প্রতিষ্ঠান । বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও সমন্বিত পরিকল্পনার ঘাটতি রয়েই গেছে । এ ঘাটতি পূরণের সময় এসেছে । সময়ের সে ডাকে যথার্থভাবে সাড়া দিতে না পারলে অস্তিত্বের সংকটে পড়বে সমবায় আন্দোলন ।

বিগত ১২ মে ২০১৮ দিবগত রাত ২ টা ১৪ মিনিটে বাংলাদেশ মহাকাশে 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' সফলভাবে প্রেরণ করেছে এবং সূচনা করেছে 'আমাদের আকাশছোয়রা স্বপ্ন' বাস্তবায়নের । সমবায় অধিদপ্তরকেও তাই যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চাহিদার আলোকে সমবায় আন্দোলনকে নতুনভাবে কর্মপ্রবাহে সম্পৃক্ত করতে হবে । এটাই এখন যুগের দাবী (Time Driven), চাহিদার দাবী (Demand Driven)ও কর্মআবহের দাবী (Situation Driven) । এ দাবি পূরণ করে সমবায় কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণকে প্রাতিষ্ঠানীকিকরণ করা হলে নিম্নোক্ত ফলাফল পাওয়া যতে পারেঃ

(১) সমবায় অধিদপ্তরে নতুন দিগন্তের সূচনা হতে পারে ।

(২) দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমবায় অধিদপ্তরের অবদান ও অংশগ্রহণ দৃশ্যমান হবে ।

(৩) সরকারের নীতিনির্ধারণী মহলের কাছে আমাদের কর্মস্পৃহা ও দক্ষতা প্রমাণের প্লাটফরম সৃজিত হবে ।

(৪) সমবায় অধিদপ্তরের কর্মশক্তিতে আধুনিকমনস্ক উন্নয়নধর্মী একটি নতুন প্রজন্ম সৃজিত হবে যারা সমবায় আন্দোলনের ভাবমূর্তি বিকাশে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারবে ।

(৫) সরকারের উন্নয়ন পাইপলাইনের সাথে সমবায় অধিদপ্তর সম্পৃক্ত হবে ।

(৬) যুগের চাহিদার আলোকে প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনার আধুনিকায়ন করতে হবে ।

(৭) সমবায় অধিদপ্তরের কার্যক্রমের প্রতি সরকার, জনগণ ও সমবায়ীদের আগ্রহ ও আস্থা বৃদ্ধি পারে ।

১৯৭৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন,"... সুখী ও সমৃদ্ধিশালী দেশ গড়তে হলে দেশবাসীকে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াতে হবে । কিন্তু একটি কথা ভুলে গেলে চলবে না-চরিত্রের পরিবর্তন না হলে এই অভাগা দেশের ভাগ্য ফেরানো যাবে কি না সন্দেহ । স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি ও আত্মপ্রবঞ্চনার উর্ধ্বে থেকে আমাদের সকলকে আত্মসমালোচনা, আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধি করতে হবে ।"

সমবায় অধিদপ্তর বর্তমানে এই 'আত্মসমালোচনা, আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধি'র মোহনায় দাঁড়িয়ে আছে । সামনে আছে সরকারের উন্নয়ন মহাসড়কে সমবায় সম্ভাবনা বাস্তবায়নের সোনালী হাতছানি । সমবায় সফলতাকে নিয়ে আমাদের তাই সমবায়কে নিয়ে নতুনভাবে ভাবতে হবে ।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, সমবায় সমিতি হচ্ছে সদস্যদের জন্য, সদস্যদের দ্বারা এবং সদস্যদের কল্যাণে পরিচালিত সংগঠন । (A Cooperative Society is the organization of the cooperators, for the cooperators and by the cooperators). কাজেই সমবায়ীদের সকল দিক থেকে সক্ষম করে গড়ে তোলা হলে এবং গেলে আমরা আশা করতেই পারি 'বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলন সফলতার শীর্ষে আরোহন করে' সমবায়ের জয়গান গাইবে ।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সর্বশেষ সংশোধনীসহ মুদ্রিত, এপ্রিল, ২০১৬

Department of Co-operatives, 2015; The Potential of Public Co-operative Partnership (PCP) in Agricultural Product Marketing in Bangladesh, Department of Co-operatives, Samabay Bhaban, F-10, Agargaon Civic Sector, Dhaka-1207, Bangladesh, First Edition.

ঠাকুর, হরিদাস, ২০১৪, ময়মনসিংহের সমবায় ইতিবৃত্ত, জেলা সমবায় কার্যালয়, ময়মনসিংহ

Thakur, Haridas, 2011, ABC(Always Better Co-operatives), Co-operation, Journal of Co-operative Sector, Bangladesh, July-December, 2011.

Government of the People's Republic of Bangladesh, The Co-operative Societies Rules, 1987.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০১৩) । গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪.

Rahman, M, 2015. Research Report BUSM 3214, to examine the state of existing end user engagement of ISD project in the public sector of a developing country and to develop a model to enhance end user engagement.

হোসেন, মোহাম্মদ এবং রায়, নিহার রঞ্জন,২০১৪, সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনা: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়,ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, বাড়ী #১৪১, রোড #১২, ব্লক#ই, বনানী, ঢাকা ১২১৩ ।

Good Governance: An Imperative Key to Perpetual Success in Cooperative – by Shamsuddin Ahamed;

Statement on the cooperative identity: International Cooperative Alliance; http://en.wikipedia.org/wiki/Cooperative

সমবায় উন্নয়ন ফোরাম ঢাকা লিঃ,Team Work Works-সমবায়ের বিস্ময়ঃ রূপকল্প ২০২১ এর ভাবনা; ঢাকা, বাংলাদেশ ।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, প্রথম আলো, ২৪ জানুয়ারী, ২০০৬, বিশেষ ক্রোড়পত্রঃ; ঢাকা ।

Md. Abul Hossain and others, 2016, Post Training Impact Study of the IGA Training Courses of the Female Participants Conducted by Bangladesh Co-operative Academy and Co-operative Zonal Training Institutes; Bangladesh Cooperative Academy, Kotbari, Comilla, Bangladesh.

Md. Abul Hossain and others, 2017, Training Needs Analysis for Cooperators; Bangladesh Cooperative Academy, Kotbari, Comilla, Bangladesh.

Md. Abul Hossain and others, 2018, Recent debacle of Cooperative Societies in Bangladesh: Realities, Causes and Measures; Bangladesh Cooperative Academy, Kotbari, Comilla, Bangladesh.

Kashem, M M and Others, 2012, Post Training Utilization of Skill Development Training Organized by BARD, Bangladesh Academy for Rural Development (BARD), Kotbari, Comilla-3503, Bangladesh, First Edition.

Chowdhury, A N and others, 2011, Impact on Women's Education, Income and Nutrition Improvement Project (WEINIP): A Case Study of Haripur Village, Bangladesh Academy for Rural Development (BARD), Kotbari, Comilla-3503, Bangladesh, First Edition.

Khan, M A H and others, 2000, Post Training Utlisation Study on Management of Union Parishad and Women Development, Bangladesh Academy for Rural Development (BARD), Kotbari, Comilla-3503, Bangladesh, First Edition.

Kashem, M M 1995. Effectiveness of Thana Training and Development Centres in Bangladesh with Special Reference to Training, Bangladesh Academy for Rural Development (BARD), Kotbari, Comilla-3503, Bangladesh, First Edition.

Biswas, T K, 2012, Women's Empowerment And Demographic Change, Bangladesh Academy for Rural Development (BARD), Kotbari, Comilla-3503, Bangladesh, First Edition.

Quddus, M A, 2001, Participation of Women in Local Government Institution, Bangladesh Academy for Rural Development (BARD), Kotbari, Comilla-3503, Bangladesh, First Edition.

Banu, D, Farashuddin,F, Hossain,A,Akter,S,2001, Empowering Women in Rural Bangladesh: Impact of Bangladesh Rural Advancement Committee's (BRAC's) Programmes, Journal of International Womens's Studies; Volume 2, Issue 3. Article 3.

General Economic Divisions (GED), Planning Commission, GoB, 7th Five Year Plan FY 2016-2020,Accelarating Growth, Empowering Citizens, December 2015

Government of the People's Republic of Bangladesh, The report of the martial Law Committee on Organizational Set Up Phase II (Departments, Directorates and Other Organizations Under Them), Volume X (Ministry of Local Government) Part-2 (Rural Development and Co-operative Division), Chapter I (Department of Co-operatives. May 1983.

Government of the People's Republic of Bangladesh, The Co-operative Societies Rules, 1987.

Government of East Pakistan, Project Proposal-A Summary, East Pakistan Co-operative College (Now Bangladesh Co-operative Acedemy). 1960.

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি,কোটবাড়ী, কুমিল্লা, বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৪-২০১৫; ২০১৫-২০১৬; ২০১৬-২০১৭ এবং ২০১৭-২০১৮ ।

M.Khairul Kabir and others, 2003, Training Need Assessment of Some Selected Upazill Official, Bangladesh Academy for Rural Development (BARD), Kotbari, Comilla-3503, Bangladesh.

Safdar.S.A, 1985, Development of Cooperatives in Indo-Bangladesh Sub-continent: A chronology of events (1875-1985).

Ministry of Local Government, Rural Development and Cooperatives and the International Labour Organization, 1986, Co-operative Training Policy and Standards in Bangladesh, Dhaka, Bnagladesh.

Dhaka Ahsania Mission, 1999, Training Need Assessment Survey & Development on Disaster Management, Dhaka, Bangladesh.

Paul Jillur Rahman, 2011, Understanding the Effectiveness of Communication Media and Messages Used by CARE to Build up Awareness on HIV/AIDS: A Study on High-Risk People at Rajshahi, Bangladesh Academy for Rural Development (BARD), Kotbari, Comilla-3503, Bangladesh.

জাহিদ, ড. এস.জে.আনোয়ার; বিশ্বাস, ড. তাপস কুমার, খান, ড. মোঃ লিয়াকত আলী,২০১৮; গবেষণা পদ্ধতি , সমন্বয় প্রকাশনী, ঢাকা ।

পল,ড. জিল্লুর রহমান ও রহমান, কাজী সোনিয়া, ২০১৮,ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের জনসন্তুষ্টি ও কার্যকারিতা বিশ্লেষণ: চট্টগ্রাম বিভাগের উপর একটি সমীক্ষা, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কোটবাড়ী কুমিল্লা ।

জাহিদ, ড. এস.জে ও অন্যান্য,২০১৩; সমবায়ের মাধ্যমে পণ্য বিপণন , বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কোটবাড়ী কুমিল্লা ।

ঠাকুর, হরিদাস, ২০১৩, সমবায় আন্দোলন প্রেক্ষিত সামাজিক নিরাপত্তা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, জেলা সমবায় কার্যালয়, ময়মনসিংহ ।

আলী, সৈয়দ এরশাদ, ১৯৯৬, বাংলাদেশে সমবায়ের ক্রমবিকাশ(১৮৭৫-১৯৯৫), স্নিগ্ধা প্রকাশনী, ২ আর কে মিশন রোড, ঢাকা-১২০৩

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি),টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকসমূহ (মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুদিত), বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ৩য় মুদ্রণ, ডিসেম্বর, ২০১৭, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

Jurgen Schwettmann ,The Role of Cooperatives in Achieving the Sustainable Development Goals-the economic dimension-(A Contribution to the UN DESA Expert Group Meeting and Workshop on Cooperatives The Role of Cooperatives in Sustainable Development for All: Contributions, Challenges and Strategies), 8-10 December, 2014, Nairobi, Kenya., PARDEV, ILO.

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার, ঢাকা, ২০১৮।

ড. আবুল বারকাত, বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন ও রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন, সমবায় অধিদপ্তর, ২০০৯।

R D Pathak (Professor & Head Department of Management & Public Administration School of Social and Economic Development The University of the South Pacific, Suva, Fiji Islands) and Nirmala Kumar (Administrative Officer Office of Research, Queensland University of Technology Brisbane, Queensland, Australia), The Key Factors Contributing Towards Successful Performance of Cooperatives in Fiji for Building a Harmonious Society;

পরিশিষ্টসমূহঃ

পরিশিষ্ট-০০১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি
কোটবাড়ী, কুমিল্লা।

অফিস আদেশ

নং-৪৭.৬১.০০০০.৩৪১.১৮.৪৩৬.১৮ (৩ খন্ড)-২০৭৩ তারিখ ঃ ২০/১১/২০১৮ খ্রি.

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লার গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২০১৮-২০১৯ খ্রি. অর্থবছরে প্রয়োজনীয় বরাদ্ধ পাওয়া যায়। উক্ত টাকার মধ্যে সংশ্লিষ্ট কমিটি সভা করে গবেষণা সংক্রান্ত বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। কমিটি আগামী এপ্রিল/২০১৯ খ্রি. এর মধ্যে গবেষণা কার্যক্রম সমাপ্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করবেন। উক্ত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিম্নে উল্লিখিতভাবে ০৬ (ছয়) সদস্য বিশিষ্ট একটি গবেষণা কমিটি গঠন করা হ'ল।

ক্রমিক নং	নাম, পদবী ও কর্মস্থল	কমিটিতে পদবী
০১.	জনাব মোঃ আবুল হোসেন, উপাধ্যক্ষ, বাসএ, কোটবাড়ী, কুমিল্লা।	গবেষণা পরিচালক
০২.	জনাব হরিদাস ঠাকুর, অধ্যক্ষ, আসই, নরসিংদী।	গবেষক
০৩.	জনাব মোহাম্মদ দুলাল মিঞা, অধ্যক্ষ, আসই, মৌলভীবাজার।	গবেষক
০৪.	জনাব জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, অধ্যাপক (গবেষণা ও প্রকাশনা), বাসএ, কোটবাড়ী, কুমিল্লা।	গবেষক
০৫.	জনাব গাজী মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন, পরিসংখ্যানবিদ, বাসএ, কোটবাড়ী, কুমিল্লা।	গবেষক
০৬.	জনাব মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক (প্রশিক্ষণ), বাসএ, কোটবাড়ী, কুমিল্লা।	গবেষক ও সদস্য সচিব

স্বাঃ/-(মোঃ ইকবাল হোসেন)
অধ্যক্ষ
বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি
কোটবাড়ী, কুমিল্লা।

স্মারক নং-৪৭.৬১.০০০০.৩৪১.১৮.৪৩৬.১৮(৩ খন্ড)- ২০৭৩(২২)   তারিখ ঃ ২০/১১/২০১৮ খ্রি.

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ

০১। জনাব.. গবেষণা পরিচালক/ গবেষক/ গবেষক ও সদস্য সচিব বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা/ আঞ্চলিক সমবায় ইনষ্টিটিউট, নরসিংদী/মৌলভীবাজার।

০২। উপাধ্যক্ষ/অধ্যাপক (প্রশাসন/প্রশিক্ষণ/গবেষণা ও প্রকাশনা)/পরিসংখ্যানবিদ, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা।

০৩। অধ্যক্ষ, আঞ্চলিক সমবায় ইনষ্টিটিউট, ...(সকল)।

০৪। পি.এ.টু অধ্যক্ষ, অধ্যক্ষ মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য ।

০৫। অফিস নথি।

(জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা)
অধ্যাপক (গবেষণা ও প্রকাশনা)
বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি
কোটবাড়ী, কুমিল্লা।

পরিশিষ্ট-০০২

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি
কোটবাড়ী, কুমিল্লা

জরীপ প্রশ্নমালাঃ ০০১

'সফল ও টেসকই সমবায় সমিতির নিয়ামককসমূহ'
সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ বিষয়ক জরিপ প্রশ্নমালা

সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির নির্ণায়কঃ
(ক) ন্যূণতম ১০ বছর ধরে কার্যক্রম সম্পাদন করছে।
(খ) সফলভাবে কার্যক্রম (সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা/গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব/মূলধন গঠন/যথাযথ ও লাভজনক বিনিয়োগ/আত্ম-কর্মসংস্থান/ উদ্যোক্তা সৃষ্টি/সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি) সম্পাদন করছে।

উত্তরদাতা/তথ্য প্রদানকারীর শ্রেণি	ঃ	সমবায় সমিতির উদ্যোক্তা সদস্য/ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য

১.০০: সাধারণ তথ্য ঃ

১.০১ তথ্য প্রদানকারীর নাম:..

১.০২ সমিতির নাম :...

১.০৩ সমিতির : নিবন্ধন নং ....; তারিখঃ ....

১.০৪ সমিতির ঠিকানা : গ্রাম.............................; পো.............................

উপজেলা :...; জেলা :..................................

১.০৫ বয়স :.........................বছর।

১.০৬ মোবাইল নম্বর :..

১.০৭ সমিতিতে অবস্থান : ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি/সম্পাদন/কোষাধ্যক্ষ/সদস্য; সমিতির সাধারণ সদস্য।

২.০০: সমবায় সমিতির মূলধন গঠন সংক্রান্ত ঃ

২.০১ সমিতির মূলধন গঠনের জন্য কোনটিকে আপনি বেশি গুরুত্ব দেবেন? (টিক চিহ্ন দিন):

(ক) নিয়মিত শেয়ার ক্রয়; (খ) নিয়মিত সঞ্চয়;(গ) মেয়াদি আমানত গ্রহণ (ঘ) সবগুলো

২.০২ উত্তর ক হলে এর সুবিধা কী উল্লেখ করুন। ....

২.০৩ উত্তর খ হলে সদস্যের চাহিদামাত্র সঞ্চয় ফেরত প্রদানের জন্য কী ব্যবস্থা সুপারিশ করেন?

(ক) বিধি অনুযায়ী তারল্য সংরক্ষণ; (খ) নোটিশ দেবার ব্যবস্থা; (গ অন্যান্য:

২.০৪ মূলধন গঠনে সদস্যদের কীভাবে উৎসাহিত করা যায় বলে আপনি মনে করেন?
(ক) নিয়মিত সাপ্তাহিক সভার মাধ্যম; (খ) মাসিক সভার মাধ্যমে; (গ) বাড়ী বাড়ী গিয়ে আদায়কারীর তদারকীর মাধ্যমে; (ঘ) লভ্যাংশ/সঞ্চয়ের সুদ প্রদানের ব্যবস্থা করে; (ঙ) অন্যান্য ---

২.০৫ঃ শুরুতে/প্রাথমিক অবস্থায় সমিতির মূলধন গঠনে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল?--------------------------------------

২.০৬ সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারী সমিতির মূলধন গঠনে কীভাবে সহায়তা করতে পারেন বলে আপনি মনে করেন?

৩.০০ঃ বিনিয়োগ/মূলধনের ব্যবহারঃ

৩.০১ঃ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কোনটিকে আপনি বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন (টিক চিহ্ন দিন) ঃ
(ক) সরাসরি ঋণ;(খ) কর্মসংস্থানমূলক; (গ) উদ্যোক্তা সৃষ্টি; (ঘ) সমিতি কর্তৃক গৃহিত প্রকল্পে বিনিয়োগ ।

৩.০২ শুরুতে আপনার সমিতিতে মূলধন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল ঃ
(ক) ঋণ দেয়া; (খ)কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য মূলধন যোগান দেয়া; (গ) অন্যান (উল্লেখ করুন)

৩.০৩ ঋণ আদায়ের কোনটিকে কার্যকর পদক্ষেপ বলে মনে করেন ?
(ক) তদারকী /আদায়কারীর মাধ্যমে; (খ) যথাযথ জামানত গ্রহণের মাধ্যমে ঋণ প্রদান ।

৩.০৪ আপনার সমিতি থেকে পূজি/ ঋণ নিয়ে কতজন স্বাবলম্বী/ উদ্যোক্তা হয়েছেন ঃ
------------------------------- জন ।

৩.০৫ সদস্যদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আপনার সমিতি কিভাবে অবদান রাখছে ?
(ক) নিয়মিত সঞ্চয়ের সুদ প্রদানের মাধ্যমে; (খ)নিয়মিত লভ্যাংশ প্রদানের মাধ্যমে; (গ) কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে; (ঘ) অন্যান (উল্লেখ করুন)

৩.০৬ ঋণ/বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিধি অনুযায়ী বিনিয়োগ প্রদান করা হয় কি না? হাঁ/না (টিক দিন)

৩.০৭ উত্তর না হলে কারণ কী? ---

৩.০৮ তারল্য সংরক্ষণ করা হয় কি না? হাঁ/না (টিক দিন)

৩.০৯ উত্তর না হলে কারণ কী? ---

৩.১০ সমিতির ঋণ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয় কি নাঃ হাঁ/না (টিক দিন)

৩.১১ উত্তর না হলে কারণ কী? ---

৪.০০: আইন ও বিধি পরিপালন সংক্রান্ত ঃ

৪.০১ আপনি কি মনে করেন বর্তমান সমবায় সমিতি আইন ও সমবায় সমিতি বিধিমালা সমবায় সমিতির উন্নয়নে (টিক চিহ্ন দিন)-
(ক) সহায়ক (খ) প্রতিবন্ধক

৪.০২ উত্তর খ হলে বিষয়গুলি উল্লেখ করুন ঃ

৪. ০৩ সমিতিতে নিয়মিত এবং ধারাবাহিক ভাবে নির্বাচন হয়েছে কিনাঃ হাঁ/না (টিক দিন)

৪.০৪ উত্তর না হলে কারণ কী? ---

৪.০৫ সমিতির নিয়মিত মাসিক সভা হয় কিনা : হাঁ/না (টিক দিন)

৪.০৬ উত্তর না হলে কারণ কী? ---

৪.০৭ সভার নোটিশ ও কার্যবিবরণী যথানিয়মে করা হয় কি না? হাঁ/না (টিক দিন)

৪.০৮ উত্তর না হলে কারণ কী?---

৪.০৯ আপনার সমিতির নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভা হয় কিনা : হাঁ/না (টিক দিন)

৪.১০ উত্তর না হলে কারণ কী?---

৪.১১ সভার নোটিশ ও কার্যবিবরণী যথানিয়মে করা হয় কি না? হাঁ/না (টিক দিন)

৪.১২ উত্তর না হলে কারণ কী? ---

৪.১৩ সমিতিতে নিয়মিত অডিট সম্পাদিত হয় কি না? হাঁ/না (টিক দিন)

৪.১৪ উত্তর না হলে কারণ কী? ---

৪.১৫ নিয়মিত অডিট সংশোধনী দাখিল করা হয় কি না? হাঁ/না (টিক দিন)

৪.১৬ উত্তর না হলে কারণ কী? ---

৪.১৭ সমিতির বিভিন্ন রেজিষ্টার সঠিকভাবে লিখন ও সংরক্ষণ করা হয় কি না? হাঁ/না (টিক দিন)

৪.১৮ উত্তর না হলে কারণ কী? ---

৪.১৯ সমিতির বিভিন্ন রাজস্ব পাওয়া (অডিট ফি. সিডিএফ ইত্যাদি) নিয়মিত পরিশোধ করা হয় কি না? হাঁ/না (টিক দিন)

৪.২০ উত্তর না হলে কারণ কী? ---

৫.০০ সমবায় সমিতির সফলতা সংক্রান্ত ঃ

৫.০১ আপনার সমিতিটি কি সফল বলে আপনি মনে করেন ? হাঁ/না (টিক দিন)

৫.০২ ৫.০১ এর উত্তর হাঁ হলে কোন কোন বৈশিষ্টের জন্য আপনি একে সফল বলে মনে করছেন ?
(ক) মূলধন গঠনে সফলতা
(খ) সুষ্ঠু বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সফলতা
(গ) মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে সফলতা
(ঘ) নিয়মিত লভ্যাংশ ও সঞ্চয়ের উপর সুদ প্রদানের ক্ষেত্রে সফলতা
(ঙ) কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সফলতা
(চ) উদ্যোক্তা সৃষ্টির ক্ষেত্রে সফলতা
(ছ) একটি কার্যক্রমে সীমাবদ্ধ না থেকে বহুভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করা ।

৫.০৩ ৫.০১ এর উত্তর না হলে কোন কোন ক্ষেত্রে আপনি অসফল বলে মনে করছেন ঃ

৫.০৪ একটি নূতন সমিতি সফল হওয়ার জন্য কি কি করণীয় বলে আপনি মনে করেন ?
(ক) নিয়মিত শেয়ার ক্রয় ও সঞ্চয় প্রদানের মাধ্যমে মূলধন গঠন
(খ) মূলধন লাভজনকখাতে বিনিয়োগ
(গ) উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য সদস্যদের পূঁজি সরবরাহ
(ঘ) নিয়মিত লভ্যাংশ ও সঞ্চয়ের উপর সুদ প্রদান
(ঙ) সমবায় আইন ও বিধি যথাযথ পরিপালন
(চ) একটি কার্যক্রমে সীমাবদ্ধ না থেকে বহুভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করা ।

৫.০৫ একটি সমিতি সফল হওয়ার জন্য কার ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে আপনি মনে করেন ?

(ক) সমিতির সদস্য;(খ) সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি; (গ) সমিতির কর্মকর্তা কর্মচারী; (ঘ) সমবায় বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী (ঙ) সকলের ।

৫.০৬ একটি সমিতি সফল হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গের কার কি ভূমিকা বা করণীয় বলে আপনি মনে করেন ? (টিক দিন)ঃ

৫.০৬.০১ সাধারণ সদস্যঃ (১) নিয়মিত শেয়ার ক্রয় ও সঞ্চয় প্রদানের মাধ্যমে মূলধন গঠনে সহায়তা;

(২) নিয়মিত সাপ্তাহিক/মাসিক সভায় উপস্থিতির মাধ্যমে সমিতির উন্নয়ন কাজে অংশগ্রহণ;

(৩) নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থেকে সমিতির কার্যক্রমের গঠনমুলক সমালোচনা ও পরবর্তী বছরের পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করা;

(৪) গৃহীত ঋণ যথাসময়ে ফেরত প্রদান করা ও সমিতির ঋণ আদায়ে সহায়তা করা;

(৫) গৃহীত পূজির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে আত্মকর্মসংস্থান করা ।

৫.০৬.০২ ব্যবস্থাপনা কমিটি ঃ

(১) নিজে নিয়মিত শেয়ার ক্রয় ও সঞ্চয় প্রদান করা ও সদস্যদের উৎসাহিতকরার মাধ্যমে মূলধন গঠনে সহায়তা করা,

(২) নিয়মিত সাপ্তাহিক/মাসিক সভায় নিজে উপস্থিত থাকা ও সদস্যদের উপস্থিত থাকতে উৎসাহিত করা ,

(৩) নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকা ও সদস্যদের উপস্থিত থাকতে অনুপ্রাণিত করা ও সমিতির কার্যক্রমের গঠন মুলক সমালোচনা ও পরবর্তী বছরের পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করা

(৪) গৃহীত ঋণ যথাসময়ে আদায়ের কার্যকর উপায় বের করতে সহায়তা করা ও ঋণ পরিশোধে উৎসাহিত করা,

(৫) গৃহীত পূঁজির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষে নিয়মিত তদারকি করা,

(৬) যথা সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;

(৭) যথা সময়ে আর্থিক হিসাব বিবরণী তৈরী ও অডিট সম্পন্ন করা

(৮)বার্ষিক সাধারণ সভায় অডিট রিপোর্ট যথা নিয়মে উপস্থাপন করা,

(৯) নিয়মিত যথানিয়মে লভ্যাংশ বন্টন করা,

(১০) সাধারণ সদস্যদের সাথে ভদ্রোচিত আচরণ করা,

(১১) বিরুদ্ধ মতকে গুরুত্ব দেয়া ।

৫.০৬.০৩ সমবায় বিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারী ঃ

(১) সমবায় সমিতির সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন;

(২) উদ্বুদ্ধ করণ;

(৩) সমস্যার ক্ষেত্রে পরামর্শ প্রদান ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণে দিক নির্দেশনা প্রদান;

(৪) ঋণ বিতরণ ও আদায়ে পরামর্শ প্রদান;

(৫) সমিতির হিসাব সংরক্ষণে সহায়তা করা;

(৬) আইন বিধি পরিপালন নিশ্চিত করা;

(৭) যথাসময়ে অডিট সম্পাদন করা;

(৮) আপৎকালীন সময়ে সমিতির পাশে দাঁড়ানো

৫.০৭ সমিতির : (ক) প্রাথমিক সদস্য সংখ্যা: ---------; (খ) বর্তমান সদস্য সংখ্যা:---------

৫.০৮ : সমিতির : (ক) প্রাথমিক কর্মসংস্থান :----------; (খ) বর্তমান কর্মসংস্থান :---------

৬.০০ সমিতির নেতৃত্ব/ ব্যবস্থাপনা ঃ

৬.০১ সফল সমবায় গঠনে ব্যবস্থাপনার ভূমিকা কতটা বলে আপনি মনে করেন? (টিক দিন) মূখ্য/গৌন

৬.০২ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনে ৩ বছর পর পর নির্বাচনকে যৌক্তিক মনে করেন কি? (টিক দিন): হাঁ/না

৬.০৩ ৩ টার্ম পর ১ টার্ম বিরত থাকা কি যুক্তিযুক্ত মনে করেন ? (টিক দিন): হাঁ/না

৬.০৪ সফল সমবায় নেতৃত্বের কি কি গুণাবলী থাকা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন ঃ (ক) সৎ; (খ) কর্মঠ; (গ) দক্ষ; (ঘ) দূরদর্শী; (ঙ) সাহসী; (ঙ) ন্যায়পরায়ণ (চ) হিসাব সংরক্ষণে পারদর্শি (ছ) দ্রুত যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা;(জ) সমবায় আইন ও বিধি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা; (ঝ) সমবায় বিভাগের সাথে নিবিড় যোগাযোগ; (ঞ) সদস্যদের প্রতি নিবেদিত; (ট) তথ্য প্রযুক্তি জ্ঞাসসম্পন্ন; (ঠ) সমবায়িদের পারষ্পারিক যোগাযোগ; (ড) অন্যান্য(সুনির্দৃষ্ট করুন)ঃ

৬.০৫ সমিতির ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বসম্পন্ন সদস্যবৃন্দ সমবায় প্রশিক্ষণ/অন্যান্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন কিনা ঃ হ্যাঁ/ না (টিক দিন)

৬.০৬ সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় কি না? হ্যাঁ/ না (টিক দিন)

৭.০০: সমিতির টেকসই ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ সংক্রান্তঃ

৭.০১ সমবায় সমিতি পরিচালনা করতে গিয়ে আপনারা কী কী বাধা/প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছেন?

৭.০২ আপনাদের সমবায় সমিতির শক্তিশালী/সবল দিকসমূহ কী কী বলে আপনি মনে করেন ।

৭.০৩ আপনাদের সমবায় সমিতির দূর্বল দিকসমূহ কী কী বলে আপনি মনে করেন ।

স্বাক্ষর	স্বাক্ষর
উত্তরদাতার নাম ও পদবী	তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও পদবী
তারিখঃ	তারিখঃ

পরিশিষ্ট-০০৩

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি
কোটবাড়ী, কুমিল্লা
জরীপ প্রশ্নমালাঃ ০০২

'সফল ও টেসকই সমবায় সমিতির নিয়ামকসমূহ'
সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ বিষয়ক জরিপ প্রশ্নমালা

সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির নির্ণায়কঃ(ক) ন্যুণতম ১০ বছর ধরে কার্যক্রম সম্পাদন করছে। (খ) সফলভাবে কার্যক্রম (সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা/গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব/মূলধন গঠন/যথাযথ ও লাভজনক বিনিয়োগ/আত্ম-কর্মসংস্থান/ উদ্যোক্তা সৃষ্টি/সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি) সম্পাদন করছে।

উত্তরদাতা/তথ্য প্রদানকারীর শ্রেণি	ঃ	জরীপ অধিক্ষেত্রের সমবায় বিভাগীয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী

১.০০: সাধারণ তথ্য ঃ

১.০১ তথ্য প্রদানকারীর নাম: ---

১.০২ পদবী ও কার্যালয় : ---

১.০৩ মোবাইল নম্বর :--

১.০৪ বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ:-------------------------------------

২.০০: সফল সমবায় সম্পর্কিত ঃ

২.০১ঃ কী কী উপাদান থাকলে একটি সমিতিকে সফল বলে আপনি মনে করেন ? (টিক দিন)ঃ

ক) নিয়মিত শেয়ার ক্রয় ও সঞ্চয় প্রদানের মাধ্যমে মূলধন গঠন

খ) মূলধন লাভজনকখাতে বিনিয়োগ

গ) উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য সদস্যদের পূঁজি সরবরাহ

ঘ) নিয়মিত লভ্যাংশ ও সঞ্চয়ের উপর সুদ প্রদান

ঙ) গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব

চ) কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা সৃষ্টি

ছ) আইন ও বিধি মোতাবেক কর্মকাণ্ড পরিচালনা
জ) সমিতিতে কোন বিরোধ না থাকা ও সদস্যদের মধ্যে পারস্পকি সম্প্রীতি
ঝ) অন্যান্য (যদি থাকে):

২.০২ একটি নূতন সমিতি সফল হওয়ার জন্য কী কী করণীয় বলে আপনি মনে করেন ?
(ক) নিয়মিত শেয়ার ক্রয় ও সঞ্চয় প্রদানের মাধ্যমে মূলধন গঠন
(খ) মূলধন লাভজনকখাতে বিনিয়োগ
(গ) উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য সদস্যদের পূজি সরবরাহ
(ঘ) নিয়মিত লভ্যাংশ ও সঞ্চয়ের উপর সুদ প্রদান
(ঙ) সমবায় আইন ও বিধি যথাযথ পরিপালন
(চ) একটি কার্যক্রমে সীমাবদ্ধ না থেকে বহুভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

২.০৩ একটি সমিতি সফল হওয়ার জন্য কার ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে আপনি মনে করেন ? (টিক দিন)ঃ
(ক) সমিতির সদস্য
(খ) সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি
(গ) সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারী
(ঘ) উপরের সবগুলো।

২.০৪ একটি সমিতি সফল হওয়ার জন্য নিম্লোক্ত ব্যক্তিবর্গের কার কি ভূমিকা বা করণীয় বলে আপনি মনে করেন ? (টিক দিন)ঃ

২.০৪.১ সাধারণ সদস্যঃ (১) নিয়মিত শেয়ার ক্রয় ও সঞ্চয় প্রদানের মাধ্যমে মূলধন গঠনে সহায়তা;
(২) নিয়মিত সাপ্তাহিক/মাসিক সভায় উপস্থিতির মাধ্যমে সমিতির উন্নয়ন কাজে অংশগ্রহণ;
(৩) নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থেকে সমিতির কার্যক্রমের গঠনমুলক সমালোচনা ও পরবর্তী বছরের পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করা;
(৪) গৃহীত ঋণ যথাসময়ে ফেরত প্রদান করা ও সমিতির ঋণ আদায়ে সহায়তা করা;
(৫) গৃহীত পূঁজির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে আত্বকর্মসংস্থান করা।

২.০৪.২ ব্যবস্থাপনা কমিটি ঃ(১) নিজে নিয়মিত শেয়ার ক্রয় ও সঞ্চয় প্রদান করা ও সদস্যদের উৎসাহিতকরার মাধ্যমে মূলধন গঠনে সহায়তা করা,
(২) নিয়মিত সাপ্তাহিক/মাসিক সভায় নিজে উপস্থিত থাকা ও সদস্যদের উপস্থিত থাকতে উৎসাহিত করা ,
(৩) নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকা ও সদস্যদের উপস্থিত থাকতে অনুপ্রাণিত করা ও সমিতির কার্যক্রমের গঠন মুলক সমালোচনা ও পরবর্তী বছরের পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করা
(৪) গৃহীত ঋণ যথাসময়ে আদায়ের কার্যকর উপায় বের করতে সহায়তা করা ও ঋণ পরিশোধে উৎসাহিত করা,
(৫) গৃহীত পূঁজির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে আত্বকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষে নিয়মিত তদারকি করা

(৬) যথা সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;
(৭) যথা সময়ে আর্থিক হিসাব বিবরণী তৈরী ও অডিট সম্পন্ন করা
(৮)বার্ষিক সাধারণ সভায় অডিট রিপোর্ট যথা নিয়মে উপস্থাপন করা,
(৯) নিয়মিত যথানিয়মে লভ্যাংশ বন্টন করা,
(১০) সাধারণ সদস্যদের সাথে ভদ্রোচিত আচরণ করা,
(১১) বিরুদ্ধ মতকে গুরুত্ব দেয়া।

২.০৪.৩ সমবায় বিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারী ঃ

(১) সমবায় সমিতির সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন;
(২) উদ্বুদ্ধ করণ;
(৩) সমস্যার ক্ষেত্রে পরামর্শ প্রদান ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণে দিক নির্দেশনা প্রদান;
(৪) ঋণ বিতরণ ও আদায়ে পরামর্শ প্রদান;
(৫) সমিতির হিসাব সংরক্ষণে সহায়তা করা;
(৬) আইন বিধি পরিপালন নিশ্চিত করা;
(৭) যথাসময়ে অডিট সম্পাদন করা;
(৮) আপৎকালীন সময়ে সমিতির পাশে দাঁড়ানো

৩.০০: সমবায় সমিতির মূলধন গঠন সংক্রান্ত ঃ

৩.০১ সমিতির মূলধন গঠনের জন্য কোনটিকে আপনি বেশি গুরুত্ব দেবেন? (টিক চিহ্ন দিন):
(ক) নিয়মিত শেয়ার ক্রয়; (খ) নিয়মিত সঞ্চয়;(গ) মেয়াদি আমানত গ্রহণ (ঘ) সবগুলো

৩.০২ উত্তর ক হলে এর সুবিধা কী উল্লেখ করুন।---------------------------------

৩.০৩ উত্তর খ হলে সদস্যের চাহিদামাত্র সঞ্চয় ফেরত প্রদানের জন্য কী ব্যবস্থা সুপারিশ করেন?
(ক) বিধি অনুযায়ী তারল্য সংরক্ষণ; (খ) নোটিশ দেবার ব্যবস্থা; (গ অন্যান্য:

৩.০৪ মূলধন গঠনে সদস্যদের কীভাবে উৎসাহিত করা যায় বলে আপনি মনে করেন?
(ক) নিয়মিত সাপ্তাহিক সভার মাধ্যম; (খ) মাসিক সভার মাধ্যমে; (গ) বাড়ী বাড়ী গিয়ে আদায়কারীর তদারকীর মাধ্যমে; (ঘ) লভ্যাংশ/সঞ্চয়ের সুদ প্রদানের ব্যবস্থা করে; (ঙ) অন্যান্য --

৩.০৫ঃ শুরুতে/প্রাথমিক অবস্থায় সমিতির মূলধন গঠনে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল?---

৩.০৬ সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারী সমিতির মূলধন গঠনে কীভাবে সহায়তা করতে পারেন বলে আপনি মনে করেন?

৪.০০ঃ বিনিয়োগ/মূলধনের ব্যবহারঃ

৪.০১ঃ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কোনটিকে আপনি বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন (টিক চিহ্ন দিন) ঃ
(ক) সরাসরি ঋণ;(খ) কর্মসংস্থানমূলক; (গ) উদ্যোক্তা সৃষ্টি; (ঘ) সমিতি কর্তৃক গৃহিত প্রকল্পে বিনিয়োগ।

৪.০২ শুরুতে আপনার সমিতিতে মূলধন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল ঃ
(ক) ঋণ দেয়া; (খ)কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য মূলধন যোগান দেয়া; (গ) অন্যান (উল্লেখ করুন)

৪.০৩ ঋণ আদায়ের কোনটিকে কার্যকর পদক্ষেপ বলে মনে করেন ?
(ক) তদারকী /আদায়কারীর মাধ্যমে; (খ) যথাযথ জামানত গ্রহণের মাধ্যমে ঋণ প্রদান।

৪.০৪ আপনার সমিতি থেকে পূজি/ ঋণ নিয়ে কতজন স্বাবলম্বী/ উদ্যোক্তা হয়েছেন ঃ
------------------------------- জন।

৪.০৫ সদস্যদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আপনার সমিতি কিভাবে অবদান রাখছে ?
(ক) নিয়মিত সঞ্চয়ের সুদ প্রদানের মাধ্যমে; (খ)নিয়মিত লভ্যাংশ প্রদানের মাধ্যমে; (গ) কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে; (ঘ) অন্যান (উল্লেখ করুন)

৪.০৬ আপনার অধিক্ষেত্রাধীন সমিতিতে ঋণ/বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিধি অনুযায়ী বিনিয়োগ প্রদান করা হয় কি না? হাঁ/না (টিক দিন)

৪.০৭ উত্তর না হলে কারণ কী? ---

৪.০৮ আপনার অধিক্ষেত্রাধীন সমিতিতে তারল্য সংরক্ষণ করা হয় কি না? হাঁ/না (টিক দিন)

৪.০৯ উত্তর না হলে কারণ কী? ---

৫.০০ঃ সমবায় বিভাগের সাথে সমবায়ীদের পারস্পরিক সংযোগসাধনঃ

৫.০১ সমিতি সদস্যদের সাথে আপনাদের নিয়মিত যোগাযোগ হয় কি না? হাঁ/না (টিক দিন)

৫.০২ উত্তর হ্যাঁ হলে যোগাযোগের মাধ্যম কী? (টিক দিন)
(ক) টেলিফোনিক যোগাযোগ; (খ) সমবায় অফিসে মৌখিক আলাপ; (গ) সমিতিতে গিয়ে উদ্বুদ্ধকরণ; (ঘ) প্রযুক্তিগত যোগাযোগ

৫.০৩ সমিতি সংক্রান্ত বিষয়ে সমবায়ীদের উদ্বুদ্ধ/পরামর্শ প্রদান করেন কি না? হ্যাঁ/ না (টিক দিন)

৫.০৪ সমবায়ীরা আপনাদের অফিস থেকে সঠিক সময়ে সঠিক সেবা পায় কি না ? হ্যাঁ/ না (টিক দিন)

৫.০৫ সমিতির মাসিক সভা/বার্ষিক সাধারণ সভায় আপনি উপস্থিত থাকেন কি না? হ্যাঁ/ না (টিক দিন)

৬.০০ঃ সমবায় সমিতির প্রাতিষ্ঠানীকিকরণঃ

৬.০১ একটি সফল সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠানিক রূপ বলতে আপনি নীচের কোনটিকে বুঝবেন? (টিক দিন)ঃ

(০১) সমিতির সুনাম (Good Will)।
(০২) সদস্য ও জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্যতা/আস্থা/সামাজিক কর্মকান্ড।
(০২) আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী বিধিবদ্ধ কাজসমূহ ধারাবাহিকভাবে সম্পাদন।
(০৩) সমিতির নিজস্ব শ্লোগান/সমিতির সাইনবোর্ড/সীল মোহর/ লোগো/সদস্যদের আইডি কার্ড/সমবায় পতাকা/জাতীয় পতাকা থাকা।
(০৪) সমিতির উন্নয়ন পরিকল্পনা দলিল।
(০৫) সমিতির উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
(০৬) স্থায়ী সম্পদ (জমি, যানবাহন ইত্যাদি)।
(০৭) নিজস্ব অবকাঠামো (দালানকোঠা ইত্যাদি)।
(০৮) নিজস্ব অফিস ঘর
(০৯) সমিতির নামীয় ব্যাংক একাউন্ট ।
(১০) সমিতির সদস্যদের জন্য আয়বর্ধক কর্মসূচি।
(১১) দক্ষ ও নিয়মিত ব্যবস্থাপনা কমিটি।
(১২) দক্ষ কর্মকর্তা/কর্মচারী।
(১৩) কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা সৃজন।
(১৪) কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য সার্ভিস রুল (Service Rule)।
(১৫) ব্যবস্থাপনা কমিটি ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি।
(১৬) উপরের সবগুলো।
(১৭) অন্যান্য (যদি থাকে)ঃ

৭.০০: মতামত ও সুপারিশঃ

৭.০১ সফল সমবায় সমিতি গঠন করতে গিয়ে/সমিতি নার্সিং করতে গিয়ে আপনারা কী কী বাধা/প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছেন?

৭.০২ টেকসই ও সফল সমবায় সমিতি গঠনের জন্য কী কী করণীয় বলে আপনি মনে করেন?

স্বাক্ষর	স্বাক্ষর
উত্তরদাতার নাম ও পদবী	তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও পদবী
তারিখঃ	তারিখঃ

পরিশিষ্ট-০০৪

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি
কোটবাড়ী, কুমিল্লা

জরীপ প্রশ্নমালাঃ ০০৩

"সফল ও টেসকই সমবায় সমিতির নিয়ামকসমূহ'
সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ বিষয়ক জরিপ প্রশ্নমালা

সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির নির্ণায়কঃ
(ক) ন্যুণতম ১০ বছর ধরে কার্যক্রম সম্পাদন করছে।
(খ) সফলভাবে কার্যক্রম (সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা/গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব/মূলধন গঠন/যথাযথ ও লাভজনক বিনিয়োগ/আত্ম-কর্মসংস্থান/ উদ্যোক্তা সৃষ্টি/সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি) সম্পাদন করছে।

উত্তরদাতা/তথ্য প্রদানকারীর শ্রেণি	ঃ	সমবায় সমিতির উদ্যোক্তা সদস্য/ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য

১.০০: সাধারণ তথ্য ঃ

১.০১ তথ্য প্রদানকারীর না: ---

১.০২ উদ্যোক্তা সংস্থার নাম :---

১.০৩ পদবী ও কার্যালয় : ---

১.০৪ মোবাইল নম্বর :---

২.০০: সফল সমবায় সম্পর্কিত ঃ

২.০১ঃ কী কী উপাদান থাকলে একটি সমিতিকে সফল বলে আপনি মনে করেন ? (টিক দিন)ঃ

ক) নিয়মিত শেয়ার ক্রয় ও সঞ্চয় প্রদানের মাধ্যমে মূলধন গঠন

খ) মূলধন লাভজনকখাতে বিনিয়োগ

গ) উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য সদস্যদের পূঁজি সরবরাহ

ঘ) নিয়মিত লভ্যাংশ ও সঞ্চয়ের উপর সুদ প্রদান

ঙ) গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব

চ) কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা সৃষ্টি

ছ) আইন ও বিধি মোতাবেক কর্মকাণ্ড পরিচালনা

জ) সমিতিতে কোন বিরোধ না থাকা ও সদস্যদের মধ্যে পারস্পকি সম্প্রীতি

ঝ) অন্যান্য (যদি থাকে):

২.০২ একটি নূতন সমিতি সফল হওয়ার জন্য কী কী করণীয় বলে আপনি মনে করেন ?
(ক) নিয়মিত শেয়ার ক্রয় ও সঞ্চয় প্রদানের মাধ্যমে মূলধন গঠন
(খ) মূলধন লাভজনকখাতে বিনিয়োগ
(গ) উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য সদস্যদের পূজি সরবরাহ
(ঘ) নিয়মিত লভ্যাংশ ও সঞ্চয়ের উপর সুদ প্রদান
(ঙ) সমবায় আইন ও বিধি যথাযথ পরিপালন
(চ) একটি কার্যক্রমে সীমাবদ্ধ না থেকে বহুভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করা ।

২.০৩ একটি সমিতি সফল হওয়ার জন্য কার ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে আপনি মনে করেন ? (টিক দিন)ঃ
(ক) সমিতির সদস্য
(খ) সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি
(গ) সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারী
(ঘ) উপরের সবগুলো ।

২.০৪ একটি সমিতি সফল হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গের কার কি ভূমিকা বা করণীয় বলে আপনি মনে করেন ? (টিক দিন)ঃ
২.০৪.১ সাধারণ সদস্যঃ (১) নিয়মিত শেয়ার ক্রয় ও সঞ্চয় প্রদানের মাধ্যমে মূলধন গঠনে সহায়তা;
(২) নিয়মিত সাপ্তাহিক/মাসিক সভায় উপস্থিতির মাধ্যমে সমিতির উন্নয়ন কাজে অংশগ্রহণ;
(৩) নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থেকে সমিতির কার্যক্রমের গঠনমুলক সমালোচনা ও পরবর্তী বছরের পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করা;
(৪) গৃহীত ঋণ যথাসময়ে ফেরত প্রদান করা ও সমিতির ঋণ আদায়ে সহায়তা করা;
(৫) গৃহীত পূজির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে আত্বকর্মসংস্থান করা ।
২.০৪.২ ব্যবস্থাপনা কমিটি ঃ(১) নিজে নিয়মিত শেয়ার ক্রয় ও সঞ্চয় প্রদান করা ও সদস্যদের উৎসাহিতকরার মাধ্যমে মূলধন গঠনে সহায়তা করা,
(২) নিয়মিত সাপ্তাহিক/মাসিক সভায় নিজে উপস্থিত থাকা ও সদস্যদের উপস্থিত থাকতে উৎসাহিত করা ,
(৩) নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকা ও সদস্যদের উপস্থিত থাকতে অনুপ্রাণিত করা ও সমিতির কার্যক্রমের গঠন মুলক সমালোচনা ও পরবর্তী বছরের পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করা
(৪) গৃহীত ঋণ যথাসময়ে আদায়ের কার্যকর উপায় বের করতে সহায়তা করা ও ঋণ পরিশোধে উৎসাহিত করা,

(৫) গৃহীত পুঁজির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে আত্বকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষে নিয়মিত তদারকি করা,
(৬) যথা সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;
(৭) যথা সময়ে আর্থিক হিসাব বিবরণী তৈরী ও অডিট সম্পন্ন করা
(৮)বার্ষিক সাধারণ সভায় অডিট রিপোর্ট যথা নিয়মে উপস্থাপন করা,
(৯) নিয়মিত যথানিয়মে লভ্যাংশ বন্টন করা,
(১০) সাধারণ সদস্যদের সাথে ভদ্রোচিত আচরণ করা,
(১১) বিরুদ্ধ মতকে গুরুত্ব দেয়া ।
২.০৪.৩ সমবায় বিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারী ও উদ্যোক্তা সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীঃ
(১) সমবায় সমিতির সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন;
(২) উদ্বুদ্ধ করণ;
(৩) সমস্যার ক্ষেত্রে পরামর্শ প্রদান ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণে দিক নির্দেশনা প্রদান;
(৪) ঋণ বিতরণ ও আদায়ে পরামর্শ প্রদান;
(৫) সমিতির হিসাব সংরক্ষণে সহায়তা করা;
(৬) আইন বিধি পরিপালন নিশ্চিত করা;
(৭) যথাসময়ে অডিট সম্পাদন করা;
(৮) আপৎকালীন সময়ে সমিতির পাশে দাঁড়ানো

৩.০০: সমবায় সমিতির মূলধন গঠন সংক্রান্ত ঃ
৩.০১ সমিতির মূলধন গঠনের জন্য কোনটিকে আপনি বেশি গুরুত্ব দেবেন? (টিক চিহ্ন দিন):
(ক) নিয়মিত শেয়ার ক্রয়; (খ) নিয়মিত সঞ্চয়;(গ) মেয়াদি আমানত গ্রহণ (ঘ) সবগুলো

৩.০২ উত্তর ক হলে এর সুবিধা কী উল্লেখ করুন ।--------------------------------
৩.০৩ উত্তর খ হলে সদস্যের চাহিদামাত্র সঞ্চয় ফেরত প্রদানের জন্য কী ব্যবস্থা সুপারিশ করেন?
(ক) বিধি অনুযায়ী তারল্য সংরক্ষণ; (খ) নোটিশ দেবার ব্যবস্থা; (গ অন্যান্য: ---
৩.০৪ মূলধন গঠনে সদস্যদের কীভাবে উৎসাহিত করা যায় বলে আপনি মনে করেন?
(ক) নিয়মিত সাপ্তাহিক সভার মাধ্যম; (খ) মাসিক সভার মাধ্যমে; (গ) বাড়ী বাড়ী গিয়ে আদায়কারীর তদারকীর মাধ্যমে; (ঘ) লভ্যাংশ/সঞ্চয়ের সুদ প্রদানের ব্যবস্থা করে; (ঙ) অন্যান্য ---
৩.০৫ঃ শুরুতে/প্রাথমিক অবস্থায় সমিতির মূলধন গঠনে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল?--
৩.০৬ সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারী সমিতির মূলধন গঠনে কীভাবে সহায়তা করতে পারেন বলে আপনি মনে করেন?
৪.০০ঃ বিনিয়োগ/মূলধনের ব্যবহারঃ

৪.০১ঃ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কোনটিকে আপনি বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন (টিক চিহ্ন দিন) ঃ
(ক) সরাসরি ঋণ;(খ) কর্মসংস্থানমূলক; (গ) উদ্যোক্তা সৃষ্টি; (ঘ) সমিতি কর্তৃক গৃহিত প্রকল্পে বিনিয়োগ।

৪.০২ শুরুতে আপনার সমিতিতে মূলধন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল ঃ
(ক) ঋণ দেয়া; (খ)কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য মূলধন যোগান দেয়া; (গ) অন্যান (উল্লেখ করুন)

৪.০৩ ঋণ আদায়ের কোনটিকে কার্যকর পদক্ষেপ বলে মনে করেন ?
(ক) তদারকী /আদায়কারীর মাধ্যমে; (খ) যথাযথ জামানত গ্রহণের মাধ্যমে ঋণ প্রদান।

৪.০৪ আপনার সমিতি থেকে পূজি/ ঋণ নিয়ে কতজন স্বাবলম্বী/ উদ্যোক্তা হয়েছেন ঃ ------------------------------ জন।

৪.০৫ সদস্যদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আপনার সমিতি কিভাবে অবদান রাখছে ?
(ক) নিয়মিত সঞ্চয়ের সুদ প্রদানের মাধ্যমে; (খ)নিয়মিত লভ্যাংশ প্রদানের মাধ্যমে; (গ) কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে;
(ঘ) অন্যান (উল্লেখ করুন)

৫.০০ঃ সমবায় সমিতির প্রাতিষ্ঠানীকিকরণঃ

৫.০১ একটি সফল সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠানিক রূপ বলতে আপনি নীচের কোনটিকে বুঝবেন? (টিক দিন)ঃ

(০৩) সমিতির সুনাম (Good Will)।
(০৪) সদস্য ও জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্যতা/আস্থা/সামাজিক কর্মকান্ড।
(০২) আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী বিধিবদ্ধ কাজসমূহ ধারাবাহিকভাবে সম্পাদন।
(০৩) সমিতির নিজস্ব শ্লোগান/সমিতির সাইনবোর্ড/সীল মোহর/ লোগো/সদস্যদের আইডি কার্ড/সমবায় পতাকা/জাতীয় পতাকা থাকা।
(০৪) সমিতির উন্নয়ন পরিকল্পনা দলিল।
(০৫) সমিতির উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
(০৬) স্থায়ী সম্পদ (জমি, যানবাহন ইত্যাদি)।
(০৭) নিজস্ব অবকাঠামো (দালানকোঠা ইত্যাদি)।
(০৮) নিজস্ব অফিস ঘর
(০৯) সমিতির নামীয় ব্যাংক একাউন্ট ।
(১০) সমিতির সদস্যদের জন্য আয়বর্ধক কর্মসূচি।

(১১) দক্ষ ও নিয়মিত ব্যবস্থাপনা কমিটি।
(১২) দক্ষ কর্মকর্তা/কর্মচারী।
(১৩) কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা সৃজন।
(১৪) কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য সার্ভিস রুল (Service Rule)।
(১৫) ব্যবস্থাপনা কমিটি ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি।
(১৬) উপরের সবগুলো।
(১৭) অন্যান্য (যদি থাকে)ঃ

৬.০০: মতামত ও সুপারিশঃ

৬.০১ সফল সমবায় সমিতি গঠন করতে গিয়ে/সমিতি নার্সিং করতে গিয়ে আপনারা কী কী বাধা/প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছেন?

৬.০২ টেকসই ও সফল সমবায় সমিতি গঠনের জন্য কী কী করণীয় বলে আপনি মনে করেন?

স্বাক্ষর	স্বাক্ষর
উত্তরদাতার নাম ও পদবী:	তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও পদবী
তারিখঃ	তারিখঃ

পরিশিষ্ট-০০৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি
কোটবাড়ী, কুমিল্লা।

স্মারক নং- ১৪৫(২৫) তারিখ- ০৫/০২/২০১৯খ্রিঃ

বিষয় ঃ- ডাটা সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ প্রসংগে।

সূত্র ঃ- ০৫/০২/২০১৯খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত গবেষণা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির ২০১৮-১৯খ্রিঃ অর্থবৎসরে গবেষণার কাজে ডাটা সংগ্রহ করার লক্ষ্যে ডাটা সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ আগামী ১৩/০২/২০১৯খ্রিঃ দিনব্যাপী বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লায় সকাল ১০.০০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করার জন্যে তাঁর জেলা/ ইনস্টিটিউট হতে ০১ (এক) জন ডাটা সংগ্রহকারী (প্রশিক্ষক/ সরেজমিনে তদন্তকারী) মনোনয়ন প্রদানপূর্বক প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্যে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

বিষয়টি অতীব জরুরী।

০৫/০২/১৯
(জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা)
অধ্যাপক (গবেষণা ও প্রকাশনা)
বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি
কোটবাড়ী, কুমিল্লা।
ও
গবেষক, গবেষণা কমিটি।
মোবা ঃ ০১৫৫৩-৭৬৫৬৫৮

প্রাপক ঃ
অধ্যক্ষ/ জেলা সমবায় অফিসার
আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট/ জেলা সমবায় কার্যালয়
....।

অনুলিপি বিতরণ ঃ
০১। নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা। (মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
০২। অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা।
০৩। সংশ্লিষ্ট নথি।

পরিশিষ্ট-০০৬

কর্মশালার মনোনয়ন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি
কোটবাড়ী, কুমিল্লা।

স্মারক নং-৪৭.৬১.০০০০.৩৪১.১৮.৪৩৬.১৮(৩য় খন্ড)-৩৬৬ (সংশোধিত) তারিখ-০৩/০৪/২০১৯খ্রিঃ

বিষয় ঃ বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি কর্তৃক পরিচালিত ২০১৮-১৯ সনের গবেষণা কার্যক্রমের প্রতিবেদন চুড়ান্তকরণের লক্ষ্যে আয়োজিত কর্মশালায় অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে আগামী ২৩/০৪/২০১৯খ্রিঃ রোজ মঙ্গলবার সকাল ১০.০০ ঘটিকার সময় বাংলাদেশ সমবায় একাডেমিতে "সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির নিয়ামকসমূহ" বিষয়ক গবেষণা প্রতিবেদন চুড়ান্তকরণের লক্ষ্যে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণের নিমিত্তে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা/সমবায়ীদেরকে মনোনয়ন প্রদান করা হ'ল ঃ-

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)	কর্মস্থল/ ঠিকানা
১	২	৩
০১.	জনাব কাজী মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ, উপ-নিবন্ধক (ইপি)	সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।
০২.	জনাব মোঃ জিয়াউল হক, অধ্যক্ষ (উপ-নিবন্ধক)	আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, কুষ্টিয়া।
০৩.	জনাব নূর মোহাম্মদ মামুন, উপ-নিবন্ধক (ফ্যাইন্যান্স)	সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৪.	জনাব মোঃ মোস্তফা, অধ্যক্ষ (সহকারী নিবন্ধক)	আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, বরিশাল।
০৫.	জনাব শাকিলা হক, জেলা সমবায় অফিসার	জেলা সমবায় কার্যালয়, নরসিংদী।
০৬.	জনাব ফারহানা আফরোজ, জেলা সমবায় অফিসার	জেলা সমবায় কার্যালয়, খুলনা।
০৭.	জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম, জেলা সমবায় অফিসার	জেলা সমবায় কার্যালয়, কুমিল্লা।
০৮.	জনাব এ.কে.এম.নজমূল হুদা, জেলা সমবায় অফিসার(ভাঃ)	জেলা সমবায় কার্যালয়, নাটোর।
০৯.	জনাব মোঃ মামুন কবীর, উপজেলা সমবায় অফিসার	উপজেলা সমবায় কার্যালয়,পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়।
১০.	জনাব মির্জা ফারজানা শারমিন, উপজেলা সমবায় অফিসার	উপজেলা সমবায় কার্যালয়, পলাশ, নরসিংদী।
১১.	জনাব মোঃ গোলাম মোর্শেদ মৃধা, উপজেলা সমবায় অফিসার	উপজেলা সমবায় কার্যালয়, কাপাসিয়া, গাজীপুর।
১২.	জনাব মোঃ ওমর ফারুক মজুমদার, গবেষণা সহকারী	বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা।
১৩.	প্রতিনিধি, (যুগ্ম-পরিচালক), বার্ড	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কোটবাড়ী, কুমিল্লা।
১৪.	প্রতিনিধি, (উপ-পরিচালক), বার্ড	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কোটবাড়ী, কুমিল্লা।
১৫.	জনাব মোঃ এমদাদ হোসেন মালেক, সেক্রেটারী	কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ (কাল্ব), ঢাকা।
১৬.	জনাব ডমিনিক রঞ্জন ফিউরিফিকেশন, সেক্রেটারী	দি সেন্ট্রোল এসোসিয়েশন অব খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ অব বাংলাদেশ (কাক্কো), ঢাকা।
১৭.	জনাব চন্দন জেড. গোমেজ, ডিরেক্টর (প্রোগ্রাম)	ওয়ার্ল্ড ভিশন, ঢাকা।
১৮.	জনাব নাজমুল আলম ভূঁইয়া (জুয়েল), সম্পাদক	কিংশুক বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, মিরপুর, ঢাকা।
১৯.	জনাব আলহাজ্ব মোঃ মোস্তফা কামাল, সভাপতি	চক বাজার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ, নালিতাবাড়ী, শেরপুর।
২০.	জনাব কৃষিবিদ মোঃ তারিক হাসান, সভাপতি	কৃষিবিদ মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ, মিরপুর, ঢাকা।
২১.	জনাব এস.এম. গোলাম কুদ্দুস, প্রিন্সিপাল অফিসার	জনতা আদর্শ গ্রাম উন্নয়ন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, ডুমুরিয়া, খুলনা।
২২.	জনাব মোঃ কাজেম উদ্দিন, সভাপতি	করতোয়া বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

২৩.	জনাব মোসাঃ নাজনীন আক্তার, সভাপতি	সাধনা বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।
২৪.	জনাব মোঃ জহির উদ্দিন চৌধুরী, সভাপতি	নবারুন সমবায় সমিতি লিঃ, কবিরহাট, নোয়াখালী।

উল্লেখ্য যে, কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণকে আগামী ২২/০৪/২০১৯খ্রিঃ সন্ধ্যা ০৭.০০ ঘটিকার মধ্যে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা হোস্টেলের অভ্যর্থনা কক্ষে রিপোর্ট করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ ইকবাল হোসেন)
অধ্যক্ষ
বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি
কোটবাড়ী, কুমিল্লা।
ফোন ঃ ০৮১-৭৬০১৭
ই-মেইল : bcacomilla@gmail.com

স্মারক নং-৪৭.৬১.০০০০.৩৪১.১৮.৪৩৬.১৮(৩য় খন্ড)-৩৬৬/১(৪০)(সংশোধিত) তারিখ- ০৩/০৪/২০১৯খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ-

০১। জনাব...।
০২। জনাব .... গবেষণা পরিচালক/ গবেষক, গবেষণা কমিটি।
০৩। যুগ্ম-নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় দপ্তর, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর/ময়মনসিংহ।
০৪। নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৫। সংশ্লিষ্ট নথি।

(মোহাম্মদ সাফিকুল ইসলাম)
অধ্যাপক (প্রশিক্ষণ)
বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি
কোটবাড়ী, কুমিল্লা ও
সদস্য-সচিব, গবেষণা কমিটি।

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমিতে ২০১৮-১৯ খ্রিঃ অর্থবছরের গবেষণার জন্য নির্বাচিত বিভাগ, জেলা ও সমিতির নামের তালিকা ঃ-

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	জেলার নাম	উপজেলার নাম	সমিতির নাম নিবন্ধন নং ও তারিখ	সদস্য সংখ্যা	কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ঢাকা বিভাগ						
১	ঢাকা	ঢাকা	মিরপুর	কিংশুক বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-০৪১, তারিখ-২৩/০৯/১৯৯০খ্রিঃ।	৪০০ জন	১,৯৫,০৫,৮০০/-
২	ঢাকা	ঢাকা	তেজগাঁও	দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, নিবন্ধন নং-৪২, তারিখ-১৩/০৩/১৯৫৮খ্রিঃ।	৩৮,০৬৯ জন	৪৪২,১০,২৯,৬০০/-
৩	ঢাকা	ঢাকা	তেজগাঁও	আইসিডিডিআরবি'র কর্মচারীবৃন্দের বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-২২৩৫, তারিখ-০৫/১০/১৯৭২খ্রিঃ।	২,৫৬১ জন	৮৩,৫১,১০,৮৫৫/-
৪	ঢাকা	ঢাকা	মিরপুর	কৃষিবিদ মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ, নিবন্ধন নং-১১৮১, তারিখ-২৯/০৮/২০০৭খ্রিঃ।	২,৪০৫ জন	৩২,৪৭,৭১,১৭৮/-
৫	ঢাকা	ঢাকা	লালবাগ	হাজারীবাগ মহিলা বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ৫০, তারিখ- ৩১/০১/২০০৪খ্রিঃ।	২,৮৮১ জন	৬,৬৬,৭১,৩২৪/-
৬	ঢাকা	ঢাকা	শাহআলী	মিরপুর থানা মুক্তিযোদ্ধা পুনর্বাসন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ২১, তারিখ-০৯/০১/২০০০খ্রিঃ।	৩৩	৫,৩৬,০৭,৩৫৭/-
৭	ঢাকা	ঢাকা	মোহাম্মদপুর	একতা ব্যবসায়ী বহমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ১৩০, তারিখ- ০৪/০৪/২০০২খ্রিঃ।	৮৭৩ জন	৬২,৯৮,৫৫,৯৫৯/-
৮	ঢাকা	ঢাকা	গুলশান	বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ২১৯, তারিখ-১৪/১১/১৯৯৬খ্রিঃ।	৪৪,৮৭৯ জন	৩৩৭,৩৭,৯৩,৪৩৩/-

৯	ঢাকা	ঢাকা	পল্লবী	মিল্কভিটা শ্রমিক কর্মচারী কল্যাণ সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ৭৩, তারিখ- ২৬/০১/১৯৭৯খ্রিঃ।	১৯০ জন	২,৮০,৬১,৯৭৬/-
১০	ঢাকা	ঢাকা	সাভার	কাউন্দিয়া ইউনিয়ন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ০৬, তারিখ- ২১/০৭/১৯৪৫খ্রিঃ।	১৪১ জন	১২,২৮,৮২০/-
১১	ঢাকা	নরসিংদী	নরসিংদী সদর	পাথ ফাইন্ডার মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ, নিবন্ধন নং- ২৩, তারিখ- ০৬/০৩/২০১১খ্রিঃ।	৬০৫ জন	২,০৮,৭৫,৪৪৬/-
১২	ঢাকা	নরসিংদী	শিবপুর	যোশর বাজার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ,নিবন্ধন নং- ১১, তারিখ- ০২/০৬/১৯৯১খ্রিঃ	৫২১ জন	৪,১৯,৮৭,৪১৭/-
১৩	ঢাকা	গোপালগঞ্জ	মুকসুদপুর	গোয়ালগ্রাম সুগন্ধা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ৪০, তারিখ- ০৮/০৫/২০০৮খ্রিঃ।	১২৮ জন	৫৫,০৩,১১৮/-
১৪	ঢাকা	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ সদর	ভেন্নাবাড়ী প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-২৯০, তারিখ- ০৬/০৭/১৯৮৩খ্রিঃ।	৪৪ জন	৩,২০,০০০/-
১৫	ঢাকা	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ সদর	তেঁতুলিয়া আশ্রয়ণ প্রকল্প উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ১৭, তারিখ- ০২/০৫/১৯৯৯খ্রিঃ।	২১০ জন	১২,৮৩,৭৫১/-
১৬	ঢাকা	ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর	আদর্শ বণিক সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ১৭৩, তারিখ- ০৬/১২/১৯৮২খ্রিঃ।	১৬৩ জন	২,৫৬,০১,১৫৭/-
১৭	ঢাকা	ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর	শতনীড় মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ, নিবন্ধন নং- ৫৩, তারিখ- ২৯/০৫/২০০৭খ্রিঃ।	১৬৯ জন	২৪,০৯,২৯০৫৮/-
১৮	ঢাকা	ফরিদপুর	ফরিদপুর	সৌখিন কল্যাণ বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ৮৩,	৭৬২ জন	৬,১৯,৭৫,০৯৬/-
১৯	ঢাকা	কিশোরগঞ্জ	মিঠামইন	চানপুর উদয়ন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ১৯, তারিখ- ১৯/০৩/২০০৪খ্রিঃ।	২১ জন	৫,৫৮,২৬৭/-
২০	ঢাকা	কিশোরগঞ্জ	কুলিযারচর	কুলিয়ারচর উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ৩০, তারিখ- ২০/০৭/১৯৯৯খ্রিঃ।	২০০ জন	১৯,৯৮,৬৮৫/-

২১	ঢাকা	কিশোরগঞ্জ	ইটনা	রমানাপুর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ১০৪, তারিখ- ০৭/০৫/২০০৯খ্রিঃ।	২৮ জন	১০,৭৮,৬৫৯/-
২২	ঢাকা	মাদারীপুর	কালকিনি	ফাসিয়াতলা কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ, নিবন্ধন নং- ১৪, তারিখ- ১২/০৬/১৯৯৩খ্রিঃ।	৮১৩ জন	৪,৫০,৪০,০৫৯/-
২৩	ঢাকা	মাদারীপুর	শিবচর	গণ উন্নয়ন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ৯২, তারিখ- ০৮/০৮/২০০৫খ্রিঃ।	১৪,৪৯২ জন	৪১,৭৬,৬৯,২৫৭/-
২৪	ঢাকা	গাজীপুর	কালীগঞ্জ	বাঙালহাওলা আশার আলো বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ৩৮, তারিখ- ১৯/০৮/২০০৭খ্রিঃ।	১,৩৮৭ জন	৪,৪৯,৮৬,২৯৫/-
২৫	ঢাকা	গাজীপুর	কালীগঞ্জ	নাগরী খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, নিবন্ধন নং- ২৩, তারিখ- ১১/০৮/১৯৮৪খ্রিঃ।	৫,৪৭৫ জন	১১২,৬৫,৬৬,৯৪০/-
২৬	ঢাকা	গাজীপুর	কালীগঞ্জ	মঠবাড়ী খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, নিবন্ধন নং- ২৪/৮৪, তারিখ- ১১/০৮/১৯৮৪খ্রিঃ।	২,২৬৫ জন	৮০,৪৩,৯৪,৪০৪/-
২৭	ঢাকা	গাজীপুর	গাজীপুর সদর	ছায়াবিথি সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ১০, তারিখ- ১৮/০৯/১৯৮৫খ্রিঃ।	১০৪ জন	১,৭৮,৬৭,৭৫৮/-

চট্টগ্রাম বিভাগ

২৮	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	ডবলমুরিং	রুপালী ক্রেডিট ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ, নিবন্ধন নং- ৭১২৫, তারিখ- ০৯/০২/১৯৯২খ্রিঃ।	১৩,১১৫ জন	৩০৬,৪৭,১২,০৪৩/-
২৯	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	কোতয়ালী	পাথরঘাটা ভিশন মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ৯৬৮৭, তারিখ- ২৯/০১/২০০৯খ্রিঃ।	২,৭৫৭ জন	৪,০৬,৮২,০১৫/-
৩০	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	কোতয়ালী	বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়ীজ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ, নিবন্ধন নং- ১৫, তারিখ- ২৫/০১/১৯৫৩খ্রিঃ।	২,৯৩৪ জন	২৫,০৩,০০,০০০/-
৩১	চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	সদর দক্ষিণ	বিজয়পুর রুদ্রপাল মৃৎশিল্প সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ৩৯, তারিখ- ২৯/০৮/১৯৬২খ্রিঃ।	২৩০ জন	২,২৪,১৪,৪১৫/-
৩২	চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	সদর দক্ষিণ	জয়পুর দক্ষিণ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ০৮, তারিখ- ২০/১২/৮৯খ্রিঃ।	৩৬৬ জন	৩৫,৭৩,০৩৩/-
৩৩	চট্টগ্রাম	ফেনী	ছাগলনাইয়া	প্রগতি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ০১/ফেনী, তারিখ- ১০/০১/১৯৯৪খ্রিঃ।	১৭২ জন	৬২,৩৭,২০১/-
৩৪	চট্টগ্রাম	ফেনী	ফুলগাজী	সেবা ইসলামী মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ, নিবন্ধন নং- ১৩/ফেনী, তারিখ- ১৬/১০/২০০৫খ্রিঃ।	৫২৫ জন	৩,৪৬,২৩,০৭৭/-
৩৫	চট্টগ্রাম	নোয়াখালী	কবিরহাট	নবারুন সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ০১ (নোয়া), তারিখ- ০৬/০৬/১৯৯১খ্রিঃ।	১,৮৩৭ জন	৯,৩৩,৩৫,৭৮৩/-
৩৬	চট্টগ্রাম	নোয়াখালী	কোম্পানীগঞ্জ	বসুরহাট পৌর বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ০৪ নোয়া), তারিখ- ১৮/০৬/১৯৯৫খ্রিঃ।	৫৯৮ জন	৩,৯৯,৭৬,১২৪/-
৩৭	চট্টগ্রাম	চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর	চরমেয়াশা মৎস্যচাষী ও মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ১০৫৮/চাঁদ/০৮, তারিখ- ২৮/০৮/২০০৮খ্রিঃ।	১৪২ জন	৬৩,৫২,৬২২/-

৩৮	চট্টগ্রাম	চাঁদপুর	ফরিদগঞ্জ	চান্দ্রা শিক্ষিত বেকার যুব বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ৫২৭/চাঁদ/০১, তারিখ- ১৭/০৬/২০০১খ্রিঃ।	৪১ জন	১১,৪৩,০১,৩৫৫/-
৩৯	চট্টগ্রাম	চাঁদপুর	শাহরাস্তি	প্রান্তিক বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ১০২২/চাঁদ/০৮, তারিখ- ১৫/১০/২০০৮খ্রিঃ।	২,৫৩৪ জন	১৩৮,০২,৯৭,৭৭৮/-
৪০	চট্টগ্রাম	চাঁদপুর	শাহরাস্তি	আশার আলো বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ৮১২/চাঁদ/০৭, তারিখ- ১৪/০৫/২০০৭খ্রিঃ।	১,৫৭৬ জন	৩,৩৭,৬২,৬৮৩/-
৪১	চট্টগ্রাম	খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি সদর	খাগড়াছড়ি সড়ক পরিবহন চালক সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ০৩(খাগড়া), তারিখ- ১১/০৪/১৯৮৫খ্রিঃ।	৪৮২ জন	২,১৮,৩২,০০০/-
৪২	চট্টগ্রাম	খাগড়াছড়ি	মহালছড়ি	মনাটেক যাদুকানালা মৎস্যচাষ বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-২৫৫(খাগড়া), তারিখ- ১৫/০১/২০০৩খ্রিঃ।	১৫৩ জন	৪৭,২২,০০০/-
৪৩	চট্টগ্রাম	কক্সবাজার	কক্সবাজার সদর	খুরুশকুল সুখের ঠিকানা মহিলা উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ১৩৬৪, তারিখ- ১৬/০৮/২০০৯খ্রিঃ।	৫৬৮ জন	২৫,৮৫,৫৭৩/-
৪৪	চট্টগ্রাম	কক্সবাজার	চকরিয়া	বদরখালী সমবায় কৃষি ও উপনিবেশ সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ৩৭(চট্ট), তারিখ- ২৫/১০/১৯৩০খ্রিঃ।	১,৫০০ জন	৯,০৮,৮৯,৭৬৯/-
৪৫	চট্টগ্রাম	কক্সবাজার	উখিয়া	উখিয়া থানা বহুমূখী শীল কল্যাণ বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ৬৬২৩(চট্ট), তারিখ- ৩১/০৩/১৯৮২খ্রিঃ।	৩৪৩ জন	৮,৭০,৭৬৫/-

রাজশাহী বিভাগ

৪৬	রাজশাহী	নাটোর	সিংড়া	কৃষাণ মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ, নিবন্ধন নং- ২২, তারিখ- ১১/০১/২০১০খ্রিঃ।	৬৪৫ জন	৩,৬৮,৮২,৭৯৪/-
৪৭	রাজশাহী	নাটোর	নাটোর সদর	ডাক্তার সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ৬৮, তারিখ- ১৫/০৭/১৯৬৫খ্রিঃ।	২৩২ জন	১৫,২৭,১৪৪/-
৪৮	রাজশাহী	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর	দারিয়ারপুর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ০৯, তারিখ- ০৪/১২/২০০৭খ্রিঃ।	১,৭১৪ জন	৬,৬৭,৫৯,৯৩৬/-
৪৯	রাজশাহী	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর	উপর রাজারামপুর কল্যাণী মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ৩৬, তারিখ- ২৮/০৬/২০০৮খ্রিঃ।	১২৮ জন	১,১৯,৩৬,২১৭/-
৫০	রাজশাহী	পাবনা	পাবনা সদর	জোত কলসা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ৮৯, তারিখ- ২৯/০৯/২০০৮খ্রিঃ।	১১২ জন	৩০,৩৮,৪৩৬/-
৫১	রাজশাহী	পাবনা	সাথিঁয়া	সেলন্দা প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ৮৬৬, তারিখ- ৩০/১০/১৯৭৩খ্রিঃ।	২৫ জন	৭,৪০,৬৯৮/-
৫২	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	শাহজাদপুর	বাঘাবাড়িঘাট ট্যাংকলরী পরিবহন শ্রমিক সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ৪৩৯, তারিখ- ২৩/০৩/১৯৮৩খ্রিঃ।	১২৯ জন	১৬,২৯,৮০,৩৩০/-
৫৩	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	শাহজাদপুর	পোতাজিয়া প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ৮২৯, তারিখ- ১৮/১০/১৯৭৩খ্রিঃ।	২৮৯ জন	৪৬,১৬,২৯৩/-
৫৪	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	বেলকুচি	ভাঙ্গাবাড়ী সাফল্য মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ১৯৮, তারিখ- ১৫/০৩/২০০৬খ্রিঃ।	৯৭১ জন	৫৯,২৬,৮১১/-
৫৫	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	রায়গঞ্জ	চান্দাই কোনা আদর্শ বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-	৮৩ জন	৬৬,৮৮,৮১২/-
৫৬	রাজশাহী	জয়পুরহাট	জয়পুরহাট সদর	দি গ্রাজুয়েট মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ, নিবন্ধন নং- ০২, তারিখ- ২৭/০২/২০০৫খ্রিঃ।	৭১ জন	১,০৩,৬৬,৯৯৩/-

৫৭	রাজশাহী	জয়পুরহাট	পাঁচবিবি	বালিঘাটা (পাঁচবিবি) বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ১৫, তারিখ- ০৩/০১/১৯৪৯খ্রিঃ।	২,৩৩৬ জন	১,১৮,৬৮,৫৯৭/-
৫৮	রাজশাহী	জয়পুরহাট	আক্কেলপুর	আক্কেলপুর পুরাতন বাজার ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ৩৩১, তারিখ- ০২/০৮/২০০৩খ্রিঃ।	৩৬০ জন	৬১,১২,০৩৩/-

খুলনা বিভাগ

৫৯	খুলনা	খুলনা	মেট্রোপলিটন থানা	পূর্ববানিয়া খামার জনকল্যাণ বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ১১৬/কে, তারিখ- ১১/১০/২০০৭খ্রিঃ।	৬,৪০৬ জন	১১,৪০,১৮,৯৭২/-
৬০	খুলনা	খুলনা	মেট্রোপলিটন থানা	নবরূপা মহিলা সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ১৪৩/কে, তারিখ- ০১/০৭/২০০৮খ্রিঃ।	১,৬৯৮ জন	১,০৯,৪৪,৯১৭/-
৬১	খুলনা	খুলনা	দিঘলিয়া	দৌলতপুর বাজার বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ১২/ডি, তারিখ- ১৭/০৭/১৯৮৮খ্রিঃ।	২৬৫ জন	২,৪১,০৮,৪৫৪/-
৬২	খুলনা	খুলনা	ডুমুরিয়া	জনতা আদর্শ গ্রাম উন্নয়ন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ০৯/কে, তারিখ- ২৪/০১/২০০৭খ্রিঃ।	১৬১ জন	৫১,২২,৮৭,৩০৮/-
৬৩	খুলনা	খুলনা	পাইকগাছা	ফসিয়ার রহমান কৃষি জনকল্যাণ সমবায় সমিতি লিঃ,নিবন্ধন নং- ১৭/কে, তারিখ- ১২/০২/২০০৫খ্রিঃ।	৬৮২ জন	৪৫,৯৭,৪৯৯/-
৬৪	খুলনা	খুলনা	পাইকগাছা	জোনাকী গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ৮৬/কে, তারিখ- ০২/১০/২০০৪খ্রিঃ।	৭৩৬ জন	১,৪৯,৭৭,১৯৬/-
৬৫	খুলনা	সাতক্ষীরা	কালিগঞ্জ	পরিবেশ ও কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ০৬/সাত, তারিখ- ০৪/০২/২০০১খ্রিঃ।	১,৪২৭ জন	৪,৬৩,৯১,০৮৭/-
৬৬	খুলনা	সাতক্ষীরা	কালিগঞ্জ	গোবিন্দকাটি পোল্ট্রি খামার মালিক বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ২৪/সাত, তারিখ- ২৮/০৭/২০০৩খ্রিঃ।	৬৪৪ জন	৯৫,৬৮,০৩১/-

৬৭	খুলনা	সাতক্ষীরা	দেবহাটা	দেবীশহর এগ্রিকালচার এ ফিস ফার্মি কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ, নিবন্ধন নং- ০৬/সাত, তারিখ- ২০/১২/১৯৫৫খ্রিঃ।	২৮২ জন	৩৪,৮৩,১৪৭/-
৬৮	খুলনা	সাতক্ষীরা	শ্যামনগর	দেবালয় সূর্যতরুন সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ০৫/সাত, তারিখ- ০৮/০১/২০০৭খ্রিঃ।	১,৩২৬ জন	১,৬১,৮২,৫০০/-
৬৯	খুলনা	সাতক্ষীরা	তালা	জেয়ালা ঘোষপাড়া প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ৫৬/সাত, তারিখ- ৩১/০৫/২০০৬খ্রিঃ।	৩১ জন	২৭,৫২,৩৪৬/-
৭০	খুলনা	সাতক্ষীরা	আশাশুনি	কল্যাণপুর যুব উন্নয়ন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ৬৯/সাত, তারিখ- ২৩/০২/২০০৫খ্রিঃ।	৪৯১ জন	৪৯,৬৫,৭৪১/-
৭১	খুলনা	যশোর	চৌগাছা	খড়িঞ্চা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ১০/জে, তারিখ- ২৮/০৩/১৯৬১খ্রিঃ।	১৩৫ জন	শাহজাদপুর
৭২	খুলনা	যশোর	যশোর সদর	মোমিননগর সমবায় শিল্প ইউনিয়ন সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ৫১/জে, তারিখ- ১২/০১/১৯৪২খ্রিঃ।	১৯টি (সমবায় সমিতি)	৪,৭৫,৯১,৭২২/-
৭৩	খুলনা	যশোর	শার্শা	শার্শা থানা মুক্তিযোদ্ধা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ৩৩২/জে, তারিখ- ২৮/০৩/১৯৭৮খ্রিঃ।	২৫০ জন	৩৩,০৫,২৩৮/-
৭৪	খুলনা	নড়াইল	নড়াইল সদর	উজিরপুর অর্গানিক বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ২৩/নড়া, তারিখ- ২৪/০৫/২০০৭খ্রিঃ।	৮৩ জন	১,০১,৮২,৩৪৮/-
৭৫	খুলনা	নড়াইল	কালিয়া	প্রভাতী বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ০৩/নড়া, তারিখ- ২৬/০১/২০০৯খ্রিঃ।	৬০৯ জন	৩,১৬,৬৬,৭৫১/-
৭৬	খুলনা	কুষ্টিয়া	কুমারখালী	কল্যাণপুর মৃৎশিল্প সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ১৯৮, তারিখ- ০৬/০৬/১৯৭৭খ্রিঃ।	২৫,৭৭৫ জন	৮,৭০,৮৬,৬৭১/-
৭৭	খুলনা	কুষ্টিয়া	দৌলতপুর	আইডিয়াল সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন	৩৭৮ জন	৪৩,৭৯,৮০৬/-

৭৮	খুলনা	চুঁয়াডাঙ্গা	চুঁয়াডাঙ্গা সদর	জয়বিজয় মহিলা সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ০১, তারিখ- ১৩/০৭/২০১৭খ্রিঃ।	৩৬৮ জন	২৯,৪২,৭২৭/-
৭৯	খুলনা	চুঁয়াডাঙ্গা	দামুড়হুদা	একতা হেয়ার প্রসেসিং ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ১৬, তারিখ- ০৬/০১/২০১৩খ্রিঃ।	২৪১ জন	৭,৩১,৬৭৬/-
৮০	খুলনা	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর	চাঁদবিল মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ০৬, তারিখ- ০১/১০/১৯৬০খ্রিঃ।	৯০ জন	১২,৩১,৭০৪/-
৮১	খুলনা	মেহেরপুর	মুজিবনগর	গোপালনগর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, নিবন্ধন নং- ০৯, তারিখ- ১৫/০১/১৯৯৭খ্রিঃ।	১,৭৪৭ জন	৭,৫১,৮৯,৬২৯/-

বরিশাল বিভাগ

৮২	বরিশাল	বরিশাল	বরিশাল সদর	দি বরিশাল ষ্টিমার অফিসার্স সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ২৮১ বিডি, তারিখ- ১৩/০৬/১৯২৫খ্রিঃ।	১,১৪৬ জন	৮,৯৭,৩৩,৮৩৯/-
৮৩	বরিশাল	বরিশাল	মুলাদী	মুলাদী মুক্তিযোদ্ধা বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ১১২ বিডি, তারিখ- ১৮/১২/২০০৬খ্রিঃ।	৪২৪ জন	১৭,৬৬,০০০/-

সিলেট বিভাগ

৮৪	সিলেট	সিলেট	সিলেট সদর	বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী ভোগ্যপণ্য সরবরাহ এবং সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ১৬১৭, তারিখ- ২৩/০৯/১৯৮৯খ্রিঃ।	১,২৪৬ জন	৩,৫৪,৭৭,৮৫৫/-
৮৫	সিলেট	সিলেট	কোম্পানীগঞ্জ	কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা পাথর বহনকারী বারকী শ্রমিক সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- সিল-২৩, তারিখ- ২৬/১১/১৯৯০খ্রিঃ।	৩৮৮ জন	১,১৩,৮৬,৮৫৭/-
৮৬	সিলেট	সুনামগঞ্জ	ছাতক	ছাতক সিমেন্ট কারখানা শ্রমিক কর্মচারী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ০৫, তারিখ- ১৪/০৫/১৯৫৯খ্রিঃ।	৫৯৩ জন	১,০৯,৪৯,৩৩৬/-
৮৭	সিলেট	সুনামগঞ্জ	দিরাই	সোমা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ৩৫, তারিখ- ২৪/১১/২০০৫খ্রিঃ।	২৬১ জন	১৩,৯৯,৬৩৪/-

রংপুর বিভাগ

৮৮	রংপুর	লালমনিরহাট	লালমনিরহাট সদর	আদিতামারী শাপলা বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ২৬, তারিখ- ২৭/১২/২০০৪খ্রিঃ।	৫,৪৮৩ জন	৬,২৫,৪২,৪১৯/-
৮৯	রংপুর	লালমনিরহাট	কালীগঞ্জ	কাকিনা দারিদ্র বিমোচন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ০৬৩, তারিখ- ১৭/০১/২০০৭খ্রিঃ।	১০৯ জন	১১,৬৩,৫৮৮/-
৯০	রংপুর	ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও সদর	মুন্সিরহার মহিলা প্রশিক্ষণ কর্মী বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ১০২৫, তারিখ- ১৪/০৭/১৯৭৫খ্রিঃ।	৭১ জন	২২,৫৬,২১৬/-
৯১	রংপুর	ঠাকুরগাঁও	বালিয়াডাঙ্গী	গণউন্নয়ন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ২৯, তারিখ- ১৩/০৫/২০০৮খ্রিঃ।	৫,৮০৮ জন	১৫,৫৮,৪৪,৯৮১/-
৯২	রংপুর	পঞ্চগড়	তেঁতুলিয়া	তেঁতুলিয়া উপজেলা শিক্ষক কর্মচারী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, নিবন্ধন নং- ০৮, তারিখ- ১৫/০২/২০০৯খ্রিঃ।	৫০৭ জন	৪,৯৩,৫৮,৮৪৮/-
৯৩	রংপুর	পঞ্চগড়	তেঁতুলিয়া	জামাদারগাছ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ০২, তারিখ- ১৬/০৯/২০০৯খ্রিঃ।	২৭ জন	৪,৯৭,১৮৭/-
৯৪	রংপুর	পঞ্চগড়	তেঁতুলিয়া	মাঝিপাড়া কৃষি খামার ক্ষুদ্র চা চাষী সমবায় সমিতি লিঃ নিবন্ধন নং ১০১০ তারিখ : ২২/৩/১৯৭৫	৭১ জন	২,৭০,৮০৫/-

ময়মনসিংহ বিভাগ

৯৫	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	হালুয়াঘাট	বোরাঘাট পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ১১, তারিখ- ২৭/০২/২০০৫খ্রিঃ।	৭৩৭ জন	১৮,০৯,৮০৬/-
৯৬	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	ফুলবাড়ীয়া	জীবনসিঁড়ি হাঁস-মুরগী বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ২৩৩, তারিখ- ২৭/০৫/২০০৮খ্রিঃ।	২৩ জন	৫,৮০,৯১০/-
৯৭	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	ত্রিশাল	বৈলর জাগ্রত উন্নয়ন শ্রমজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ৩২৪, তারিখ- ২৪/১০/২০১৩খ্রিঃ।	৬২১ জন	৫৬,০৫,৪৬০/-

৯৮	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ সদর	দি আচিক কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ, নিবন্ধন নং- ৯৬, তারিখ- ১৩/০৭/১৯৯৭খ্রিঃ।	১৮২ জন	৬৭,৫২,৬৩৯/-
৯৯	ময়মনসিংহ	জামালপুর	মাদারগঞ্জ	মাদারগঞ্জ আল আকাবা বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ৮৫, তারিখ- ১৯/১০/১৯৯৭খ্রিঃ।	৫,০১১ জন	১০,৯৮,৮৬,৩৩৬/-
১০০	ময়মনসিংহ	জামালপুর	সরিষাবাড়ী	পল্লীকর্ম বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ১৭৫, তারিখ- ২৭/০৮/২০০৮খ্রিঃ।	৫০৬ জন	৫৭,২১,৯৩৮/-
১০১	ময়মনসিংহ	শেরপুর	ঝিনাইগাতী	আদর্শ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, নিবন্ধন নং- ০৬, তারিখ- ৩০/০৮/১৯৯৬খ্রিঃ।	৪,০১৩ জন	১০,৮৯,০৩,৮৩২/-
১০২	ময়মনসিংহ	শেরপুর	নালিতাবাড়ী	চক বাজার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ২৪৫, তারিখ- ০৩/০৩/১৯৮১খ্রিঃ।	৩৯ জন	২,১১,৪৪,২১৬/-